ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

৫০ দফা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

উপরের লিখিত যেং বিষয়ের তলে যেং পুস্তাব আছে তাহার নিদর্শন নীচে লেখা যাইতেছে।

পুস্তাব।	বিষয়ের তলে।
আবকারীর।	সরকারী মালওয়াজিবীর। এবং সায়েরং তের। ও মদিরাদি মাদক সামগ্রীর।
মোকদ্দমাসকলের ফিরিস্তির।	দফ্তর সকলের।
আবওয়াবের।	সরকারী মাল ওয়াজিবীর। এবং আফীনের।
দত্তকপুত্রের।	কোর্ট ওয়ার্ডসের।
দাদনীর টাকার।	নিমকের।
এজেণ্টের।	ঐ। এবং খাতামহালের সাহেবদিগের। ও আফীনের। এবং জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের।
আখরাজাতের।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
নিষ্কর ভূমির।	ঐ।
আলতমগাদারদিগের।	কমিসনরদিগের।
আলতমগার।	নিষ্করভূমির।
দাখিল ও খারিজের।	পাঁচসনী বহীর।
আপেলাণ্টের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের। ও অক্ষমের।
মূল্যনিরূপকের।	ক্রো কর।
সালিসদিগের।	কমিসনরদিগের। ও অকর্ম্মণ্যের। ও সালিসীর। এবং অধিকার অংশের ও শামিলের।
আড়কাটের।	রূপা ও সোণা জরবের।
যুদ্ধসজ্জার।	মাসুলের।
এসেমাস্তর অর্থাৎ পরখাই সাহেবের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের। এবং রূপা ও সোণা জরবের।
জমার।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
উদ্দেশ দান অর্থাৎ উত্তরাধিকার পত্রাদির।	রেজিষ্টরীর।
আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের।	আদালতসকলের আমলার।
আমলের।	আফীনের।
আমিনদিগের।	পোলীসের। এবং জিলা ও শহরসকলের আড়ঙ্গের।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

বনকরের।	পোলীসের ও সায়েরাতের ও অকর্ম্মণ্যের।
কলিকাতার।	পরমিটের।
ফিরিস্তির।	ফৌজদারীর সাহেবদিগের।
কানুনগোদিগের।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
ছাউনির।	মদিরাদি মাদক সামগ্রীর।
কর্ম্মনাশার।	পরমিটের।
খাজাঞ্চীর।	কালেক্টর সাহেবদিগের।
সর্টিফিকটের।	সায়েরাতের।
চাকরানা ভূমির।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
ছাড়চিঠীর।	নিমকের।
ফৌজদারী মোকদ্দমার নালিশের।	ঐ এবং ফৌজদারীর সাহেবদিগের। এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের। ও পোলীসের।
দেওয়ানী মোকদ্দমার নালিশের।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
চালানের।	আফীনের।
চলন্তার।	সায়েরাতের।
চৌনসার।	পরমিটের।
চৌধুরায়ীর।	পাঁচসনা বহীর।
চান্দনিয়ার।	পোলীসের।
শহরসকলের।	ঐ। এবং জিলাসকলের দেওয়ানী আদালতের।
দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের। ও মফস্বল আপীল আদালতসকলের। ও সদর দেওয়ানী আদালতের।
টাকার।	রূপা ও সোনা জরবের।
কমাণ্ডাণ্টের।	অকর্ম্মণ্যের।
উরদূবাজারে কমিসনরীর।	মদিরাদি মাদক সামগ্রীর।
কমিসনরীর ও তাহার সনন্দের।	কমিসনরদিগের।
বদলের।	সায়েরাতের। ও মদিরাদি মাদক সামগ্রীর।
সুদের কুসীদের।	সুদের।
জব্দের।	নিমকের। ও আফীনের। ও দণ্ডের।
অবজ্ঞার।	দেওয়ানী এলাকার ও ফৌজদারীর মোতালক আদালতসকলের।

চুক্তিকারকের।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

চুক্তিকারকের।	নিমকের ও আফীমের।
দুষ্টতার।	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও দেওয়ানী এলাকার আদালত[illegible]
শারীরিক শাস্তির।	ক্রোকের।
ঘুষের।	মফঃসল আপীল আদালতসকলের। ও সদর দেওয়ানী আদালতের। এবং কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের। ও আদালত সকলের আমলার। ও পোলীসের। ও কমিসনরদিগের।
কছোবের।	অকর্ম্মণ্যের।
কোর্ট মার্শিয়ালের।	ঐ।
ফসলের।	সীমাসরহদ্দের। ও নিজামৎ আদালতের।
কবুলিয়তের।	সরকারীমালওয়াজিবীর। ও মদিরাদি মাদক সামগ্রীর।
চলনের।	রুপা ও সোণা জরবের।
কাছারীর সরঞ্জামী খরচের।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
কোতওয়ালদিগের।	পোলীসের।
দারোগাগণের।	ঐ।
ডাকের।	ঐ। এবং বাকীয়াতের। ও খাতামহালের সাহেবদিগের। ও নিমকের।
দশসনী বন্দোবস্তের।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
ডাকাইতের।	ফৌজদারীর সাহেবদিগের। ও পোলীসের।
ডিক্রীর।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের। ও নিমকের। ও কমিসনরদিগের।
জাচনদারের।	খাতামহালের সাহেবদিগের।
বাকীদারদিগের।	বাকীয়াতের। ও নিমকের।
আসামীদিগের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের।
দিল্লীর মাহম্মদশাহী টাকার।	রুপা ও সোণা জরবের।
আমানতের।	ভূমিনীলামের।
আমীনীর।	বোর্ড রেবিনিউর।
পলাতক লস্করের।	পরমিটের।

দীয়তের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

দীয়তের।	দায়ের ও সায়েরী আদালত সকলের। ও নিজামৎ আদালেতের।
ধর্ম্মদাঁড়ীর।	আফীনের।
ঘন ও কলের।	রূপা ও সোণা জরবের।
অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের।	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও কোর্ট ওয়ার্ডসের।
অনাবৃষ্টির।	বাকীয়াতের।
টামটামওয়ালার।	অকর্ম্মণ্যের।
দফাদারদিগের।	ঐ।
তৌলদারের।	আফীনের।
হাসিলের।	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও মাসুলের।
রফ্তানী জিনিসের।	মাসুলের।
কুঠীর।	খাতামহালের সাহেবদিগের। ও আফীনের।
ইজারদারদিগের।	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও কমিসনরদিগের। ও দেওয়ানী এলাকার আদালত সকলের। ও বাকীয়াতের। ও ক্রোকের।
ফর্‌রাখাবাদী টাকার।	রূপা ও সোণা জরবের।
রসুমের।	উকীলগণের। ও আফীনের।
স্ত্রীগণের।	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও কোর্ট ওয়ার্ডসের। এবং অধিকার অংশের ও শামিলের।
সমুচিতের।	দণ্ডের। ও পোলীসের।
জলকরের।	পোলীসের। ও সায়রাতের। ও অকর্ম্মণ্যের।
ফতওয়ার।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের। ও নিজামৎ আদালতের।
গঙ্গার।	পরমিটের।
গাঞ্জার।	মদিরাদিমাদক সামগ্রীর। ও পরমিটের।
ঘাগরার।	পরমিটের।
গোলার।	পোলীসের ও সায়রাতের।
আশরফী মোহরের।	রূপা ও সোণা জরবের।
গোমাস্তাদিগের।	নিমকের। ও খাতামহালের সাহেবদিগের। ও আফীনের।

সরকারের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

সরকারের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের। ও বাকীয়াতের।
গহীতার।	নিষ্কর ভূমির। ও অকর্ম্মণ্যের।
দাতার।	নিষ্কর ভূমির।
সনন্দাদির।	ঐ। এবং উকীলগণের। এবং রোজ খয়রাৎ ও মোশাহেরার। ও কমিসনরদিগের। ও অকর্ম্মণ্যের।
অধ্যক্ষের।	কোর্ট ওয়ার্ডসের।
গঞ্জিয়াতের।	পোলীসের। ও সায়েরাতের।
গবসাল টাকার।	রুপা ও সোনা জরবের।
হাটের।	পোলীসের। ও সায়েরাতের।
হাওয়ালদারদিগের।	অকর্ম্মণ্যের।
উত্তরাধিকারিগণের।	অকর্ম্মণ্যের। এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের। ও নিজামৎ আদালতের। ও উত্তরাধিকারিত্বের।
শাস্ত্রের।	উত্তরাধিকারিত্বের। ও দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের।
হসপিটাল তাহুতখানার।	আফীনের।
সিক্কালীর।	ফৌজদারীর সাহেবদিগের। ও অকর্ম্মণ্যের।
ঘরদিগরের।	সায়েরাতের।
জজের।	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও কোর্ট ওয়ার্ডসের।
আমদানী জিনিসের।	পরমিটের।
খোলাসার।	আইনসকলের।
নীলের।	পরমিটের।
পৈতৃকের।	উত্তরাধিকারিত্বের।
কিস্তিবন্দীর।	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও বাকীয়াতের। ও নিমকের।
বিমার।	সুদের।
দরমিয়ানী খারিজ দাখিলের।	নিষ্কর ভূমির। ও পাঁচসনী বহীর।
দরমিয়ানী বাজেয়াপ্তীর।	ঐ।
জলবৃদ্ধির।	বাকীয়াতের।
এস্তমরারীদারদিগের।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
বন্ধনের।	ফৌজদারীর সাহেবদিগের। এবং দায়ের জায়গীরের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

	ও সায়েরী আদালতসকলের।
জায়গীরের।	নিষ্কর ভূমির। ও অকর্ম্মণ্যের।
জায়গীরদারদিগের	কমিসনরদিগের।
জমীদারদিগের।	অকর্ম্মণ্যের। ও পোলীসের। ও ভূম্যধিকারিগণের।
অসাধারণ ভূমির।	অধিকার অংশের ও শামিলের। এবং সরকারী মালওয়াজিবীর।
জজের।	দেওয়ানী এলাকার। ও ফৌজদারীর মোতালক আদালতসকলের।
সীমাসরহদ্দের।	দেওয়ানী এলাকার। ও ফৌজদারীর মোতালক আদালতসকলের।
ডাজের।	আফীনের।
কেসাসের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের। ও নিজামৎ আদালতের।
খোদকস্তার।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
খামারের।	ঐ।
খোশখরীদের।	আফীনের।
কিস্মতের।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
কিস্তির।	বাকীয়াতের।
কয়ালের।	মাসূলের।
ভূমি ও ভূম্যধিকারিগণের।	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও বাকীয়াতের। ও ক্রোকের। ও ভূমিনীলামের। ও কর্জের। এবং অধিকার অংশের ও শামিলের। ও নিষ্কর ভূমির। এবং ভূমির উত্তরাধিকারিত্বের। ও দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের। ও কালেক্টর সাহেবদিগের। ও পাঁচসনী বহীর। ও রেজিষ্টরীর। ও বোর্ড রেবিনিউর। ও সীমাসরহদ্দের। ও পুলবন্দীর। ও কোর্ট ওয়ার্ডসের।
খালাসীদিগের।	অকর্ম্মণ্যের।
শরা ও শাস্ত্রের।	কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের।
উম্মত্তের।	সরকারী মালওয়াজিবীর। এবং কোর্ট ওয়ার্ডসের।

শরার

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

শরার।	দেওয়ানী এলাকার ও ফৌজদারীর মোত। লক আদালতসকলের।
মালিকানার।	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও অকর্ম্মণ্যের।
সরবরাহকারদিগের।	কোর্ট ওয়ার্ডসের ও উত্তরাধিকারিত্বের। ও কমিসনরদিগের।
জিনিসের চালানের।	মাসুলের।
মোকামমাজীর।	ঐ।
কারীগরদিগের।	নিমকের। এবং খাতামহালের সাহেব দিগের।
মহাজনদিগের।	পোলীসের। এবং কমিসনরদিগের।
মাথোটের।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
মেদনীপুরের।	ঐ।
অযোগ্যতার।	কোর্ট ওয়ার্ডসের।
অপ্রাপ্তব্যবহারের।	ঐ। এবং সরকারী মালওয়াজিবীর এবং অধিকার অংশের ও শামিলের।
টাকশালের সাহেবদিগের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদাল তের। এবং রূপা ও সোণা জরবের।
টাকশালের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদাল তের। এবং রূপা ও সোণা জরবের।
মিরধার।	আদলতসকলের আমলার।
মোকররী পাট্টা ও সনন্দের।	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও অকম্মণ্যের।
মহালের।	পাঁচসনী বহীর।
মহল্লাদার ও মহল্লাদারাণীর।	পোলীসের।
মুহরিরের।	আদালতসকলের আমলার।
মুকীমের।	নিমকের।
মলঙ্গীর।	ঐ।
সুরতীটাকার।	রূপা ও সোণা জরবের।
মুন্সীগণের।	আদালতসকলের আমলার।
বন্ধকের।	সুদের। ও নিষ্কর ভূমির। ও রেজিষ্ট রীর। ও বিলায়তী লোকের।
বন্ধকগ্রহীতার।	ঐ।
বন্ধকদাতার।	ঐ।
মোশাহেরার	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও কালেক্টরসাহেবদিগের।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

মদদ্মাআশের।	নিষ্কর ভূমির।
মুফ্তীদিগের	ফৌজদারীর মোতালক আদালতসকলের। এবং কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের।
মুনসিফদিগের।	কমিসনরদিগের।
খুনের।	ফৌজদারী এলাকার আদালতসকলের। ও অকর্ম্মণ্যের।
মস্কাটের লবণ অর্থাৎ সৈন্ধবের।	নিমকের।
নমুনার।	আফীনের।
ভূমি হস্তান্তর হইবার।	পাঁচসনী বহীর। ও সরকারী মালওয়াজিবীর। ও রেজিষ্টরীর।
অঙ্গচ্ছেদনের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
নওয়াব উজীরের।	নিমকের। ও মাসুলের।
নায়েকের।	অকর্ম্মণ্যের।
নারায়ণী টাকার।	রূপা ও সোণা দ্রব্যের।
নাজিরের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের। ও আদালতসকলের আমলার।
নিজযোত ভূমির।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
নুক্তপত্র ও নিয়মপত্র।	কালেক্টরসাহেবদিগের। এবং দেওয়নী এলাকার ও ফৌজদারীর মোতালক আদালতসকলের। ও উকীলগণের। ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের ও কোর্টওয়ার্ডসের। এবং কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের। ও আদালতসকলের আমলার। ও নিমকের। কমিসনরদিগের। ও রেজিষ্টরীর ও মাসুলের।
আমলার।	কালেক্টরসাহেবদিগের। ও মাসুলের। ও আদালতসকলের আমলার। এবং কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের। ও অকর্ম্মণ্যের।
ফলকরের।	পোলীসের।
উড়িষ্যার।	নিষ্কর ভূমির। ও মাসুলের।
ওবরসিয়া আমীনের।	নিমকের।
মাফ ও ক্ষমার।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের। ও নিজামৎ আদালতের।

পাটনার

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

রেগিউলেটিং

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

	ভূমির। এবং রূপা ও সোণা জরবের। ও পাঁচসনী বহীর।
রেগিউলেটিং আফীসরের।	অকর্ম্মণ্যের।
মৌকুফীর।	সরকারী মালওয়াজিবীর। ও বোর্ড রেবিনিউর। ও বাকীয়াতের।
কৈফিয়তের।	ফৌজদারীর সাহেবদিগের। ও দফ্তরসকলের। ও পোলীসের। ও কমিসনরদিগের।
পুষ্করিণীর।	পুলবন্দীর। ও অধিকার অংশের ও শামিলের।
খাতামহালের সাহেবদিগের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের। ও খাতামহালের সাহেবদিগের।
রিসপাণ্ডেনসিয়া অর্থাৎ আড়তের।	সুদের।
রাজস্বের।	বোর্ড রেবিনিউর। ও সরকারের মালওয়াজিবীর।
চুরীর।	ফৌজদারীর সাহেবদিগের। ও অকর্ম্মণ্যের।
রওয়ানার।	নিমকের ও আফীনের ও মাসুলের।
রসদের।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
রেসালাদারের।	অকর্ম্মণ্যের।
সেলামীর।	আফীনের।
সারেঙ্গের।	অকর্ম্মণ্যের।
ওজন দাঁড়ী ও বাটখারার।	আফীমের।
মোহরের।	কালেক্টরসাহেবদিগের। এবং দেওয়ানী এলাকার ও ফৌজদারীর মোতালক আদালতসকলের। ও কোর্টওয়ার্ডসের।
খারিজীর।	সরকারী মালওয়াজিবীর।
সেপাহীদিগের।	কালেক্টরসাহেবদিগের। ও অকর্ম্মণ্যের।
বন্দোবস্তের।	কালেক্টরসাহেবদিগের। ও সরকারী মালওয়াজিবীর।
দোকানদারদিগের।	পোলীসের। ও কমিসনরদিগের।
দোকানের।	সায়েরাতের। ও মদিরাদি মাদক সামগ্রীর।

পোতদারের।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

পোতদারের।	রূপা সোণা জরবের।
সিক্কা টাকার।	ঐ।
সনাত টাকার।	ঐ।
ভাটীর।	মদিরাদি মাদক সামগ্রীর।
সুবাদারদিগের।	অকর্ম্মণ্যের।
মিসরীর।	মাসুলের।
তলবচিঠীর।	দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলের। ও নিমকের। ও খাতামহালের সাহেবদিগের।
জামিনদিগের।	জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের। ও যোত্রহীনের।
তালুকদারদিগের।	ভূম্যধিকারিগণের।
থানার।	অকর্ম্মণ্যের।
টাক্সের।	পোলীসের। ও সায়েরাতের। ও মদিরাদি মাদক সামগ্রীর।
তহবাজারীর।	সায়েরাতের।
তহসীলদারদিগের।	পোলীসের। ও সরকারী মালওয়াজিবীর। ও কোর্টওয়ার্ডসের ও কমিসনরদিগের।
টিণ্ডালের।	অকর্ম্মণ্যের।
তীরথজিলার।	ঐ।
তাড়ীর।	মদিরাদি মাদক সামগ্রীর।
তরজমার।	মফঃসল আপীল আদালতসকলের। ও সদর দেওয়ানী আদালতের। ও আইনসকলের।
খাজানাখানার।	রূপা ও সোণা জরবের।
বিচারের।	দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের।
তুরুকসওয়ারদিগের।	অকর্ম্মণ্যের।
তাগাবীর।	কালেক্টরসাহেবদিগের। ও বাকীয়াতের।
তলবানার।	নিমকের। ও আফীনের।
সংখ্যার।	আফীনের।
সরবজওয়ারের।	পোলীসের।
গ্রামসকলের।	অকর্ম্মণ্যের। ও পাঁচসনী বহীর।
উজীরের।	মাসুলের। ও আফীনের।
উজারীটাকার।	রূপা ও সোণা জরবের।

মহল্লার

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের খোলাসা।

শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে যেং বিষয়ে যেং আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যেং তারিখে জারী হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন।— — — — — — — — — — ১ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চে যেযে বিশেষ বিষয় ইশ্‌তিহারনামাক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ঐ ১৭৯৩ সালের ১ মাই তারিখের আইনের মতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া জারীকরণের।

২ দ্বিতীয় আইন।— — — — — — — — — ১ মাই।

সকল মাল আদালতের সিরিস্তা মৌকুফের এবং পশ্চাৎ তথাকার মোতালক সমস্ত মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে হইবার এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ও সকল কালেক্টরসাহেবের মত স্থৈর্য্যের।

৩ তৃতীয় আইন।— — — — — — — — — — ১ মাই।

প্রতিজিলায় ও শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদে সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রথম বিচার ও নিষ্পত্তির জন্যে যে সকল দেওয়ানী আদালত অবধারিত হইল তাহার প্রতাপের আধিক্য ও নিরূপণের।

৪ চতুর্থ আইন।— — — — — — — — — — ১ মাই।

সকল জিলা ও শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের দেওয়ানী আদালতের মোতালক সমস্ত মোকদ্দমা শুনিবার ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার।

৫ পঞ্চম আইন।— — — — — — — — — —১ মাই।

সকল জিলার ও শহর আজীমাবাদ ডাক নাম পাটনা ও শহর জাহাঁগীরনগর ডাক নাম ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদ তিন শহরের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নালিশ আপীলে হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ মফঃসলে ৪ চারি আপীল ও ঐ ৪ চারি আপীলের জজসাহেবদিগের চলন এবং ঐ চারি আপীলের এলাকার আপীলওগয়রহের সমস্ত নালিশের বিচার ও নিষ্পত্তির নিয়মের।

৬ ষষ্ঠ আইন। — — — — — — — — — — —১ মাই।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তির আধিক্যের ও মতের নির্ণয়ের এবং যে সকল মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া পরে সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল হয় সে সকল মোকদ্দমা শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার দাঁড়া নির্দ্দিষ্টের।

৭ সপ্তম

৭ সপ্তম আইন।— — — — — — — — — — ১ মাই।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সকল দেওয়ানী আদালতে সমস্ত মোকদ্দমার কারণ এদেশি উকীলদিগেরে নিযুক্ত করিবার বিষয়ের।

৮ অষ্টম আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমীদার ও হুজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের মালগুজারীর অর্থে দশসনী বন্দোবস্তের বিষয়ের যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্তম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফিব্রুআরি ও তাহার পর যেং তারিখে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার।

৯ নবম আইন।— — — — — — — — — — — ১ মাই।

শ্রীযুতগবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ৩ দিসেম্বর ও অন্য যেং তারিখে অপরাধিদিগেরে ধরিবার ও তাহারদিগের সমস্ত মোকদ্দমার বিচারার্থে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার লিখিত মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার।

১০ দশম আইন।— — — — — — — — — — ১ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাই ও তাহার পর যে যে তারিখে যে যে হুকুম সকল অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের আনুকূল্য ও তাহারদিগের ভূমির তদন্তাদির বিষয়ে কোর্ট ওয়ার্ডেস অর্থাৎ ঐ সকলের বন্দোবস্তের অর্থে এক সিরিস্তা মোকরর করিবার নিমিত্তে জারী হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার।

১১ একাদশ আইন।— — — — — — — — — ১ মাই।

করসম্পর্কীয় সমস্ত ভূমির উত্তরাধিকারিত্বের সমস্ত মোকদ্দমায় শরা ও শাস্ত্রের যাবদীয় বিধান চলনে যে বাধা হইয়াছে তাহা না থাকিবার বিষয়ের।

১২ দ্বাদশ আইন।— — — — — — — — — — ১ মাই।

সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে মুসলমান কাজী ও মুফ্তী এবং হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করিবার বিষয়ের।

১৩ ত্রয়োদশ আইন।— — — — — — — — — — ১ মাই।

দেওয়ানী আদালতের ও ফৌজদারীর আমলাদিগেরে নিযুক্ত করিবার আর ঐ সকল আমলার যেং কার্য্য করিতে হইবেক তাহার।

১৪ চতুর্দ্দশ আইন।— — — — — — — — — ১ মাই।

সদরের মালগুজার সকল জমীদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের মতের।

১৫ পঞ্চদশ আইন।— — — — — — — — — — ১ মাই।

পূর্ব্বের ও আগামি কর্জ্জের সুদের নিরিখ ধার্য্যের।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের ফিরিস্তি।

১৬ ষোড়শ আইন।— — — — — — — — — — — — ১ মাই।

সালিস ও নাজিমদিগকে কোনং মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিয়া নিষ্পত্তি করাইবার।

১৭ সপ্তদশ আইন। — — — — — — — — — — — ১ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ২০ জুলাই তারিখে সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে মালগুজারীর বাকীর জন্যে তাহারদিগের তাবে সমস্ত কটকিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের সমস্ত ভূমির শস্য ও অস্থাবর ধন সম্পত্ত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী বরং নির্দ্ধারিত বিশেষ বিষয়ে এ সকলের মালজামিনদিগের ধনসম্পত্তিও ক্রোক ও বিক্রয় করণের যে শক্তি অর্পণ এবং সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে বাকী উসুলের কারণ তাহারদিগের তাবে সমস্ত কটকিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গকে কিম্বা এ সকলের মালজামিনদিগেরে বদ্ধ ও নিগ্রহ করণের যে নিষেধ হইয়াছে তাহা দুরস্তকরণের।

১৮ অষ্টাদশ আইন।— — — — — — — — — — ১ মাই।

সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সমস্ত দপ্তর এতদনুসারে যে সমস্ত জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা সকল মোকদ্দমার মাসকাবারী ফিরিস্তি মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের নিকটে এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা আপনারদিগের নিষ্পত্তির আপীলওগয়রহের সকল মোকদ্দমার মাসকাবারী ফিরিস্তি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে থাকেন দুরস্ত করিয়া রাখিবার।

১৯ ঊনবিংশতি আইন।— — — — — — — — — ১ মাই।

যে সকল লোক শ্রীযুত ক্ষিতিপালক বাদশাহী পুরস্কার দানছাড়া অন্য নিষ্কর ভূমির উপর করশূন্যমতে আপনারদিগের ভোগদখল রহিবার দাওয়া রাখে সে সকল লোকের স্বত্বের মোকদ্দমার বিচারের দাঁড়া এবং আদালতের ডিক্রীক্রমে কিম্বা সরকারের হুকুমে ঐ ভূমির উপর যে রাজস্বের ধার্য্য হয় তাহার সংখ্যাযুক্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১ পহিলা দিসেম্বরে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার লিখিত মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত হইবার।

২০ বিংশতি আইন।— — — — — — — — ১ মাই।

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের ও ফৌজদারীর আর সকল মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরা আদালতের আর সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের জজসাহেবেরা তাঁহারদিগের মোতালক সকল কার্য্য যে নক্সায় সুন্দররূপে চলে তাহার পরামর্শ দিবার

২১ একবিংশতি আইন।— — — — — ১ মাই।

একং জিলায় সরকারের মালগুজারীর মোতালক দপ্তর এদেশী অক্ষর ও ভাষায় রাখিবার কারণ একং সিরিস্তা নির্দ্ধার্য্যের ও সেই সিরিস্তার মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের দাঁড়া নির্দ্দিষ্টের।

২২ দ্বাবিংশতি

২২ দ্বাবিংশতি আইন। — — — — — — — — — ১ মাই।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার সকল দেশের পোলীসের যাবদীয় সিরিস্তা ধার্য্যের যে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ৭ দিসেম্বরে হইয়াছিল তাহা দুরস্ত করিবার।

২৩ ত্রয়োবিংশতি আইন। — — — — — — — — ১ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ দ্বাবিংশতি আইনের লিখিত সমস্ত হুকুমমতে পোলীস অর্থাৎ যাবদীয় থানাবন্দীর যে সিরিস্তা ধার্য্য হইয়াছে তাহার সমস্ত খরচের সালিয়ানা জায়দাদ নির্দ্ধার্য্যের।

২৪ চতুর্ব্বিংশতি আইন। — — — — — — — — — ১ মাই।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে পাওনা যাহার যে মোশাহেরা দশসনী বন্দোবস্তের সদর জমাভুক্ত হইয়াছে তাহা এবং যে সায়েরাৎ বরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে যাহার যে তনখা পাওনা ছিল তাহা বহাল ও বাজেয়াপ্ত হইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১০ জুনে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুর হইতে যে হুকুম হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার।

২৫ পঞ্চবিংশতি আইন। — — — — — — — — — ১ মাই।

করসম্পর্কীয় সাধারণভূমি অংশ করিবার এবং অসাধারণ দুই কিম্বা অধিক অংশির ভূমি একশামিলে থাকিতে পারিবার।

২৬ ষড়্বিংশতি আইন। — — — — — — — — — ১ মাই।

সরকারের মালগুজার ভূম্যধিকারী হিন্দু ও মুসলমান বালক হইলে তাহারদিগের বয়ঃক্রম ১৮ অষ্টাদশ বৎসরগতে পুষ্প্তব্যবহার কাল নির্দ্দিষ্ট হইবার বিষয়ের।

২৭ সপ্তবিংশতি আইন। — — — — — — — — — ১ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুন ও ২৮ জুলাই ও তাহার পর যে যে তারিখে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের সায়েরাৎ মৌকুফের এবং তাহার এওজে সরকারের মালগুজার যে যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা ও নিষ্করভূমির কর্ত্তারা যাহা মজুরা পাইবার বিষয়ে যে যে হুকুম জারী হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার।

২৮ অষ্টাবিংশতি আইন। — — — — — — — — — ১ মাই।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপালক বাদশাহী ফৌজ এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর ও লশ্কর ইঙ্গরেজ লোকছাড়া অন্য ইঙ্গরেজ লোকদিগের কেহ শহর কলিকাতাহইতে ৫ ক্রোশের অধিক অন্তরে রহিতে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে তাঁহার লিখিত এমত একরার যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৭ ধারার প্রস্তাবিত লোকদিগের কেহ কোন দাওয়ার মোকদ্দমায় তাঁহার নামে নালিশ করিলে তাহার জওয়াব দেন্ দাখিল না হইলে নিষেধের এবং

ঐ ইঙ্গরেজ

ঐ ইঙ্গরেজ লোকের যে দাওয়া যাহার উপর থাকে তাহা আইনসকলের মতে পাই বার হইলে দেওয়াইবার।

২৯ ঊনত্রিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ১০ দিসেম্বর ও তাহার পর তারিখসকলের যে সকল আইনের হুকুমমতে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেব লোক ও অন্যং লোক নিমকপোখ্তানীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন সে হুকুম দুরস্ত করিবার।

৩০ ত্রিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — — ১ মাই।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিনাহুকুমে লবণ জন্মাইতে এবং দেশান্তরহইতে তাহা এ দেশে আনিতে নিষেধের।

৩১ একত্রিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — — ১ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ২৩ জুলাই ও তাহার পর যে যে তারিখের যে যে আইনের হুকুমমতে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবেরা ও অন্যং লোক সরকারের মহাজনী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন সেই হুকুমের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার।

৩২ দ্বাত্রিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

ইস্তক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ সেপ্তেম্বর লাগাইৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩১ আগস্ত সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে সরকারে আফীন তৈয়ার করাইবার দফাওয়ারী সওদাপত্রের আইন নির্দ্ধার্য্যের এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিনাহুকুমে অন্য লোকে আফীন বানাইতে ও তাহার ব্যবসায় করিতে না পাইবার।

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

সরকারের খরচে যে পুলবন্দী হয় তাহার মরম্মতের এবং নূতন পুলবন্দীকরণের ও পুষ্করিণীখনন ও খালকাটনের আশ্বাসের বিষয়ে যে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১১ ফিব্রুআরি ও ২১ অক্তোবরে হইয়াছে তাহা দুরস্ত করিবার।

৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

সমস্ত পেয়মাদক সামগ্রীর টাক্স অর্থাৎ হাসিল মাসুল লইবার এবং হুকুমের অন্যথাক্রমে তাহা না জন্মাইবার ও বিক্রয় না করিবার বিষয়ে যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১৬ আপ্রিল তারিখে ও তাহার পরে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে নূতন আইন নির্দ্দিষ্ট করিবার।

৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ আইন। — — — — — — — — — ১ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের তারিখ ২০ জুন ও ২৪ অক্তোবর ও ৩১ নবেম্বর ও অন্যং তারিখের অবধারিত যে সকল আইন সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যায়

 সুবর্ণ

স্বর্ণ ও রজতের মুদ্রা নির্ম্মাণের অর্থাৎ সোণার মোহর ও রূপার টাকা জরবের সিরিস্তা বিলির অর্থে চলন ছিল তাহার লিখিত অনেক বিষয় শোধন ও পরিবর্ত্তান্তে জারী হইবার এবং ১৯ উনিশসন মোহর ও ১৯ উনিশসন সিক্কা টাকা ও তাহার অংশ ক্ষুদ্র মুদ্রা অর্থাৎ রেজগী দেওয়ায় অন্যং রকম মোহর ও টাকা চলনের ব্যবস্থা স্থগিত হইবার এবং কলব ও খোটা অর্থাৎ তামা ও মেকী ও ছাটুয়াআদি মন্দ রকম না করিতে পারিবার।

৩৬ ষট্‌ত্রিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — — ১ মাই।

স্থাবর বস্তুর ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ উদ্দেশ দানপত্র ও বিক্রয়পত্র ও বন্ধকপত্রের নকল রাখিবার বিষয়ে এক সিরিস্তা নির্দ্ধার্য্যের।

৩৭ সপ্তত্রিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — — ১ মাই।

যে সকল লোক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপালক বাদশাহের সনন্দানুসার আলতমগা ও জায়গীরআদি নিস্কর ভূমি ভোগের দাওয়া রাখে তাহারদিগের স্বত্ত্বাধিকারের বিচারের দাঁড়ার এবং তাহার যে যে ভূমি যত কাল বহাল থাকিবেক তাহার নিরূপণের এবং যে যে ভূমির নিয়মিত কাল গত হয় কিম্বা যে যে ভূমির পুরস্কারদান অসিদ্ধ জানা যায় তাহার রাজস্বের সংখ্যার নিদর্শনে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৩ আপ্রিলে ও তাহার পর অন্যং তারিখে যে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার লিখিত মর্ম্ম বিশেষের পরিবর্ত্তে পরিস্কার ও দুরুস্ত হইবার।

৩৮ অষ্টত্রিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — — ১ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ২৭ জুনের যে আইনেতে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর যে সাহেবেরা আদালত কিম্বা তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগকে জমীদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্যং ভূম্যধিকারী ও শামিলাত তালুকদার ও খাসমহালাতের ইজারদারদিগকে এবং ঐ সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের তাবে কট্‌কিনাদার ও প্রজাবর্গকে এবং তাহারদের মালজামিনদিগেরে কর্জ দিতে নিষেধের হুকুম আছে তাহা শুধরিয়া পুনর্নির্দ্দিষ্ট করিবার এবং এইক্ষনে বিলায়তী সকল সাহেব লোককে এই যে সকল হুকুম আছে যে তাঁহারদিগের স্থানে যে যে ভূমি বন্ধক আছে তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনা মঞ্জুরীতে দখল না করেন এবং কোন কারীগরী অথবা অন্য ব্যাপারের জন্য বাটী ঘর নির্ম্মাণ করিবার কারণ কোন ভূমি খরীদ করিয়া কিম্বা ভাড়া অথবা জমা করিয়া না লন সেই সকল হুকুমের কিছুং মতান্তর করিয়া পুনর্নির্দ্দিষ্ট করিবার।

৩৯ ঊনচত্বারিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — — ১ মাই।

কাজীয়লকুজ্জাৎ অর্থাৎ সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার প্রধান কাজী ও সকল জিলার কাজীরা নিযুক্ত হইবার ও তাহারদিগের কার্য্য করিবার মতের।

৪০ চত্বারিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — — ১ মাই।

সিক্কা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের আইনের ফিরিস্তি।

সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অনূর্দ্ধ নগদের কি বস্তুর মূল্যের সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে এদেশীয় লোকদিগেরে সনন্দ দিবার ও যেমতে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক ও যে রূপে সেই নিষ্পত্তির মতাচরণ করা যাইবেক তাহার নিমিত্তে।

৪১ একচত্বারিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালাওগয়রহের সমস্ত কার্য্যচলনের নিমিত্তে যে সকল আইন জারী হইবেক তাহা গ্রন্থক্রমে রচনের।

৪২ দ্বাচত্বারিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

সরকারী ও কলিকাতার মাসুল তহসীল করিবার বিষয়ে যে যে হুকুম বহাল আছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিস্কার ও দুরস্ত করিবার।

৪৩ ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ ফিব্রুআরীতে এদেশীয় পুরাতন চাকর অকর্ম্মণ্য সিপাহীদিগের ও তাহারদিগের সরদারদিগের ভরণপোষণার্থে ভূমি জায়গীর দিবার যে হুকুম হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিস্কার ও দুরস্ত করিবার।

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

দশসনের অধিক মুদ্দতে মফঃসলী তালুকদারদিগের জমা মোকররী না হইবার এবং দশসনের অতিরিক্ত মুদ্দতে ইজারা ও ঠিকা পাট্টা হইতে না পারিবার আর বাকী আদায়ের কারণ ভূমি সরকারে নীলাম হইবার কালে নীলামের পূর্ব্বে পূর্ব্বাধিকারির সহিত সে ভূমির মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহা ব্যক্তিবিশেষের নির্দ্দিষ্ট বিষয়ছাড়া নীলামের সময়হইতে রদ হইবার।

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

আদালতের ডিক্রীক্রমে করসম্পর্কীয় ও নিষ্কর ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবার।

৪৬ ষট্চত্বারিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

প্রকারবিশেষ কোনং লোকে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে সকল দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবার।

৪৭ সপ্তচত্বারিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

সকল মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের পরস্পর পরামর্শের ঐক্য না হইলে তাহা সারিবার এবং তাঁহারদিগের সম্পর্কীয় অন্যং কার্য্য করিবার।

৪৮ অষ্টচত্বারিংশৎ আইন। — — — — — — — — — — ১ মাই।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে সরকারের মালগুজার ভূম্যধিকারিদিগের

রিদিগের

রিদিগের ভূমির উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য হয় তাহার নিদর্শনে সেই ভূমি পাঁচ পাঁচসনী বহীতে লিখিবার।

৪৯ ঊনপঞ্চাশৎ আইন। — — — — — — — — — — — ২৮ জুন।

সীমাসরহদ্দের নিমিত্তে যুদ্ধবিগ্রহ না হইতে পারিবার।

৫০ পঞ্চাশৎ আইন। — — — — — — — — — — — ৬ দিসেম্বর।

যেসকল স্ত্রীলোককে তাহারদিগের অধিকার ভূমির সরবরাহ দিবার উপযুক্তা জানা যায় তাহারদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের মতের বাহিরে রাখনের ক্ষমতা কোর্ট ওয়ার্ডের সাহেবদিগেরে অর্পণের এবং সেই আইনের অন্য কোনং হুকুমের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার।

৫১ এক পঞ্চাশৎ আইন। — — — — — — — — — — ২৭ দিসেম্বর।

বিনাপাট্টায় যে সকল লোক মদিরা কিম্বা অন্যং মাদক সামগ্রী জন্মায় অথবা বিক্রয় করে সে সকল লোক ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ আইনের মতে দণ্ড দিতে অশক্ত হইলে তাহারদিগের যে শাস্তি হইবেক তাহার এবং ঐ অপরাধ করণপ্রযুক্ত তাহারদিগের যে দণ্ড উচিত হইবেক তাহার নিশ্চয়াবধারণার্থে।

ইত্যেবাস্তু।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১ প্রথম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ্চে যে যে বিশেষ বিষয় ইশ্তেহারনামাক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে আইনের মতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া জারী করিলেন।

শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যার মোতালক করসম্পর্কীয় সমস্ত ভূমির স্থির রাজস্ব অর্থাৎ মোকররী জমার ধার্য্যযুক্তে যে যে বিশেষ বিষয় সমস্ত জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারি দিগের কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ্চের ইশ্তেহারনামাক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সেই ইশ্তেহারনামার তারিখহইতে এইক্ষণে আইনের মতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া নীচের লিখনানুসারে চলন ও জারী হইবেক ইতি।

২ ধারা

ইশ্তেহারনামার ১ প্রথম দফা।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মোতালক করসম্পর্কীয় সমস্ত ভূমির ১০ দশ সনী বন্দোবস্তের নিমিত্ত যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্তেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফিবরেঅরীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে ভূম্যধিকারিদিগেরে জানান যাইতেছে যে যে সকল অধিকারী ঐ সকল আইনের মতে আপনারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত স্বয়ং কিম্বা আপনারদিগের পক্ষের লোকদিগের দ্বারা সরকারে করিবেক তাহারদিগের ভূমির যে মোকররী জমার ধার্য্য ঐ বন্দোবস্তের কালে হইবেক তাহা বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুর হইলে দশ সনের পরেও অস্থির ও ফেরফার না হইয়া চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।

দশসনী বন্দোবস্ত বি[illegible] য়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহে[illegible] দিগের মঞ্জুর হইলে [illegible] চিরকাল বহাল [illegible] বার প্রস্তাব দ[illegible] বন্দোবস্তের [illegible] হইতে লেখা [illegible] বার কথা।

৩ ধারা।

ইশ্তেহারনামার ২ দ্বিতীয় দফা।

দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে ভূমির মোকররী জমা চিরকাল বহাল রহিবার সম্বাদ জানাইতে শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুরের প্রতি ক্ষমতা অর্শিবার কথা।

সম্প্রতি বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের হজুরহইতে শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল মার্কুিস কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুরের প্রতি এমত কর্ত্তৃত্ব অর্শিল যে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মোতালক সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগেরে এই সমাচার দেন যে দশসনী বন্দোবস্তের আইনহায়ের মতে তাহারদিগের ভূমির যে মোকররী জমারধার্য্য হইয়াছে কিম্বা হয় তাহা চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।

৪ ধারা।

ইশ্তেহারনামার ৩ তৃতীয় দফা।

ভূম্যধিকারিদিগের যে ভূমির বন্দোবস্ত হয় তাহার উপর মোকররী জমার ধার্য্যের কথা।

সম্প্রতি ঐ শ্রীযুত উপরের লিখিত কর্ত্তৃত্বক্রমে সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী যাহারদিগের নিজের সহিত কিম্বা স্বপক্ষ লোকদিগের সঙ্গে ঐ সকল আইনের মতে তাহারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহারদিগেরে এই সমাচার দিতেছেন যে সরকারের সহিত তাহারদিগের ভূমির উপর দশসনী বন্দোবস্তের ক্রমে যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে তাহা ঐ বন্দোবস্তের মেয়াদ অর্থাৎ নিয়ম কাল গতেও অস্থির ও ফেরফার না হইয়া সেই জমাতেই সে ভূমি তাহারদিগের উত্তরাধিকারী আদি ক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।

৫ ধারা।

ইশ্তেহারনামার ৪ চতুর্থ দফা।

যে যে ভূম্যধিকারির ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারদারদিগের ইজারায় রহে তাহার ভূমির উপর মোকররীদিগের ধার্য্য হইবার জমার কথা।

যে যে জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারির ভূমির উপর উপরের প্রস্তাবিত সকল আইনের মতে সরকারহইতে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়া তাহারদিগের অস্বীকার ও নাকবুলের নিমিত্ত সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে আসিয়া কিম্বা তাহা সরকারহইতে অন্যং লোককে ইজারা দেওয়া গিয়া থাকে তাহার মধ্যে যাহারদিগের ভূমি সরকারের খাস তহসীলে আসিয়া থাকে তাহারদিগেরে ঐ শ্রীযুত জানাইতেছেন যে ঐ সকল আইনের মতে সেই ভূমির উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা হয় সে জমা যদি তাহারা স্বীকার ও কবুল করে তবে পুনরায় সে ভূমি তাহারদিগের হস্তগত হইয়া পরেও সে জমার অস্থিরতা ও ফেরফার না হইয়া সেই জমাতেই তাহারদিগের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক।

আর

আর যাহারদিগের ভূমি ইজারদারদিগের ইজারায় থাকে তাহারদিগেরেও জানাইতেছেন যে সেই ইজারার মেয়াদ গত হইবাপর্য্যন্ত ইজারদারেরা স্বেচ্ছাক্রমে সেই ইজারাহইতে হস্ত উঠাইয়া সে ভূমি সেই ভূম্যধিকারিদিগেরে ছাড়িয়া না দিলে এবং ঐ শ্রীযুতের হজুরেও মঞ্জুর না হইলে সে ভূমিতে সেই ভূম্যধিকারিরা আমল পাইবেক না কিন্তু সেই ইজারার মেয়াদ গেলে যদি সেই ভূম্যধিকারিরা তাহারদিগের ভূমির যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়া থাকে কিম্বা হয় তাহা স্বীকার ও কবুল করে তবে সে ভূমি তাহারদিগের হস্তগতা হইয়া পরেও সে জমার অস্থিরতা ও ফেরফার না হইয়া সেই জমাতেই তাহারদিগের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগ দখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।

৬ ধারা।

ইশ্তেহারনামার ৫ পঞ্চম দফা।

সরকারের খাসের যে ভূমি আছে ও পশ্চাৎ ভূমি যে খাস হয় সে ভূমি যদি অন্য লোককে দেওয়া যায় তবে দিবার কালে সে ভূমির উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য হয় সেই জমাতেই সে ভূমি সেই লোকের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।

সরকারের খাসের যে ভূমি অন্যকে দেওয়া যায় তাহার উপরে মোকররী জমার ধার্য্য হইবার কথা।

৭ ধারা।

ইশ্তেহারনামার ৬ ষষ্ঠ দফা।

সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিরা বরং সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যানিবাসি সমস্ত লোকে জানিত যে অদ্যাবধি কখনো ভূমির জমার ধার্য্য মোকররী মতে হয় নাই তস্মাৎ এ দেশের পূর্ব্বের হাকিমেরা প্রাচীন দাঁড়া ও চলনক্রমে কখনোং ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে বেশী তলব করিয়া তাহা উসুলের কারণ মধ্যেং প্রায়ই তাহারদিগের ভূমির উৎপন্ন নিশ্চয় ও তহকীক করাইয়াছেন এবং সময় বিশেষে তাহারদিগেরে সে ভূমিহইতে ও উত্যক্ত ও বেদখল করিয়া সে ভূমি অন্যং লোককে ইজারা দিয়াছেন কিম্বা তাহার প্রজাদিগের স্থানে খাজানা উসুলের কারণ মফঃসলে সাজাওল পাঠাইয়াছেন। এইক্ষণে বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরা এমত সকল দাঁড়াকে দেশের পত্তন আবাদের ব্যাঘাত ও খললের মূল অনুমান করিয়া এ দেশের যাবদীয় লোকের কল্যাণ ও কুশলের বীজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহারদিগেরে উপরের প্রস্তাবিত আপনারদিগের কৃত পরিষ্কার মর্ম্ম জানাইবার জন্য হকুম প্রচার করিলেন অতএব সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারী যাহারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত সরকারের সহিত হইয়াছে কিম্বা হয় তাহারা নিশ্চয় জানিবেক যে তাহারদিগের ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যের বিষয়ে বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের

পূর্ব্বকালে হাকিমদিগের অভীষ্টক্রমে ভূমির জমা ফেরফার হইত তাহার কথা।

বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবেরা যেং হেতুক প্রাচীন দাঁড়া রহিত করিয়া সকল ভূমির উপর মোকররী জমার ধার্য্য করিয়াছেন তাহার কথা।

মোকররী জমার ধার্য্যের বিষয়ে বিলায়তের কর্ম্ম

কর্ত্তা সাহেবদিগের যে যে আজ্ঞা হইয়াছে তাহা রহিত করিতে উত্তরকালের হাকিমদিগের শক্তি না হইবার কথা।

সাহেবদিগের হজুরহইতে যে হুকুম হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্ত ও ফেরফার করিতে বিলায়তহইতে যে সকল সাহেবকে এদেশের সকল কার্য্য প্রয়োজন করিবার ও তাহার বন্দোবস্তের ভার হয় তাঁহারদিগের কেহ কোনপ্রকারে সাধ্য রাখিবেন না।

ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের ভূমি পত্তনের ফলকে নিজের স্বত্ব জানিয়া আপনারদিগের ভূমি পত্তন ও আবাদের অতিশয় চেষ্টা করণের কথা।

শ্রীযুত গবর্নর জানেরেল বাহাদুর কৌন্‌সেলে এই অভিপ্রায় রাখেন যে সমস্ত ভূম্যধিকারিতে আপনারদিগের ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যের ফলকে অতিসুন্দর জ্ঞান করিয়া আপনারদিগের ভূমির উৎপন্নবৃদ্ধির নিমিত্তে যত চেষ্টা ও তরদ্দুদ করিবেক তাহা তাহারদিগের লাভ ও মুনাফার তরে পাইবেক এবং ঐ উৎপন্নবৃদ্ধি তাহারদিগের ও তাহারদিগের উত্তরাধিকারী ও ওয়ারিসানের স্থানে কস্মিন্ কালে কিছু বেশী তলব সরকারে হইবেক না।

এমত প্রতিরজমায় স্বচ্ছন্দে আপনারদিগের ভূমির পত্তন আবাদে যথাসাধ্য বিস্তার ক্রমে চেষ্টা করে যদি স্যাৎ নিয়ত ভূম্যধিকারিদিগের এই কর্ত্তব্য আবশ্যক ছিল অভিপ্রায়ে জানা যায় যে সরকারের মালগুজারী বিনা শৈথিল্য ও গাফিলীতে সময়শিরে দেয় এবং ধর্ম্মতো বিচলিত ও বিস্তর লোভী এবং কর্কশ না হইয়া আপনারদিগের পেটার সমস্ত তালুকদার ও প্রজাবর্গের সম্বন্ধে ভদ্রদায়ক ও স্নেহকারক হয় কিন্তু এই ক্ষণের হুকুমে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কে যে সকল লাভ বর্ত্তিবেক তদ্দৃষ্টে পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়তাক্রমে উপরের লিখিত মর্ম্ম সঙ্কলন সম্প্রতি তাহারদিগের কর্ত্তব্য হয় অতএব ঐ শ্রীযুত অভিপ্রায় রাখেন যে ভূম্যধিকারিরা ঐ মর্ম্মের সঙ্কলন করা কেবল আপনারদিগের নিজের প্রতিই পরিসীমা না জানিয়া তাহারদিগের প্রস্থে যাহারা তাহারদিগের পেটার তালুকদার ও প্রজাবর্গের স্থানে খাজানা উসুলের কারণ মফঃসলে যায় তাহারদিগেরেও যথেষ্ট ত্বরা ও তাকীদ করে যে তদনুসারে সর্ব্বতোভাবে ঐ মর্ম্মের সঙ্কলন করিতে মনোযোগী হয় এতদ্ভিন্ন ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে উপরের লিখিত ব্যবস্থায় বিচলিত না হইয়া অবাধে সরকারের মালগুজারী সর্ব্বক্ষণ বিনা শৈথিল্য ও গাফিলীতে দিবার নিমিত্ত তাহারদিগেরে ঐ শ্রীযুত এমত জানাইতেছেন যে উত্তর কাল অনাবৃষ্টি কিম্বা অতিবৃষ্টি অর্থাৎ শুকা কিম্বা হাজা অথবা আকাশী অন্যোৎপাতে সরকারের মালগুজারী মৌকুফ কিম্বা মাফের বিষয়ের দরখাস্ত শুনা যাইবেক না বরং জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারী যাহারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত উপরের প্রস্তাবিত সকল আইনের মতে সরকারে হইয়াছে কিম্বা হয় তাহারদিগের কেহ অথবা তাহারদিগের উত্তরাধিকারী ও ওয়ারিসানের কোন ব্যক্তি সরকারের মালগুজারী সময় শিরে দিতে ত্রুটি করে তবে সেই বাকীর জন্য হয় তাহার সমস্ত ভূমি না হয় সে ভূমির কিঞ্চিৎ অংশ সেই বাকী আদায়ের অনুসারে নিতান্তই নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক ইহার ছাড়ান কদাচিত হইবেক না ইতি।

মালগুজারী মৌকুফ অথবা মাফের দরখাস্ত না শুনিবার কথা।

৮ ধারা

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১ প্রথম আইন।

৮ ধারা।

ইশ্‌তেহারনামার ৭ সপ্তম দফা।

শ্রীযুত গবরনর্‌ জানেরেল বাহাদুর কৌন্‌সেলে উপরের লিখিত মর্ম্মাধীন কাহারো কিছু সন্দেহ না জন্মিতে পারিবার কারণ আবশ্যক জানিতেছেন যে সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগেরে নীচের লিখনানুসারে জ্ঞাত করান্‌।

মফঃসলী তালুকদারান ও চাসী প্রজাদিগের ভাল র জন্য সকল আইন নির্দ্দি ষ্টের ও তদ্দৃষ্টে সরকা রের মালগুজারী আদায়ে ভূম্যধিকারিদিগেরে কো ন আপত্য করিতে নিষে ধের কথা।

১ প্রথম এই যে। হাকিমের উচিত যে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতঃ দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতএব ঐ শ্রীযুত সকল মফঃসলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্তে যে কালে যে আইন করা উচিত জানেন সে কালে তাহাই নির্দ্দিষ্ট করেন্‌ কিন্তু এমত সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইলাতে কোন প্রকারে জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের শিরে যে মোকররী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।

২ দ্বিতীয় এই যে। শ্রীযুত গবরনর্‌ জানেরেল বাহাদুর কৌন্‌সেলের হুকুম মতে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৮ জুলাইতে সায়েরের দান যগাৎ অর্থাৎ হাসিল মহসুল উঠিয়াছে ও সেহেতুক ভূম্যধিকারিদিগের যে ক্ষতি ও লোকসান হইয়াছিল তাহার এওজ সরকারহইতে তাহারদিগেরেও দেয়া গিয়াছে অতএব এই ক্ষণে ঐ শ্রীযুত সকল লোককে এই জানাইতেছেন যে যদি উত্তর কাল সায়েরের হাসিল মহসুল পূর্ব্বের মতে ধার্য্য হয় কিম্বা মতান্তরে হাসিল মহসুল লওন উচিত জানা গিয়া ধার্য্য হইলে তাহা উসুলের নিমিত্তে সরকারের তরফ লোক নিযুক্ত হয় তবে ঐ সকল হাসিল মহসুলে ভূম্য ধিকারিদিগের কিছু স্বত্বাধিকার থাকিবেক না ও সে জন্য আপনারদিগের শিরের মোকররী জমাতেও কিছু কমী পাইবেক না।

উত্তরকাল সায়েরের যে হাসিল মহসুল ধার্য্য হয় তাহা উসুল হইয়া তাহা তে অন্যের অংশ না রহিয়া সরকারের খাজ নায় দাখিল হইবার কথা।

৩ তৃতীয় এই যে। যে ভূমি নিষ্কর অর্থাৎ লাখেরাজী মতে এদেশি লোকদিগের ভোগদখলে আছে তাহার মধ্যে যাহা সনন্দানুসারে অসিদ্ধ ও গরমাতবর কাহারো ভোগদখলে থাকনপ্রমাণ ও তহকীক হয় তাহার উপর যে জমার ধার্য্যকরণ ঐ শ্রীযুত উচিত জানেন তাহাই করিবেন ও সে জমা কেবল সরকারের স্বত্ব ও হক্‌ বোধ হইবেক তাহার বিভাগ ভূম্যধিকারিদিগেরে অর্শিবেক না।

উত্তরকাল নিষ্কর ভূ মির উপর যে রাজস্ব ধার্য্য হয় তাহাতে কে বল সরকারের স্বত্বাধি কার হইবার কথা।

৪ চতুর্থ এই যে। ভূম্যধিকারিদিগের শিরে উপরের লিখিত দফাওয়ারী ধারাক্রমে যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে তাহার মধ্যে যে কিছু নগদ ও ভূমিতে থানাদারী

ভূম্যধিকারিরা যাহা থা নাদারীদিগরের আখরা

জাত্ নগদ ও ভূমিতে বন্দোবস্তে মিনাহ্ পাই য়াছে তাহা বাজেয়াফ্ত হইবার যোগ্যের কথা।

থানাদারীদিগরের আ খরাজাত্ বাজেয়াফ্তী জমার শামিল না হইয়া থানাদারীর আখরাজাত্ দিবার কারণ পৃথক তহ সীল হইবার কথা।

অনুপযুক্ত অধিকারিদি গের ভূমি তাহারদিগের অনধিকার সময়ের বাকী র কারণ নীলাম না হই বার কথা।

ওগয়রহের আখরাজাতে বন্দোবস্তের সময় মিনাহ্ পাইয়াছে তাহা তাহারদিগের অধিকারহইতে খারিজ ও আলাহিদা জানা যায় এক্ষণে ঐ শ্রীযুত প্রজাবর্গের রক্ষণ ও নেগাবানীর কার্য্য ভূম্যধিকারিদিগের হস্তছাড়া করিয়া ঐ কার্য্যে অন্যং লোককে প্রবৃত্ত করিলেন অতএব ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে ঐ মিনাহহওয়া নগদ ও ভূমি সমস্ত কিম্বা উহার মধ্যের যে কিছু সরকারে বাজেয়াফ্ত করণ উচিত জানেন্ তাহা করেন্। এবং ঐ শ্রীযুত জানাইতেছেন যে এমত বাজেয়াফ্তী ভূম্যাদির যে উৎপন্ন সরকারে তহসীল হইবেক তাহা সমস্তই পুলীসের যাবদীয় খরচ অর্থাৎ থানাদারীর আখরাজাতে আসিবেক অন্য খরচে লাগিবেক না। এবং সকল কালেক্টরসাহেব কেই হুকুম হইতেক যে ঐ বাজেয়াফ্তী ভূম্যাদিকে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির জমার শামিল না করিয়া তাহা আলাহিদা তহসীল করেন্।

৫ পঞ্চম এই যে। এই আইনের লিখিত মর্ম্মক্রমে কাহারো এমত বোধ না হয় যে যে সকল লোক ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাই তারিখের নির্দ্দিষ্ট অনুপযুক্ত ভূম্য ধিকারিদিগের বিষয়ের আইনের ১ প্রথম ধারানুসারে অনুপযুক্ত ঠাহরিয়া আপ নারদিগের ভূমিতে অনধিকারী ও বেএখ্তিয়ার থাকে তাহারদিগের ভূমির উপর ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে যে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা হয় সেই বেএখ্তিয়ারী কালে তাহার বাকী পড়িলে সে বাকীর কারণ তাহারদিগের ভূমি নীলামে বিক্রয় হয়। কিন্তু জানিবেক যে যে কালে ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাইর নির্দ্দিষ্ট আইনের ১ প্রথম ধারাক্রমে অধিকারিরা অনুপযুক্ততা গিয়া উপযুক্ত হইবাতে কিম্বা ঐ আইন পরিবর্ত্ত অথবা স্থকিত ও মৌকুফের জন্য যে কালে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে আপ নারদিগের ভূমির মুখ্তিয়ারী পায় সেই মুখ্তিয়ারীর কাল ইস্তকের তাহারদিগের ভূমির উপর নির্ধারিত মোকররী জমার বাকীর কারণ তাহারদিগের ভূমি নীলামে বিক্রয় হইতে পারিবেক যে মতে উপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমির উপর মোকররী জমার ধার্য্য হইলে তাহার বাকীর নিমিত্ত তাহারদিগের ভূমি এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাইর আইনের ১ প্রথম ধারার লিখনানুসারে অনুপযুক্ত হইবার গতিক ছাড়া যে সকল ভূমির অধিকারী আজন্ম রোগী কিম্বা জন্মিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আপনারদিগের ভূমির সরবরা হের অয়োগ্য হয় তাহারদিগের নিজের সহিত কিম্বা তাহারদিগের পক্ষের লোকদিগের সঙ্গে দশসনী বন্দোবস্তের মতে তাহারদিগের ভূমির মোকররী জমার ধার্য্য হইয়া থাকিলে তাহার বাকীর জন্য যেমতে তাহারদিগের ভূমি নীলামে বিক্রয় হয় ইতি।

৯ ধারা।

ইশ্তেহারনামার ৮ অষ্টম দফা।

ভূম্যধিকারির আপনার

ভূম্যধিকারিরা এই ক্ষণের সকল আইনের মতে শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর

কৌন্সেলের

কৌন্সেলের হজুরের বিনাহুকুমে আপনারদিগের ভূমি অন্যকে অর্পণ করিতে পারে কি না এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থে ঐ শ্রীযুত সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগেরে জানাইতেছেন যে ঐ হজুরের হুকুম না হইলেও সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনারদিগের ভূমি সমুদয় কিম্বা কিঞ্চিৎ চাহে বিক্রয় কিম্বা দান করে অথবা প্রকারান্তরে অন্যকে দিতে পারে ও এমত বিক্রয় ও দানাদি মুসলমান জাতির মধ্যে শরার মতে ও হিন্দু জাতির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে হইলে ও এই ক্ষণের ও উত্তর কালের সকল আইনের ব্যতিক্রমে না হইলে সাব্যস্থ ও মঞ্জুর থাকিবেক ইতি।

দিগের ভূমি অন্যকে দিতেলাগিলে তাহা শরা ও শাস্ত্র ও শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেলবাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনহায়ের ব্যতিক্রমে না হইলে ঐ শ্রীযুতের হজুরের বিনা হুকুমে ও তাহা দিতে পারিবার কথা।

১০ ধারা।

ইশ্তেহারনামার ৯ নবম দফা।

যে ভূমির বন্দোবস্ত মোকররী জমার ধার্য্যক্রমে সরকারে হইয়াছে কিম্বা হয় সে ভূমি তাহার অধিকারির এক মহালে অথবা পৃথক২ মহাল নির্দ্দিষ্টেইবা রহিয়া তাহার মোটে এক তালুত হয় কিম্বা এক তালুতে মহাল২ মোকররী জমার প্রভেদ অর্থাৎ তফরিক থাকিয়া যদি কালক্রমে সে ভূমি সমুদয় তাহার অধিকারির স্বেচ্ছায় অথবা নীলামে বিক্রয় হয় তবে সে ভূমির মধ্যের পত্তন আবাদ হইবার যোগ্য পতিত ভূম্যাদি ছাড়া তৎকালের উখিত ও হাসিল ভূম্যাদির উৎপন্ন ধরিয়া তাহাতে সরঞ্জামী বাদ দিয়া বাকীর সহিত সেই মোকররী জমার মিলন করিলে তাহার মর্ম্ম ও ফলবোধ হইতে পারিবেক ও সে ভূমি একের অধিকারহইতে অন্যের হস্তগত হইলেও সে ভূমির উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য থাকে তাহার ফেরফার হইতে পারিবেক না কিন্তু এমত ভূমি হিস্যাওয়ারীতে এতাবতা অংশক্রমে স্বেচ্ছায় কিম্বা নীলামে বিক্রয় কিম্বা দান হইলে অথবা সাধারণ থাকিয়া অংশিদিগের সহিত অংশ হইতে লাগিলে তাহার একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য যে দাঁড়ায় করা যাইবেক তাহা প্রকাশ করণ এইহেতুক উচিত হয় যে ইহার মোকররী জমার ধার্য্যের নিমিত্ত দাঁড়া স্থির না হইলে উপরের লিখিত কালক্রমে অর্থাৎ বিক্রয়াদি হইবার সময় সেই একং অংশের মর্ম্মের অন্ত ও ফলের নিরূপণ কিছুই না হইয়া মোকররী জমার ধার্য্য হইবার অনুসারে যে ফলবোধ আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে লাভ হইতে পারিবেক না অতএব যে সকল দাঁড়ায় উপরের লিখিত কালক্রমে মোকররী জমার ধার্য্য হইবেক তাহা শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলে নীচের লিখনানুসারে নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

যে যে কালে অংশক্রমে ভূমি বিক্রয়াদি হয় অথবা অংশিদিগের সহিত অংশ করা যায় সেই২ কালে সকল অংশের মোকররী জমার ধার্য্য যে অনুসারে হইয়া চিরকাল অটলক্রমে থাকিবেক তাহার কথা।

আদৌ এই যে। জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের যাহার ভূমির বন্দোবস্ত ১০, দর্শসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে সরকারে হইয়াছে কিম্বা হয়

সে

সে ভূমি সরকারের মালগুজারীর নিমিত্তে ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমে কিম্বা কারণান্তরে আদালতের ডিক্রীমতে অংশক্রমে নীলামে বিক্রয় হইলে সেকালে তাহার একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে হইবেক যে সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলনরহিত তাহার খুটে সেই একং অংশের উৎপন্নক্রমে সেই একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য ও মিলন করা যাইবেক ও সে কারণে সেই সমুদয় ভূমির উৎপন্ন এইক্ষণের ও উত্তর কালের আইন হায়ের লিখিত দাঁড়াক্রমে বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবেক এবং সেই একং অংশের ভূমি সেই জমাতেই তাহার খরীদারের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক।

২ দ্বিতীয় এই যে। যদি জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের কাহারো ভূমির কিঞ্চিৎ অংশ অর্থাৎ কিস্‌মত্ সরকারের মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুমে কিম্বা কারণান্তরে আদালতের ডিকরীমতে নীলামে বিক্রয় হয় তবে সে কিস্‌মত্ মোটে একত্র বিক্রয় হইলে সেকালে তাহার মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে হইবেক যে সেই ভূম্যধিকারির সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলনরহিত তাহার খুটে সেই কিস্‌মতের তৎকালের উৎপন্নক্রমে সেই কিস্‌মতের মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলন করা যাইবেক। আর যদি সেই কিস্‌মত্ অংশক্রমে বিক্রয় হয় তবে সেকালে তাহার একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে হইবেক যে ভূম্যধিকারির সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলনরহিত তাহার খুটে সেই কিস্‌মতের সকল অংশের তৎকালের উৎপন্নক্রমে সেই কিস্‌মতের সকল অংশের মোকররী জমার ধার্য্য ও মিলন করা যাইবেক আর সেই ভূম্যধিকারির ভূমির কিস্‌মত্ মোটে একত্র কিম্বা অংশক্রমে বিক্রয় হইলে তাহার মোকররী জমার ধার্য্যের কারণ সেই ভূম্যধিকারির সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্ন এই ক্ষণের ও উত্তর কালের আইনহায়ের লিখিত দাঁড়াক্রমেই বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবেক এবং সেই খরীদা ভূমি সেই জমাতেই সেই খরীদারের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক। এমতে ভূম্যধিকারির ভূমির কিস্‌মত্ বিক্রয় হইলে পর তাহার অবশিষ্ট যে ভূমি থাকে তাহার মোকররী জমাতেই সেই অবশিষ্ট ভূমি সেই ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক।

৩ তৃতীয় এই যে। যে কালে জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের কেহ আপনার সমুদয় ভূমি অংশক্রমে দুই কিম্বা অধিক জনকে বিক্রয় অথবা দান করে কিম্বা মতান্তরে দেয় অথবা আপন ভূমির কোন অংশ মোটে এক জনকে

কিম্বা

কিম্বা সাধারণক্রমে জনকএককে বিক্রয় অথবা দান করে কিম্বা মতান্তরে দেয় সে কালে সেই একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে হইবেক যে সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলনরহিত তাহার খুঁটে সেই একং অংশের তৎকালের উৎপন্নক্রমে সেই একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য ও মিলন করা যাইবেক ও সেকারণে সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্ন এই ক্ষণের ও উত্তর কালের আইনহায়ের লিখিত দাঁড়াক্রমে বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবেক এবং সেই একং অংশের ভূমি যাহারং হস্তগতা হয় সে ভূমি সেই জমাতেই তাহারং উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক। এমতে ভূম্যধিকারী আপন ভূমির কোন কিস্মত্ মোটে এক জনকে অথবা সাধারণ ক্রমে জনকএককে বিক্রয় কিম্বা দান করিলে অথবা মতান্তরে দিলে পর সেই ভূম্যধিকারির অবশিষ্ট যে ভূমি থাকে তাহার মোকররী জমাতেই সেই অবশিষ্ট ভূমি সেই ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক।

৪ চতুর্থ এই যে। যে ভূমির বন্দোবস্ত মোকররী জমার ধার্য্যক্রমে সরকারে হইয়াছে কিম্বা হয় সে ভূমির অধিকারী যদি সাধারণক্রমে একশামিলে দুই কিম্বা অধিক জন থাকে অথবা সে ভূমি আদৌ একজনের অধিকারে রহিয়া পশ্চাৎ দুই কিম্বা অধিক জনের সাধারণ হয় তবে সে ভূমি তাহার অংশিদিগের সহিত অংশ হইলে সেই একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য এইরূপে হইবেক যে সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্নক্রমে তাহার মোকররী জমার যে ধার্য্য ও মিলনরহিত তাহার খুঁটে সেই একং অংশের তৎকালের উৎপন্নক্রমে সেই একং অংশের মোকররী জমার ধার্য্য ও মিলন করা যাইবেক ও সে কারণে সেই সমুদয় ভূমির তৎকালের উৎপন্ন এইক্ষণের ও উত্তর কালের আইনহায়ের লিখিত দাঁড়াক্রমে বিবেচনা ও তহকীক করিতে হইবেক এবং সেই একং অংশের ভূমি সেই জমাতেই একং অংশির উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ইতি।

১১ ধারা।

ইশ্তেহারনামার ১০ দশম দফা।

যে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারা থাকে তাহা নীলামে বিক্রয় কিম্বা অংশিদিগের সহিত অংশ হইলে সে ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যের ডৌলের ও সেই জমা চিরকাল স্থির থাকিবার কথা।

যে কালে জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি কোন ভূম্যধিকারির ভূমি সরকারের খাস তহসীলে অথবা ইজারদারের ইজারায় থাকিয়া নীলামে বিক্রয় হয় কিম্বা সেই অধিকারির স্বত্বাধিকারহইতে অন্যের হস্তে যায় অথবা সে ভূমি সাধারণ থাকিয়া অংশিদিগের সহিত অংশ হয় এমত ভূমির মোকররী জমার ধার্য্যার্থে নীচের লিখনানুসারে কএক দাঁড়া নির্দিষ্ট হইল।

আদৌ

আদৌ এই যে। ভূম্যধিকারির স্থানে তাহার ভূমির মোকররী জমা দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে তলব হইয়া তাহার অস্বীকার ও নাকবুলের নিমিত্ত যে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারদারের ইজারায় রহিয়া থাকে সে ভূমি যদি আদালতের ডিক্রীক্রমে সমুদয় অথবা অংশক্রমে কিম্বা সে ভূমির কিছু কিস্মত্ মোটে অথবা অংশক্রমে নীলামে বিক্রেয় হয় তবে ভূমি খাস তহসীলে থাকিলে শ্রীযুত গবর্নর জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে তাহার উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য হয় সেই জমার নির্দ্দিষ্টেই বিক্রয় হইবেক ও সেই জমাতেই সে ভূমি সেই খরীদারের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক ও যে ভূমি বিক্রয়ের কালে ইজারদারের ইজারায় থাকে সে ভূমি সমুদয় কিম্বা অংশক্রমে বিক্রয় হইতে লাগিলে নীচের লিখিত মতানুসারে বিক্রয় হইবেক। তাহার বেওরা এই যে সেই ভূমি বিক্রয়ের সময়হইতে সেই ইজারদারের ইজারার মেয়াদের বাকী যে কাল থাকে সেই কালের অধিকারিত্ব স্বত্ব এতাবতা মালিকানা হক্ যাহা পূর্ব্বাধিকারিকে অর্শিত সেই মেয়াদ যাবৎ গত না হয় তাবৎ সেই মালিকানা হক্ সেই ভূমির খরীদার পাইবেক ইহাতে সেই খরীদারের কর্ত্তব্য যে সেই ভূমি নীলামের কালে আদৌ একরার করে যে সেই ইজারার মেয়াদ গেলে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে সে ভূমির উপর যে মোকররী জমার ধার্য্য হওন উচিত হয় সেই জমা কবুল করে। তাহাতে ইজারার মেয়াদের বাকীকালের যে মালিকানা হক খরীদারকে অর্শিবেক তাহার ও ইজারার মেয়াদ গেলে যে মোকররী জমা সেই খরীদারের দেওয়া সঙ্গত হইবেক ইহার নিরূপণ ও তায়দাদ ভূমি নীলামের সময় জানাইতে হইবেক ও সেই ভূমি সেই জমাতেই সেই খরীদারের উত্তরাধিকারী আদিক্রমে ভোগদখলে চিরকাল স্থিরতর ও বহাল রহিবেক।

২ দ্বিতীয় এই যে। জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের কাহারো ভূমি সরকারের খাস তহসীলে কিম্বা ইজারদারের ইজারায় থাকিলে অথবা উত্তরকালে আসিলে যদি সেই অধিকারী আপন ভূমিসমুদয় কিম্বা অংশক্রমে দুই কিম্বা অধিক জনকে অথবা সে ভূমির কিছু কিস্মত্ মোটে কিম্বা অংশক্রমে জনকএককে বিক্রয় অথবা দান করে অথবা মতান্তরে অন্যকে দেয় তবে যাহারদিগের হস্তে সে ভূমি যায় তাহারা তাহার মালিকানা হক্ যাহা পূর্ব্বাধিকারিকে অর্শিত তাহা সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে থাকিলে সরকারহইতে ও ইজারা রহিলে ইজারদারের স্থানহইতে পাইবেক ও তাহারদিগের গতিক অর্থাৎ আহ্বাল ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত লোকদিগের গতিকের ন্যায় হইবেক এবং তাহারদিগের ভূমির যে মোকররী জমার ধার্য্য দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে হইয়া থাকে সে জমা তাহারা কবুল না করণপ্রযুক্ত সে ভূমি

সরকারের

সরকারের খাসতহসীলে কিম্বা ইজারদারের ইজারায় থাকনঅভিপ্রায় হইয়া ঐ চতুর্থ ধারার লিখিত সকল হুকুম তাহারদিগের প্রতিও চলন ও জারী হইবেক।

৩ তৃতীয় এই যে। যে ভূমি অংশিদিগের সহিত সাধারণ থাকে কিম্বা উত্তরকালে সাধারণ হয় সে ভূমি যদি সরকারের খাসতহসীলে অথবা ইজারদারের ইজারা রহে তবে এমতে সে ভূমি তাহার অংশিদিগের সহিত অংশ হইলে সে সকল অংশির গতিক ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত লোকদিগের গতিকের ন্যায় হইবেক ও তাহারদিগের ভূমির যে মোকররী জমা দশসনী বন্দোবস্তের আইনের মতে তলব হইয়া থাকে সে জমা তাহারা কবুল না করণপ্রযুক্তেও সে ভূমি সরকারের খাসতহসীলে কিম্বা ইজারদারের ইজারায় থাকনঅভিপ্রায় হইয়া ঐ ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত সকল হুকুম তাহারদিগের প্রতিও চলন ও জারী হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

সকল মালআদালতের সেরেস্তা মৌকুফের এবং পশ্চাৎ তথাকার মোতালক সমস্ত মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতহায়ে হইবার এবং বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের ও সকল কালেক্টরসাহেবের মত স্থৈর্য্যের বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বত ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের অধিকার বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট মর্য্যাদা ও মানাশ্রিত দ্রব্য জন্মান ও প্রস্তুত করণের কারণ যে সকল সামগ্রী চাহি তাহার উৎপত্তি ভূমিহইতেই হয় অতএব বিখ্যাত আছে যে চাসকর্ম্মের আধিক্যে মহাজনী দ্রব্যাদি অনেক জন্মে ও তৎসহযোগে দেশের সম্পত্তিও বিস্তর হইতে পারে কিন্তু চাসকর্ম্মের আধিক্যানুসারে এদেশে যে সকল লাভ দর্শে তাহা কেবল মহাজনী বিষয়েই পর্য্যবসান নহে এইহেতুক যে এদেশে অন্যং জাতিঅপেক্ষা হিন্দুজাতি বিস্তর লোক আছে তাহারদিগের ব্যবহারতঃ আহারের তাৎপর্য্য অর্থাৎ দিনপাতের ভরসা ভূমির উৎপত্তি সামগ্রীতেই বর্ত্তে এবং হিন্দুছাড়া অপর ক্ষুদ্র লোকেও দেশাচার ও অসঙ্গতি কারণ আপনারদিগের কালহরণের আশা ভূমির উৎপত্তির উপরেই রাখে এমত দর্শন হইতেছে ইহাতে মধ্যেং অনাবৃষ্টিতে শুকা কিম্বা অতিবৃষ্টিতে জলগও হাজা হইলে ভক্ষ্যজিনিস অর্থাৎ খাদ্য সামগ্রীর উৎপত্তির হানি হইলে নিতান্তই দুর্ভিক্ষ হইয়া যাবদীয় চাসী ও শিল্পকার এতাবতা কারীগর লোক যাহারদিগের শ্রম ও প্রাণপণে বিষয়ি লোকদিগের বল ও সম্পত্তিলাভ হয় তাহারা অন্যং লোকাপেক্ষা অতিশয় আপদ্গ্রস্ত হয় এবং সমূহদুঃখ পায়। আর পূর্ব্বদৃষ্টে জানা গেল যে যে কালে দুর্ম্মূল্য হয় সে কালে দিগ্বিদিকের নানা দেশহইতে খাদ্য সামগ্রীও যথেষ্ট আইসে না অতএব অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিজন্য সর্ব্বতোভাবে ক্ষতি না হইতে পারিবার উপায় অনেক পুষ্করিণী খাতকরণ ও পুলবন্দীপ্রভৃতি হওন সে নিমিত্ত যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য তাহা করণের ক্ষমতা সকল ভূম্যধিকারি ও চাসী লোক রাখে এমত উদ্যোগ হয় ইহাতে অনেক পুষ্করিণী খননের

হেতুবাদ।

৪র্থ এই যে সময়ানুসারে বৃষ্টি না হইলে সেই সকল পুষ্করিণীতে পূর্ব্ব বৃষ্টির যে জল থাকে তাহাতে অনাবৃষ্টি সময়ে শস্য রক্ষা পায় ও পুলবন্দী হওনের লাভ এই যে অতি বৃষ্টিতে ধৌতবন্যা হইলে সে জল ভূমিতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া নির্ব্বিঘ্নে শস্য জন্মে যদিস্যাৎ এমত উদ্যোগ করিলেও দৈবযোগে মধ্যে২ স্থানে২ অল্প বিস্তর ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু এককালীন সর্ব্বত্র আপদ্ উপস্থিতা না হইলে স্থানবিশেষে শস্যের হানি ও কোন স্থানে শস্যের কল্যাণ দর্শিলে তৎকালে যে স্থানে সুন্দর শস্য জন্মে তথাকার আমদানীতে আপদগ্রস্ত স্থানের উৎপাতমোচন হইতে পারে অতএব যে চাস কর্ম্মের আধিক্যে সর্ব্বত্র সকল সামগ্রী যথেষ্ট জন্মিতে পারে তাহার কুশল চেষ্টা সকল কর্ম্মের অগ্রে সরকারের কর্ত্তব্য হইয়াছে এতদভীষ্টসিদ্ধার্থে অর্থাৎ চাসক্রিয়ার আধিক্যাধীন দেশের আবাদ সে নিমিত্ত সমস্ত উদ্যোগের মূল দুই উদ্যোগ এক এই যে ভূম্যধিকারিদিগেরে ভূমির অধিকারিত্ব স্বত্ব অর্পণ হইল দ্বিতীয় এই যে নিরূপিত রাজস্ব অর্থাৎ মোকরুরী জমার ধার্য্য করা গেল এই সুযোগে সকল ভূম্যধিকারির চেষ্টা হইবেক যে আপন২ ভূমি সুন্দররূপে পত্তন আবাদ করে ও তদর্থে ব্যয় করিতে নিজের সম্পত্তি না থাকিলেও কর্জ করিতে শক্ত হইবেক। ইহার পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির অধিকারিত্ব স্বত্বের চিহ্ন ছিল না বরং অদ্যাবধি ভূম্যধিকারিদিগেরও শক্তি ছিল না যে আপনারদিগের যে স্বত্ব রাখে তাহাও হজুরের বিনাহুকুমে কাহাকে ও দেয় অথবা আপনারদিগের ভূমিলগ্নকে অর্থাৎ ভূমির মাতবরীতে টাকা কর্জ করে ইহার হেতু এই যে সরকারের জমা সরকারের মতানুসারে বৎসরে২ নতুবা সময়ান্তরে ফেরফারে কমী ও বেশী এইরূপে হইত যে প্রজাপ্রভৃতি একং জনের স্থানে উৎপিত একং বিঘা ভূমির যে রাজস্ব প্রকৃত প্রাপ্তব্য ছিল সরকারের কার্য্যকারকদিগের বিবেচনাক্রমে সেই রাজস্ব টাকায় সরঞ্জামী বাদ গিয়া বাকী ১১ একাদশ ভাগ হইয়া তাহার দশ ভাগ সরকারের তলব এক ভাগ ভূম্যধিকারির পাওনা হইত তাহাতে যে ভূম্যধিকারী সে জমার সরবরাহ দিতে স্বীকার না করিত সে ব্যক্তি আপন ভূমির বিষয় ব্যাপারহইতে উত্তাক্ত হইয়া তাহার ভূমি সরকারহইতে কাহারো ইজারা হইত নতুবা সরকারের খাস তহসীলে আসিয়া অধিকারিত্ব ঐ একাদশাংশ পাইবার যে দাঁড়া ছিল সেমতে কিম্বা সরকারহইতে যাহা ধার্য্য হইত তদনুসারে ইজারদারের স্থানে অথবা সরকারহইতে সেই ভূম্যধিকারী পাইত ইহাতে কালক্রমে চাসের আধিক্যে বেশী জমা তলব সেওয়ায় অন্যগুণ দর্শন হয় না বরং ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি তাহারদিগের ভোগদখলে স্থিরতর ছিল না একারণ আপনারদিগের ভূমির পত্তন তরদ্দুদে তাদৃশ বাঞ্ছিত হইত না এবং ভূমিহইতে যে প্রকৃত লাভ বর্ত্তে তাহার স্থৈর্য্য ও প্রামাণ্যের নিত্যতা ছিল না এইহেতুক ধনবান ব্যক্তিরাও ভূমিক্রয়

ও

ও পত্তন আবাদের বিষয়ে আপনারদিগের ধন ব্যয় করিতে কোনপ্রকারে মনস্থ ও ভরসা রাখিত না উপরের লিখিত যে সকল কুগতিক চাস কর্ম্মের আধিক্য না হও নার্থে আছে সেই সকল হেতুতে ভূমির মর্য্যাদার লঘুতা ও হানিও দৃষ্ট হইল। অত এব চাস কর্ম্মের আধিক্যজন্য উপরের প্রস্তাবিত সকল উদ্যোগছাড়া সে বিষয়ে এই সকল উদ্যোগান্তরও অবশ্যকর্ত্তব্য হয় যে ভূমির রাজস্বের ও তাহা উসুলের বিষয়ে সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের যে বাদানুবাদ এবং যাবদীয় ভূম্যধিকারী ও তাহারদিগের প্রজাবর্গের ও খাজানা তহসীলের এলাকার অন্যং লোকদিগের সঙ্গে যে সকল দাওয়া ও বিরোধের মোকদ্দমা অদ্যাবধি মালআদালতে উপস্থিত হইতেছে ও তাহার বিচারের ভার যাহা কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি আছে তদনুসারে তাঁহারা জজের মতে মালআদালতে বসিয়া সে সকল মোকদ্দমার বিচার করেন্ ও তাঁহারদিগের কৃত নিষ্পত্তি সমস্ত মোকদ্দমার আপীল বোর্ড রিবিনিউতে ও তথাহ ইতে শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুরের হজুরে মালের কৌন্সেলে হয় এই দুই ভার অর্থাৎ আদালত ও তহসীল কালেক্টরসাহেবদিগের জিম্মা থাকিলে মালআদাল তের সেরেস্তায় দীপ্তিমান এই সকল কারণদৃষ্টে এইক্ষণে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কে সরকারের দত্ত যে সকল হক্ অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে স্বত্ব আছে তাহা স্থিরতার বিষয়ে নিতান্তই মনস্থির রাখিবেক না কারণ এই যে মালআদালতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা কখন বিরুদ্ধমতে ও কখন যথার্থক্রমে ও কখন উভয়ের অপ্রত্যক্ষে এতাবতা বিনাহাজিরীতে নিষ্পত্তি হইত এবং কালেক্টরসাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যের নিরবকাশেও মালআদালতের উপস্থিত অনেক মোকদ্দমাই যবস্থবে থাকিত। আর ইহাও সুন্দর জানা আছে যে কখন কালেক্টরসাহেবেরদিগ্হইতে ভূমির রাজস্ব ধার্য্য ও তহসীলের মোকদ্দমায় আইনের অন্যথায় হুকুম হইলে অন্যায়গ্রস্তের আশা ভর সার স্থান ছিল না যে বিপক্ষহইতে যে পীড়া পাইয়া থাকে ও কালেক্টরসাহেব মালআদালতে বসিয়া যে হুকুম দেন তাহাতে যে অন্যায়গ্রস্ত হইয়া থাকে তাহার সমশোধন সেই কালেক্টরসাহেবের কৃত বিচারে দেওয়ানী আদালতহইতে হয়। আর তদনুসারে কালেক্টরসাহেবেরদিগ্হইতে তহসীলের কার্য্যের বাহল্যজন্য ভূম্য ধিকারিদিগের সহিত তাহারদিগের তাবের প্রজাবর্গের বিবাদেও যথার্থ বিচার হইতে পারিত না অতএব চাসের আধিক্যজন্য উচিত যে উপরের লিখিত সমস্ত উদ্যোগ ছাড়া ভূমির অধিকারিত্ব ও তৎসম্ভূটিত সকল স্বত্বের স্থৈর্য্য কারণ উদ্যোগান্তর করা যায়। দেশাধিপতির কর্ত্তব্য এই যে ভূম্যধিকারিদিগের সম্বন্ধে যে সকল স্বত্ব ও উপায় রাখিয়াছেন তাহা অন্যথাকরণের শক্তিত্যাগ করেন্ এবং আদালতের সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তৃত্বভার কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি না থাকে এবং যে কালে সরকারের পাওনা

মালগুজারীর

মালগুজারীর আপত্তি উপস্থিত হয় তাহা যে সকল আদালতের জজসাহেবদিগেরে যে পুকারে আদালতের শক্তি সমর্পণ হয় সে সকল আদালতে শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনের মতে উপস্থিত করিবার যোগ্য হইলে করা যায় যে তাহাতে কোনক্রমে জজসাহেবদিগের স্বেচ্ছাময়ের বিষয় না থাকে বরং সরকারের সহিত ভূম্যধিকারিদিগের ও ভূম্যধিকারিপুভৃতির সঙ্গে তাহারদিগের তাবের পুজাবর্গাদির বিরোধের বিচার ও নিষ্পত্তি যথার্থক্রমে ও বিনাপক্ষপাতে করিতে মনোনিবেশ রাখেন এবং ইহাও কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের অর্পিত যাবৎ কর্ম্মের বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে যে শক্তি রাখেন তাহা না করিতে পারেন্ ও করিলে তাহার জওয়াব আদালতে দেন এবং সরকারেরও পুকৃত পুাপ্তব্য ছাড়া কাহারো স্থানে কিছু অতিরিক্ত চাহিলে কিম্বা ঐ হজুরের আইন অতিক্রম করিয়া তাহা লইতে লাগিলে আদালতহায়ে উপস্থিত হইবার যোগ্য হন্। এমত হইলে যে শক্তিক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের স্বত্বের অন্যথা কিম্বা ভূমির মর্য্যাদার হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিয়া অন্য সমস্ত বস্তুহইতে ভূমির আধিকারিত্ব গুরুতর হইবেক এবং যে চাসের আধিক্যে সকলের কল্যাণ ও দেশের সৌন্দর্য্য অতিশয় হয় তন্নিমিত্ত সকল লোকেই শ্রম ও চেষ্টা যথোচিত করিবেক অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ৮ জুন ও ১৭৮৮ সালের ২৫ আপরিলে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের ও সকল কালেক্টরসাহেবের মতের বিষয়ে যে সকল আইন ধার্য্য হইয়াছিল তাহা উপরের লিখিত যাবদীয় বীজ ও সুযোগ উদ্যোগে পরিবর্ত্ত হইয়া নীচের লিখনানুসারে নির্ধার্য্য হইল ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ মাই ইস্তক সকল মাল আদালত মৌকুফ হইয়া তাহার মোতালক সমস্ত মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতহায়ে হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা মাইহইতে সমস্ত মালআদালতের সেরেস্তা মৌকুফ হইয়া সেই সকল আদালতের সমস্ত মোকদ্দমার এবং যে সকল মোকদ্দমার বিচারের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবদিগের সাধ্য আর সকল মালআদালতের নিষ্পত্তির যে সকল মোকদ্দমার আপীলের বিষয়ে বোর্ড রিবিনিউর সকল সাহেবের শক্তি ও এপুকার যাবদীয় মোকদ্দমায় বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের মধ্যের জনেক সাহেবের কর্ত্তৃত্ব যাহা অদ্যাবধি আছে সে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ঐ তারিখের পর সকল দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

শ্রীযুত কোম্পানীর সর

সরকারের মালওয়াজিবী তহসীলের ভার একং জেলায় শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদু

রের

য়ের সরকারের চিহ্নিত চাকর একং সাহেবকে পূর্ব্বমতে অর্পণ হইবেক ও সেই প্রত্যেক সাহেব যে জেলার তহসীলদারীতে নিযুক্ত হন সেই জেলার কালেক্টর তাহার খ্যাতি হইবেক। এবং তাঁহারা আপনারদিগের কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে আকট পার্লিমেন্টে অর্থাৎ বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের হুকুমমতে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকরসাহেবদিগের তহসীলের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে পাঠে দিব্য করিবার ধার্য্য আছে সেই পাঠে বড় আদালতের জজসাহেবদিগের জনেক্যের সাক্ষ ২ দিব্য করিবেন ইতি।

কারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগেরে সরকারের মালওয়াজিবী তহসীলের ভার হইবার কথা। কালেকটরসাহেবদিগের সুকৃতির কথা।

৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের সকল কার্য্যের সম্পর্কে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের সহিত পত্রাদি লিখনপঠন করিবেন এবং তাঁহারদিগের প্রতি বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের যে হুকুম পূর্ব্বে হইয়াছে তাহা এই আইনের মতে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে অন্য যে কোন আইন ধার্য্য ও প্রকাশ হয় তাহার মতে না ফিরিয়া থাকে তবে সেমতে এবং পশ্চাৎ বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের যে হুকুম হয় তদনুসারেও কার্য্য করিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের সকল কার্য্যার্থে পত্রাদি লিখন পঠন বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগেব সহিত করিবেন এবং তাহারদিগের হুকুমমতে কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

৫ ধারা।

প্রত্যেক জেলার কালেক্টরসাহেব কালেক্টরী একং মোহর দেড় বুরুল অর্থাৎ ১॥ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ প্রশস্ত চক্রাকৃতিতে আপনারদিগের নিকটে রাখিবেন তাহাতে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার সকল জেলার কালেক্টরসাহেবদিগের সমস্ত মোহর পারসী ও বাঙ্গলা শব্দ ও অক্ষরে ও সুবে বেহারের সমস্ত জেলার কালেক্টরসাহেবদিগের যাবদীয় মোহর পারসী ও নাগরী ভাষা ও অক্ষরে খোদাইবেন মোহরের পাঠের বেওরা এই যে মোহর কালেক্টর অমুক জেলা।

কালেক্টরসাহেবদিগের মোহরের কথা।

৬ ধারা।

সকল জেলার কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের কার্য্যচলনের রোজনামা অর্থাৎ প্রতিদিনের বিবরণ ইঙ্গরেজী কিম্বা পারসী অথবা বাঙ্গলা ভাষায় লেখাইয়া আপনারদিগের স্থানে রাখিবেন এবং যে সময় যে ব্যাপার করেন তাহা তৎক্ষণাৎ সেই রোজনামায় লেখাইয়া তাহাতে আপনং দস্তখত করিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের সকল কার্য্যচলনের রোজনামা রাখিবার কথা।

৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের তাবে রহিয়া নীচের লিখনানুসারে সকল কার্য্য চালাইবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের তাবে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিবেন তাহার কথা।

৮ ধারা

ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে নির্দ্ধার্য্য রাজস্বগ্রহণের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জমীদারান্ ও হজুরী তালুকদারান্প্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের যে সকল ভূমির বন্দোবস্ত তাহারদিগের কিম্বা তাহারদিগের তরফ লোকদিগের সহিত সরকারে হইয়াছে অথবা হয় তাহার তহসীল করিবেন ইতি।

ইজারদারের স্থানে খাজানা তহসীলের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে ভূমি ইজারা হইয়া থাকে তাহার সালিয়ানা খাজানা তহসীল করিবেন ইতি।

খাস তহসীলের ভূমির খাজানা তহসীলের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সরকারের খাসের তহসীলে যে ভূমি থাকে তাহার খাজানা তহসীল করিবেন ইতি।

ইজারা ও খাস তহসীলের ভূমির বন্দোবস্তের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে সময় ইজারা ও খাস তহসীলের ভূমির মোকররী জমার ধার্য্য করিতে হয় সে সময় শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের সমস্ত আইন এবং পশ্চাৎ এ বিষয়ে যে সকল হুকুম হয় তদনুসারে তাহার বন্দোবস্ত করিবেন ইতি।

অসিদ্ধ সনন্দী ভূমির রাজস্বের দাওয়া হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে সকল নিষ্কর ভূমি সনন্দানুসারে অসিদ্ধ ও তাহারো ভোগ দখলে থাকে প্রমাণ হয় তাহার উপরে সরকারী মালগুজারীর দাওয়ায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেন ইতি।

সায়ের মৌকুফের নোকসানীসমেত মোশাহেরা ওগয়রহ দিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—সরকারী জমার শামিলে যে মাস মাহিয়ানা ও রোজ এবং সায়েরের হাসিল মৌকুফের নোকসানের যে টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দিবেন ইতি।

কোর্ট ওয়ার্ডের হুকুম মানিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—সকল অনুপযুক্ত অধিকারী ও তাহারদিগের ভূমির বিষয়ে যে যে হুকুম কোর্ট ওয়ার্ড দিবেন তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

সকল ভূমি অংশের কর্তৃত্বের কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—করসম্পর্কীয় যে ভূমিবিভাগের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম হয় সে ভূমির বিভাগ আপন কর্তৃত্বে করিবেন ইতি।

যে ভূমি নীলামে বিক্রয় হয় তাহার জমার ধার্য্যের কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—সরকারের মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত সকর যে ভূমি নীলামে বিক্রয় হয় তাহার মোকররী জমার ধার্য্য করিবেন ইতি।

খুমার মহালের হাসিল লইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—মদিরাপ্রভৃতি মাদক সামগ্রীর উপর যে হাসিল অর্থাৎ টাক্সের টাকা ধার্য্য আছে তাহা তহসীল করিবেন।

১১ একাদশ প্রকরণ।

১১ একাদশ প্রকরণ।—এদেশি প্রাচীন সিপাহীদিগের মধ্যে যে কেহ শেষদশাজন্য কর্ম্মত্যাগ করিয়া আপন দিনপাতের নিমিত্তে ভূমিবৃত্তি চাহে তাহার কারণ ভূমি টাহর করিবেন ইতি।

প্রাচীনতাজন্য অক্ষম সিপাহীদিগের নিমিত্ত ভূমি টাহরের কথা।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—পোলীস অর্থাৎ থানাবন্দীর টাক্সের টাকা তহসীল করিবেন ইতি।

পোলীসের টাক্স তহসীলের কথা।

১৩ ত্রয়োদশ প্রকরণ।—উপরের লিখিত সমস্ত কার্য্য এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের লিখনানুসারে যে কোন আইন ধার্য্য ও প্রকাশ হয় তাহার লিখনক্রমে যে কর্ম্ম সমর্পণ হয় তাহাও শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের সকল আইনের হুকুমমতে করিবেন ইতি।

সকল আইনের হুকুম মাফিক কার্য্য করিবার কথা।

১৪ চতুর্দ্দশ প্রকরণ।—সালিয়ানা ও মাসকাবারী যে সকল হিসাব এইক্ষণে বোর্ড রিবিনিউতে দিতে হয় তাহা এবং অন্য যে যে হিসাব বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা চাহেন কিম্বা বোর্ড রিবিনিউর তাবের যে সকল সাহেবলোকের তলব করিবার সাধ্য থাকে তাঁহারদিগের তলব মাফিক পাঠাইবেন ইতি।

সালিয়ানা ও মাসকাবারী হিসাব পাঠাইবার কথা।

১৫ পঞ্চদশ প্রকরণ।—বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা যে হুকুম দেন অথবা যে কর্ম্মকর্ত্তারা সে হুকুম পাঠাইবার শক্তি রাখেন ও পাঠান্ তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম অথবা যাঁহারা সে হুকুম পাঠাইতে পারেন তাঁহারদিগের হুকুম মানিবার কথা।

৯ ধারা।

এদেশি লোক যে কেহ কালেক্টরসাহেবদিগের দেওয়ানপ্রভৃতি আমলা আছেন তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবদিগের হুকুম মাফিক এবং তাহারদিগের নিমিত্তে যে সকল মতস্থৈর্য্য আছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও কালেক্টরসাহেবদিগের বিনাহুকুমে আপনারদিগের মোতালক কোন কার্য্য করিবেন না। যদি করেন্ তবে তাহার বিধান এই প্রকারে হইবেক যে তাহারদিগের ৬ ছয় মাসের মাহিয়ানার অধিক না হয় এমত দণ্ড সরকারে লওয়া যাইবেক নতুবা কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা বোর্ড রিবিনিউর সাহেবানের অথবা শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমে আপনারদিগের কার্য্যহইতে তগীর হইবেন এবং ইহা সেওয়ায় ঐ সকল আমলার কোন আমলাহইতে এমত ত্রুটি হইলে সে কারণে যাহার নোকসান হয় সে সেই নোকসানের দাওয়ায় সেই আমলার নামে জেলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।

দেওয়ানপ্রভৃতি আমলারা কালেক্টরসাহেবদিগের হুকুমমতে কার্য্য করিবার ও ঐ সাহেবদিগের বিনাহুকুমে না করিবার কথা।

ঐ হুকুমের অন্যথা হইলে তাহার তদারকের কথা।

১০ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের এলাকার কার্য্যের ভার আপনারদিগের নিজের চাকর লোককে দিতে বারণের কথা। কালেক্টরসাহেবদিগেরে তাঁহারদিগের এলাকার কার্য্য করণের ভার সরকারের নিযুক্ত আমলাদিগেরে দিতে বারণ না হইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে তাঁহারদিগের নিজের চাকর মুৎসদ্দী কল্ল কিম্বা তদ্ভিন্ন লোককে আপনারদিগের মোতালকের কার্য্য করিতে না দেন এইহেতুক যে কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক সমস্ত কার্য্যকরণে কেবল আপনারদিগেরেই সরকারের পুস্তে কর্ত্তা জানিয়া সকল কার্য্য করিতে রহিবেন। কিন্তু এই নিষেধে কালেক্টরসাহেবেরা এমত না জানেন যে তাঁহারদিগের আসিষ্টান্ট অর্থাৎ ছোট সাহেবান ও দেওয়ানপ্রভৃতি আমলারদিগেরে যে সকল বিষয়কার্য্য করিতে ভার দিবার হুকুম আছে তাহা করিতে ভার না দেন ইতি।

১১ ধারা।

প্রতিজেলার খাজাঞ্চী তগীর ও বহালের মতের কথা।

কালেক্টরসাহেবের বিবেচনায় প্রতিজেলার এদেশীয় খাজাঞ্চী নিযুক্ত হইবেক সাহেব মৌসুফ সেই খাজাঞ্চীর স্থানে সে আপন কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে করিবার এবং সরকারের খাজানার টাকা যাহা তাহার তহবীলহইতে কমে তাহার নিশা করিবার জন্য মাতবর মালজামিন লইবেন এবং কালেক্টরসাহেব যে খাজাঞ্চীকে স্থির করিবেন তাহার ও তাহার মালজামিনের নাম জামিনী লিখনের নকলসমেত বোর্ড রিবিনিউতে পাঠাইবেন তাহাতে যাবৎ সেই খাজাঞ্চী ও তাহার জামিন মঞ্জুরের বিষয়ে বোর্ড রিবিনিউহইতে হুকুম না হয় তাবৎ সে লোক খাজাঞ্চীগিরীকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেক না ও এমতে এদেশী যে খাজাঞ্চী নিযুক্ত হইবেক সে ব্যক্তির কৃত অকার্য্য কিম্বা তাহার কর্ম্মচ্যুত হইবার কিছু হেতু যাবৎ বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে প্রকাশ না হয় তাবৎ সে ব্যক্তি তগীর হইবেক না এবং কালেক্টরসাহেব ও সেই খাজাঞ্চীর তহবীলে সরকারের যে টাকা থাকিবেক তাহার জওয়াব কালেক্টরসাহেব ও খাজাঞ্চী উভয়ে একতায় এবং পার্থক্যক্রমেও দিবেন ইতি।

১২ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা খাজানাখানাহইতে টাকা দিবার মতের কথা।

সরকারের খাজানাখানাহইতে যে সময় যে টাকা দিতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য হয় সে সময় তাহার কারণ কালেক্টরসাহেব আপন মোহর ও দস্তখতে খাজাঞ্চীর নামে হুকুমনামা অর্থাৎ বরাতচিঠী দিবেন ও সেই বরাতে সেই জেলার কালেক্টরীর দেওয়ানের দস্তখৎ ও বরাতী টাকার মবলগবন্দী হইবেক ইহাতে খাজাঞ্চীকে নিষেধ আছে যে এমত বরাতচিঠী নহিলে খাজানাখানাহইতে কিছু টাকা কাহাকেও না দেয় যদি এমত বরাতচিঠীব্যতিরেকে টাকা দিলে প্রমাণ হয় যে সে টাকা দেওয়া উচিত ছিল না তবে সেই খাজাঞ্চী তাহার নিশা করিবেক তাহাতে কর্ত্তব্য এই যে সেই

বরাতে

বরাতে নম্বর করা যায় ও এদেশী দফ্তরের সেরেস্তাদার বরাতচিঠীর লিখিত টাকার সংখ্যা সে স্থানের চলন ভাষায় বহীতে লিখিয়া সেই বরাতচিঠীর উপর আপন নাম স্বাক্ষর এই শব্দযুক্তে করে যে এই বরাতচিঠী বহীতে দাখিল হইল ইতি।

১৩ ধারা।

কালেক্‌টরসাহেবেরা এদেশি সেরেস্তাদার ও খাজাঞ্চীছাড়া অপর আমলাদিগেরে তগীর ও বহাল করিবার শক্তি রাখিবার ও সে সমাচার বোর্ড রিবিনিউতে লিখিবার কথা।

কালেক্‌টরসাহেবেরা কালেক্‌টরী আমালাদিগের মধ্যে এদেশী দফ্‌তরের সেরেস্তাদার ও খাজাঞ্চী সেওয়ায় সকল আমলাকে তগীর ও বহাল করিতে পারিবেন কিন্তু যে সময় যাহাকে তগীর কিম্বা বহাল করেন্ তাহার সংবাদ বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগেরে লিখিবেন এবং যে সকল আমলা সরকারহইতে নিযুক্ত হয় তাহাছাড়া অন্যেরে আপনারদিগের মোতালক কোন কার্য্যের ভার দিবেন না এবং সরকারের নিযুক্ত আমলাদিগের কাহাকেও আপনারদিগের নিজের কোন কার্য্য করিতে হুকুম করিবেন না ইতি।

১৪ ধারা।

কালেক্‌টরসাহেবের অসাক্ষাৎকার তথাকার অগ্রগণ্য ছোট সাহেব কালেক্‌টরী কার্য্য করিবার কথা।

কালেক্‌টরসাহেব দৈবাধীন মরিলে কিম্বা সাক্ষাৎ না থাকিলে অথবা আপন কার্য্য হইতে স্থানান্তরে গেলে তথাকার আসিষ্টাণ্ট অর্থাৎ ছোট সাহেবদিগের মধ্যে যে কেহ অগ্রগণ্য থাকেন সেই সাহেব কালেক্‌টরী সকল কার্য্য করিবেন এবং এপ্রকারে দেওয়ানপ্রভৃতি আমলারা সেই আসিষ্টাণ্ট সাহেবের তাবে রহিয়া তাঁহার হুকুম মতে বিষয় ব্যাপার চালাইবেন ইতি।

১৫ ধারা।

কালেক্‌টরী আমলা ও তদ্ভিন্ন কালেক্‌টরসাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নিজের চাকর ও সহবাসি লোকদিগেরে নীলামে বিক্রয় হওয়া ভূমি খরীদ করিতে নিষেধের কথা।

কালেক্‌টরসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেব অথবা কালেক্‌টরীর দেওয়ান কিম্বা এদেশী যে কেহ কালেক্‌টরসাহেব কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের কার্য্যে আবৃত থাকেন তাঁহারদিগের কাহারো কর্ত্তব্য নহে যে চক্রান্তে অর্থাৎ গোপনে কিম্বা অগোপনে কিছু ভূমি ইজারা করেন্ কিম্বা আপনারদিগের লাভার্থে সেই জেলার মোতালক তহসীলের যাবদীয় কার্য্যের অথবা ভূমির মালগুজারী করিবার বিষয়ে কি ইজারদারীমতে কি জামিনীরূপে ও অন্যপ্রকারে কোন এলাকা করেন্ এবং কালেক্‌টরীর সমস্ত আমলা ও সকল কালেক্‌টরসাহেব ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের নিজের সমস্ত চাকর ও সহবাসি লোকদিগেরেও বারণ আছে যে কালেক্‌টরসাহেবেরা যে ভূমি নীলামে বিক্রয় করেন্ তাহা চক্রান্তে খরীদ না করেন্ যদি এ নিষেধের অন্যথা হয় তবে তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে প্রমাণ হইলে সে ভূমি সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

লোকেরা স্বেচ্ছাক্রমে যে ভূমি বিক্রয় করে তাহা কালেক্টরী আমলা ও কালেক্টরসাহেবদিগের চাকরপ্রভৃতিকে ক্রয় করিতে বারণ না হইবার কথা।

১৫ পঞ্চদশ ধারার লিখিত বিষয়ক্রমে এমত জ্ঞান না হয় যে যে সকল লোকে আপনারদিগের স্বেচ্ছায় যে ভূমি বিক্রয় করে তাহা কালেক্টরীর দেওয়ান কিম্বা কালেক্টরী আমলার অন্য কেহ অথবা কালেক্টরসাহেবের ও তাঁহার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের নিজের চাকরদিগের কেহ স্বেচ্ছাক্রমে খরীদ না করেন্ ইতি।

১৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগেরে বিলায়তী কোন লোককে ইজারা দিতে ও জামিন লইতে নিষেধের কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে ফিরিঙ্গী সাহেবলোক অর্থাৎ বিলায়তী কাহাকেও চক্রান্তে কোন ভূমি ইজারা দেন্ এবং তাঁহারদিগের কোন ইজারদার কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা প্রজার সম্বন্ধে জামিন লন্ ইতি।

১৮ ধারা।

সকল কালেক্টরসাহেব ও তাহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবান ও কালেক্টরীর দেওয়ানদিগেরে মহাজনী বিষয়ে নিষেধ এবং ঐ উভয় সাহেবেরা আপনারদিগের টাকা বিলায়তে পাঠাইবার বাসনায় এদেশে কিছু সামগ্রী ক্রয় করিতে বারণের কথা।

সকল কালেক্টরসাহেব ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবান ও কালেক্টরীর দেওয়ানদিগের কর্ত্তব্য নহে যে মহাজনী কিছু ব্যাপার করেন্ কিম্বা মহাজনী কোন বিষয়ে আবৃত হন্ এবং এই ধারার লিখনানুসারে সকল কালেক্টরসাহেব ও তাহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের বারণ আছে যে তাঁহারা আপনারদিগের টাকা বিলায়তে পাঠাইবার বাসনায় শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালা ওগয়রহে কিছু জিনিস গোপনে কিম্বা অগোপনে খরীদ না করেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

কালেক্টরীর দেওয়ানদিগেরে কোন ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিকে কর্জ দিতে নিষেধের ও দিলে তাহা পুনর্ব্বার আদালতে বিচারে না পাইবার কথা।

কালেক্টরীর দেওয়ানদিগের নিষেধ আছে যে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা কটকিনাদার কিম্বা প্রজাদিগের কাহাকেও কর্জ্জ না দেন্ এই নিষেধের অন্যথা যদি কর্জ্জ দেন্ তবে কোন আদালতের বিচারে সে টাকার দাওয়া বুঝিয়া পাইবেন না ইতি।

২০ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা অশেষ প্রকারে সকল দফ্তর প্রস্তুত করিবার ও তাহা সাবধানে রাখিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের সর্ব্বতোভাবে এমত আয়োজন কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের মোতালক সকল কার্য্যের দফ্তর সম্যক্প্রকারে তৈয়ার করেন্ এবং সাবধানে রাখেন ইতি।

২১ ধারা।

এক২ জেলার মোতালক

এক জেলার মোতালক সমস্ত ভূমি ছিন্নভিন্ন না রহিয়া একত্র ও সংলগ্ন হইবার

কারণ

কারণ কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন মোতালক জেলার কিছু ভূমি অন্যের মোতালক জেলার ভূমির মধ্যে কিম্বা অন্য জেলার মোতালক ভূমি আপন জেলার মোতালক ভূমির মধ্যে রহিয়া থাকিলে তাহা বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগেরে সমাচার দেন তবে এ প্রকারে যে এক জেলার মোতালক ভূমি আর জেলার মধ্যে রহিয়া থাকে তাহা সেই জেলার শামিল হইবেক এবং যে সকল কালেক্টরসাহেবের জেলায় গঙ্গা কিম্বা মেঘনা অথবা ব্রহ্মপুত্র নদী ও নদ আছে তাহারা ঐ সকল নদী ও নদ যেং স্থানে আছে তাহাও বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগেরে সংবাদ করেন ইতি।

ভূমি একত্র ও সংলগ্ন করিবার মতের কথা।

২২ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে মালগুজারীর টাকা তহসীল করিতে সিপাহীদিগেরে তৈনাত করেন ইতি।

খাজানার টাকা উসুলের জন্য সিপাহী পাঠাইতে নিষেধের কথা।

২৩ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের বিনাহুকুমে কাহাকেও কিছু টাকা তাগাবী দেন ইতি।

বোর্ড রিবিনিউর বিনা অনুমতিতে তাগাবী দিতে বারণের কথা।

২৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে যে কোন আইন প্রকাশ হয় তদনুসারে অথবা যে স্থানহইতে তাঁহারদিগের প্রতি হুকুম হইতে পারে তথাকার সেরেস্তাক্রমে যে সকল বিষয়ের হুকুম থাকে তাহা ছাড়া বিষয়ান্তরে আপনারদিগের তরফ কাহাকেও অন্য জেলায় তৈনাত করেন কিম্বা আপনারদিগের মোতালক সীমা সরহদ্দের মধ্যে যে হুকুমত চলে তাহাও না চালান ইতি।

কালেক্টরসাহেবদিগেরে অবধার্য্য বিষয়ছাড়া তাঁহারদিগের সরহদ্দের বাহিরে কোন কর্ত্তৃত্বকরণে নিষেধের কথা।

২৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের মোতালক খাজানাখানায় যে মাসে একদিনে কিম্বা দিনেং যে মালগুজারীর টাকা দাখিল হয় তাহার কবজ সেই মাস গতে তাহা দাখিল হইবার সকল তারিখ এবং যেং রকম টাকা দাখিল হইয়া থাকে সেইং রকম নির্দিষ্টে দিতে থাকেন এবং এদেশি সেরেস্তাদারের কর্ত্তব্য যে সেই কবজের ফিরিস্তি নম্বর নিদশনে বহীতে লিখে আর সেই বহীর নকল মাসং ও যে সময় বোর্ডরিবিনিউর সাহেবেরা তলব করেন সে সময়েও ঐ বোর্ডে পাঠায় এবং তহসীল

মালগুজারীর টাকার কবজ দিবার বিষয়ে যে সকল মতদ্বৈর্য্য আছে তাহার কথা।

দার

দার ও সাজাওলপ্রভৃতি এদেশী যে২ সরকারী মালগুজারীর তহসীলের কারণ নিযুক্ত হয় তাহারাও সেই মতে সকল কবজের বহী রাখিয়া তাহার নকল মাসং এবং যে কালে কালেক্টরসাহেবেরা চাহেন সে কালে কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে পাঠায় ইতি।

২৬ ধারা।

মোশাহেরাদিগরের টাকার রসীদ কালেক্টরী সেরেস্তায় কাগজের শামিলে রহিয়া তাহার ফিরিস্তি বহীর নকল প্রতিবৎসর বোর্ড রিবিনিউতে পাঠান যাইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের মোতালক খাজানাহইতে মোশাহেরা ও রোজ ওগয়রহের যে টাকা দেওয়া যায় তাহার রসীদ মাসং কিম্বা অন্য যে প্রকারে লওয়া যায় তাহা কালেক্টরী সেরেস্তায় সকল কাগজের শামিলে থাকিবেক এবং এদেশি সেরেস্তাদার তাহার ফিরিস্তী বহীতে লিখিবেক ও সে বহীর নকল প্রতিবৎসর বোর্ড রিবিনিউতে পাঠাইতে হইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেব কার্য্য ছাড়িলে কিম্বা তগীর হইলে যাবৎ তাঁহার মোতালক কার্য্য অন্য সাহেবকে সোপর্দ্দ না হয় ও উঠিবার হুকুম বোর্ড রিবিনিউহইতে না পান্ তাবৎ উঠিয়া না যাইবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা কার্য্য ত্যাগ করিলে কিম্বা তগীর হইলে সরকারের মালগুজারীতে ক্ষতি খতরা এবং তাঁহারদিগের হিসাবেও ব্যতিক্রম অর্থাৎ হরজমরজ না হইতে পারিবার কারণ কর্ত্তব্য যে কোন কালেক্টরসাহেব যাবৎ আপন মোতালক কার্য্য যে সাহেব তাঁহার পদাভিষিক্ত হন্ তাঁহাকে কিম্বা তথাকার আসিষ্টাণ্টসাহেবকে অর্পণ না করেন্ ও অর্পণকরণের সংবাদ বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে দিয়া তথাহইতে উঠিবার হুকুম না পান্ তাবৎ আপন কর্ম্মস্থানহইতে উঠিয়া না যান্ ও বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা যে যে কালে এপ্রকার হুকুম দেওয়া উচিত জানেন সেইং কালে তাঁহারদিগের এপ্রকার হুকুম না পাইলে এই হুকুমেই কদাচিত খালাস পাইবেন না অর্থাৎ নির্দায় হইতে পারিবেন না ইতি।

২৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা বোর্ড রিবিনিউর প্রধান সাহেব ও তাঁহার নায়েব সাহেবের হুকুম মানিবার কথা।

যে সময় বোর্ড রিবিনিউর প্রধান সাহেব অথবা তাঁহার একটীন অর্থাৎ নায়েব সাহেবের যে হুকুম কালেক্টরী এলাকার কোন বিষয় জিজ্ঞাসার্থে কিম্বা কোন কাগজ অথবা হিসাবের নিমিত্ত কালেক্টরসাহেবের প্রতি হয় সে সময় তাহা কালেক্টরসাহেব মানিবেন ইতি।

২৯ ধারা।

বোর্ডরিবিনিউর সাহেব

কালেক্টরসাহেবদিগেরে ভূমির বন্দোবস্ত ও মালগুজারীর তহসীলের সম্পর্কীয় যাব

দীয়

দায় কার্য্যের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণের অর্থাৎ খবরগিরীর যে ভার থাকে তাহা বোর্ড রিবিনিউর প্রধান সাহেবের ও তাঁহার নীচের ৪ চারি সাহেবের হস্তে পূর্ব্বমতে সমর্পিত রহিবেক ও সেই চারি সাহেব আপনারদিগের কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর যে সকল সাহেব তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত হন্ তাঁহারা দিব্য করিবার যে পাঠ বিলায়তের পার্লিমেন্টের হুকমমতে স্থির আছে সেই পাঠে বড় আদালতের জজসাহেবদিগের জনেক সাহেবের নিকটে দিব্য করিবেন ইতি।

দিগেরে কালেক্টরসাহেবদিগের ভারের সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণার্থ কর্তৃত্ব অর্পণের কথা।

৩০ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাবধান থাকন কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের তাবের কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তার ন্যায় সকলে আপনারদিগের মোতালক সমস্ত কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে বিনাশৈথিল্যে করেন্ যদি ঐ কর্ম্মকর্ত্তারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে যে কোন আইন ধার্য্য ও প্রকাশ হয় তাহার লিখিত হুকুম কিম্বা তদ্ভিন্ন যে সকল হুকুম প্রকাশ পায় তাহার অন্যথা অথবা শৈথিল্য করেন তবে এবিষয়ে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যে কর্তৃত্ব রাখেন্ তদনুসারে তাহার বিধান অর্থাৎ তদারক করিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে সে সংবাদ দিবেন ইতি।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা কালেক্টরসাহেব প্রভৃতিকে তাঁহারদিগের ভারের সকল কার্য্য সুন্দররূপে করাইবার এবং তাঁহারদিগের ক্রটি হইলে তাহার বিধান করিয়া হুজুরে সমাচার দিবার কথা।

৩১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমতের দবদবা অর্থাৎ আজ্ঞার প্রবলতা তাঁহারদিগের তাবের কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তাদিগের প্রতি থাকিবার নিমিত্ত কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতির ক্রটির মোকদ্দমা বুঝিয়া বিচার ও বিধান করণের বিষয়ে নীচের লিখনানুসারে সমস্ত শক্তি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে সমর্পণ হইল ইতি।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের যে শক্তি তাঁহারদিগের তাবের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ক্রটির তজবীজ ও তদারকের বিষয়ে আছে তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা ক্রটিকারক ব্যক্তিকে আপনারদিগের নিকটে তলব করেন্ যে হাজির হইয়া তাঁহাহইতে যে বিষয় প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহার বেওরা কহেন্ ও জওয়াব দেন এবং ঐ সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে তাঁহাকে তাঁহার এলাকার কার্য্যহইতে যবস্থবে রাখেন্ কিন্তু যে কালে ঐ সাহেবেরা এ সকল ক্রিয়া করেন্ সে কালে তাহার সংবাদ শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে দেন্ ইতি।

ক্রটিকারক ব্যক্তিকে তলব করিতে এবং তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যহইতে যবস্থবে রাখিতে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের কর্তৃত্বের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা ক্রটিকারক ব্যক্তির উপর এমত দণ্ড ধার্য্য করিতে পারিবেন যে তাঁহার এক মাসের মাহিয়ানার অধিক না হয় ইতি।

ক্রটিকারকের দণ্ডের কথা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা কোন কর্ম্মকর্ত্তার ত্রুটির বিচার করিলে সেই কর্ম্মকর্ত্তাহইতে যাহার নোকসান হইয়া থাকে সে তাহার নামে আদালতে নালিশ করিতে সাধ্য রাখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানিবেন যে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা ঐ সকল শক্তিক্রমে কোন কর্ম্মকর্ত্তার ত্রুটির বিচার করিলে অথবা দণ্ড লইলে কিম্বা তাঁহার সম্বন্ধে কোন রূপে হুকুম করিলে তাহাতে সেই কর্ম্মকর্ত্তাহইতে যে লোকের ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার সাধ্য আছে যে সেই ক্ষতির দাওয়ায় সেই কর্ম্মকর্ত্তা যে আদালতের তাবে থাকেন সেই আদালতে তাঁহার নামে নালিশ করিতে পারে ইতি।

৩২ ধারা।

আমীন মোকররকরণ ও তাহার রোজ পাওনের মতের কথা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা যে সময় যাহাকে কোন বিষয়ে আমীন নিযুক্ত করেন্ সে সময় সে বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করিবার হেতু শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে সংবাদ করিবেন ও যে কালে আমীন নিযুক্ত হয় সে কালে সে বিষয়ের পর্য্যবসান করণার্থে কালাবধারণ আর্থাৎ মেয়াদ স্থির করিবেন তাহাতে সে আমীন সেই মেয়াদের রোজছাড়া অধিক রোজের খরচা সে মেয়াদ গেলে আপন বিলম্বের কিছু বিশিষ্ট হেতু না কহিতে পারিলে পাইবেক না ইতি।

৩৩ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের যে সকল বিষয়ে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিকে তলব করিবার কর্তৃত্ব আছে তাহার কথা।

বোর্ড রিবনিউর সাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক কোন বিষয়ের বন্দোবস্ত কিম্বা হিসাব বিবেচনা অথবা বিচারের কারণ ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা কটকিনাদার অথবা প্রজা কিম্বা অন্য এদেশি লোক যাহারা কালেক্টরসাহেবের তাবের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তাহার কাহাকেও আপনারদিগের নিকটে আনান অত্যাবশ্যক জানিলে কালেক্টরসাহেবকে লিখিবেন যে ঐ বোর্ডে যে লোকের তলব হয় তাহার নামে এক হুকুমনামা তাহার তলবের হেতু এবং মেয়াদের মধ্যে ঐ বোর্ডে হাজির হয় ও সেই মেয়াদের মধ্যে হাজির না হইলে সে নিমিত্ত ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহার যে দণ্ড ধার্য্য করেন্ তাহা সেই ব্যক্তি আপনি হাজির না হইতে পারিবার বিশিষ্ট হেতু না কহিতে পারিলে যাবৎ হাজির না হয় তাবৎ প্রতিদিন দিবেক এই নির্দ্দিষ্টে জারী করেন্ ও এমতে জারী করিলে যদি সে লোক হাজির না হয় তবে যে কারণে হাজির না হয় তাহার কোন বিশিষ্ট হেতু না জানাইতে পারিলে তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে মোকদ্দমা বুঝিয়া সেই লোকের সম্ভাবনাক্রমে দণ্ডের ধার্য্য করেন্ ও মালগুজারীর বাকী উসুলের জন্য যেমত স্থৈর্য্য আছে সেই মতে কালেক্টরসাহেব সেই দণ্ডের টাকা উসুল করিবেন কিন্তু ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে তাঁহারা যে বিষয়ের পর্য্যবসান উকীলের দ্বারা হয় সে বিষয়ে কোন কর্ত্তাকে তলব না করেন ইতি।

৩৪ ধারা।

৩৪ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের পরামর্শক্রমে যে সকল পরওয়ানা ও হুকুম জারী করিতে হয় তাহা যে সকল কর্ম্মকর্ত্তাদিগের দ্বারা জারী হইতে পারে তাঁহারদিগের নিকটে জারীর নিমিত্ত পাঠান যাইবেক ইতি।

বোর্ড রিবিনিউর হুকুম যে সকল কর্ম্মকর্ত্তাদিগের দ্বারা জারী হইতে পারে তাঁহারদিগের নিকটে পাঠান যাইবার কথা।

৩৫ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর প্রধান সাহেবছাড়া তথাকার সাহেবদিগের মধ্যে যে কোন সাহেবের কর্ত্তৃত্বের বিষয় পশ্চাৎ প্রস্তাব হইবেক তদ্ভিন্ন তথাকার সাহেবেরা পরামর্শ ক্রমে কোন বিষয় শীঘ্র করণার্থে উচিত জানিয়া আপনারদিগের কোন সাহেবকে বিবেচিয়া সে বিষয় অর্পণ না করিলে কেহ আপন মতে পৃথক কর্ত্তৃত্ব না করেন্ ইতি।

বোর্ড রিবিনিউর প্রধান সাহেবছাড়া তথাকার সাহেবদিগের কেহ পৃথক বিধানে কর্ত্তৃত্ব না করিবার কথা।

৩৬ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা সরকারের খাস তহসীলে যে ভূমি থাকে তাহার বন্দোবস্তের কারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনহায়ের মতে ও আইনছাড়া তথাকার যে সকল হুকুম থাকে তদনসারে আপনারদিগের তাবের কর্ম্মকর্ত্তাদিগেরে অনুমতি করিবেন ইতি।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা আপনারদিগের তাবের কার্য্যকারকদিগেরে খাস তহসীল ভূমির বন্দোবস্তের নিমিত্ত হুকুম দিতে শক্তি রাখিবার কথা।

৩৭ ধারা।

যে সময় ভূমির বন্দোবস্ত জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারিদিগের কিম্বা তাহারদিগের পক্ষের লোকদিগের সহিত সরকারে হয় সে সময় সরকারের মালগুজারীর জামিন তাহারদিগের সেই ভূমিই হইবেক কিন্তু যে সময় কোন ভূমি ইজারা দেওয়া যায় সে সময় সরকারের মালগুজারী সময়শিরে হইবার কারণ সেই ইজারদারের স্থানে মালজামিন লওয়া যাইবেক ইতি।

সরকারের মালগুজারীর কারণ ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে জামিন না লইবার এবং ইজারদারদিগের স্থানে জামিন লইবার কথা।

৩৮ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে বোর্ড রিবিনিউহইতে কি গুজস্তা সনের কি সন হালের কি আইন্দা সনের বন্দোবস্তে কখন কোন মতে কমীর হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।

কোন ভূমির বন্দোবস্তে কমী না দিবার কথা।

জানিবেন

৩৯ ধারা।

খাস তহসীলের ভূমির বন্দোবস্তের ভার কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি থাকিবার কথা।

জানিবেন যে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি নিশ্চয় হুকুম আছে যে তাঁহারা সরকারের খাস তহসীলের ভূমির বন্দোবস্ত শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের নির্দ্ধার্য্য আইনহায়ের মতে ও বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমমাফিক করিবেন কিন্তু যে কালে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা বিবেচনাক্রমে এমত ভূমির বন্দোবস্তের কারণ আপনারদিগের কাহাকেও ভার দেওয়া আবশ্যক জানে সে কালে কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের এমত বিবেচনার হেতু ঐ শ্রীযুতের হজুরে জানাইয়া তথাকার আজ্ঞাক্রমে তাহার বিহিত করেন্ ইতি।

৪০ ধারা।

ভূমির বন্দোবস্ত হইলে শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমেই সে ভূমির বন্দোবস্তী পরওয়ানা বোর্ড রিবিনিউহইতে দিবার কথা।

শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনহায়ের মতে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সহিত ভূমির বন্দোবস্ত হইলে পর বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ শ্রীযুতের হজুরের বিনাহুকুমেই মাফিক মামুল সে ভূমির বন্দোবস্তী পরওয়ানা সেই ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদারকে দেন এবং ঐ শ্রীযুতের হজুরে তাহার সমাচার করেন্ ইতি।

৪১ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি তহসীলের কার্য্যের ভার রহিবার আর বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা সরকারের মালগুজারী বরওক্ত উসূল হইবার ও তাহার উসূলে দেরী ও খলল্ হইবার কারণ জানিবার কথা।

তহসীলের কার্য্য কালেক্টরসাহেবদিগেরে অর্পণ আছে তথাচ তাহার তত্ত্বাবধারণ বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের এমত কর্ত্তব্য যে সরকারের মালগুজারীর টাকা সময়শিরে উসূল হয় ও তাহা উসূলে বিলম্ব দর্শিলে ও খলল্ হইলে তাহার হেতু কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে অবগত হন্ তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনক্রমে ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে সরকারের মালওয়াজিবী উসূলকরণের ক্ষমতা কালেক্টরসাহেবেরা রাখেন্ ইতি।

৪২ ধারা।

মালগুজারীর আদায়ে শৈথিল্য দিতে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের শক্তির কথা।

যে বৎসর শৈথিল্য দেওয়া যায় সে বৎসরের উর্দ্ধ তাহার মেয়াদ অধিক না হইবার কথা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের শক্তি আছে যে সরকারের মালওয়াজিবীর যে টাকা সময়শিরে তহসীল না করিয়া তাহার শৈথিল্য ভূম্যধিকারিকে দেওন যে কালে অত্যাবশ্যক জানেন সে কালে শৈথিল্য দিয়া যে টাকার কারণ শৈথিল্য দেন্ তাহার সংখ্যা ও সেই শৈথিল্যের হেতু শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সমাচার করেন্ কিন্তু যে সন সেই শৈথিল্য হয় সে সন সেওয়ায় তাহার মেয়াদ অধিক না হয় ইতি।

৪৩ ধারা।

৪৩ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর জানেরেল বাহাদুর কৌনসেলের বিনাহুকুমে মালগুজারীর বাকী আদায়ে কিছু রেয়াইত হইবেক না ইতি।

হুজুরের বিনাহুকুমে বাকী মাফ না হইবার কথা।

৪৪ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে যে সময় ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে তাগাবী দেওয়া অত্যাবশ্যক জানেন সে সময় তাহারদিগের ভূমির জমার ফিশতের উপর ৫ পাঁচটাকার অধিক না হয় এমত হিসাবে দিবেন ও যে সময় তাগাবী দিতে হয় সে সময় শ্রীযুত গবরনর জানেরেল বাহাদুর কৌনসেলের হুজুরে সম্বাদ করিবেন কিন্তু যদি কোন বিষয়ে ঐ হিসাবের অতিরিক্ত তাগাবী দেওয়া আবশ্যক হয় তবে তাহা দিবার পূর্ব্বে ঐ শ্রীযুতের হুজুরহইতে হুকুম লইবেন ও যে তাগাবী দেওয়া যাইবেক তাহার সুদ ফিশতে দরমাহা ১ এক টাকার হিসাবে লইবেন ইতি।

এই ধারাক্রমে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের তাগাবী দিবার সাধ্যের কথা।

৪৫ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত গবরনর জানেরেল বাহাদুর কৌনসেলের হুজুরে সালিয়ানা কিম্বা মাসং অথবা অন্য প্রকারে যে হিসাব এইক্ষণে দিতে হয় তাহা ও পশ্চাৎ যাহা তলব হয় তাহা পাঠান এবং সকল আইনছাড়া ঐ শ্রীযুতের হুজুরহইতে যে সকল হুকুম তাহারদিগেরে হইয়াছে ও হয় তাহাও মানেন ইতি।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা তলবমতে যাবদীয় হিসাব শ্রীযুত গবরনর জানেরেল বাহাদুর কৌনসেলের হুজুরে পাঠাইবার কথা।

৪৬ ধারা।

বোড রিবিনিউর সকল সাহেবকে নিষেধ আছে যে তাঁহারা সকলে মিলিয়া কিম্বা জনেং চক্রান্তে অর্থাৎ গোপনে অথবা অগোপনে মহাজনী বিষয়ে আবৃত না হন ও আপনারদিগের টাকা বিলায়তে পাঠাইবার বাসনায় শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অধিকার সুবেজাৎ বাঙ্গালাওগয়রহে কিছু জিনিস খরীদ না করেন ও কোন প্রকারে কোন কুঠীর কিম্বা টরনীগিরী ও বাঙ্ক অর্থাৎ পোতদারী ব্যাপারে আসক্ত না হন ও তহসীলের সেরেস্তার এদেশি আমলার সহিত কর্জ লইবার বিষয় না রাখেন এবং মালগুজারী দিবার কি লইবার এলাকায় যে সকল লোককে জওয়াব দিতে হয় তাহারদিগের সঙ্গে কোন কার্য্য না করেন এবং ইহাও নিষেধ আছে যে শ্রীযুত গবরনর জানেরেল বাহাদুর কৌনসেলের হুজুরের বিনাহুকুমে বিলায়তী কোন সাহেব লোককে গোপনে কিম্বা অগোপনে কোন ভমি ইজারা না দেন ও কোন ইজারদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা প্রজার সম্বন্ধে বিলায়তী কোন সাহেবলোককে জা

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের প্রতি যে সকল নিষেধ আছে তাহার কথা।

মিন না লন্ ও করসম্পর্কে কিম্বা নিষ্করক্রমে কোন ভূমি কাহাকেও না দেন্ ও কাহারো প্রতি তাহা স্থির না রাখেন্ ও এপ্রকার ভূমি কাহারো উত্তরাধিকারির প্রতিও নির্দ্দিষ্ট না করেন্ ও কোন আমলা কিম্বা মাহিয়ানাদারের মরণান্তে তাহার মোশাহেরা তাহার ওয়ারিসের উপর বহাল না রাখেন্ এবং আমল হইবার মতে কোন নয়া হুকুম না দেন্ ইতি।

৪৭ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা হুজুরের হুকুমে যে স্থান অন্যদেশাধিপতিকে ফিরিয়া দেন্ তাহার রসীদ হুজুরে দাখিল করিবার কথা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবেরা যে সময় শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমে কোন স্থান ভিন্নদেশাধিপতিকে ফিরিয়া দেন্ সে সময় তাঁহার স্থানে যে রসীদ পান্ তাহা বজনিস ঐ শ্রীযুতের হুজুরে দাখিল করিবেন ইতি।

৪৮ ধারা।

দুষ্টদমনার্থে যে ব্যয় হয় তাহার হিসাব পৃথক করিয়া রাখণের কথা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঝকড়াউ ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি দুষ্টদিগের দমনার্থে যে টাকা খরচ হয় তাহার নিশা সেই অধিকারিপ্রভৃতির স্থানে লইবার কারণ সে টাকার হিসাব পৃথক করিয়া রাখেন্ ইতি।

৪৯ ধারা।

বোর্ডের সাহেবেরা সপ্তাহে দুই দিন বোর্ডে বসিবার ও তাঁহাবদিগের মধ্যের দুই জনেও এক দিনে বোর্ডে বসিতে পারিবার কথা।

বোর্ড রিবিনিউর সকল সাহেবে সপ্তাহের মধ্যে নির্দ্ধারিত ২ দুই দিন কিম্বা কার্য্যের আধিক্যপ্রযুক্ত ততোধিক দিন বোর্ডে বসিবেন এবং ঐ সকল সাহেবের মধ্যের দুই জনেও এক বোর্ডে বসিতে পারিবেন ইতি।

৫০ ধারা।

বোর্ডের প্রধানসাহেব অবধারিত দিনান্তরেও বোর্ডে বসিবার কারণ তথাকার অন্য সাহেবদিগেরে আনাইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

বোর্ড রিবিনিউর প্রধান সাহেব যে সময়ে নির্দ্ধারিত দুই দিনছাড়া অন্যদিনে বোর্ডে বসিবার আবশ্যক জানেন্ সে সময় ঐ বোর্ডের অন্য সাহেবদিগেরে আনাইবার কারণ সকরটরীর সাহেবের দ্বারা চিঠী লেখাইবেন ও তদনুসারে তাঁহারাও আসিয়া বোর্ডে বসিবেন ইতি।

৫১ ধারা।

অবধারিতদিনছাড়া বোর্ডের সাহেবদিগকে বোর্ডে বসাইতে তথাকার প্রধান সাহেবের ক্ষমতার কথা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের যে কেহ বোর্ডে উপস্থিত করিবার কিম্বা জানাইবার যোগ্য কোন কর্ম্ম স্বহস্তে রাখেন্ ও তাহা বোর্ডে বসিবার নির্দ্ধারিত দিনে উপস্থিত করিতে না পারেন্ সে সাহেব তাহা তথাকার প্রধান সাহেবকে সম্বাদ দিয়া অবধারিত

সকল

সকল দিনছাড়া অন্য দিবসে ঐ বোর্ডের সকল সাহেবকে বোর্ডে বসিবার কারণ দর খাস্ত করিবেন ও প্রধান সাহেব তাহাতেও মনোযোগী হইবেন্। আর ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের সেরেস্তায় ওয়াকানেগারী বহী রাখেন্ এবং যে সময় যে ভারী কার্য্যে শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের মঞ্জুর করাইতে কিম্বা হুকুম লইতে হয় সে কার্য্যে আপনারদিগের কর্ত্তব্য যাবদীয় উদ্যোগ করণের পূর্ব্বে তাহার সমাচার ঐ শ্রীযুতের হজুরে করেন্ ইতি।

ঐ বোর্ডের সাহেবেরা ওয়াকানেগারী বহী সেরে স্তাতে রাখিবার যে কার্য্য শ্রীযুতের কৌন্সেলের হ জুরের মঞ্জুরের অপেক্ষা রাখে তাহার সম্বাদ ঐ হজুরে দিবার কথা।

৫২ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর প্রধান সাহেবের কর্ত্তব্য যে তথায় রুবকার হইবার সকল কার্য্যের মধ্যে যে কার্য্য প্রথম রুবকার করিতে হয় তাহার বিবেচনা অগ্রে করেন্ ও তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মনোযোগার্থে সে কার্য্যের বাছনী ও রুবকারের ব্যবস্থাকরণের ভার ঐ প্রধান সাহেবের আর প্রধান সাহেব রুবকারী সকল কাগজ পাঠাইলে পর যে উদ্যোগ উচিত জানেন্ তাহার বিহিত ঐ বোর্ডের সকল সাহেবকে একযোগে জিজ্ঞাসা করিবেন কিম্বা যদি তাঁহারদিগের প্রত্যেকের স্থানে পৃথক২ জিজ্ঞাসাকরণ উচিত জানেন্ তাহাই করিবেন কিন্তু পৃথক২ জিজ্ঞাসিতে হইলে কর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ ছোটসাহেবহইতে জিজ্ঞাসা করেন্ ও তাঁহার বিবেচিত উত্তর প্রথমেই বহীতে লেখা যায় ইতি।

বোর্ড রিবিনিউর প্র ধান সাহেব তথায় যে কার্য্য অগ্রে উপস্থিত ক রিতে হয় তাহার উদ্যো গার্থে হুকুম দিবার এবং একযোগে ঐ বোর্ডের স কল সাহেবকে কিম্বা পৃ থক২ বিহিত জিজ্ঞাসা ক রিবার ও প্রথমতঃ ছোট সাহেবহইতে জিজ্ঞাসি বার কথা।

৫৩ ধারা।

৫২ ধারার লিখনক্রমে যে সকল ব্যবস্থা করিতে হয় তাহাতে বোর্ড রিবিনিউর সা হেবদিগের যে কেহ যে ব্যবস্থা ঠাহরেন্ তাহা সমস্ত ঐ বোর্ড বসিলে তথায় উপস্থিত করিতে হইবেক ও সে সকল ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যবস্থা অনেক সাহেবের ঐক্যক্রমে হয় তাহাই গ্রাহ্য হইবেক ইতি।

এই ধারাক্রমে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের বৈঠকে তাঁহারদিগের ম ধ্যের অনেকের যে ব্য বস্থা ঐক্য হয় তাহাই গ্রাহ্য হইবার কথা।

৫৪ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউতে উপস্থিতহওয়া কোন বিষয় তচ্ছ ব্যবস্থাক্রমে নিষ্পত্তি হইলে পরেও তথাকার সাহেবদিগের কেহ সে বিষয়ে কোন ভাল কথার সূচক পূর্ব্বপক্ষ করেন্ তবে সেই প্রথম নিষ্পত্তির অন্তেও সেই পূর্ব্বপক্ষ গ্রাহ্য হইবেক ইহাতে তথাকার প্রধান সা হেবের কর্ত্তব্য যে ঐ বোর্ডের সকল সাহেবের মনোযোগার্থে সেই পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করেন্ ইতি।

উপস্থিত কোন বিষয়ে উদ্যোগের পরামর্শের ম ধ্যের ভাল কথা যেমতে গ্রাহ্য হয় তাহার কথা।

৫৫ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউতে উপস্থিত কোন বিষয়ের সমুদয় কাগজপত্র পাঠান্তে তথাকার প্র

বোর্ড রিবিনিউর প্র

ধান

ধান সাহেব সকল কাগজপত্র পাঠান্তে কিছু তদবীর কিম্বা সওয়াল দরপেশ না করিতে চাহিলে তথাকার অন্য সাহেবদিগের যে কেহ যে তদবীর অথবা সওয়াল করিতে চাহেন্ তাহা দরপেশ করিবার কথা।

ধান সাহেব তাহার বিহিতার্থে কোন উদ্যোগ কিম্বা কথান্তর তথাকার অন্য সাহেবদিগেরে জিজ্ঞাসা করিতে না চাহিলেও সে সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাঁহারদিগের যাহার মনে যে উদ্যোগান্তর অথবা সওয়াল আইসে তাহা লিখিয়া সকরটরী সাহেবকে দেন্ সেই লিখনে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মনোযোগ হইবার কারণ সকরটরী সাহেব তাহা তাঁহারদিগের সাক্ষাৎ পাঠ করেন্ ইহাতে প্রথম তথাকার ছোটসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন বুদ্ধ্যনুযায়ী কথা কহেন পশ্চাৎ এই ব্যবস্থায় অন্য পরম্পর প্রধান সাহেবেরা আপনারদিগের বিবেচিত কথা শুনান্ শেষকালে তথাকার সর্ব্বপ্রধান সাহেব আপন জ্ঞানোদিত কথা প্রকাশ করেন্ ইতি।

৫৬ ধার.।

বোর্ডের সাহেবদিগের পরামর্শের ঐক্য না হইলে তাহারা দুই পক্ষে সমান রহিলে প্রধান সাহেবের পরামর্শ যে পক্ষে মিলিবেক সেই পক্ষের পরামর্শ গ্রাহ্য হইবার কথা।

যে সকল বিষয়ে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের বিবেচনার ঐক্য না হয় তাহাতে তথাকার ছোট ৪ চারিজন সাহেবের মধ্যে সমানাংশে দুই ২ জনার এক পরামর্শ হইলে যে পক্ষের পরামর্শে তথাকার প্রধান সাহেবের পরামর্শ মিলন হয় সেই পক্ষের বিবেচনাক্রমে কার্য্য হইবেক ইতি।

৫৭ ধারা।

শ্রীযুত কৌন্সেলের হজুরের বিহিত বিধানছাড়া বোর্ডের সাহেবদিগের ভারী পক্ষের পরামর্শ গ্রাহ্যের কথা।

ঐ সাহেবদিগের কেহ কোন বিষয়ের তকরারে ঐ হজুরের বিহিত বিধানার্থে তথায় তাহার রোয়দাদ পাঠাইতে চাহিলে তাহা পাঠাইবার মতের কথা।

যে সকল বিষয়ে বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের পরামর্শের ঐক্য না হয় তাহাতে যে পক্ষ ভারী হইয়া একপরামর্শী হইবেন সেই পক্ষের পরামর্শই গ্রাহ্য হইবেক যদি তথাকার সাহেবদিগের কেহ সে বিষয়ের বিহিত বিধানার্থে মর্ম্মান্তরের রোয়দাদ শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইতে চাহিয়া ঐ ভারী পক্ষের পরামর্শ যবস্থবে রাখিবার কারণ ঐ বোর্ডে দরখাস্ত না করেন্। ও যদি এমত দরখাস্ত হয় তবে তদনুসারে ঐ সাহেবেরদিগের কর্ত্তব্য যে যে বিষয়ের পূর্ব্বপক্ষ হয় তাহার সার বৃত্তান্তযুক্তে ঐ বোর্ডের সাহেবেরদিগের সকলের পরামর্শের বেওরা এক লিখনে লিখিয়া নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠান্ ইতি।

৫৮ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সকল সাহেবের মধ্যে কেহ তথাকার অনেক সাহেবের শুদ্ধ বিবেচনা অগ্রাহ্য করিলে তাহার হেতু পশ্চাৎ লেখাইয়া আগামী

বোর্ড রিবিনিউতে কোন বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত হইলে তথাকার অনেক সাহেবের যে পরামর্শ হয় তাহা অগ্রে বহীতে লেখা যাইবেক পশ্চাৎ তথাকার যে সাহেবেরা তাহাতে আপত্তি করেন্ তাঁহারদিগের আপত্তির কথা সেই বহীতে লিখিতে হইবেক ও যেহেতুক সেই আপত্তি হয় তাহার কৈফিয়ৎ ঐ বোর্ডে আইন্দা বৈঠকে কিম্বা অন্য বৈঠকে দাখিল করিবেন এবং যে সময় ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মধ্যের কেহ

কোন

কোন বিষয় পরিষ্কার হইলে তাহা মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করেন্ সে সময় কেবল তাহা মঞ্জুর কিম্বা নামঞ্জুর শব্দ বহীতে লেখান্ ও যদি নামঞ্জুর করেন্ তবে যে হেতুতে করেন্ তাহার কৈফিয়ৎ অন্য বৈঠকে দাখিল করেন্ কিন্তু ঐ বোর্ডের কোন সাহেবের পরামর্শের বেওরাফর্দ্দ বৈঠক থাকিতে দাখিল না হইলে তাহা সে দিনের রোয়দাদে লেখা যাইবেক না এবং যে বিষয়ের এমত বেওরাফর্দ্দ দাখিল হইলে তাহার উত্তর করা যায় তাহা পুনরায় ঐ বোর্ডের সকল সাহেবের বিনামঞ্জুরে রদ ও বদল করা হইবেক না। আর যে কালে কোন লিখন ত্বরাক্রমে চালানকরণ আবশ্যক হয় সে কালে সে লিখনে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মধ্যের দুই জন সাহেবের দস্তখৎ কাফী হইবেক এবং সমস্ত বিষয়েই উচিত যে যে সময় যে লিখন দস্তখতের নিমিত্ত ঐ বোর্ডের সাহেবেরদিগের স্থানে উপস্থিত হয় সে সময় বিলম্ব না করিয়া অব্যাজেই তাহাতে দস্তখৎ করিয়া দেন্ ও রোয়দাদওগয়রহ বাছনি করা কাগজপত্র দুরস্ত হইয়া তাহার উপর মোতাবেকে আসল শব্দ দস্তখৎ হইয়া পত্রাদির মধ্যে খাম হইলে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগতার্থে আপনারদিগের নিকটে রাখিবেন না এইহেতুক যে রোয়দাদ ওগয়রহের বাছনির বিয়য়ে সকরটরীর সাহেব এবং ঐ বাছনিহওয়া কাগজ ও খাম হওয়া অন্যং কাগজপত্র শুদ্ধাশুদ্ধের বিষয়ে যে সাহেব শুদ্ধ করিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন্ সেই সাহেব জওয়াব দিবেন ইতি।

বৈঠকে বোর্ডে দাখিল করিতে চাহিলে করিতে পারিবার কথা।

ঐ বোর্ডের বৈঠক থাকিতে তথাকার কোন সাহেবের পরামর্শের কাগজ দাখিল না হইলে তাহা সে দিবসের রোয়দাদে দাখিল না হইবার কথা।

যে বিষয়ের লিখনাদিতে ঐ বোর্ডের দুই সাহেবের দস্তখৎ কাফী হইবেক তাহার কথা।

রোয়দাদওগয়রহের খোলাসা ও শুদ্ধাশুদ্ধের বিষয়ে সকরটরীর সাহেবদিগরের জওয়াব দিবার কথা।

৫৯ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের মধ্যের কোন সাহেব যে দিনে যে বিশিষ্ট বিষয় বিবেচনার মনস্থ করেন্ সে দিনে তথাকার সাহেবদিগের নিকটে বিবেচনার্থে যে সকল কাগজ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাতে সেই বিশিষ্ট বিষয় লেখা না থাকিলে এবং সে সকল কাগজে সেই বিষয়সম্পর্কীয় কোন ইশারাও না রহিলে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহা তথাকার প্রধান সাহেবকে কহেন্ তাহাতে প্রধান সাহেব সেই দিবসের উপস্থিত সমস্ত বিষয়ের খুঁটি সে বিষয় গুরু কিম্বা লঘু যাহা অনুমান করেন্ তদনুসারে যে কালে উচিত হয় সেই কালেই সে বিষয় উপস্থিত করাইবেন ইহাতে যদি সে বিষয় সে দিনের বৈঠকে উপস্থিত না হয় তবে ঐ প্রধান সাহেব সে বিষয়কে আইন্দা বৈঠকে অন্য বিষয়ের অগ্রে উপস্থিত করাইবেন্ ইতি।

বোর্ড রিবিনিউর যে দিনের রুবকারী কাগজে যে বিষয়ের প্রস্তাব না থাকে সে দিনে তাহা বিবেচনার মনস্থ তথাকার কোন সাহেবের হইলে সে বিষয় যেরূপে ঐ বোর্ডে রুবকার করা যাইবেক তাহার কথা।

৬০ ধারা।

যে সময় যে সকল বিষয়ের হিসাবওগয়রহ যেং কাগজপত্র শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুম কারণ বোর্ড রিবিনিউহইতে পাঠান যায় সে সময় তাহার সঙ্গে এক লিখন ঐ বোর্ডের সকল সাহেবের পরামর্শ নিদর্শনে যে যে হেতুতে

যে সকল বিষয়ের হিসাবদিগর কাগজপত্র শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের

হুকুম হইবার নিমিত্ত বোর্ড রিবিনিউহইতে পা ঠাইতে হয় তাহার মতের কথা।

হুকুম চাহে তাহার সারবৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান যাইবে। আর ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কোন ভূমির বন্দোবস্তের কালে তাহার সাবেক জমায় কিছু কমী দেওয়া উচিত জানিলে যাহা কমী দিতে হয় ও সেই সন হালে তাহার যে জমা ঠাহরে তাহাও লিখনে লিখি বেন ইতি।

৬১ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর সকল দফ্তর দুরস্ত ও সাবধানে রাখিবার কথা।

বোর্ড রিবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের সকল দফ্তর দুরস্ত ও সাবধানে রাখিবার বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত হন্ অতএব উচিত এই যে ইঙ্গরেজী সমস্ত দফ্তরের যে সকল কাগজ রোয়দাদের বহীতে দাখিল না হয় তাহার সালিয়ানা ফিরিস্তি তৈয়ার করান্ ও সে ফিরিস্তিতে যে যে তারিখে সেই সকল কাগজ মিলে সেইং তারিখ বিলিক্রমে নম্বর লেখান্ ইতি।

৬২ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর প্রধান সাহেবছাড়া তথাকার অন্যং সাহেব ও আমলাদিগেরে তথাকার রোয়দাদী কোন কাগজের নকল পাইতে নিষেধের কথা।

বোর্ড রিবিনিউর প্রধান সাহেব সেওয়ায় তথাকার অন্য কোন সাহেব আপনার পরামর্শক্রমে যে কাগজ লিখিয়া থাকেন তাহাছাড়া তথাকার রোয়দাদের কোন কাগজের নকল পাইবেন না এবং ঐ বোর্ডের কোন আমলাও তাঁহার নিজের কার্য্যের জন্য কোন কাগজের নকল পাইবেন না ইতি।

৬৩ ধারা।

বোর্ড রিবিনিউর দফ্তরে তথাকার সকল কাগজ দরস্ত ও সাবধানে রাখিবার মতের কথা।

বোড রিবিনিউর রোয়দাদের সকল দুরস্ত কাগজপত্র অবগত হইবার কারণ সর্ব্বদাই দফ্তরে প্রস্তুত থাকিবেক তাহা জ্ঞাত হইতে তথাকার কোন সাহেবের আবশ্যক হইলে তাহা ঐ বোর্ডের বৈঠকের ঘরে যে স্থানে রাখা যায় তথায় গিয়া অবগত হইবেন কিন্তু যদি কখন ঐ বোর্ডের কোন সাহেব সে রোয়দাদী কাগজ আপন ঘরে লইয়া দেখিতে চাহেন্ তবে তাহা ঐ বোর্ডের সকল সাহেবের মঞ্জুর হইলে পারিবেন্ ইহাতে সে সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কাগজের নিমিত্ত ঐ বোর্ডে দরখাস্ত করিয়া তাহা তথাকার সকরটরীর সাহেব কিম্বা সকরটরীর নায়েব সাহেবের স্থানে লন্ ও পুনর্ব্বার তাঁহার স্থানে দেন্ ও সেই সকরটরীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কাগজ দিবার ও পাইবার স্মরণীয় অর্থাৎ ইয়াদদাস্ত আপন স্থানে রাখেন্ কিন্তু সে দরখাস্ত মঞ্জুরকরণ কিম্বা না করণের কর্ত্তৃত্ব ঐ বোর্ডের সাহেবেরা রাখিবেন্ ও যে সাহেব দরখাস্ত করিবেন সে সাহেব আপন দরখাস্ত রোয়দাদের বহীতে দাখিল করেন অথবা না করেন্ তাহার কর্ত্তা আপনিই হইবেন এ সাবধানের হেতু এই যে দফ্তরহইতে কোন কাগজ না হারায় কিম্বা সময়ক্রমে তাহা উপস্থিত না থাকিলে কোন বিষয়ের হানি না হয় ইতি।

৬৪ ধারা

৬৪ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা প্রতিমাসের ৩০ ত্রিশা তারিখে গতমাসের সকল রোয় দাদের নকল দুরস্ত করাইয়া মামুলী ফিরিস্তি ও তাহার মোতালক অন্যং কাগজসমেত এক প্রস্থ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন তদনন্ত রেও যত ত্বরাতে হয় আর এক প্রস্থ নকল প্রস্তুত করাইয়া বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহে বদিগের হজুরে চালানকারণ ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা রোয়দাদের নকল শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের স্বগোচরার্থে ও বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের নিকটে চালানকারণ ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৬৫ ধারা।

উপরের লিখিত সকল দাঁড়ামতে বোর্ড রেবিনিউর প্রধান সাহেবকে যে শক্তি সমর্পন আছে তাহাছাড়া শক্তিও বিবেচনাক্রমে ঐ প্রধান সাহেবকে অর্পণ হইল তাহার বেওরা এই যে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের বিবেচিত সমস্ত উদ্যোগ গ্রাহ্যকরণের নিমিত্তে কিম্বা লোকদিগের হাজিরের জন্যে অথবা ঐ সকল সাহেবের বিজ্ঞাপন ও পরামশার্থে সমস্ত কাগজ প্রস্তুতের কারণ যে যে হুকুম আবশ্যক হয় তাহা কিম্বা ঐ বোর্ডের অন্য সকল সাহেব যে যে কার্য্যের ভার ঐ প্রধান সাহেবের প্রতি রাখেন তজ্জন্যে যে যে হুকুম দিতে হয় তাহা যে যে দিনে ঐ বোর্ডের বৈঠক হয় সেইং দিনে আপন কর্তৃত্বে দিবেন ইতি।

বিবেচনাক্রমে বোর্ড রেবিনিউর প্রধান সাহেবকে যে শক্তি অর্পণ হইল তাহার কথা।

৬৬ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর তাবের কি বিলায়তী সাহেবলোক কি এদেশি মনুষ্যসকল কর্ম্ম কর্ত্তা আমলার প্রতি ত্বরা আছে যে তথাকার প্রধান সাহেব যে কার্য্যার্থে যে হুকুম দিবার শক্তি রাখেন তদনুসারে যে হুকুম করেন তাহা মানেন ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর প্রধান সাহেবের হুকুমমতে তথাকার সকল আমলার কার্য্য করিবার কথা।

৬৭ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর প্রধান সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ বোর্ডের ব্যাপারার্থে যে সকল হিসাব কিম্বা অন্যং কর্ম্মের কাগজপত্র অথবা অপর বেওরা চাহিতে হয় তাহা ঐ বোর্ডের তাবের কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্যং কার্য্যকারকের স্থানে তলব করেন এবং কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতি সকলকে হুকুম করেন যে তাঁহারা যে সকল লোককে হাজির করিবার সাধ্য রাখেন সে সকল লোককে ঐ বোর্ডে হাজির করান ইতি।

এই ধারার লিখনানুসারে বোর্ড রেবিনিউর তাবের কালেক্টরসাহেবপ্রভৃতি সকলে ঐ বোর্ডের প্রধান সাহেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবার কথা।

৬৮ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর প্রধান সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যে সময় রোয়দাদের নকল

কা কিম্বা

বোর্ড রেবিনিউর প্রধান

সাহেব রোয়দাদের নকল কিম্বা আসল আপন নিকটে তলব করিতে সক্ষম হইবার কথা।

কিম্বা আসল আপন নিকটে আনিতে চাহেন্ সেই সময়েই তলব করেন্ তাহাতে আসল রোয়দাদের তলব হইলে সকরটরীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহা পাঠাইবার ও পুনর্ব্বার পাইবার ইয়াদদাস্ত আপন স্থানে রাখেন্ ইতি।

৬৯ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর বৈঠক মৌকুফকরণে তথাকার প্রধান সাহেবের ক্ষমতার কথা।

উপর্য্যুপরি দুই দিন মৌকুফ না করণের কথা।

নিরূপিত দ্বিতীয় দিনে প্রধান সাহেব হাজির না হইতে পারিলে উপস্থিতহওয়া অগ্রগণ্য সাহেব সে দিনে প্রধানের স্বরূপ হইবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর প্রধান সাহেব যে কালে পীড়াজন্যে কিম্বা অপর কারণে ঐ বোর্ড বৈঠকের দিনে তথায় উপস্থিত হইতে না পারেন্ তাহাতে তাঁহার শক্তি আছে যে সে দিনের বৈঠক তাহার আগামি বৈঠকের দিনপর্য্যন্ত মৌকুফ করেন্। কিন্তু ঐ প্রধান সাহেবকে হুকুম নাই যে নির্দ্ধারিত দুই দিন উপরাউপরি বৈঠক মৌকুফ করেন্ অবধারিত দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে উপস্থিত না হইতে পারিলে ঐ বোর্ডের অন্য যে সাহেবেরা হাজির থাকেন্ তাহার মধ্যে যে সাহেব অগ্রগণ্য হন্ সেই সাহেব সে বৈঠকে ঐ প্রধান সাহেবের স্থানে স্থিত অর্থাৎ স্বরূপ হইবেন ইতি।

৭০ ধারা

বোর্ড রেবিনিউর প্রধান সাহেবের কর্তৃত্ব ভার তাঁহার স্বরূপ সাহেবকে হইবার কথা।

ঐ প্রধান সাহেবের অসাক্ষাৎ কালে তথাকার অন্য যে সাহেবেরা হাজির থাকেন্ তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য সাহেব ঐ প্রধান সাহেবের স্বরূপ হইবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর প্রধান সাহেবকে যে সকল শক্তি সমর্পণ আছে তাহা তাঁহার স্থানে স্থিত সাহেবকে ভার হইবেক এবং ঐ প্রধান সাহেব পীড়া কিম্বা কারণান্তর প্রযুক্ত অসাক্ষাৎ হইলে সে কালে ঐ বোর্ডের অন্য যে সাহেবেরা সাক্ষাৎ থাকেন্ তাহার মধ্যে যে সাহেব অগ্রগণ্য হন্ সেই সাহেব ঐ প্রধান সাহেবের স্থানে স্থিত হইয়া প্রধান সাহেব মৌসুফের মতে তাঁহার কর্ত্তব্য সকল কার্য্যের পর্য্যবসান করিবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

প্রতিজেলায় ও শহরপাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদে সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রথম বিচার ও নিষ্পত্তিজন্যে যে সকল দেওয়ানী আদালত অবধারিত হইল তাহার প্রতাপের আধিক্য ও নিরূপণের বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের প্রসাদাৎ সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যানিবাসিদিগের যে সকল পদ ও বস্তুলাভ হইয়াছে তদনুসারে তাহারদিগের শুভবৃদ্ধি হইবার বাসনা সরকার নিতান্ত রাখেন্ জানিবেন এবং ইহাতে তাহারদিগের মন স্থির হইতেও পারিবেক অতএব দেশের সদ্ব্যবস্থার নিমিত্ত শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা এই বিবেচনায় হইবেক যে দেশস্থ লোকেরা যে সকল কেতাব ও গ্রন্থের মতাচরণ করে সে সকল মতের যেং বিষয়ে শরা ও শাস্ত্রের যেং হুকুম ও আজ্ঞা অপেক্ষা রাখে তাহাতে সেই সকল হুকুম ও আজ্ঞা দীপ্তিমান হয় এবং তাহারাও আপনারদিগের ব্যবহার ও চলনক্রমে ব্যাপার কার্য্য অবাদে করিতে চেষ্টিত রহে ও তাহারদিগের প্রাণ ও ধনেরও কল্যাণ দর্শে কিন্তু কেবল এই সকল আইন প্রদীপ্ত রহিলেও কালক্রমে বিপত্তি উপস্থিতজন্যে দেশাধিপতি হাকিমের পরিবর্ত্ত হওনে এদেশস্থ সকলের যাবদীয় হক্ অর্থাৎ ন্যায্য বস্তু ও বৃত্তি ও শান্তি যে যে মতে রক্ষা পায় সেইং মতে সর্ব্বত্র সকল আদালতের সেরেস্তা নির্ধারিত না হইলে এই সকল আইনক্রমে তাহারদিগের ন্যায্য বস্তুর সম্পর্কে যেং লাভ জানা যায় তাহা পরিপক্ব হইবেক না এবং সে সকল লাভের সংঘটন হইতেও পারিবেক না। অতএব দেশাধিপতি শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকার এদেশের সকল লোকের প্রাপকে এই সকল বহুমূল্য আইনহইতে সতত লাভোদয় হইবার কারণ এমত স্থির করিলেন যে এই সকল আইন জারী হইবাতে আদৌ কোন বিষয়বিবাদ অর্থাৎ মোকদ্দমা আপনি বিচার না

করিয়া শেষকালে তাঁহার নিকটে আপাল হইবার নির্দ্দিষ্ট কোন মোকদ্দমার আপীল তথায় হইলে কেবল তাহারি নিষ্পত্তি করেন্। আর সদ্ব্যবস্থা ও বিচারের বিষয়ে যে কর্ত্তৃত্ব ও শক্তি আপনি রাখেন্ তাহা সমস্ত আদালতে এই মতে অর্পণ করিলেন যে সকল জজ এতাবতা সকল আদালতের বিচারকর্ত্তা সাহেবেরা সর্ব্বতোভাবে নিষ্প্রয়াসী হইয়া ও পক্ষপাত না করিয়া এই সমস্ত আইনের লিখিত মর্ম্ম চলিত করেন্ এবং তাঁহারদিগের কর্ত্তব্যও এইরূপে স্থির রহে যে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পিত আজ্ঞার পর্য্যবসান প্রকৃত প্রস্তাব করিত কিছু আপত্তি না থাকে। আর ঐ দেশাধিপতি ইহাও নির্ণয় করিলেন যে সকল আইনের মতে যে বল ও শক্তি জজসাহেবদিগেরে অর্পণ হইল তাহা কেবল সুবেজাৎ মজকুরের নিবাসিদিগের যাবদীয় বিবাদ ও মোকদ্দমার সম্বন্ধেই পরিসীমা হইবেক না বরং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের কার্য্যকারক যাঁহারা ঐ সরকারের তহসীলের ও মহাজনী দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ও অন্যং কার্য্যে থাকেন তাঁহারা আপনারদিগের ভারের কার্য্য প্রয়োজন এই সকল আইনের অন্যথা করিলে তাহার জওয়াব ঐ সকল আদালতে দিতে হইবেক। আর সরকারহইতে কাহারো বৃত্তে ও সম্পত্তিতে কিছু অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য না হইতে পারিবার কারণেও নিয়ম করিলেন যে সরকারের যাবদীয় দাওয়ার মোকদ্দমাও অন্যং লোকের মোকদ্দমার ন্যায় এই সকল আইনের হুকুম মতে আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তির যোগ্য হয়। আর আদালতের সকল আইন জারী ও সমস্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে জজসাহেবেরা বিলম্ব ও বাধা না করিতে পারিবার কারণেও নির্ণয় করিলেন যে আদালতের সেরেস্তা এমত ব্যবস্থায় স্থির করা যায় যে তদনুসারে সকল লোকে যথার্থ বিচারের নিরূপিত সমস্ত মত জ্ঞাত হইয়া আপনারদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য না হইতে পারিবার জন্য আদালতের বল ও শক্তিকে রক্ষক করাইতে ক্ষমতা রাখে। আর আদালতের সকল আইনের মতে চলনের যে নক্সা উপরের লিখিত বীজে স্থির হয় ইহাতে যে কেহ আদালতের কার্য্যে নিযুক্ত হন্ তাঁহার প্রকৃতি সুপ্রকৃত না হইলেও এই মহৎ লাভের উদয় এমত পাইবেক যে কেহ কাহারো সহিত অযথার্থ বিষয়বিবাদ করিবেক না এবং উপায়ক্ষম ও কর্ম্মযোগ্য লোকেরা আপনারদিগের উপার্জ্জিত ও অভীষ্ট লাভ ভোগ করণার্থে প্রাণপণে শ্রম করিতেও অতিরিক্ত বাঞ্ছিত হইবেক এবং এদেশের সমস্ত লোকের চিরমঙ্গল ও দায়শূন্যও গণ্য হইতে পারিবেক এবং সরকারের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও প্রতাপের প্রবলতাও এইহেতুক হইবেক যে দেশের সদ্ব্যবস্থাধীন দেশস্থ প্রজা বর্গাদির সম্পত্তি ও আনন্দাতিশয় যে তাহাতেই দেশের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপবৃদ্ধি জ্ঞান হয় অতএব শ্রীযুত গবর্নর্ জানেরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিচার বিধানের বীজের মতে যে কর্ত্তৃত্ব ও শক্তি এই আইন বিস্তারিত লেখা আছে তাহা যাবদীয় দেওয়ানী

মোকদ্দমার

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

মোকদ্দমার প্রথম বিচারের নিমিত্ত সকল জেলার ও শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের সমস্ত দেওয়ানী আদালতে সমর্পণ করিলেন ইতি।

২ ধারা।

সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যার সকল জেলায় ও শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদে দেওয়ানী সমস্ত মোকদ্দমার প্রথম বিচার ও নিষ্পত্তিজন্যে যে সকল দেওয়ানী আদালত নির্দ্ধারিত হইল সে সকল দেওয়ানী আদালত সেই সকল জেলা ও শহরের নামে নীচের লিখনানুসারে খ্যাত হইবেক ইতি।

যে জেলা ও শহরে যে দেওয়ানী আদালত বসিবেক সেই জেলা ও শহরের নামে সেই দেওয়ানী আদালত খ্যাত হইবার কথা।

সকল জেলার দেওয়ানী আদালতহায়ের তফসীল।

যে যে জেলায় দেওয়ানী আদালত নির্দ্ধারিত হইল সেইং জেলার নাম।	যে যে নামে জেলার দেওয়ানী আদালত খ্যাত হইবেক সেইং নাম।
নদিয়া	জেলা নদিয়ার দেওয়ানী আদালত
বীরভূম	জেলা বীরভূমের দেওয়ানী আদালত
বর্দ্ধমান	জেলা বর্দ্ধমানের দেওয়ানী আদালত
মেদিনীপুর	জেলা মেদিনীপুরের দেওয়ানী আদালত
চব্বিশপরগণা	জেলা চব্বিশপরগণার দেওয়ানী আদালত
যশোহর	জেলা যশোহরের দেওয়ানী আদালত
মুরশিদাবাদ	জেলা মুরশিদাবাদের দেওয়ানী আদালত
ভাগলপুর	জেলা ভাগলপুরের দেওয়ানী আদালত
রাজশাহী	জেলা রাজশাহীর দেওয়ানী আদালত
পুরনিয়া	জেলা পুরনিয়ার দেওয়ানী আদালত
দিনাজপুর	জেলা দিনাজপুরের দেওয়ানী আদালত
রঙ্গপুর	জেলা রঙ্গপুরের দেওয়ানী আদালত
কোচবেহার	জেলা কোচবেহারের দেওয়ানী আদালত
সিলহট্ট	জেলা সিলহট্টের দেওয়ানী আদালত
ঢাকাজলালপুর	জেলা ঢাকাজলালপুরের দেওয়ানী আদালত
ময়মনসিংহ	জেলা ময়মনসিংহের দেওয়ানী আদালত
ত্রিপুরা	জেলা ত্রিপুরার দেওয়ানী আদালত
চট্টগ্রাম	জেলা চট্টগ্রামের দেওয়ানী আদালত
নিজবেহার	জেলা নিজবেহারের দেওয়ানী আদালত

শাহাবাদ

শাহাবাদ	জেলা শাহাবাদের	দেওয়ানী আদালত
সারণ	জেলা সারণের	দেওয়ানী আদালত
তীরথ	জেলা তীরথের	দেওয়ানী আদালত
রামগড়	জেলা রামগড়ের	দেওয়ানী আদালত

সকল শহরের দেওয়ানী আদালতহায়ের তফসীল।

যে যে শহরে দেওয়ানী আদালত নির্দ্ধারিত হইল সেই ২ শহরের নাম।	যে যে নামে শহরের দেওয়ানী আদালত খ্যাত হইবেক সেই২ নাম।
শহর মুরশিদাবাদ।	শহর মুরশিদাবাদের দেওয়ানী আদালত
শহর ঢাকা ডাকে জাঁহাঙ্গীর নগর।	শহর জাঁহাঙ্গীর নগরের দেওয়ানী আদালত
শহর পাটনা ডাকে আজীমাবাদ।	শহর আজীমাবাদের দেওয়ানী আদালত

৩ ধারা।

একং জেলার ও একং শহরের আদালতের ভার একং জজসাহেবের হইবার কথা।

একং জেলা ও একং শহরের আদালতের ভার একং জজসাহেবকে হইবেক সেইং জজসাহেব আপনং ভারের কার্য্য করিতে প্রবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবর্নর জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে কিম্বা অন্য যাঁহার সাক্ষাৎ সুকৃতি করিতে তথাকার হুকুম হয় তথায় নীচের লিখনানুসারে সুকৃতি করিবেন। সুকৃতির বেওরা এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক জেলা কিম্বা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুকৃতি করিতেছি যে আমি আপন ভারের আদালতের সমস্ত কার্য্য সাবধানে ও আপন বুদ্ধিসাধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত প্রস্তাবে ও বিনাপক্ষপাতে এবং শ্রীযুত গবর্নর জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে যে সকল আইন জারী হইয়াছে ও পশ্চাৎ যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তদনুসারে করিব ও আমার এলাকার আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে অথবা পশ্চাৎ উপস্থিত হয় কিম্বা নিষ্পত্তি পায় তাহাতে ভেট কিম্বা দর্শনী অর্থাৎ সওগাৎ কিম্বা নজরে কিছু টাকা কিম্বা সামগ্রী স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে লইব না এবং আপন তাবের চাকর লোকাদি কাহাকেও আপন জ্ঞাতসারে লইতে দিব না এবং আমার মোতালক আদালতে যে টাকা জমা কিম্বা খরচ হয় তাহার হিসাব যথার্থক্রমে সরকারে দাখিল করিব আর বিলায়তে নিজের টাকা পাঠাইবার কারণ শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অধিকারে চক্রান্তে গোপন কিম্বা অগোপনে কিছু জিনিস খরীদ করিব না বরং মহাজনী কোন বিষয়েও লিপ্ত হইব না আর আমার পদের কার্য্যের প্রতি হজুরের হুকুমমতে যে লাভপ্রসক্তি রহিবেক তদ্ভিন্ন কিছু লাভ করিব না এতদর্থে সুকৃতি পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি।

৪ ধারা

৪ ধারা।

যে জেলার সীমা সরহদ্দ যেপর্য্যন্ত এইক্ষণে অবধারিত আছে ও পশ্চাৎ নির্দ্ধারিত হয় সেই সীমাসরহদ্দপর্য্যন্ত সে জেলার আদালতের আজ্ঞাশক্তি অর্থাৎ হুকুমৎ চলিবেক কিন্তু জেলা মুরশিদাবাদ ও জেলা ঢাকাজালালপুর ও জেলা নিজবেহারের আদালতের হুকুমৎ শহর মুরশিদাবাদ ও শহর জাঁহাঙ্গীর নগর ও শহর আজীমাবাদের আদালতের এলাকায় চলিবেক না। ঐ একং শহরের আদালতের যে সীমা সরহদ্দ এই ক্ষণে নির্দ্ধারিত আছে ও পশ্চাৎ যে নির্দ্ধার্য্য হয় সেইপর্য্যন্ত ঐ একং শহরের আদালতের হকুমৎ চলিবেক ইতি।

একং জেলার আদালতের এলাকারকথা।

একং শহরের আদালতের এলাকার কথা।

৫ ধারা।

যে জেলা ও শহরের আদালতের কাছারী যে স্থানে নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই স্থানে বড় এক কোঠায় সেই জেলা ও শহরের জজসাহেব সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন বরং কার্য্যের গৌরবার্থে অধিক দিন আদালত করিতে বসিবেন। ইহাতে যে সময় উপরের লিখনানুসারে সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন জজসাহেবের শারীরিক পীড়া কিম্বা কারণান্তরপ্রযুক্ত বৈঠক না হয় সে সময় যে হেতুতে সেই বৈঠক না হয় তাহার বেওরা ঐ সপ্তাহ অতীত হইলে লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ২৩ ত্রয়োবিংশতিধারার মতে যে সময় সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমে আদালত মৌকুফ হয় সে সময় তথায় এমত সংবাদ দিবার প্রয়োজন নাই। এবং আদালতের দিবস দরবারের সময়ছাড়া অন্য সময়ে আদালতের কোন হুকুম কিম্বা কোন মোকদ্দমার ডিক্রী অথবা কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না শুনেন্ ইতি।

সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন ও আবশ্যকতাক্রমে ততোধিক দিন আদালতে জজসাহেবদিগের বৈঠকের কথা।

জজসাহেবেরা আদালতে বসিতে না পারিলে তাহার হেতুর সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালতে করিবার কথা।

আদালতের দিবস দরবারের সময়ছাড়া সময়ান্তরে আদালতের কার্য্য না চালাইবার কথা।

৬ ধারা।

কর্ত্তব্য এই যে প্রত্যেক জেলা ও শহরের আদালতের মোহর ১৮ পৌনেদুই বুরুল অর্থাৎ ১৮ অঙ্গুষ্ঠ প্রশস্তে গোল হয় ও তাহাতে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার সকল জেলা ও শহর মুরশিদাবাদ ও শহর জাহাঙ্গীর নগরের আদালতের সমস্ত মোহর পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারের সকল জেলা ও শহর আজীমাবাদের আদালতের সমস্ত মোহর পারসী ও নাগরী অক্ষর ও শব্দে নীচের লিখিত পাঠে খোদান যায় পাঠ এই যে মোহর আদালতে দেওয়ানী অমুক জেলা কিম্বা অমুক শহর। আর যে আদালতের যে মোহর তাহা সেই আদালতের জজসাহেবের সন্নিকটে থাকে ইতি।

সকল আদালতের মোহরের কথা।

জজসাহেবদিগের সন্নিকটে মোহর থাকিবার কথা।

পে ট ৭ ধারা।

৭ ধারা।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজী বাদশাহের প্রজা সাহেবলোক ছাড়া সমস্ত লোক দেওয়ানী আদালতের তাবে হইবার কথা।

এদেশি সকল লোক ও তদ্ভিন্ন বিলায়তী সাহেবলোকের মধ্যে যাঁহারা শ্রীযুত ক্ষিতিপালক ইঙ্গরেজ বাদশাহের প্রজা না হন্ তাঁহারা সকল জেলা ও শহরের আদালতের তাবে হইবেন ইতি।

৮ ধারা।

সকল জেলা ও শহরের দেওয়ানী আদলতে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

বিনাসম্পর্কে প্রাপ্তব্য ও উত্তরাধিকারিত্ব অর্থাৎ হকদারী ও ওয়ারিসীর ও স্থাবর ও অস্থাবরের দাওয়ার মোকদ্দমা ও ভূমির রাজস্ব ও সরকারের মালগুজারী ও কর্জ্জ ও হিসাব ও কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ চুক্তি ও সরাকতী ও নিকা ও বিবাহ ও জাত্যংশ ও বিবাহের মর্য্যাদা ও ক্ষতি খতরা আদি যাবদীয় দেওয়ানী মোকদ্দমার যে সকল আসামী ৭ সপ্তম ধারার লিখিত লোকদিগের মধ্যের হয় সে সকল মোকদ্দমা সকল জেলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে এই মতে হইতে পারিবেক যে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা যে জেলা কিম্বা শহরে সেই ভূম্যাদি বস্তু থাকে সেই জেলা কিম্বা শহরে ও অন্যং মোকদ্দমার হেতু যে জেলা কিম্বা শহরে হয় সে সকল মোকদ্দমার আসামী নালিশের সময়ে সেই জেলা কিম্বা শহরে অথবা তাহার সীমাতে বসত করিলে সে সকল মোকদ্দমা সেই জেলা কিম্বা শহরের আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।

৯ ধারা।

কলিকাতার বাহির ৫ পাঁচ ক্রোশের অধিক অন্তরে কোন জেলা কিম্বা শহরের সীমাতে শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাদশাহের প্রজা বিলায়তী বাজে সাহেব লোকেরা বসত করিতে লাগিলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৮ আইনের ৭ ধারার লিখনানুসারে মুচলকা না লিখিয়া দিলে তাহারা তথায় বসতি করিতে নিষেধের [illegible]।

কলিকাতার মোতালক সকল মহালের তৈনাৎ বাদশাহী সেনাপতি অর্থাৎ লশ্কর দিগের সমস্ত প্রধান ও শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের ফৌজদিগের সরদারান্ ও কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকরসাহেবানছাড়া শ্রীযুত ক্ষিতিপালক ইঙ্গরেজ বাদশাহের প্রজা বিলায়তী যাবদীয় বাজে সাহেবলোকের প্রতি সকল জেলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের কর্তৃত্ব এমত থাকিবেক যে কলিকাতার বাহির ৫ পাঁচ ক্রোশের অধিক অন্তরে ঐ সকল আদালতের সাহেবদিগের এলাকার কোন স্থানে বিলায়তী কোন বাজে সাহেব লোক বসত করিতে লাগিলে এই আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখিত এদেশাদির নিবাসিলোকদিগের কেহ বিলায়তী সেই বাজে সাহেবের নামে সিক্কা ৫০০ পাঁচশত টাকার অতিরিক্ত না হয় এমত দেওয়ানী কোন মোকদ্দমার নালিশ করিলে বিলায়তী সেই বাজে সাহেব জেলা কিম্বা শহরের আদালতে রুজু হইয়া সে মোকদ্দমার জওয়াব দেন্ এমত মুচলকা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশতি আইনের ৭ সপ্তম ধারার লিখিত পাঠক্রমে লিখিয়া না দিলে ঐ সকল আদালতের সাহেবেরা বিলায়তী সেই বাজে সাহেবকে তথায় বসত করিতে দিবেন না ইতি।

১০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

১০ ধারা।

কালেক্টরসাহেবান ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট অর্থাৎ ছোটি সাহেবান ও এদেশি আমলাহা এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণের কুঠীর সাহেবান ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবান ও এদেশি আমলাহা এবং লবণপাকের ব্যাপার নেমকমহালের সাহেবান ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবান ও এদেশি আমলাহা এবং দানযগাৎ অর্থাৎ হাসিল মাসুল লইবার ব্যাপার পরমিট কিম্বা পঞ্চোত্তরার সাহেবান ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবান ও এদেশি আমলাহা এবং সোণা ও রূপা জরবের কারখানা টাকসালের সাহেবান ও পরখাইর সাহেব ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবান ও এদেশি আমলাহায়ের কেহ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের লিখনানুসারে অবধার্য্য ও প্রকাশিত কোন আইনের হুকুমের অন্যথা আপন ভারের কোন কার্য্য করিলে সেই ব্যক্তি যে জেলা কিম্বা শহরের আদালতের এলাকায় বাস করেন্ কিম্বা থাকিয়া সরকারের কার্য্য চালান্ সেই জেলা কিম্বা শহরের আদালতে তাহার জওয়াব দিবেন ইতি।

সকল কালেক্টর ও তেজারৎ ও নেমক মহাল ও পরমিট কিম্বা পঞ্চোত্তরা ও টাকসাল ও পরখাইর সাহেবলোক ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা ও কার্য্যকারক এদেশি আমলাদিগের কেহ আইনহায়ের অন্যথাচরণ করিলে জেলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে যোগ্য হইবার কথা।

১১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ একচত্বারিংশৎ আইনের লিখনানুসারে অবধারিত ও প্রকাশিত কোন আইনের মতে শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্‌সেলের হজুরের কিম্বা বোর্ড রিবিনিউ অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমমাফিক ১০ দশম ধারার লিখিত সরকারের আমলাহায়ের কেহ যে কার্য্য করেন্ তাহাতে এদেশস্থ কেহ কিম্বা শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপালক ইঙ্গরেজের বাদশাহের প্রজা সাহেব লোকছাড়া বাজে বিলায়তী কোন সাহেব আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করিলে তাহার নালিশ সে আমলার নামে কর্ত্তব্য হইবেক না। এমতে সরকারকে আসামী জানিয়া যে আমলার কৃত কার্য্যে যাহার উৎপাত হইয়া থাকে সেই উৎপাতগ্রস্ত ব্যক্তি সে আমলা আপন ভারের কার্য্যক্রমে যে জেলা কিম্বা শহরের আদালতের তাবে হন্ সেই জেলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের নিকটে যে প্রকারে ঐ কোন আইনের মতে সেই আমলার কৃত কার্য্যে তাহার উৎপাত হইয়া থাকে সেই নিদর্শনে এবং আইনহায়ের বিধান ক্রমে তাহার বিচার করিতে শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্‌সেলের হুকুম সেই জজসাহেবের প্রতি হইতে পারে এমত দরখাস্তে নালিশী আরজী দিবেক। তাহাতে যে আদালতে এমত আরজী দেয় সে আদালতের জজসাহেব সেই আরজী ত্বরাক্রমে শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্‌সেলের হজুরে পাঠাইবেন। ইহাতে ঐ শ্রীযুত সে

শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্‌সেলের হজুরের কিম্বা বোর্ড রিবিনিউ অথবা বোর্ড ত্রেডের হুকুমে কোন আমলায় যে কার্য্য করেন্ তাহাতে কাহারো প্রতি উৎপাত হইলে তাহার বিধান যে মতে হইবেক সে কথা এই ধারার লিখিত বিষয়ে সরকারকে আসামী জানিবার কথা।

উৎপাতগ্রস্ত ব্যক্তি যে মতে আদালতে নালিশী আরজী দিবেক তাহার কথা।

জজসাহেব ফরিয়াদীর আরজী শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্‌সেলের হজুরে পাঠাইবার কথা।

ঐ শ্রীযুত সে আরজীর বিষয়ে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

ঐ শ্রীযুত মোকদ্দমার বিচার করিতে আজ্ঞা করিলে ফরিয়াদীকে সংবাদ করিবার ও সংবাদ করিবার দিনহইতে সে মোকদ্দমা আদালতের মিসিলে দাখিল হইবার কথা।

ঐ মোকদ্দমার বিচারের ক্রমের কথা।

যে আমলা এমত কার্য্য করেন সেই আমলা সরকারের পক্ষে তাহার উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার কথা।

ফরিয়াদীর লাভের দশায় ডিক্রী হইলে সে আমলা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

সে বিষয়ের ন্যায় বিধানকরণ উচিত জানিলে তাহার বিচারের ভার যে আদালতে থাকে সেই আদালতে সে নালিশের বিচার করিতে হুকুম দিবেন। ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে তাহার বিচারের হুকুম হইলে জজসাহেব শীঘ্র এক সমাচারপত্র অর্থাৎ এত্তেলানামা ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম নিদর্শনে সেই ফরিয়াদীর নামে লিখিয়া পাঠাইবেন ও এত্তেলানামার তারিখহইতে সে মোকদ্দমা সেই আদালতের মিসিলে দাখিল জানা গিয়া পশ্চাৎ সে মোকদ্দমার বিচার অন্যং লোকের মোকদ্দমার বিচারের সকল দাঁড়া ও কানুনমতে হইবেক। তাহাতে যে আমলার কৃত কার্য্যে এমত নালিশ হইয়া থাকে সে আমলা শ্রীযুত গবরনর জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের কিম্বা বোর্ড রিবিনিউর সাহেবান অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবানের যে স্থানের হুকুমে সে কার্য্য করিয়া থাকেন তাহার সওয়াল ও জওয়াব তাঁহাকে যোগাইতে হইবেক অতএব সে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হয় ও পশ্চাৎ যে আদালতে তাহার আপীল হয় সে আদালতে সরকারের তরফ সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ যে উকীল নিযুক্ত থাকে তাহাকে সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের যে উচিত ও আবশ্যক জানেন তাহা সমাচার করিবেন। তাহাতে যদি সে মোকদ্দমা ফরিয়াদীর লাভের দশায় ডিক্রী হয় তবে সে আমলা সেই ডিক্রী ও রোযদাদের নকল লইয়া সে ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনে লিখন লিখিয়া সেই নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর কিম্বা বোর্ড রিবিনিউর সাহেবান অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবান যে স্থানের হুকুমে সে কার্য্য করিয়া থাকেন তথায় চালান করিবেন তাহাতে সেই নকলদিগর বোর্ড রিবিনিউর সাহেবান কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবানের নিকটে গেলে তাঁহারা তাহার উপর যে পরামর্শ চাহেন তাহার নিদর্শনী এক লিখনসমেত সেই নকলদিগর শ্রীযুত গবরনর জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন পশ্চাৎ সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় না হয় বিহিত বিবেচনাক্রমে ঐ শ্রীযুত হুকুম করিবেন এই ধারার লিখিত সমস্ত মোকদ্দমার ফরিয়াদীর যে খরচা ও ক্ষতি হয় তাহা সরকারহইতে দিতে ডিক্রী হইবেক ও তাহা সরকারের খাজানাখানাহইতে দেওয়া যাইবেক আর এই ধারার লিখিত মোকদ্দমায় যে সকল দাঁড়া বিবেচনাক্রমে ধার্য্য হয় তাহাতে কি ফরিয়াদী কি বোর্ড রিবিনিউর সাহেবান কি বোর্ড ত্রেডের সাহেবান ও কি এরূপ মোকদ্দমার এলাকার আমলাহা সকলেই সাবধান থাকিবেন ইতি।

১২ ধারা।

এক আদালতের বিচার

যে জেলা কিম্বা শহরের আদালতে যে মোকদ্দমা বিচারের এলাকা রাখে সে আদা-

লতে যদি কোন ব্যক্তি সে মোকদ্দমার নালিশ করিয়া পরে সেই মোকদ্দমার নালিশ অন্য কোন জেলা কিম্বা শহরের আদালতে করে তবে সে আদালতের জজসাহেব সে মোকদ্দমার নালিশ শুনিবেন না। এবং সে মোকদ্দমা যে আদালতে হইতে পারে তথায় পূর্ব্বে তাহার নালিশ হইয়া থাকে এমত প্রমাণ হইলে সে মোকদ্দমা পশ্চাৎ যে আদালতে উপস্থিত হয় তথায় ডিসমিস হইবেক এবং সেই ফরিয়াদী তাহার তহখরচের নিশা করিবেক। যদি কোন জেলা কিম্বা শহরের আদালতে অন্য কোন জেলা কিম্বা শহরের আদালতের উপস্থিত অথবা নিষ্পত্তিহওয়া কিম্বা এমত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয় যে তাহাতে জজসাহেবের নিশ্চয়জ্ঞান হয় যে সে মোকদ্দমা মিথ্যা কিম্বা ব্যামোহদায়ক অথবা অমূলক অর্থাৎ অনর্থক বিপক্ষের দুঃখকর তবে সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে এই দুইপ্রকার মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাতে আদালতের যে খরচা প্রকৃত হয় তাহা দিতে সেই ফরিয়াদীর প্রতি হুকুম করেন্ ও তাহাছাড়া সেই ফরিয়াদীর স্থানে মোকদ্দমা বুঝিয়া তাঁহার শক্ত্যনুসারে যে দণ্ডলওন উচিত জানেন্ তাহাও তাহার স্থানে লন্ ও যাবৎ সে দণ্ডের টাকা না দেয় তাবৎ তাহাকে কয়েদ রাখেন্ ইতি।

যোগ্য ও উপস্থিত মোকদ্দমা অন্য আদালতে গ্রাহ্য নাহইবার কথা।

এমত মোকদ্দমার নালিশ অন্য আদালতে হইলে ডিস্মিস হইবার ও আদালতের খরচা ফরিয়াদীর দিতে হইবার কথা।

এক আদলতে উপস্থিত থাকা কি নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমা অন্য আদালতে উপস্থিতকরণের দণ্ডের কথা।

মিথ্যা কি ক্লেশদায়ক কি অমূলক কোন মোকদ্দমার নালিশকরণের দণ্ডের কথা।

১৩ ধারা।

জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা অন্য ভূমি কিম্বা বাটীআদি স্থাবর বস্তু কাহারো বিনা সম্পর্কে লাভ হইবার ও উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ববিষয়ে যে সকল মোকদ্দমা কোন জেলা কিম্বা শহরের আদালতে উপস্থিত হয় তাহা একের অধিক লোকের প্রাপ্তব্য হইলে ও তাহারদিগেরে হিন্দু কিম্বা মুসলমান যে জাতি হউক তদনুসারে শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে অংশ অর্শিলে এমত মোকদ্দমায় সেই অংশিদিগের যে অংশ তাহাদিগের জাত্যনুসারে শাস্ত্র ও শরার মতে ন্যায্য প্রাপ্তব্য হয় তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না লিখিয়া ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইবেক না ইতি।

স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার যে ডিক্রী ফরিয়াদীর হকে হইবেক তাহাতে সকল হকদারের অংশের নিদর্শন থাকিবার কথা।

১৪ ধারা।

জেলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বের কোন মোকদ্দমা না শুনেন্ এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিও না করেন্। এবং ১২ দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বের যে মোকদ্দমা হয় তাহার ফরিয়াদী যদি ঐ মেয়াদের মধ্যে সে বিষয়ের দাওয়া সেই আসামীর উপর করিয়া থাকে কিম্বা সে আসামী সে দাওয়া যথার্থক্রমে দিতে চাহিয়া থাকে কিম্বা দিবার একরার করিয়াথাকে কিম্বা যে আদালতে সে মোকদ্দমার নালিশ হইতে পারে তথায় নালিশ করিয়া থাকে অথবা যে কারণে সে মোকদ্দমা যবস্থুবে থাকে কিম্বা সে ফরিয়াদীর বাল্যা

সকল জেলা ও শহরের জজসাহেবদিগেরে ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বের মোকদ্দমার এবং দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যে মোকদ্দমার উত্থাপন ও নালিশ না হইয়া থাকে তাহার নালিশ শুনিতে নিষেধের কথা।

ঐ বিবিদ্ধ মোকদ্দমা প্রকারান্তরে শুনিবার কথা।

বস্থা কারণ পূর্ব্বে নালিশ করিতে না পারিয়া থাকে কিম্বা অন্য কোন হেতুতে আপন দাওয়া বুঝিয়া না লইতে পারিয়া থাকে ইত্যাদি কোন বিশিষ্ট হেতু না দর্শাইতে পারে তবে সে মোকদ্দমাও আদালতে না শুনেন্ এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিও না করেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

দুই জনার সাক্ষাৎ যে খত লেখা না গিয়া থাকে সে খতের টাকা নগদ কিম্বা জিনিসে অথবা প্রকারান্তরে খাতক পাইয়াছে এমত প্রমাণ না হইলে সে খতের টাকা দিতে ডিক্রী না হইবার কথা।

যে সকল বিষয়ে ঐ সকল মত না চলিবেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ্চের পরে যে খত হইয়া থাকে সে খত দুইজন সাক্ষির প্রমাণে লেখা হইয়াছে কিম্বা সেই খতের লিখিত টাকা নগদ কিম্বা জিনিসে অথবা অন্যপ্রকারে সেই খাতক পাইয়াছে এমত প্রমাণ জজসাহেবের নিকটে না হইলে কোন জেলা কিম্বা শহরের আদালতে সে খতের মোকদ্দমার টাকা দিবার বিষয়ে ডিক্রী হইবেক না। কিন্তু এ ধারায় যে নিষেধ লেখা যাইতেছে এ নিষেধ হুণ্ডী ও টিপ ও রসীদের মোকদ্দমার প্রতি নহে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি দেশের চলনমতে করিতে হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

সাবেক জজের ভারক্রমে তাঁহার বিচারযোগ্য ও নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমা পরে হওয়া জজের নিকটে অগ্রাহ্য হইবার কথা।

সাবেক সাহেবের শক্তিতে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইলে সে সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালতে দিবার কথা।

সাবেক আদালতের সাহেবকে যে মোকদ্দমার বিচারের ভার ছিল সে সাহেবের বিচারে সে মোকদ্দমা পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত আদালতের ডিক্রী কিম্বা আদালতের দফ্তরের নিদর্শনক্রমে জানা গেলে জেলা কিম্বা শহরের কোন আদালতে সে মোকদ্দমা শুনা যাইবেক না। কিন্তু সাবেক আদালতের সাহেবের কর্তৃত্বেতে কিছু সন্দেহ জন্মিলে হালের আদালতের সাহেব সেই সন্দেহের বেওরাসংবাদ সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিবেন ইতি।

১৭ ধারা।

কলিকাতার বড় আদালতের মোতালক যে সকল মোকদ্দমা জানা যায় তাহার বিচারের বিষয়ে জেলা চব্বিশপরগনার আদালতের জজসাহেবকে নিষেধের কথা।

জেলা চব্বিশপরগনার আদালতে শহর কলিকাতার সীমা সরহদ্দের মধ্যের আদ্যোপান্তের কোন ভূমি ও বাটীআদির ভোগদখলের দাওয়ার কিম্বা সেই ভূম্যাদির সীমা সরহদ্দের বিরোধের ও অন্যপ্রকার যে মোকদ্দমার যে আসামী তাহার নালিশের সময় শহর কলিকাতার সীমা সরহদ্দের মধ্যে বসতি রাখে কিম্বা সে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর ঐ শহরে বসতি করে এমত সকল মোকদ্দমা ঐ জেলার আদালতের জজসাহেব গ্রাহ্য করিবেন না অতএব এ বিষয়ের বেওরা বিজ্ঞাপনার্থে শহর কলিকাতার চতুঃসীমা এই মতে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে বাগবাজারের নালার ধারের পুলহইতে গৌখানাপর্য্যন্ত আর মারহাট্টার খানার ও ঐ খানা লাগাও সরে রাস্তা হইয়া কালীঘাটের পথ অবধি আর ঐ কালীঘাটের পথহইতে পশ্চিমদিকে গোবিন্দপুরের নালা ও নদী অর্থাৎ গঙ্গাপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। আর ঐ আদালতের জজসাহেবকে হুকুম আছে যে ঐ যে সকল

সকল মোকদ্দমা নিশ্চয় তাঁহার এলাকাছাড়া তাহাতে হস্তনিক্ষেপও না করেন্ ও তাহা না শুনেন্। কিন্তু নিকা ও বিবাহ ও জাত্যংশের যে সকল মোকদ্দমায় নগদ ও জিনিসের দাওয়া না থাকে সে সকল মোকদ্দমার উত্থাপন শহর কলিকাতার মধ্যে হইলে কিম্বা তাহার আসামীর বসতি শহর কলিকাতায় রহিলে অথবা সে আসামী সে সকল মোকদ্দমার নালিশের কালে শহর কলিকাতায় বসতি করিলে ঐ আদালতের জজসাহেবকে উপরের লিখিত বিষয়ানুসারে সে নালিশ শুনিতে নিষেধ নাই ইতি।

ঐ নিষেধের মধ্যে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৮ ধারা।

যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমার তত্ত্বাবধারণ অর্থাৎ খবরগিরী জেলা ও শহরের ফৌজদারীর সাহেবানের এবং দায়ের ও সায়েয়ের আদালতহায়ের সাহেবানের ও নেজামত আদালতের সাহেবানের ও এই ক্ষণে ফৌজদারী সকল মোকদ্দমার বিচারার্থে যে আদালত আছে ও পশ্চাৎ যে নির্দ্ধার্য্য হয় তথাকার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য সে সকল মোকদ্দমার খবরগিরী জেলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা কোন প্রকারে না করেন্ কিন্তু তাহার মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১৪ চতুর্দশ ও ২১ একবিংশতি ধারার লিখনক্রমে আদালতকে অবজ্ঞা করিবার ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার মোকদ্দমার খবরগিরী করিতে পারিবেন ইতি।

জেলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগেরে ফৌজদারীর মোকদ্দমা লইতে নিষেধের কথা।

নিষেধের মধ্যে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৯ ধারা।

সকল জেলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে তাঁহারদিগের আদালতের উপস্থিত অথবা সম্পর্কীয় মোকদ্দমার উভয় পক্ষের সহিত পত্রাদি লিখন পঠন না করেন্ যে কালে ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অথবা অন্য কাহারো কোন বিষয় আদালতে জাহিরকরণ আবশ্যক হয় সে কালে তাহা লিখিয়া সেই ব্যক্তি আপনি আদালতে রুজু হইয়া অথবা আদালতের দ্বারা দাখিল করে ও যে কাগজ আদালতে দেয় তাহার উপর জজসাহেবেরা শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনের মতে যে হকুম লিখিতে উচিত জানেন্ তাহা লিখিয়া তাহার নকল আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে সেই বিষয়ি ব্যক্তি কিম্বা তাহার উকীলের স্থানে দেন্। আর সকল জেলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগেরে ইহাও নিষেধ আছে যে মফঃসল আপীল আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে কিম্বা যে বিষয়ের নিমিত্ত মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের সহিত পত্রাদি লিখিবার নিশ্চয় হকুম না থাকে তাহাতে পত্রাদি না লিখেন্ কিন্তু সকল জেলা ও শহরের জজসাহেবেরা যে কালে কোন মফঃসল আপীল আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার

সকল জেলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগেরে তাঁহারদিগের আদালতের মোতালক কোন মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা অন্য কাহারো সহিত উকীলের পত্রাদি লিখন পঠনকরণে বারণের কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের সহিত জেলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের পত্রাদি লিখন পঠন করিতে নিষেধের কথা।

কিছু বিষয় সেই মফঃসল আপীল আদালতের সংবাদক্রমে অথবা বিনাসংবাদে ত থায় সমাচার দেওয়া আবশ্যক হয় তাহা আপনং আদালতের মোহর ও স্বাক্ষরীপ ত্রের দ্বারা সমাচার দিবেন ইতি।

২০ ধারা

সকল জেলা ও শহরের আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া সমস্ত মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আদালতে আপীল হইতে পারিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে সকল জেলা ও শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যাবদীয় মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতহায়ে হইতে পারিবেক আর সকল জেলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা সর্ব্বদাই আপনারদিগের আদালতের সমস্ত ডিক্রীতে সে সকল ডিক্রীর হেতু লিখিবেন ইতি।

২১ ধারা।

যে বিষয়ের দাঁড়া বিবেচনাক্রমে নির্দ্ধারিত হইল না তাহার বিচার যথার্থক্রমে ন্যায়বোধকতায় জজসাহেবেরা করিবার কথা।

সকল জেলা ও শহরের আদালতের মোতালক যে সকল মোকদ্দমার কারণ বিবেচনাক্রমে কোন হুকুম ও দ্বরা ধার্য্য না হইয়া থাকে সেই সকল আদালতের জজসাহেবেরা আপনারদিগের দিয়ানতদারীতে অর্থাৎ ন্যায়বোধকতাক্রমে ধর্ম্মতো বিচলিত না হইয়া যথার্থক্রমে সে সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

সকল জেলা ও শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের দেওয়ানী আদালতের মোতালক সমস্ত মোকদ্দমা শুনিবার ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জানেরেল বাহাদুর কৌনসেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

সকল জেলা ও শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের দেওয়ানী আদালতের মোতালক সমস্ত মোকদ্দমা শুনিবার ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ে নীচের লিখনানুসারে কএক ধারা নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের হস্তছাড়া নালিশী আরজী ও তাহার জওয়াব না লইবার এবং উভয়বিবাদী অথবা উভয়ের উকীল কিম্বা সাক্ষিরদিগের এজহার সেওয়ায় অন্যের এজহার শুনা না যাইবার কথা।

সকল জেলা ও শহরের আদালতে কোন নালিশী আরজী ফরিয়াদী আপনি কিম্বা তাহার নিযুক্তকরা উকীলছাড়া অন্যে দিলে গ্রাহ্য হইবেক না এবং সেই আরজীর জওয়াব আসামী নিজে অথবা তাহার নিযুক্তকরা উকীলছাড়া অন্য কাহোরো স্থানে লওয়া যাইবেক না এবং মোকদ্দমার বিচারকালে ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের এজহার সেওয়ায় ব্যক্ত্যন্তরের বাচনিক অর্থাৎ জোবানী এজহার শুনা যাইবেক না এবং ইহাছাড়া অপরেও ঐ মোকদ্দমায় হস্ত নিক্ষেপ করিতে পারিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

আরজীর মজমুনের কথা। নালিশী আরজীতে বিরোধের ভূমির উৎপন্ন লিখিবার কথা।

সকল জেলা ও শহরের আদালতে যে নালিশী আরজী দাখিল হয় তাহার দাওয়ার বেওরা কৈফিয়তে যাহা কার্য্যোপযুক্ত হয় তাহাই লিখে। তাহাতে সে আরজী জমিদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা মফঃসলী তালুক কিম্বা অন্য সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমির অর্থাৎ খেরাজী কিম্বা লাখেরাজী জমীনের দাওয়ার বিষয়ের হইলে ফরিয়াদীর

সাম্বৎসরিক উৎপন্ন কি তাহার কথা।

কর্ত্তব্য যে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্ন যাহা নির্য্যাস জানিতে পারে তাহা সেই আরজীতে ধ্বনি দিয়া লিখে। এবং সকর ও নিষ্কর ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন কি ইহার বিষয়ে সন্দেহ না হইবার অর্থে ইহাতে জানান যাইতেছে যে ফরিয়াদীর দাওয়া যে বৎসর উপস্থিত হয় সে বৎসর তাহার তাবের সেই বিরোধের ভূমির প্রজাবর্গ ও ইজারদারের দের ও তালুকদারেরদের স্থানে শ্রীযুত গবরনর জানেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনহায়ের মতে যে রাজস্ব অর্থাৎ মালগুজারী তহসীল হইয়া থাকে ও ফরিয়াদী দাওয়াক্রমে সে ভূমিতে দখল পাইলে সেই বৎসরের বকেয়া মালগুজারীর যাহা তাহারদিগের দেনা থাকে সেই দুই মোট মবলগ সমস্তই সেই বিরোধের ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন বোধ হইবেক।

স্থাবর কিম্বা অস্থাবর বস্তুর অথবা বিবাহের মর্য্যাদা কিম্বা নগদ টাকা দিগেরের দাওয়া হইলে তাহার সংখ্যা আরজীতে লিখিবার কথা।

যদি নালিশী আরজী উপরের লিখিত সকর ও নিষ্কর সমস্ত ভূমিছাড়া বাটী কিম্বা বাগাত অথবা পুষ্করিণী কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তুর অথবা বহুমূল্য দ্রব্যাদির বিষয়ে কিম্বা বিবাহ ও নিকা অথবা জাত্যংশ কিম্বা বিবাহের মর্য্যাদা অথবা নগদ টাকার দাওয়ার হয় তবে সে সকল বিষয়ে কর্ত্তব্য যে সেই বস্তু ও দ্রব্যাদির যে মূল্য হয় তদনুসারে কার্য্যোপযুক্ত হইতে পারিবার মতে যে টাকা দাওয়া চাহরে তাহা এবং যে ব্যয় ও ক্ষতি ফরিয়াদীর নিশ্চয় হইয়া থাকে তাহা সেই আরজীতে লিখে।

আসামীর নাম ও দাওয়া উপস্থিত হইবার সময় আরজীতে লিখিবার ও তাহাতে আসামী কিম্বা তাহার উকীলের স্বাক্ষর হইবার এবং জজসাহেব দস্তখৎ ও নম্বর ও তারিখবন্দী করিবার ও সে আরজীর নকল বহীতে লিখিবার এবং সে আরজী ও তাহার জওয়াবদিগের যে অক্ষর ও শব্দে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

এবং সেই আসামীর নাম ও যে কালে সেই দাওয়া উত্থাপন হয় সেই কাল সেই আরজীতে লেখা যায় এবং তাহাতে ফরিয়াদী কিম্বা তাহার উকীলের স্বাক্ষর হয় এবং আদালতের জজ অর্থাৎ বিচারকর্ত্তা সাহেব প্রতি আরজীতেই আপন দস্তখৎ করিবেন ও পত্রাঙ্ক নম্বর ও সে আরজী দাখিল হইবার তারিখ লিখিবেন এবং যে আমলা আরজীর নকলনবিসী কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহার হস্তে সর্ব্বদাই সকল আরজীর নকল বহীতে লেখা যাইবেক এবং প্রত্যেক নালিশী আরজী ও তাহার জওয়াব ও দরজওয়াবআদি পারসী কিম্বা বাঙ্গলা অথবা নাগরী অক্ষর ও শব্দে লেখা হইবেক এবং উভয় বিবাদী আপনারদিগের সকল মোকদ্দমার উত্তরপ্রত্যুত্তর অর্থাৎ সওয়াল ও জওয়াব পারসী কিম্বা বাঙ্গলা অথবা খোট্টা ভাষার যে ভাষায় করিতে চাহে সেই ভাষাতেই করিতে ক্ষমতা রাখিবেক ইতি।

৪ ধারা।

জেলা কিম্বা শহরের আদালতে নালিশী আরজী দাখিল হইলে আসামী তাহা জ্ঞাত হইয়া জানে যে ফরিয়াদী আপন দাওয়ার সংখ্যা মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে

মফঃসল আপীল আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া সকল মোকদ্দমার যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে জানান যাইতেছে যে জেলা কিম্বা শহরের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার সময় ফরিয়াদীর নালিশী আরজীতে নগদ টাকা কিম্বা দ্রব্যের মূল্য অথবা ভূমির উৎপন্ন যাহা প্রকৃত দাওয়া হয় তাহা লেখা থাকে যে তদনুসারে সেই মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে

আপীল

আপীল হইলে তথাকার নিষ্পত্তি উভয় বিরোধির একের বিনা স্বীকারে এতাবতা না রাজীতে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্যও হইতে পারে ও আসামী সেই আরজীর জওয়াব দিবার সময়ে সেই সংখ্যানুসারে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে হইবার অযোগ্য কোন প্রতিবন্ধকক্রমে জানিলে সেই প্রতিবন্ধক সেই জওয়াবে লিখে ও সেই সংখ্যা এমত লেখা থাকে যে তদনুসারে সে মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইলেও তথাকার নিষ্পত্তি উভয় বিবাদির মধ্যে একের অসম্মত হওয়াতে সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে না হইতে পারিলে কিম্বা সেই সংখ্যায় সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবার কোন হেতু সে আসামীর বিবেচনায় আসিলে তাহাও সেই আরজীর জওয়াবে লিখিয়া দেয় ও ইহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই প্রতিবন্ধকের সকল মর্ম্ম আদ্যোপান্ত আলোচনা ও তহকীক করিয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে হইবার যোগ্য কি না হইবার বিষয়ে যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা মোকদ্দমার রোয়দাদের বহীতে লেখান্। ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদলাতে হইলে জেলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের সেই নিষ্পত্তি সাব্যস্থ রাখেন্ না রাখেন্ যাহা উচিত জানেন্ করেন্। যদি আসামী জেলা কিম্বা শহরের আদালতে ফরিয়াদীর নালিশী আরজীর জওয়াব দিবার সময়ে সে আরজীতে দায়ওয়ার যে সংখ্যা লেখা থাকে তাহাতে উপরের লিখনানুসারে কিছু আপত্তি না করে তবে কেবল সেই আরজীর লিখিত সংখ্যাক্রমেই সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে হইবার যোগ্য কি না নিশ্চয় জানা যাইবেক ও পশ্চাৎ যদি উভয় বিবাদির কেহ তাহাতে কোন আপত্তি উপস্থিত করে তাহা শুনা যাইবেক না বরং সেই সংখ্যাক্রমে যদি সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হয় তবে তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে কর্ত্তব্য হইবেক নতুবা তথায় আপীল কর্ত্তব্য হইবেক না ইতি।

না হইবার কারণ অথবা কিম্বা তথায় আপীল করিবার নিমিত্ত বিস্তর কবিয়া লিখিয়াছে তবে ইহাতে যে আপত্তি থাকে তাহা আরজীর জওয়াবে লিখিবার ও তাহা না লিখিলে সেই আরজীর মতেই মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য কি অযোগ্য নিশ্চয় হইবার কথা।

৫ ধারা।

যে সময় কেহ আপনি কিম্বা আপনার নিযুক্তকরা উকীলের দ্বারা জেলা কিম্বা শহরের আদালতের মোতালক মোকদ্দমার নালিশী আরজী ঐ সকল আদালতে দাখিল করে সে সময় তথাকার জজসাহেব আসামীর নামে ফরিয়াদীর দাওয়ার সারার্থ এতাবতা খোলাসা বিবরণযুক্তে সমন অর্থাৎ দস্তক এমত লিখেন্ যে যে পেয়াদা সেই সমন লইয়া যায় তাহার সঙ্গে আসামী শীঘ্র আদালতে উপস্থিত হয় কিম্বা তাহার স্থানে এই মতে হাজির জামিন দেয় যে অবধারিত দিবসে আপনি আদালতে হাজির হইয়া ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব দেয় নতুবা উকীলের দ্বারা জওয়াব দাখিল করে

নালিশ হইলে পর জজসাহেব আসামীর নামে সমন করিবার ও সমনের মজমুন্ লিখিবার কথা।

ও সেই হাজির জামিন এই নিয়মে জামিন হয় যে যে সময় আদালতে সেই আসামীর তলব হয় সেই সময় তাহাকে হাজির করে ও সে মোকদ্দমা আরম্ভহইতে শেষনিষ্পত্তি অর্থাৎ আখিরী ডিক্রী জারীপর্য্যন্ত সেই আসামীকে তলব মতে কোন আদালতে হাজির করিতে না পারিলে যে টাকা সে আসামীর উপর ডিক্রী হয় তাহার নিশা সেই হাজির জামিন করে ও আদালতের নাজির কিম্বা তাহার নায়েবের বেরাদরী পেয়াদা আসামীর স্থানে সমন পঁহুছাইলে যদি সেই আসামী হাজির জামিন না দেয় তবে নাজির কিম্বা তাহার নায়েবের বেরাদরী পেয়াদা সেই আসামীকে ধরিয়া আদালতে আনে। ও সেই সমন যেরূপে জারী হয় তাহার বৃত্তান্ত নাজির সেই সমনের পৃষ্ঠে লিখিয়া মেযাদের মধ্যে পুনর্ব্বার আদালতে দাখিল করে। যদি সে আসামী আপনি আদালতে হাজির হয় কিম্বা উকীল নিযুক্ত করে তবে জজসাহেব ফরিয়াদীর নালিশের জওয়াব দাখিল করিবার কারণ এক দিন নিরূপণ করেন্ ও তদনুসারে জওয়াব দাখিল না হইতে পারিলে সে কারণে আসামীর পক্ষে কিছু অধিক কাল মেয়াদ দেওয়া আবশ্যক জানেন্ দেন্। যদি আসামী হাজির জামিন না দিয়া আদালতে রুজু হয় তবে জজসাহেব সে আসামীর স্থানে হাজির জামিন চাহেন্ তাহাতেও হাজির জামিন না দেয় তবে যাবৎ হাজির জামিন না দেয় কিম্বা আদালতের ডিক্রীর মতে কার্য্য না করে তাবৎ তাহাকে কয়েদ রাখেন্। ও ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব আসামী আদালতে দাখিল করিলে সে ফরিয়াদীর কর্ত্তব্য যে তাহার আইন্দা মিসিলের দিবসে তাহার দরজওয়াব দাখিল করে কিন্তু ফরিয়াদীকে উচিত হইবেক না যে আপনার নালিশী আরজীর মজমুনছাড়া অন্য কোন নয়া মজমুন তাহাতে লিখে বরং আসামীর জওয়াব সঙ্গত করিয়া মানে কিম্বা তাহার সকল বিবরণ অথবা তাহার মধ্যের কিছু মিথ্যা করে কিম্বা লিখে যে সে জওয়াব তাহার আরজীর অনুসার নহে। ও আসামীর কর্ত্তব্য যে সেই দিবসে তাহার রদ্দজওয়াব দাখিল করে ও তাহাতে আপনার প্রথম জওয়াবের মজমুনছাড়া অন্য কোন নয়া মজমুন না লিখে বরং দরজওয়াবের সকল বিবরণ অথবা তাহার মধ্যের কিছু মিথ্যা করে কিম্বা লিখে যে আমি ফরিয়াদীর দাওয়ার যে জওয়াব দিয়াছি তাহা প্রমাণ কিম্বা তাহার আরজীর অনুসারে বটে ও উপরের প্রস্তাবিতছাড়া অতিরিক্ত উত্তরপ্রত্যুত্তর আদালতে গ্রহণ না করা যায়। কিন্তু যদি ফরিয়াদী বিস্মৃতিক্রমে কিম্বা অপর কোন হেতুতে আপন দাওয়ার আবশ্যক কোন মর্ম্ম আরজীতে না লিখিয়া থাকে তবে জজসাহেব তাহা ফরিয়াদী কিম্বা তাহার উকীলের বাক্যের দ্বারা অবগত হইয়া ফরিয়াদীর পক্ষে হুকুম দিবেন যে পূর্ব্ব আরজীতে যে মর্ম্ম লিখিতে ভুলিয়া থাকে তাহা সেই আরজীর মজমুনের অবশিষ্ট কথার মতে অন্য আরজীতে লিখিয়া আদালতে দাখিল করে। ও আসামীকেও কর্ত্তব্য যে তাহার জওয়াব যে দিবসে দিবার ধার্য্য হয় সেই

নাজির সমন জারী হইবার বেওরা সমনের পৃষ্ঠে লিখিয়া আদালতে দাখিল করিবার কথা।

জজসাহেব আসামী হাজির হইলে জওয়াব দিবার এক দিন নিরূপণ ও হাজির জামিন তলব করিবার কথা।

আসামী হাজির জামিন না দিলে কয়েদ হইবার কথা।

আসামীর জওয়াবের দরজওয়াব ফরিয়াদীর দিবার এবং তাহাতে যাহা লিখন উচিত ও অনুচিত তাহার কথা।

ফরিয়াদীর দরজওয়াবের রদ্দজওয়াব আসামী দিবার এবং তাহাতে যাহা লিখন উচিত ও অনুচিত তাহার কথা।

ফরিয়াদী পূর্ব্ব আরজীর অবশেষ কথাক্রমে অন্য আরজী যে কালে আদালতে দিতে পারিবার হুকুম আছে তাহার কথা।

উপরের লিখিত দাঁড়া

সেই দিবসে দেয় এবং ফরিয়াদী ও আসামীর প্রতি হুকুম রহিবেক যে তাহার দরজওয়াব ও রদ্দজওয়াব উপরের লিখনানুসারে দেয়। আর এইরূপে যদি আসামী ভুল ক্রমে কিম্বা অপর হেতুতে আবশ্যক কোন মর্ম্ম আপন জওয়াবে না লিখিয়া থাকে তবে জজসাহেব তাহা আসামী কিম্বা তাহার উকীলের কথাক্রমে জ্ঞাত হইয়া আসামীর পক্ষে হুকুম দিবেন যে পূর্ব্ব জওয়াবে যে মর্ম্ম লিখিতে ভুলিয়া থাকে তাহা সেই জওয়াবের মজমুনের অবশিষ্ট কথার মতে অন্য জওয়াবে লিখিয়া আদালতে দাখিল করে ও এ কালে ও ফরিয়াদী ও আসামীর প্রতি হুকুম আছে যে তাহার দরজওয়াব ও রদ্দজওয়াব উপরের লিখনানুসারে দেয়। কিন্তু সেই সকল ছুটা মর্ম্মের আরজী ও জওয়াব এক রারব্যতিরেকে আদালতে লওয়া যাইবেক না। তাহাতে যদি সেই আসামী রদ্দজওয়াব নির্দ্ধারিত দিবসে দাখিল না করে তবে সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার পক্ষের রদ্দজওয়াব আপনি দেন ও জজসাহেব তাহা আসামীর দেওয়া রদ্দজওয়াব বোধ করিয়া সে মোকদ্দমার বিচার করেন ইতি।

মতে আসামীর পক্ষে আরজী রদ্দজওয়াব দিবার ও উভয় পক্ষের প্রতি জওয়াব ও দরজওয়াব দিবার হুকুমের কথা।

ফরিয়াদী ও আসামীর দরজওয়াব ও রদ্দজওয়াব দিবার কথা।

অতিরিক্ত কেবল এক আরজী ও জওয়াব গ্রাহ্য হইবার কথা।

রদ্দজওয়াব দিতে শৈথিল্য হইলে তাহা রেজিষ্টরসাহেবের দিবার কথা।

৬ ধারা।

রদ্দজওয়াবওগয়রহ সকল সওয়াল ও জওয়াবের কাগজপত্র দাখিল হইলে পর জজসাহেব চাহেন ত্বরাতে অথবা অবকাশক্রমে সে মোকদ্দমার বিচারকারণ এক দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার ৮ অষ্টাহপূর্ব্বে উভয়কে সংবাদ দিয়া যদি উভয়ে সুকৃতি করিতে স্বীকার করে তবে তাহারদিগের সুকৃত্যনুসারে অথবা সাক্ষিদিগের বাক্যক্রমে সে মোকদ্দমার বিচার করিবেন। তাহাতে সাক্ষিদিগকে হাজির করিবার কারণ হুকুম করিতে হইবেক যে ফরিয়াদী অথবা আসামী কিম্বা উভয়ের উকীলেরা যে সকল সাক্ষিরদের তলবের দরখাস্ত করিয়া নাম লিখিয়া দেয় জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব সেই সকল সাক্ষিরদের নামে সফীনা অর্থাৎ পরওয়ানা এই মজমুনে যে অমুক তোমাকে আপন মোকদ্দমার সাক্ষী মানিয়াছে অতএব তুমি অমুক দিবসে আদালতে রুজু হইয়া মোকদ্দমার বৃত্তান্ত যাহা জ্ঞাত থাকহ তাহার সাক্ষ্য দেও লিখিবেন। তাহাতে যদি কোন মুসলমান কিম্বা হিন্দুর স্ত্রীলোক সাক্ষী হয় ও তাহাকে এ দেশের চলনমতে আদালতে আনান অকর্ত্তব্য হয় তবে তাহাকে হাজির করিবার কারণ সফীনা করিবেন না। যদি কোন সাক্ষী সফীনা পাইয়া অবধারিত দিবসে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে না চাহে অথবা এই ধারার পশ্চাৎ যে হুকুমের প্রস্তাব হয় তদনুসারে আপন জোবানবন্দীতে স্বাক্ষর না করে ও জজসাহেবের নিকটে সুকৃতিক্রমে প্রমাণ হয় যে সেই সাক্ষির কথা শুনিবার আবশ্যক আছে তবে আদালতের নাজিরকে হুকুম দিবেন যে সেই গর হাজির সাক্ষিকে ধরিয়া আদালতে হাজির করে এবং জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে এই সকল

রদ্দজওয়াব দাখিল করিলেপর জজসাহেব মোকদ্দমার বিচার করিবার কথা।

উভয়ের সাক্ষিদিগের হাজিরের ক্রম ও তাহারদিগের নামে সফীনার মজমুনের কথা।

স্ত্রীলোক সাক্ষির প্রতি সফীনা না করিবার কথা।

কোন সাক্ষী হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে অথবা জোবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে না চাহিলে তাহার সম্বন্ধে যে উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

প্রকারে কিছু দণ্ড লইতে হইলে তাহা সিক্কা ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় এমত হুকুম সেই সাক্ষির প্রতি করিয়া যাবৎ সাক্ষ্য না দেয় কিম্বা জোবানবন্দীতে দস্তখৎ না করে তাবৎ তাহাকে কয়েদ রাখেন্।

সাক্ষিকে যে লোক তলব করায় তাহার শিরে সাক্ষির খরচ পড়িবার কথা।

ও যদি কোন সাক্ষী সফীনার মতে আদালতে হাজির হইয়া সে কারণে খরচান্ত হয় তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সাক্ষ্য লওয়া যায় কিম্বা না যায় তাহার খরচের কারণ যাহা দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহা যে লোক তাহাকে সাক্ষী মানিয়া তলব করাইয়া থাকে তাহার স্থানহইতে দেওয়ান্।

সাক্ষিকে যে তলব করায় সাক্ষির খরচ সে না দিলে তাহার সমুচিতে ও জজ সাহেব তাহা দেওয়াইবার কারণ যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

তাহাতে যদি সেই খরচের টাকা শীঘ্র না দেয় কিম্বা তাহা সেই সাক্ষী পায় এমত নিতান্ত মনঃপ্রত্যয় জজসাহেবের না হয় তবে যাহার দরখাস্তে সেই সাক্ষিকে যে তারিখে হাজির করা গিয়া থাকে সেই তারিখহইতে সেই সাক্ষির স্থানে প্রমাণজনক কথা পাইতে নিরাশ হইবেক বরং জজসাহেব সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর হুকুম দিয়া পরে যে ব্যক্তি সেই সাক্ষিকে তলব করাইয়া থাকে সে যাবৎ সেই খরচের টাকা সেই সাক্ষিকে না দেয় তাবৎ তাহাকে কয়েদ রাখিবেন।

উভয় বিবাদিকে যে প্রকারে সুকৃতিকরাণ যাইবেক তাহার কথা।

আর যদি সে মোকদ্দমার বিচার উভয়ের সম্মতিতে তাহারদিগের সুকৃতিক্রমে করিবার বিষয় হয় তবে জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব উভয়কে তাহারদিগের জাত্যনুসারে যে সুকৃতিকরাণ গুরুতর জানেন্ তাহাই করাইবেন ও সকল সাক্ষিকে সুকৃতি করাইতেও ঐমতে কার্য্য করিবেন।

জজসাহেব যে হেতুতে সাক্ষিকে সুকৃতি না করাইবেন তাহার কথা।

কিন্তু যদি কোন সাক্ষী জাতি মর্য্যাদানুসারে এমত হয় যে তাহাকে হঠাৎ সুকৃতিকরাণ এ দেশের দাঁড়াক্রমে উচিত না হয় তবে সে সাক্ষী মুসলমান কিম্বা হিন্দু হইলে তাহার প্রত্যেকের নিয়মপত্র অর্থাৎ একরারনামা যাহা জাতিভেদে নীচে লেখা গেল তাহাতে স্বাক্ষর করে তবে জজসাহেব তাহাকে সুকৃতিকরাণে ক্ষান্ত হইতে পারিবেন।

যে হিন্দু সাক্ষিকে সুকৃতি না করাণ যায় সে যেমতে একরারনামায় স্বাক্ষর করিবেক তাহার পাঠের কথা।

যে হিন্দু সাক্ষিকে সুকৃতি না করাণ যায় তাহার একরারনামার পাঠ এই যে লিখিতং শ্রী অমুকস্য একরারপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে এই উপস্থিত মোকদ্দমার যে কিছু আমার স্থানে আদালতে জিজ্ঞাসা হইবেক তাহার উত্তর আপন ধর্ম্মতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে দিব যথার্থভিন্ন অন্যমত কহিব না যদি কিছু মিথ্যা কহি তবে আপন ঈশ্বরের দ্বারা পতিত হইব।

যে মুসলমান সাক্ষিকে সুকৃতি না করাণ যায় সে যেমতে একরারনামায় দস্তখৎ করিবে তাহার পাঠের কথা।

যে মুসলমান সাক্ষিকে সুকৃতি না করাণ যায় তাহার একরারনামার পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য একরারপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে খোদাকে হাজির ও নাজির এতাবতা প্রত্যক্ষ জানিয়া একরার করিতেছি এই উপস্থিত মোকদ্দার যে কিছু আমার স্থানে আদালতে সওয়াল হইবেক তাহার জওয়াব আপন ইমানে প্রকৃত প্রস্তাবে বিনাপক্ষপাতে দিব এমতে উভয় জাতি সাক্ষিতে প্রমাণজনক কথা কহিলে পর তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে ভিন্ন২ লিখিত একরারনামায় এই বেওরাক্রমে স্বাক্ষর করে যে আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া একরার করিতেছি যে এই উপস্থিত মোকদ্দমার যে কিছু আমার স্থানে আদালতে জিজ্ঞাসা হইয়াছিল তাহার উত্তর আপন ধর্ম্মতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে বিনাপক্ষপাতে দিয়াছি।

দিয়াছি। এমতে যে সাক্ষিরা উপরের লিখিত একরারনামাতে স্বাক্ষর করে তাহারদিগের জোবানবন্দী তাহারদিগের সুকৃতি করিবাতে যেমত হইত সেইমত মাতবর ও সত্য জ্ঞান হইবেক অতএব যে সকল সাক্ষী আদালতে হাজির হয় তাহারদিগের জোবানবন্দী দরবারের সময় এবং যে সকল লোক তথায় রুজু থাকে তাহারদিগের সাক্ষাৎ হয়। যদি সাক্ষী এ দেশস্থ হয় তবে পারসী কিম্বা বাঙ্গলা অথবা খোট্টা ভাষায় সাক্ষ্য দেয় ও এই সকল ভাষার মধ্যের যে ভাষায় তাহার কথাও মঞ্জুর হয় সেই ভাষাতেই তাহার কথা লেখা যায় ও সেই সাক্ষী জোবানবন্দীতে আপন নাম স্বাক্ষর কিম্বা আপন নিশান সহী করে। আর যে হুকুমের কথা পশ্চাৎ হইতেছে তদনুসারে যে সকল নিদর্শন লিখন অপ্রত্যক্ষ সাক্ষিদিগের অপেক্ষায় প্রমাণ না হইতে পারে তাহাছাড়া যে সকল লিখন আদালতে উপস্থিত হয় সে সকল লিখন সাক্ষির স্বরূপজ্ঞান হইবেক এবং তাহাতে কর্ত্তব্য যে সে লিখন সমস্তই মোকদ্দমার বিচারকালে এবং দরবারের সময়ে আদালতে দাখিল করা যায় ও যদি তাহার মাতবরীর বিষয়ে কিছু আপত্তি দর্শে তবে তাহার প্রমাণ সাক্ষিদিগের কথাক্রমে হয় এবং তাহারদিগের প্রমাণজনক বাক্য উপরের লিখনানুসারে লেখা গিয়া স্বাক্ষর হয় ও সেই প্রত্যেক লিখনের উপর তাহার সংখ্যার স্মরণার্থে অর্থাৎ সুমারের ইয়াদদাস্ত কারণ নম্বর কিম্বা এক অক্ষর লেখা যায় এবং যে সাক্ষির বাক্য সেই লিখনের প্রমাণার্থে লেখা যায় তাহাতে কর্ত্তব্য যে সেই সাক্ষির জোবানবন্দীতেও সেই লিখনের প্রস্তাবে যে নম্বর অথবা অক্ষর নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা বিবেচনা ও তজবীজে আইসে ও যে সকল লিখন অপ্রত্যক্ষ সাক্ষিদিগের দ্বারা প্রমাণ করিতে হয় তাহাতে ও উপরের লিখনানুসারে নম্বর কিম্বা অক্ষর লেখা যায় ও তাহার প্রমাণার্থে যে জোবানবন্দী হয় সে জোবানবন্দীতেও উপরের লিখনানুসারে লিখনের প্রস্তাবে যে নম্বর কিম্বা অক্ষর লেখা গিয়া থাকে তাহা তজবীজে আইসে ও যে সময় সে লিখন আদালতে পাঠ হয় সে সময়ে সেই লিখনের পৃষ্ঠে এবং আদালতের রোয়দাদের বহীতেও পাঠ হইল এই শব্দ লেখা যায়। যদি হিন্দু কিম্বা মুসলমানের কোন স্ত্রীলোক সাক্ষী হয় ও জাতি ও মর্য্যাদাক্রমে তাহাকে আদালতে হাজিরকরাণ এদেশের চলনমতে অকর্ত্তব্য হয় তবে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবের শক্তি আছে যে তিন জন স্ত্রীলোককে আমীন সনদানুসারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহারদিগকে এইমতে দিব্য করাইয়া যে আমরা এই কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে করিব নিযুক্ত করিবেন সেই তিন জন স্ত্রী যে স্ত্রীলোক সাক্ষী থাকে তাহার নিকটে গিয়া জজসাহেবের বিবেচনাক্রমে তাহার ধর্ম্ম ও জাত্যনুসারে দিব্য করাইয়া অথবা কেবল একরারনামায় দস্তখৎ করাইয়া উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা যে সকল সওয়ালের ফর্দ্দ তাহারদিগেরে দেয় তদনুসারে সেই স্ত্রীলোক সাক্ষির জোবানবন্দী করাইয়া আনে।

যে হেতু ঐ সকল একরারনামায় স্বাক্ষর করে তাহার সাক্ষ্য মাতবর হইবার কথা।

সাক্ষিরা যে ভাষায় সাক্ষ্য দেয় সেই ভাষায় তাহারদিগের জোবানবন্দী লিখিবার কথা।

যে মোকদ্দমার বিচার কালে যে নিদর্শন লিপি দরবারের সময়ে দাখিল হয় তাহার মাতবরীর বিষয়ে কিছু আপত্তি উপস্থিত হইলে তাহা সাক্ষিদিগের বাক্যের দ্বারা প্রমাণ করা যাইবার কথা।

প্রতিনিদর্শন লিপিতেই তাহার সংখ্যার্থে এক চিহ্ন করা যাইবার ও তাহার প্রমাণার্থে যে জোবানবন্দী হয় তাহাতে সেই নিদর্শন লিপির প্রস্তাব সেই চিহ্নক্রমে করা যাইবার কথা।

যে স্ত্রীলোককে তাহার জাতি ও মর্য্যাদার অনুরোধে হাজিরকরাণ অনুচিত তাহাকে হাজির না করাইয়া তাহার সাক্ষ্যগ্রহণের মতের কথা।

আদালতের কাছারী হইতে ৫০ পঞ্চাশ ক্রোশ দূরেতে যে সকল সাক্ষির অবস্থিতি থাকে তাহারদিগের সাক্ষ্যগ্রহণের মতের কথা।

আনে। আর সেইরূপে যদি কোন সাক্ষির জোবানবন্দীলওন কোন মোকদ্দমায় আবশ্যক হয় ও সেই সাক্ষী আদালতের কাছারীহইতে ৫০ পঞ্চাশ ক্রোশের অধিক দূরে অবস্থিতি করিয়া থাকে তবে সেই আদালতের জজসাহেবের সাধ্য আছে যে সেই সাক্ষী যে জিলার আদালতের মোতালকে বসত করে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবকে উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের দেওয়া সকল সওয়ালের কর্দ্দমাফিক সেই সাক্ষির জোবানবন্দী লেখাইয়া দিব্য কিম্বা একরারনামায় স্বাক্ষর যাহা আপন বিশিষ্ট বিবেচনায় আইসে তাহাই করাইয়া পাঠাইতে আপন দস্তখৎ ও আদালতের মোহরে লিখন লিখেন্ ও যে জজসাহেবের নামে সেই লিখন লেখা যায় সেই জজসাহেব

আদালতের এলাকার বাহিরে কোন সাক্ষির অবস্থিতি থাকিলেও তাহার হাজিরহওন আবশ্যক হইলে তাহাকে যে প্রকারে হাজির করাণ যায় তাহার কথা।

তদনুসারে সেই সাক্ষির জোবানবন্দী ও তাহাতে স্বাক্ষর করাইয়া সেই লিখনের মধ্যের লিখিত নিয়মিত কালের মধ্যে আদি আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ও যে জোবানবন্দী এমতে লওয়া যায় তাহা সাক্ষির স্বরূপ মাতবর জানা যাইবেক। কিন্তু যে আদালতে সে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তথাকার জজসাহেব যদি জানেন্ যে যে কোন সাক্ষী তাঁহার এলাকার বাহিরে বসত করে সে হাজিরহওন অবশ্যকর্ত্তব্য তবে যে সকল স্ত্রীলোক সাক্ষিকে হাজিরকরা উচিত না হয় তাহার ন্যায় সে সাক্ষী না হইলে যে আদালতের জজসাহেবের এলাকায় সে সাক্ষী অবস্থিতি করিয়া থাকে সেই আদালতের জজসাহেবকে এক লিখন সে সাক্ষিকে আপন নিকটে পাঠাইবার কারণে লিখেন্ দ্বিতীয় আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে সাক্ষী যে সময়ে তাঁহার আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা সাক্ষিরদিগের কেহ হইয়া তাঁহার নিকটে সে সাক্ষির হাজির থাকন আবশ্যক হয় সেই সময়ছাড়া অন্য সময়ে সে সাক্ষিকে আদি জজসাহেবের নিকটে পাঠাইতে বিলম্ব না করেন্।

জজসাহেব কোন নিদর্শন লিপি অগ্রাহ্য করিলে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

আর যদি জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেব কোন মোকদ্দমার বিচারকালে কেহ কোন নিদর্শনী লিখন দাখিল করিতে লাগিলে তাহা নামঞ্জুর করেন্ তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে নামঞ্জুরী শব্দ ও সেই মোকদ্দমার উভয় বিবাদির নাম ও যে লোক সেই লিখন দিয়া থাকে তাহার নাম ও তাহা নামঞ্জুর করিবার তারিখ সেই লিখনের পৃষ্ঠে লিখেন্ এবং তাহা নামঞ্জুর করিবার হেতু সেই লিখনের পৃষ্ঠে অথবা পৃথক কর্দ্দে লিখিয়া তাহা সেই লিখনের শামিলে রাখিয়া সেই লিখনের পৃষ্ঠে আপন দস্তখৎ করিয়া তাহা সেই পৃথক কর্দ্দসমেত যে লোক সেই লিখন দিয়া থাকে তাহাকে ফিরিয়া দেন্ ইতি।

৭ ধারা।

জজসাহেব উভয়ের উত্তরপ্রত্যুত্তর ও সাক্ষিদি

জজসাহেব উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার উভয়ের সওয়াল ও জওয়াব ও উভয়ের সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী শুনিলে ও নিদর্শন লিখনাদি অবগত হইলে পর বিচারক্রমে

মোকদ্দমা

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া যাহার ন্যায়ের উপর ডিক্রী হয় তাহাকে আদালতের খরচা দেওয়ানে হুকুম করিবেন পরে জজসাহেব এইরূপে সেই ডিক্রী চলন ও জারী করিবেন যে যদি সে মোকদ্দমা জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা মফঃসলী তালুক কিম্বা অন্যপ্রকার ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর হয় তবে যাহার ন্যায়ের উপর ডিক্রী হইয়া থাকে তাহাকে তাহাতে দখল দেওয়ান্ ও সে মোকদ্দমা নগদ কিম্বা জিনিসের ন্যায় অস্থাবর বস্তুর হইলে সেই টাকা অথবা জিনিস যাহার ন্যায্য প্রাপ্তব্য তাহাকে দেওয়ান্ কিম্বা সেই জিনিসের মূল্য অথবা নগদ টাকা পরিশোধের কারণ সেই আন্দাজে যাহার দেনা ঠাহরিয়া ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার ভোগদখলী সকল ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্য বস্তুর মধ্যের কিছু বরং আবশ্যক জন্য উপরের লিখিত তাহার ভূম্যাদি সকল বস্তু নীলামে বিক্রয় করেন্ কিম্বা তাহাকে কয়েদ রাখেন্ বরং যদি জজসাহেব আবশ্যক জানেন্ তবে তাঁহার সাধ্য আছে যে তাহার সকল বস্তুও নীলাম করেন্ এবং তাহাকেও কয়েদ রাখেন্ ইতি।

গের কথা শুনিয়াও অন্য নিদর্শন লিখনাদি অবগত হইয়া ডিক্রী করিবার ও সে ডিক্রী চালাইবার ক্রমের কথা।

৮ ধারা।

যদি জিলা কিম্বা শহরের আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় বিচারকালে কিম্বা নিষ্পত্তি হইলে পরে ফরিয়াদীর দরখাস্তে আসামী কয়েদ হয় তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কালেই সেই আসামীর সময় ও মর্য্যাদাক্রমে তাহার যে খাদ্যখরচ ফরিয়াদীর সাধ্যানুসারে দেওয়া উচিত জানেন্ তাহা ফরিয়াদী মাস২ দিতে রহে এমত হুকুম করেন্ ও সেই খাদ্যখরচ দিনপ্রতি ৷০ চারি আনার অধিক ও এক আনার কম না হয়। এবং ফরিয়াদীর কর্ত্তব্য যে সেই খাদ্যখরচ আদালতের নাজিরের স্থানে দেয় ও সে নাজির যে মাসের যে তারিখে তাহা পায় সেই মাসের সেই তারিখ নিদর্শনে তাহার রসীদ ফরিয়াদীকে দিতে থাকে এবং আসামী কয়েদ হইলেই প্রথম মাসের খাদ্যখরচের টাকা আসামীকে দেওয়া যায় পশ্চাৎ তাহার কয়েদ হইবার তারিখহইতে এক মাসের পর পায়। যদি ফরিয়াদী কোন এক মাসের খাদ্যখরচ এক মাসপর্য্যন্ত না দেয় তবে নাজির তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া জজসাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক সেই লিখন দাখিল হইলে জজসাহেব এক ইশ্‌তেহারনামা এই মজমূনে যে যদি ফরিয়াদী সেই ইশ্‌তেহারনামার লিখিত তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে খাদ্যখরচের বাকী টাকা এক মাস আগামিসুদ্ধা না দেয় তবে আসামী কয়েদহইতে খালাস হইবেক আদালতের কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টের স্থানে লটকাইবেন্ এবং সেই ইশ্‌তেহারনামা সুবে বাঙ্গলা ও সুবে উড়িষ্যার মধ্যে পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও শব্দে ও সুবে বেহারের মধ্যে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও শব্দে লেখা যাইবেক

ফরিয়াদীর দরখাস্তে আসামী কয়েদ হইলে ফরিয়াদীর স্থানহইতে আসামীর খোরাকী দেওয়ান যাইবার কথা।

ঐ খোরাকী যাহার মারফতে যে সময় দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

ফরিয়াদী এক মাসপর্য্যন্ত খোরাকী না দিলে নাজির তাহার বেওরা লিখিয়া জজসাহেবের স্থানে দিবেক ও তাহা দিলে জজসাহেব যে উদ্যোগ করিবেন্ তাহার কথা।

যদি ফরিয়াদী খাদ্যখরচের টাকা মাফিক ইশ্তেহারনামা তাহার লিখিত তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে না দেয় তবে জজসাহেব সেই আসামীকে কয়েদহইতে খালাস করিবেন। যদি আসামী কোন মোকদ্দমায় আদালতের হুকুম না মানিবাতে কয়েদ হয় তবে তাহার খাদ্যখরচ ফরিয়াদীর স্থানহইতে লওয়া যাইবেক না ইতি।

আদালতের কোন হুকুম অন্যথা করিবাতে আসামী কয়েদ হইলে তাহার খোরাকী দেওয়া ফরিয়াদীর উচিত না হইবার কথা।

৯ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা তাঁহারদিগের আদালতে যে সকল ডিক্রী হয় ও যে সকল ডিক্রী জারী করিতে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালত হইতে তাঁহারদিগের হুকুম পঁহুছে সে সকল ডিক্রীর নকল কালেক্টরসাহেবেরদের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবার কথা।

জজসাহেবেরা ঐ সকল ডিক্রীর খোলাসাফর্দ্দ যে মজমুনে লিখিয়া পাঠাইবেন তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৮ আইনের মতানুসারে হুকুম আছে যে খেরাজী জমীর পাঁচসনী কৈফিয়তের বহী তৈয়ার হয় অতএব সেই কৈফিয়তের বহী সমস্ত শুদ্ধসহী অর্থাৎ সহী ও দুরস্ত করিয়া লেখা যাইবার কারণ সকল জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি যথেষ্ট ত্বরা ও তাকীদ আছে যে তাহারদিগের মোতালক আদালতে জমীদারী কিম্বা হুজুরী তালুক অথবা অন্য খেরাজী জমীনের বিষয়ে যেং ডিক্রী হয় ও উপরের প্রস্তাবিতের ন্যায় যেং ডিক্রী জারীর বিষয়ে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতহইতে তাহারদিগের হুকুম পঁহুছে বরং ঐ সকল জমীদারীওগয়রহের স্বত্বাধিকারের পরিবর্ত্তের বিষয়ের যে কোন ডিক্রী যোগ্য হয় সে সকল ডিক্রীর নকল যে তারিখে সেই সকল ডিক্রী জারীর হুকুম হয় কিম্বা জারী করিতে হুকুম পঁহুছে সেই তারিখহইতে ১০ দশ দিনের মধ্যে আপনং দস্তখৎ ও আদালতের মোহরে আপনারদিগের জিলার মোতালক কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটে এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের স্থানে পাঠাইতে থাকেন। এবং সে সকল ডিক্রীর সারার্থ অর্থাৎ খোলাসা তাহার তারিখ নির্দ্দিষ্টে এবং যে কোন পরগনা কিম্বা তালুক অথবা তরফ কিম্বা মৌজা অথবা কিস্মতের ডিক্রী হয় তাহার নাম ও ডিক্রীর সময় তক সেই সকল পরগনাওগয়রহ যাহারদিগের ভোগ দখলে রহে তাহারদিগের নাম এবং মাফিক ডিক্রী সেই পরগনাওগয়রহ যাহারদিগের দখলে আইসে তাহারদিগের নাম নিদর্শনে এবং যদি সেই সকল পরগনাওগয়রহ সাধারণের অর্থাৎ সরাকতের মতে দুই তিন জনের স্বত্বে ডিক্রী হয় তাহার প্রত্যেক জনার অংশের বেওরা ভিন্ন ফর্দ্দে লিখিয়া সেই নকলের শামিলে পাঠান ইতি।

১০ ধারা।

ফরিয়াদী ছয় হপ্তার মধ্যে মোকদ্দমার উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া তাহা করিতে বিলম্বের বিশিষ্ট হেতু না জানাইতে পা

যদি কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করে তবে সেই ফরিয়াদী তাহা করণের বিলম্বের বিশিষ্ট হেতু আদালতের জজসাহেবের নিকটে না জানাইতে পারিলে সে মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইবেক এবং সেই মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইবার সময়তক আসামীর যে ব্যয়ব্যসন হইয়া থাকে জজসাহেব

তাহা

তাহা সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা সেই আসামীকে দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহা সেই ফরিয়াদীর স্থানহইতে দেওয়াইবেন। এবং এমত হইতে লাগিলে জজসাহেব চাহেন্ সেই ফরিয়াদীকে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে হুকুম দেন্ নওবা ডিসমিস্ করেন্ এই দুই মতের যাহা করেন্ তাহার হেতু রোয়দাদের বহীতে লেখান্ ইতি।

রিলে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার কথা।

ফরিয়াদী ছয় হপ্তার মধ্যে সওয়াল ও জওয়াব না করিলে জজসাহেব তাহার মোকদ্দমা শুনেন কিম্বা না শুনেন্ তাহার হেতু রোয়দাদের বহীতে লিখিবার কথা।

১১ ধারা।

যদি কোন মোকদ্দমার আসামীর নামে সমন হইলে সে পলায় কিম্বা অনেক তত্ত্বে তাহাকে না পাওয়া যায় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের ঘরে লুকায় অথবা কোন স্থানে যায় যে এই সকল কারণে তাহার উপর সমনজারী না হইতে পারে তবে আদালতের নাজির তাহার সমাচার লিখিয়া জজসাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক। তাহাতে জজসাহেবের উচিত যে সেই সমনের নকলযুক্তে এক ইশ্তেহারনামা এই মজমুনে যে যদি সেই আসামী এই ইশ্তেহারনামার তারিখহইতে ১৫ পনের দিনের মধ্যে হাজির না হয় তবে জজসাহেব পুনর্ব্বার সংবাদ না দিয়া তাহার বিনাহাজিরীতে ও জওয়াব না দিবাতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন্ লিখিয়া আদালতের কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টের স্থানে লট্কাইবেন এবং সেই ইশ্তেহারনামা সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার মধ্যে পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও শব্দে ও সুবে বেহারের মধ্যে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও শব্দে লেখা যাইবেক। এবং জজসাহেব আদালতের নাজিরের নামে হুকুমনামা দেন্ যে সেই ইশ্তেহারনামার নকল যত শীঘ্র হয় সেই আসামীর বসতবাটীর সদর দ্বারে কিম্বা যে গ্রামে অথবা যে স্থানান্তরে সে রহিয়া থাকে তথায় সকল লোকের দৃষ্টের স্থানে লট্কাইয়া দেওয়ায় ও নাজির সেই হুকুমমতে কার্য্য করিয়া যে সময় যে স্থানে সেই ইশ্তেহারনামা লট্কান যায় তাহা সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে লিখিয়া সে হুকুমনামা পুনরায় আদালতে দাখিল করে ও সেই হুকুমনামা তাহার পৃষ্ঠের লিখিত মর্ম্মযুক্তে সেই মোকদ্দমার তজবীজের রোয়দাদের শামিলে আদালতে দাখিল হয়। যদি সেই আসামী কিম্বা অন্য যে আসামীর নামে সমন হইয়া থাকে সে নির্দ্ধারিত দিনে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া পরে দাওয়ার জওয়াব দিতে না চাহে অথবা অপর ত্রুটি করে কিম্বা ফরিয়াদীর দাওয়া প্রমাণ কহে তবে এই সকল কারণে জজসাহেব কেবল ফরিয়াদীর সকল এজহার ও তাহার সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী তজবীজ করিয়া যেরূপে আসামী হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন্ ও ডিক্রীর হুকুম দিতেন্ সেইরূপে এ কালেও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে ও ডিক্রীর হুকুম দিতে থাকিবেন ইতি।

আসামী পলাইলে কিম্বা স্থানান্তরে গেলে সে কারণে তাহার উপর সমন জারী না হইতে পারিলে জজসাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

আসামী পলাইলে যে মজমুনে ইশ্তেহারনামা লট্কান যাইবেক তাহার কথা।

জজসাহেব ইশ্তেহারনামা লট্কাইবার কারণ নাজিরের নামে হুকুমনামা দিবেন ও নাজির তদনুসারে কার্য্য করিয়া সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে সেই ইশ্তেহারনামা লট্কানের সময় ও স্থানের জিগির লিখিয়া তাহা পুনর্ব্বার আদালতে দাখিল করিবার কথা।

যে যে হেতুতে জজসাহেবের শক্তি কেবল ফরিয়াদীর ও তাহার সাক্ষিদিগের সকল কথা শুনিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে থাকিবেক তাহার কথা।

১২ ধারা।

১২ ধারা।

আসামী হাজিরজামিন দিয়া হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া দাওয়ার জওয়াব না দেয় তবে ফরিয়াদীর দাওয়া সেই হাজিরজামিনের উপর হইতে পারিবার কথা।

ফরিয়াদী হাজিরজামিনের উপর দাওয়া না করিলে মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি কারণ যে উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন মোকদ্দমার আসামী হাজিরজামিন দিয়া হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া পরে দাওয়ার জওয়াব না দেয় তবে ফরিয়াদী আপন দাওয়ার ফর্দ্দ হাজিরজামিনের নামে দাখিল করিবেক তাহাতে বিচারে তাহার যে দাওয়া পুমাণ হইবেক তাহা সেই হাজিরজামিনের স্থানে পাইবেক। ইহাতে যদি ফরিয়াদী হাজিরজামিনের উপর দাওয়া করিতে না চাহে তবে যে সকল আসামী সমন পাইয়া হাজির না হয় কিম্বা জওয়াব দিতে না চাহে তাহারদিগের পুতি যে উদ্যোগ করিতে হয় সেই রূপ উদ্যোগ এই আসামীর পুতিও করিতে হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

এক বিশেষ কারণব্যতিরেকে কাহারো অনুরোধ না হইয়া আদালতের সকল হুকুম ও ডিক্রী জারী হইবেক কিন্তু যে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা ও জাতানুরোধে তাহার হাজির উচিত না হয় সে এ হুকুম হইতে স্বতন্ত্র রহিবার কথা।

ঐ স্ত্রীলোকের উপর সমন জারীর মতের কথা।

ঐ সমন আদালতের নাজিরের নামে লেখা যাইবার ও তাহার মজমুনের কথা।

জানিবেন যে এই ধারায় যে এক বিশিষ্টানুরোধ ও বিশেষ কারণ লেখা গেল ইহা ছাড়া সকল জিলা ও শহরের আদালতের সমস্ত হুকুম ও ডিক্রী তাহার লিখনানুসারে সেইং আদালতের সীমা সরহদ্দের মধ্যে কাহারো অনুরোধ ও উপরোধ না রাখিয়া ও কাহাকেও তাহার মধ্যবর্ত্তী হইতে না দিয়া অব্যাজে জারী করা যাইবেক কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোক আসামী হয় ও তাহার মর্য্যাদা ও জাতানুরোধে এ দেশের চলনমতে তাহাকে হাজিরকরাণ উচিত না হয় তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সেই স্ত্রীলোকের হাজিরহওনার্থে যে উদ্যোগ অবশ্যকর্ত্তব্য হয় সে উদ্যোগ করেন্। বরং কেবল এক সমন এই নিদর্শনে যে নির্দ্ধারিত দিনে আপনি হাজির হইয়া কিম্বা উকীল নিযুক্ত করিয়া দাওয়ার জওয়াব দেয় এবং সেই মোকদ্দমায় আদালতের যে হুকুম হয় তাহা স্বীকার করে লিখিয়া সেই স্ত্রীলোকের উপর জারী করেন্। এবং সেই সমন আদালতের নাজিরের নামে লেখা যায়। ও তাহাতে ফরিয়াদীর দাওয়ার খোলাসা আর সেই স্ত্রীলোক নির্দ্ধারিত সময়ে আপনি হাজির না হয় কিম্বা উকীল নিযুক্ত করিয়া মোকদ্দমার জওয়াব না দেয় অথবা হাজির হইয়া দাওয়ার জওয়াব দিতে ওজর কিম্বা অন্য ত্রুটি করে তবে জজসাহেব সেই স্ত্রীলোক হাজির হইলে ও দাওয়ার জওয়াব দিলে ও তাহার চেষ্টান্বিত হইলে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যেমতে করিতেন তাহার বিনাহাজিরীতেও সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সেই মতে করিবেন ইহাও লেখা হয়। এবং সেই সমনে নাজিরের নামে হুকুম থাকে যে তাহার নকল সেই স্ত্রীলোকের দেওয়ান কিম্বা অপর কার্য্যকর্ত্তাকে দেয় কিন্তু নাজিরমজকুরের কর্ত্তব্য নহে সেই সমন জারী করিতে কোন কথান্তর কহে বরং যেমত এই ধারায় লেখা গেল এই মতে জারী করে এবং সেই সমন যে পুকারে জারী হয় তাহা কিম্বা তাহা জারী না হইলে

নাজির এই ধারার লিখনানুসারে সমন জারী করিয়া তাহা পুনর্ব্বার আদালতে দাখিল করিবার কথা।

হইলে না হওনের বেওরা নাজির সেই সমনের পৃষ্ঠে লিখিয়া সেই স্ত্রীলোক হাজির হই বার নিয়মিত দিবসে সেই সমন আদালতের সেরেস্তায় দাখিল করে। আর যদি সেই স্ত্রীলোক আপনি হাজির হয় কিম্বা সওয়াল জওয়াবের কারণ উকীল নিযুক্ত করে তবে জজসাহেব দাওয়ার জওয়াব দাখিল করিবার জন্য এক দিন নিরূপণ এবং জওয়াবল জওয়াবওগয়রহ অর্থাৎ উত্তর প্রত্যুত্তরাদি দাখিল হইবার কারণেও দিন স্থির করি বেন পশ্চাৎ সেই স্ত্রীলোকের ন্যায় আসামী না হইলে যে মতে সেই মোকদ্দমার বি চার ও নিষ্পত্তি করিতেন সেই মতে সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। সে সমন জারী হইলে যদি সেই স্ত্রীলোকের দেওয়ান কিম্বা কর্ম্মকর্ত্তা পলায় কিম্বা এমত উদ্যোগ করে যে সে কারণ তাহার উপর সমন জারী না হইতে পারে অথবা অনেক তত্ত্বে তাহাকে না পাওয়া যায় তবে এমতে জজসাহেব সেই সমন ফিরিয়া পা ইলে এবং এ বিষয়ে সুপ্রতিপূর্ব্বক প্রমাণ হইলোপর আসামী পালাইলে কিম্বা অনেক তত্ত্বে তাহাকে না পাইলে পশ্চাৎ যে রূপ উদ্যোগকরণের হুকুম আছে সেই রূপ উদ্যোগ সে স্ত্রীলোকের প্রতিও করিবেন যদি সেই স্ত্রীলোক সেই ইশ্তেহার নটকালে পর হাজির না হয় কিম্বা উকীল নিযুক্ত না করে অথবা হাজির হইয়া পরে দাওয়ার জও য়াব না দেয় কিম্বা অন্য ত্রুটি করে অথবা ফরিয়াদীর দাওয়া প্রমাণ কহে তবে এই স কল প্রকারে জজসাহেব কেবল ফরিয়াদীর সকল এজহারে ও তাহার সাক্ষিরদিগের কথায় মনোযোগ করিয়া যেরূপে আসামী হাজির রহিলে ও দাওয়ার জওয়াব দিলে সওয়াল ও জওয়াব করিলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ও ডিক্রী করিতেন সেই রূপে সে মোক দ্দমার নিষ্পত্তি ও ডিক্রী করিবেন ইতি।

সেই স্ত্রীলোক হাজির হইলে কিম্বা তাহার প্র ত্বে উকীল নিযুক্ত হইলে জজসাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

সেই স্ত্রীলোকের দেও য়ান কিম্বা কর্ম্মকর্ত্তার উ পর সমন জারী হইতে না পারিলেও সেই স্ত্রীলোক হাজির না হইলে কিম্বা উকীল নিযুক্ত না করিলে জজসাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

১৪ ধারা।

কোন সাক্ষী কিম্বা অন্য কেহ কোন মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে জজসাহেব সে লোককে শীঘ্র কয়েদ করিবেন পশ্চাৎ সেই এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের নিকটে তাহার বিচার হইবেক ইতি।

যে কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে লোক বদ্ধ হই বার কথা।

১৫ ধারা।

বিনাসম্পর্কে প্রাপ্তব্য কিম্বা উত্তরাধিকারিত্ব অর্থাৎ হকদারী কিম্বা ওয়ারিসী দাওয়া অথবা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও নিকা কিম্বা জাত্যংশাদিবিষয়ক সমস্ত মোকদ্দমায় জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মুসলমানের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুর মোকদ্দমা শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করেন এবং মুসলমানের মোকদ্দমায় মুসলমান কা

জজসাহেব এই ধারার লিখিত সকল মোকদ্দ মার মধ্যে মুসলমানের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুর মোকদ্দমা শাস্ত্রা

নুসারে নিষ্পত্তি করিবার কথা।

জিদেরা ও হিন্দুর মোকদ্দমায় পণ্ডিতেরা ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবার কারণ আদালতে উপস্থিত হইবেন ইতি।

১৬ ধারা।

জজসাহেব মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে তাহার বেওরা আইনের মতে যাহার স্থানে জিজ্ঞাসা করা যায় তাহাছাড়া কাহারও স্থানে জিজ্ঞাসা না করিবার কিন্তু শরা ও শাস্ত্রের বিধানের পুশ্ন কাজী ও পণ্ডিতের স্থানে লিখনের দ্বারা করিতে পারিবার কথা।

কাজী ও পণ্ডিতের স্থানে উত্তর লেখাইবার মতের কথা।

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে জজসাহেবদিগেরে যথেষ্ট স্বরা ও তাকীদ আছে যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের যে কোন আইনের মতে যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে তাহার গতিকের বেওরা কৈফিয়ৎ আদালতের কোন আমলা কিম্বা অন্য যাহার স্থানে যে সময় তলব করিবার ও জিজ্ঞাসিবার হুকুম আছে তাহাছাড়া সময়ান্তরে তলব না করেন্ ও না শুনেন্ কিন্তু শরা ও শাস্ত্রের বিধানের কিছু জিজ্ঞাস্য হইলে তাহা কাজী ও পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন ও যে সময় এমত সওয়ালকরণ আবশ্যক হয় সে সময় জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সওয়ালকরণের ইচ্ছা হয় তাহার মর্ম্মযুক্তে ফর্দ্দ লেখাইয়া তাহার উপর আপন স্বাক্ষর করিয়া আদালতের কাজী ও পণ্ডিতকে তাহার জওয়াব লিখিবার কারণ দেন্। কাজী ও পণ্ডিত তাহার যে জওয়াব লিখেন্ তাহা সেই সওয়ালের ফর্দ্দে লিখিলে পর সে কাগজের উপরে অলিখিত স্থান থাকিলে তথায় অথবা তাহাতে অন্য কাগজ যোড়িয়া আপনারদিগের স্বাক্ষর করেন্ এবং সেই সওয়াল ও তাহার জওয়াব লিখিবার তারিখ ও সেই কাগজে লেখা যায় ইতি।

১৭ ধারা।

ভূম্যাদির মোকদ্দমা ভূমিতে গিয়া তহকীক করিতে হইলে আমীন পাঠাইবার ও তাহাকে সুকৃতি করাইবার পাঠের কথা।

আমীন আপন বিবেচিত বেওরাকৈফিয়ৎ নির্দ্ধারিত দিনে আদালতে দাখিল করিবার কথা।

আমীনের বেতনের ধার্য্যের ও তাহা যাহার

যে সময়ে জজসাহেব ভূমি কিম্বা বাটী অথবা তাহার সীমা সরহদ্দের তহকীক সরে জমীনে করণ আবশ্যক জানেন্ সে সময় সে মোকদ্দমায় আমীন পাঠাইবেন এবং সেই আমীনকে এই মতে সুকৃতি করাইবেন যে আমি আদালতহইতে যে বিষয় তহকীক করিবার কারণ নিযুক্ত হইলাম ইহার বেওরাকৈফিয়ৎ পুকৃত পুস্তাবে যথার্থক্রমে লিখিয়া দিব ও আমার রোজ যাহা আদালতহইতে ধার্য্য হয় তাহাছাড়া কড়াবট রোজ কিম্বা পুকারান্তরে উভয় বিবাদির কাহারো স্থানে চক্রান্তে লইব না। এবং সেই আমীনকে স্বরা ও তাকীদ করিবেন যে সেই মোকদ্দমার যাহা তহকীক করে তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ লিখিয়া তাহার উপর স্বাক্ষর করিয়া তাহা তাহার সনন্দের লিখিত নির্দ্ধারিত তারিখে আদালতে দাখিল করে তাহাতে সেই মোকদ্দমার যে সকল মর্ম্মের তহকীককারণ আমীন নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহার সম্পর্কে সেই কৈফিয়ৎ আদালতে কেবল সাক্ষির ন্যায় জ্ঞান হইবেক। এবং সে আমীনের রোজ জজসাহেব যাহা উচিত জানেন্ তাহাই নির্দ্ধার্য্য করিবেন ও সেই রোজ আদালতের খরচায় শামিলে হিসাব

হইয়া

হইয়া তাহা যে ব্যক্তির পরাজয়ে আদালতে ডিক্রী হয় তাহার শিরে পড়িবেক কিন্তু জজসাহেব এমত বিবেচনা করিবেন যে আমীনের রোজ তাহার বিলম্বকরণে কিম্বা অন্য কারণেই বা হউক যথাসম্ভবাপেক্ষা অতিরিক্ত না হয় ইতি।

স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক তাহার কথা। ও ঐ বেতন দেওনের বিষয়ে সাবধান হইবার কথা।

১৮ ধারা।

এই ধারার লিখনানুসারে আসামীদিগের হাজিরহওনের খরচ ফরিয়াদীর শিরে পড়িবার কথা।

আসামী এবং ফরিয়াদীর সাক্ষিরা হাজির হইতে তাহার ব্যয়ব্যসন এবং আদালতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ফরিয়াদীর পক্ষে যে সকল উদ্যোগ হয় তাহার খরচা যাহা হয় তাহা ফরিয়াদীর স্থানহইতে দেওয়াইতে হইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

কোন বিশেষ বিষয় ভিন্ন যাবদীয় মোকদ্দমার বিচার নম্বরবিলিমতে হইবার কথা।

সকল জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের মোতালক আদালতের উপস্থিত সমস্ত মোকদ্দমা নম্বর বিলিক্রমে বিচার করেন কিন্তু যদি কোন আইনের মতে কোন মোকদ্দমার বিচার অগ্রে করণ উচিত হয় কিম্বা জজসাহেবেরা কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত কোন মোকদ্দমার বিচার অগ্রে করণ আবশ্যক জানেন তবে তাঁহারদিগেরে হুকুম আছে যে সেই মোকদ্দমা অন্যং মোকদ্দমার বিচারব অগ্রে বিচার করেন এবং সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তির রোয়দাদে তাহা অগ্রে বিচার করিবার হেতু লিখেন। এবং রেজিষ্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল মোকদ্দমার বিচারের জন্য যে দিন নির্দ্ধারিত হয় তাহা ফিরিস্তি বহীতে লিখেন ও সেই নির্দ্ধারিত দিবসে সেই দিনের মিসিলের ফর্দ্দের লিখিত সমস্ত মোকদ্দমা নম্বরবিলিমতে আদালতে উপস্থিত করান এবং যে সকল মোকদ্দমার বিচারার্থে যে দিন স্থির হয় সেই দিনের নিদর্শনে সেই সকল মোকদ্দমার ফিরিস্তি পরিষ্কার হইয়া তাহার সপ্তাহ পূর্ব্বে আদালতের কাছারীতে সকলের দৃষ্টের স্থানে লট্কান যায় ইতি।

সমস্ত মোকদ্দমার বিচার হইবার নির্দ্ধারিত দিবসের সপ্তাহপূর্ব্বে তাহার ফিরিস্তি লট্কান হইবার কথা।

২০ ধারা।

যে অক্ষর ও ভাষায় আদালতের হুকুম লেখা যাইবেক তাহার কথা।

জানিবেন যে যে সকল হুকুম কোন লোকের প্রতি আদালতহইতে হয় কর্ত্তব্য যে তাহা সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও শব্দে এবং সুবে বেহারে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও শব্দে লেখা যায় ও তাহার উপর আদালতের মোহর ও জজসাহেবের স্বাক্ষর হয়। যদি কোন মোকদ্দমায় সমন কিম্বা অন্য কোন হুকুম সেই মোকদ্দমার আসামী কিম্বা কোন সাক্ষী অথবা অন্য কোন লোকের প্রতি হয় ও যে স্থানে আদালতের কাছারী থাকে তথায় সে লোক হাজির কিম্বা তাহার বসত না রহে তবে তাহা পঁহুছাইবার কারণ পদাতিক অর্থাৎ পেয়াদা পাঠাইতে হইলে তাহার

তলবানা

তলবানা এক পেয়াদায় দিনপ্রতি ।৴ চারি আনার হিসাবে যাহার কার্য্যে সেই পেয়াদা পাঠান যায় সেই দিবেক কিন্তু যে সকল জিলায় পেয়াদার তলবানা চারি আনার কমী মস্তুর থাকে তথায় তদনুসারে দিতে হইবেক তাহাতে পেয়াদাদিগের নাম ও তাহারদিগের তলবানার প্রস্তাবকালনিয়মে অর্থাৎ মেয়াদ নির্দ্দিষ্টে সমনআদির পৃষ্ঠে লেখা যায় এবং কোন মোকদ্দমায় দুই জন পেয়াদার অধিক পাঠান না যায় বরং জজসাহেব যে বিষয়ে দুই জন পেয়াদা পাঠান আবশ্যক জানেন্ তাহাছাড়া বিষয়ান্তরে এক জন পেয়াদার অধিক না পাঠান্ ইতি।

২১ ধারা।

কেহ আদালতে অবজ্ঞা ও আদালতের শক্তিধারণ করিলে তাহার স্থানে দণ্ড লইবার কথা।

যদি কেহ আদালতের সময় অবজ্ঞা করে কিম্বা আদালতের বল ও শক্তিকে আপনি ধারণ করে অথবা আদালতের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের যে সকল কার্য্য তাহার কর্ত্তব্য নহে তাহা আপন মোকদ্দমায় করে তবে জজসাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ড লইবার দ্বারা শাস্তি দিবেন্ এবং সেই দণ্ডের টাকা উসুল পর্য্যন্ত তাহাকে কয়েদ রাখিবেন ও সেই দণ্ড সেই অপরাধির বিষয় ও সম্ভ্রমানুক্রমে নিরূপণ করিবেন ইতি।

২২ ধারা।

কোন ভূম্যধিকারী আদালতের কিছু হুকুম জারী হইতে বাধক হইলে তাহার জওয়াব দিবার কারণ তাহাকে জজসাহেব তলব করিবেন এবং সে পলাইলে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

সেই দুষ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হইলে অথবা হাজির হইলে তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে যেমতে ডিক্রী হইবেকতাহার কথা।

সেই দুষ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে মফঃসল আ

যদি কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী জিলার আদালতের কিছু হুকুম জারী হইতে দুষ্টতা ও বাধকতা করে তবে তাহা সুকৃতিপূর্ব্বক প্রমাণ হইলে পর তাহার জওয়াব দিবার কারণ জজসাহেব সমন জারীক্রমে সেই দুষ্টকে হাজির করাইবেন তাহাতে যদি সেই দুষ্ট পলায় কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্যের ঘরে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে সেই সকল কারণে সে সমন তাহার উপর জারী না হইতে পারে তবে এমত কর্ম্মান্বিত লোকদিগের সম্বন্ধে যে সকল উদ্যোগকরণের হুকুম আছে সেই সকল উদ্যোগ সেই দুষ্টের সম্পর্কেও জজসাহেব করিবেন। যদি সেই সকল উদ্যোগ করিলে পর সেই দুষ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা সে হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে ও তাহার সাক্ষিদিগের বাক্য শুনিলে পর তাহার অপরাধ প্রমাণ হয় তবে জজসাহেব সেই দুষ্টের অপরাধ তাহার সীমা সরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকিলে এই প্রকারে ডিক্রী করিবেন যে যে স্থানে সেই অপরাধ হইয়াছে সে স্থান জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা অন্যভূমি বা হউক তাহা সরকারে জব্দ হইবেক আর সেই লোকের অপরাধ তাহার সরহদ্দের বাহিরে হইলে এই প্রকারে

ডিক্রী

ডিক্রী করিবেন যে তাহার যে ভূমি জজসাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে সে ভূমি সরকারে জব্দ হইবেক। তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারায় মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইবার জন্য যে কাল নিয়ম আছে সেই নিয়মিত কালের মধ্যে যদি সেই দুষ্ট মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ না করে তবে জজসাহেব সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইবেন। এবং যদি সেই দুষ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করে ও জিলার আদালতের ডিক্রী তথায় গ্রাহ্য হয় ও সেই মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও যদি সেই দুষ্ট ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ দশম ধারায় সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমার আপীলের নিমিত্ত যে কাল নিরূপণ আছে সেই কালের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে এই দুইমতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র আপনারদিগের বিচারিত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের বিচারিত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইবেন। যদি সেই মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী তথায় গ্রাহ্য হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র আপনারদিগের বিচারিত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত সকল ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে দাখিল করিবেন। এই ধারার মোতালক সমস্ত মোকদ্দমার মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে জানান যাইতেছে যে সেই দুষ্টের যে ভূমি জব্দের কারণ যে বৎসর ডিক্রী হয় সেই বৎসর তাহার তাবের পুস্তাবর্গ ও ইজারদারেরদের ও তালুকদারেরদের শিরে যে মালগুজারী তলব থাকে তদনুসারে যদি সেই ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হয় তবে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না যদি মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি হইলে পর তাহার আপীলের দরখাস্তী আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহাতে ও যাবদীয় ভূমির মোকদ্দমা শ্রাব্য কিম্বা অশ্রাব্যহওন ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার ন্যূনাধিকের উপরেই তাৎপর্য্য আছে অতএব সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দুষ্টের সেই সমুদয় ভূমির উৎপন্নের সংখ্যা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হয়

পীলে আপীল না করিলে ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইবার কথা।

দুষ্ট মফঃসল আপীলে আপীল করিলে ও পূর্ব্ব ডিক্রী তথায় মঞ্জুর হইলে ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হইলে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে তথায় আপীল না হইলে মফঃসল আপীলের সাহেবেরা ডিক্রীদিগরের নকল ঐ হুজুরে পাঠাইবার কথা।

মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া মফঃসল আপীলের ডিক্রী তথায় মঞ্জুর হইলে যে উদ্যোগ করিতে হইবেক তাহার কথা।

দুষ্টের ভূমি জব্দের কারণ ডিক্রী হইলে তাহার এওজে দণ্ড লইবার হুকুম দিতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কথা।

ঐ হজুরহইতে দণ্ডের হুকুম হইলে তাহা যে রূপে উসুল হইবেক তাহার কথা।

কিম্বা না হয় যাহা উচিত জানেন্ তদনুসারে হুকুম করেন্। এবং শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে এই ধারাক্রমে সেই দুষ্টের যে সকল ভূমি জব্দের বিষয়ে যে ডিক্রী হয় তাহা সুগোচর করিয়া পরে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে সেই ডিক্রী জারীর কারণ কিম্বা তাহার এওজে সেই দুষ্টের অপরাধক্রমে তাহার বিষয় ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ডলওন উচিত জানেন্ তাহাই লইতে হুকুম দেন্। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে দণ্ড লইবার হুকুম দিলে যে আদালতহইতে ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হুজুরে উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হুকুম পাইলে পরে আপনারদিগের মোতাবক আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে মত উদ্যোগ করেন্ সেই মত উদ্যোগ সেই দণ্ডের টাকা উসুলের বিষয়েও করিবেন্।

ঐ হজুরহইতে ডিক্রী জারী করিতে অথবা দণ্ড লইতে হুকুম না হইলেও সে ডিক্রী বহাল থাকিবার কথা।

ডিক্রী বহাল থাকিলে মফঃসল আপীলের সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবকে সেই দুষ্টের ভূমি ক্রোকের বিষয়ে অনুমতি লিখিবার কথা।

যদি ঐ শ্রীযুত ঐ কালের মধ্যে সেই ডিক্রী জারীর নিমিত্তে অথবা দণ্ড লইবার জন্যে হুকুম না করেন্ তথাচ সেই ডিক্রী সাব্যস্থ থাকিবেক। ঐ শ্রীযুত সেই ডিক্রী জারীর বিষয়ে হুকুম করিলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মফঃসল আপীল আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতী এক লিখনের দ্বারা কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি করেন্ যে এক জন আমীন সরকারী আমলাসমেত সেই দুষ্টের ভূমি ক্রোক এবং তাহার মালগুজারীর তহসীল কারণ পাঠান্ এবং সেই লিখনে সেই আমীন ও তাহার আমলার মাহিয়ানাও ধার্য্য করিয়া লেখা যায় তাহাতে যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই দুষ্টের ভূমি এমত অল্প জানেন্ যে তাহার উৎপন্ন সেই আমীনের মোতালক খরচা না কুলায় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবকে এইরূপে অনুমতি লিখেন্ যে সেই ভূমির নিকটের যে তহসীলদার কিম্বা অন্য যে কেহ তাঁহার তরফ তহসীলের এলাকা রাখে তাহাকে সেই ভূমির এতমামের বিষয়ে অর্থাৎ উসুল তহসীলওগয়রহের ব্যাপার কার্য্য করিতে হুকুম দেন্ তাহাতে সে কার্য্যে যে নিষেধ ও বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমীনে করিত সেই নিষেধ ও বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে লোককে সে কার্য্য করিতে হয় সে করিবেক ইতি।

২৩ ধারা।

সেই ভূমি জব্দ হইলে তাহা সেই দুষ্টের ওয়ারীসানকে দখল দেওয়াইতে অথবা নীলাম করাইতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কথা।

২২ দ্বাবিংশতি ধারার লিখনানুসারে কোন দুষ্টের ভূমি জব্দের বিষয়ের ডিক্রী সাব্যস্থ রহিলে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সেই দুষ্টের উত্তরাধিকারিরা সরকারের যে টাকা সেই দুষ্টের স্থানে প্রকৃত পাওনা হয় তাহা ও সেই ভূমির মোকররী জমার সরবরাহ দিতে হজুরী হইলে সরকারে ও মফঃসলী তালুক হইলে সেই তালুক যে জমীদারের জমীদারীর শামিলে থাকে তাহার নিকটে স্বীকার

কার করিলে সেই উত্তরাধিকারিদিগেরে সেই ভূমিতে দখল দেওয়ান্ কিম্বা এই প্রকার জন্যের ভূমি নীলামের বিষয়ে যাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনে নির্দ্ধারিত আছে তদনুসারে সেই ভূমি নীলাম করান্ ইতি।

২৪ ধারা।

যদি কোন সদর মালগুজারের ভূমির অর্থাৎ খাসমহালের ইজারদার জিলার আদালতের কোন হুকুম জারী হইতে দুষ্টতা ও বাধকতা করে তবে তাহা সুকৃতিপূর্ব্বক প্রমাণ হইলে পর তাহার জওয়াব দিবার কারণ সেই আদালতের জজসাহেব সমন জারী ক্রমে সেই ইজারদারকে হাজির করাইবেন তাহাতে যদি সেই ইজারদার পলায় কিম্বা আপিন ঘরে অথবা অন্য কাহারো ঘরে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে সেই সকল কারণে সেই সমন তাহার উপর জারী না হইতে পারে তবে এমত কর্ম্মান্বিত লোকদিগের সম্বন্ধে যে সকল উদ্যোগকরণের হুকুম আছে সেই সকল উদ্যোগ সেই দুষ্টের সম্পর্কেও জজসাহেব করিবেন। যদি সেই সকল উদ্যোগ করিলে পর সেই দুষ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা সে হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে ও তাহার সাক্ষিদিগের বাক্য শুনিলে পর তাহার অপরাধ প্রমাণ হয় তবে জজসাহেব এই প্রকারে ডিক্রী করিবেন যে সেই ইজারদারের ইজারা ভূমি সুবে বাঙ্গালার মধ্যে থাকিলে সেই সন বাঙ্গলা ও সুবে বেহারের মধ্যে থাকিলে সেই সন ফসলী ও সুবে উড়িষ্যার মধ্যে থাকিলে সেই সন বিলায়তী গত হইলে পর তাহার ইজারা মৌকুফ অর্থাৎ বরখাস্ত হইবেক। তাহাতে যদি সেই ইজারদার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারায় মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইবার জন্য যে কাল নিয়ম আছে সেই নিয়মিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ না করে তবে জজসাহেব সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। এবং যদি সেই ইজারদার নিয়মিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করে ও জিলার আদালতের ডিক্রী তথায় গ্রাহ্য হয় ও সেই মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও যদি সেই ইজারদার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারায় মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবার নিমিত্ত যে কাল অবধারিত আছে সেই কালের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে এই দুই মতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র আপনারদিগের বিচারিত ডিক্রীর ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের বিচারিত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের

কোন ইজারদার জিলার আদালতের কিছু হুকুম জারী করিতে দুষ্টতা করিলে জজসাহেব তাহাকে তাহার জওয়াব দিবার কারণ হাজির করাইবেন এবং সে পলাইলে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

সেই ইজারদার নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হইলে অথবা হাজির হইলে তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে যেমতে ডিক্রী হইবেক তাহার কথা।

সেই ইজারদার নিয়মিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীলে আপীল না করিলে ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবার কথা।

ইজারদার মফঃসল আপীলে আপীল করিলে ও পূর্ব্ব ডিক্রী তথায় মঞ্জুর হইলে ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হইলে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে তথায় আপীল না হইলে মফঃসল আপী

লের সাহেবেরা ডিক্রী দিগরের নকল ঐ হজুরে পাঠাইবার কথা।

মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া মফঃসল আপীলের ডিক্রী তথায় মঞ্জুর হইলে যে উদ্যোগ করিতে হইবেক তাহার কথা।

এই ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা মফঃসল আপীলে নিষ্পত্তি হয় তাহার মধ্যে যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার বেওরার কথা।

ডিক্রী জারী করাইতে কিম্বা তাহার এওজে দণ্ড লইতে হুকুম দিয়া মুদ্দত ভরিয়া মাফিক করার ইজারার সরবরাহ ইজারদারের স্থানে লওয়াইতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্বের কথা।

সেলের হজুরে পাঠাইবেন। যদি সেই মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী তথায় গ্রাহ্য হয় তবে সদর দেওয়নী আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র আপনারদিগের বিচারিত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীলের আগত সকল ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। এবং এই ধারার মোতালক সমস্ত মোকদ্দমার মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে জানান যাইতেছে যে সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্তের কারণ যে বৎসর ডিক্রী হয় সেই বৎসরে সেই ইজারা ভূমির উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে এই ধারার মতে সেই ইজারা বরখাস্তের বিষয়ের যে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহা সুগোচর করিয়া পরে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে সেই ডিক্রী জারীর কারণ কিম্বা তাহার এওজে সেই ইজারদারের অপরাধক্রমে তাহার বিষয় ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ডলওন উচিত জানেন্ তাহাই হুকুম দেন্। তাহাতে যদি সেই ইজারদার দণ্ডের হুকুম হইলে পর না চাহে যে তাহার ইজারা বহাল থাকে তবে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সেই দণ্ড সেই ইজারদারের স্থানহইতে সরকারে দাখিল করাইয়া হুকুম করেন্ যে সেই ইজারা মেয়াদ আখিরীতক বহাল থাকে এবং সেই ইজারার মুদ্দত ভরিয়া তাহার মালগুজারীর জওয়াব দেওয়া সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিনের শিরে থাকে। ঐ শ্রীযুত দণ্ড লইবার হুকুম দিলে যে আদালতহইতে তাহার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হুকুম পাইলেপর আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে যেমত উদ্যোগ করেন্ সেই মত উদ্যোগ সেই দণ্ডের টাকা উসুলের বিষয়েও করিবেন্। যদি ঐ শ্রীযুত ঐ কালের মধ্যে সেই ডিক্রী জারীর নিমিত্ত অথবা দণ্ড লইবার জন্য হুকুম না করেন্ তথাচ সেই ডিক্রী সাব্যস্থ থাকিবেক আর মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র সেই ডিক্রীর নকল কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন্। তাহাতে যদি সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত হইলে সেই ইজারা বরখাস্তী সাল আখিরীর পর সেই ইজারদারের শিরে সরকারের কিছু বাকী হয় তবে তাহা সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিন দিবেক এবং সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের মতানুসারে যে সকল ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত হয় তাহারদিগের শিরের বাকী উসুলের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ২০ বিংশতি ধারায় যে সকল উদ্যোগ করিবার ধার্য্য

ঐ হজুরহইতে দণ্ড লইবার হুকম হইলে তাহা যে আদালতে যে রূপে উসুল হইবেক তাহার কথা।

ইজারা বরখাস্তের ডিক্রী হইলে সরকারী বাকী ইজারদারের স্থানে রহিলে তাহা যে রূপে উসুল হইবেক তাহার কথা।

আছে

আছে এই বাকী টাকা উসুল করিবার বিষয়েও সেই সকল উদ্যোগ করেন্। তাহাতে যদি সেই ইজারদারের ইজারার মোতালক কোন তালুকদার অথবা দরইজারদার কিম্বা প্রজার স্থানে তাহার ইজারা বরখাস্তী সময়পর্য্যন্ত তাহার কিছু প্রকৃত পাওনা থাকে তবে সেই ইজারদারের সাধ্য আছে যে তাহা উসুলের জন্য যে জিলায় তাহার ইজারা ভূমি থাকে সেই জিলার আদালতে তাহারদিগের নামে নালিশ করে ইতি।

ইজারদারদিগের ইজারা বরখাস্ত হইলে তাহারদিগের বাকী পাওনা যে রূপে উসুল হইবেক তাহার কথা।

২৫ ধারা।

যদি সদরের মালগুজার ও জমীদারওগয়রহ সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদার সেও য়ায় অপর কেহ জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের কিছু হুকুম জারী করিতে দুষ্টতা ও বাধকতা করে তবে তাহা সুকৃতিপূর্ব্বক প্রমাণ হইলে পর তাহার জওয়াব দিবার কারণ সেই আদালতের জজসাহেব সমন জারীক্রমে সেই দুষ্টকে হাজির করাইবেন তাহাতে যদি সেই দুষ্ট পলায় কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্য কাহারো ঘরে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে এই সকল কারণে সেই সমন তাহার উপর জারী না হইতে পারে তবে এমত কর্ম্মান্বিত লোকদিগের সম্বন্ধে যে সকল উদ্যোগকরণের হুকুম আছে সেই সকল উদ্যোগ সেই দুষ্টের সম্পর্কেও জজসাহেব করিবেন্। যদি সেই সকল উদ্যোগ করিলে পর সেই দুষ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে ও তাহার সাক্ষিদিগের বাক্য শুনিলে পর তাহার অপরাধ প্রমাণ হয় তবে জজসাহেব সেই অপরাধক্রমে তাহার বিষয় ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ডকরণ উচিত জানেন্ তাহা ডিক্রী করিবেন্। তাহাতে যদি সেই দুষ্ট নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ না করে তবে জজসাহেব নগদ টাকার যাবদীয় মোকদ্দমার ডিক্রীর টাকা উসুলের বিষয়ে যে মত ক্ষমতা রাখেন্ সেই মত ক্ষমতানুসারে সেই দণ্ডের টাকা উসুলের বিষয়েও করিবেন্। এবং যদি সেই দুষ্ট নিরূপিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করে ও তথায় জিলা কিম্বা শহরের আদালতের ডিক্রী গ্রাহ্য হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া নগদ টাকার যাবদীয় মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে হইবার যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্ধারিত আছে এই ধারানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ তাহাতেও সেই সকল দাঁড়া ও হুকুম দৃষ্ট থাকিবেক যদি জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী মফঃস্বল আপীল আদালতে গ্রাহ্য হয় ও দণ্ডের টাকা সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হয় কিম্বা সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অতিরিক্ত হইলেও যদি সেই দুষ্ট সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিবার জন্য যে কাল নির্দ্ধারিত আছে সেই কালের

ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারছাড়া অন্য কেহ জিলা অথবা শহরের আদালতের কিছু হুকুম জারী হইতে দুষ্টতা করিলে সেই সকল আদালতের সাহেবেরা তাহাকে তাহার জওয়াব দিবার কারণ হাজির করাইবেন এবং সে পলাইলে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

সেই দুষ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে পর তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহার প্রতি দণ্ডের হুকুম হইবার কথা।

দুষ্ট আপীলে নালিশ না করিলে জজসাহেব দণ্ড উসুল করিবার কথা।

জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীলে মঞ্জুর হইলে সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতেও হইতে পারিবার কথা।

মধ্যে তাহার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে না করে তবে এই দুই প্রকারে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা নগদ টাকার যাবদীয় মোকদ্দমার ডিক্রীর টাকা উসুলের বিষয়ে যেমত ক্ষমতা রাখেন্ সেই মত ক্ষমতানুসারে সেই দণ্ডের টাকা উসুলের বিষয়েও করিবেন ইতি।

২৬ ধারা।

সকল জিলার প্রত্যেক ডিক্রীতে যে যে প্রস্তাব লেখা যাইবেক তাহার কথা।

প্রত্যেক ডিক্রীতে আদালতের মোহর ও জজসাহেবের স্বাক্ষর হইবার ও ডিক্রী হইবার তারিখ লিখিবার কথা।

জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব নির্দ্ধারিত দিনে ডিক্রীর নকল উভয় বিবাদিকে দিবেন এবং ঐ নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে তাহারদিগেরে সংবাদ করিবেন তাহার কথা।

রেজিষ্টর সাহেব উভয় বিবাদিকে ডিক্রী দিবার তারিখ তাহার নকলের পৃষ্ঠে লিখিবার কথা।

উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলেরা ডিক্রীর নকল লইতে হাজির না হইলে অথবা হাজির হইয়া তাহা না লইলে জজসাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা যে সকল সাক্ষির জোবানবন্দী আদালতে হয় তাহারদিগের নাম ও মোকদ্দমার বিচারকালে যে কোন নিদর্শনলিখন আদালতে পাঠ হয় তাহার শিরনামা এবং যে ভূমি কিম্বা নগদ টাকা অথবা অপর বস্তুর উপর ডিক্রী করেন্ সে সকলের মধ্যে ভূমির উৎপন্নের কিম্বা নগদ টাকার সংখ্যা অথবা অপর বস্তুর মূল্য আপনং আদালতের কৃত প্রত্যেক ডিক্রীতে লেখেন্। এবং সমস্ত ডিক্রীতেই আদালতের মোহর ও জজসাহেবের দস্তখৎ ও ডিক্রীর হুকুমের তারিখ লেখা যায়। এবং জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব ডিক্রী করিবার দিবসে কিম্বা তাহার পর দশ দিনের মধ্যে উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের ডিক্রীর নকল আদালতের মোহর ও আপন দস্তখতে দেন্ ও সেই নকল দিবার যে দিন ধার্য্য হয় তাহা উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলদিগেরে সমাচার করেন্। এবং রেজিষ্টরসাহেব সেই নকলের পৃষ্ঠে উভয় বিবাদিকে তাহা দিবার তারিখ লিখেন এবং রোয়দাদের বহীর যে স্থানে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী লেখা থাকে তাহার পার্শ্বে সমান স্থানে ডিক্রীর নকল দেওয়া গেল এই শব্দ লিখেন্। যদি ডিক্রী হইবার দিন তাহার নকল প্রস্তুত হয় তবে উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা তাহা লইবার কারণ হাজির না হইলে কিম্বা তাহা দিবার অন্য দিন ধার্য্য হইয়া থাকিলে সে দিনেও যদি উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলেরা সমাচার পাইয়া হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়াও ডিক্রীর নকল না লয় তবে এই সকল হেতুতে সে নকল আদালতের কাগজপত্রের শামিলে রাখা যায় এবং তাহা না দিবার হেতু সেই নকলের উপর এবং রোয়দাদের বহীর যে স্থানে সে মোকদ্দমার ডিক্রী লেখা থাকে তাহার পার্শ্বে সমান স্থানে লেখা যায় এবং তাহার উপর রেজিষ্টরসাহেব দস্তখৎ করেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

সকল জিলার ও শহর আজীমাবাদ ডাকনাম পাটনা ও শহর জাহাঙ্গীর নগর ডাক নাম ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদ তিন শহরের দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নালিশ আপীলে হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ মফঃসলে ৪ চারি আপীল ও ঐ ৪ চারি আপীলের জজসাহেবদিগের চলন এবং ঐ চারি আপীলের এলাকার আপীলওগয়রহের সমস্ত নালিশের বিচার ও নিষ্পত্তির নিয়মের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

পূর্বে মফঃসলের সকল দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত অর্থাৎ রুজুহওয়া যে সকল মোকদ্দমার ডিক্রীমতে ফরিয়াদী কিম্বা আসামীর প্রতি অন্যায় হইত তাহার ন্যায়বিধান সদর দেওয়ানী আদালতে অর্থাৎ শহর কলিকাতার সদর আপীলে আপীল না করিলে অন্য স্থানে হইতে পারিত না এ কারণ যে সকল লোক শহর কলিকাতাহইতে দূরে বসত করিত তাহার মধ্যে অনেকেই আপনারদিগের বিষয় কার্য্যের আবৃততা জন্যে এমত অবসর পাইত না যে শহর কলিকাতায় আইসে ও এমত শক্তিও রাখিত না যে মোকদ্দমার আপীল কারণ উকীল রাখিবার ব্যয়ব্যসন ও অন্যং নিরূপিত অর্থাৎ মামুলী খরচা যাহা সদর আপীলে মোকদ্দমা করিতে আবশ্যক হয় ও সেই অসংখ্য ব্যয়ের ভার কুলায় অতএব অশক্ত অর্থাৎ নাচার হইয়া সদর আপীলে হইবার উপযুক্ত মোকদ্দমা থাকিবাতেও মফঃসল আদালতের অন্যায্য ডিক্রী মানিত এই মন্দ গতিকছাড়া শহর কলিকাতার মধ্যে সদর আপীল স্থিরতর থাকিবাতে সকল লোকের পক্ষে বিরুদ্ধ এই ছিল যে সদর আপীলের সকল কার্য্যের পর্য্যবসান শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সেলী সাহেবানহইতে হইত তাহাতে গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সেলী সাহেবানের সকল দেশের কার্য্যকরণের প্রবীণতানিমিত্তে মফঃসল আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমা সদর আপীলে শুননতার ছিল অতএব মফঃসল

দেওয়ানী

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

দেওয়ানী আদালতের মধ্যে নিষ্পত্তিহওয়া সকল মোকদ্দমার মধ্যে নগদ ও জিনিসের মোকদ্দমা সিক্কা এক হাজার টাকার জেয়াদা না হইলে ও সকর যে ভূমির রাজস্ব অর্থাৎ খেরাজী যে জমীনের জমা সালিআনা সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক ও নিষ্কর ভূমি অর্থাৎ লাখেরাজী জমীন যাহার উপস্বত্ব সম্বৎসরে সিক্কা ১০০ এক শত টাকার অতিরিক্ত না হইত এই সকল নগদ ও জিনিসের ও খেরাজী ও লাখেরাজী জমীনের মোকদ্দমা সদর আপীলে হইবার উপযুক্ত ছিল না এবং এ সকল মোকদ্দমার মফঃসল আদালতের ডিক্রী ত্বরাতেই জারী হইত অতএব ছোটং মোকদ্দমা আপীল হইবার প্রতি এই যে সকল ব্যাঘাত অর্থাৎ বাগড়া ছিল ইহাতে মফঃসল দেওয়ানী আদালতের অনেক ফরিয়াদীতেই জমীনের দাওয়াদারেরদের ও মহাজনেরদের ও ব্যবসায়িরদের ও অন্যং দুঃখী ও শ্রমী লোকেরদের মত কখন মফঃসল আদালতের ভ্রান্তিক্রমে কিম্বা অবিচারে মোকদ্দমা ডিক্রী হইবাতে আপনারদিগের ন্যায্য বস্তু অর্থাৎ হক্ না পাইয়া নিরাশ হইত এতদ্ভিন্ন তহশীলের কার্য্যের এলাকার সকল ভূম্যধিকারী অর্থাৎ জমীনের মালিকান ও ইজারদারানের সহিত তাহারদিগের তাবের তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের মালগুজারীর বাকীর মোকদ্দমা এবং সরকারের সহিত জমীনের মালিক ও ইজারদারেরদের মালগুজারীর মোকদ্দমা যাহার বিচার মফঃসল দেওয়ানী আদালতে করিতে নিষেধ থাকিয়া মাল আদালতে হইত সে সকল মোকদ্দমার মধ্যে যে মোকদ্দমা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবানের নিকট ও শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে আপীল হইবার উপযুক্ত ছিল তাহার আপীল হইতেও উপরের লিখনানুসারে বাগড়া হইত বরং মাল আদালতে ও তথাকার দাঁড়ামতে সেই সকল মোকদ্দমার বিচারে অনেক দোষ দর্শিত অতএব যে সকল মোকদ্দমা পূর্ব্বে মাল আদালতের এলাকায় ছিল তাহা ও অন্যং নগদ ও জিনিসের সকল মোকদ্দমা এবং সরকারের সহিত যে যে মোকদ্দমা হয় তাহাও সকল জিলা ও শহরপাটনা ও শহরঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদে যে সকল মফঃসল দেওয়ানী আদালত নির্দ্ধারিত আছে তথায় বিচার হইবার উপযুক্ত হইল এবং দেশের মঙ্গল ও সৌন্দর্য্যের কারণ ইহাই উচিত জানা গেল যে প্রজাবর্গ ও মহাজনান ব্যবসায়ী ও কৃষিকর্ম্মী ও দুঃখী ও শ্রমী সকল লোকে যে সময় মফঃসল দেওয়ানী আদালত ডিক্রীতে নারাজ হয় সে সময় অনায়াসে অন্য আদালতে তাহার আপীল করিয়া আপনারদিগের হক্ পায় আর আদালতের দাঁড়া এমত হয় যে তাহারদিগের যে সকল মোকদ্দমা মফঃসল দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া ন্যায্য বস্তু লাভের ক্ষতি দর্শিয়া থাকে তাহা পাইবার বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে মনস্থির অর্থাৎ খাতিরজমা আপীলহইতে হয় এ কারণ গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে নীচের লিখনানুসারে আইন নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

২ ধারা।

২ ধারা।

৪ চারি এলাকায় আপীল আদালতের ৪ চারি কাছারী বসিবেক তাহার ১ এক শহর কলিকাতার নিকট ও ১ এক শহর পাটনার মধ্যে ও ১ এক শহর ঢাকার মধ্যে ও ১ এক শহর মুরশিদাবাদের মধ্যে বসিয়া শহর কলিকাতার নিকটের কাছারীর নাম এলাকা কলিকাতার মফঃসল আপীল আদালত ও শহর পাটনার মধ্যের কাছারীর নাম এলাকা পাটনার মফঃসল আপীল আদালত ও শহর ঢাকার মধ্যের কাছারীর নাম এলাকা ঢাকার মফঃসল আপীল আদালত ও শহর মুরশিদাবদের মধ্যের কাছারীর নাম এলাকা মুরশিদাবদের মফঃসল আপীল আদালত হইবেক এবং ঐ সকল আদালতের এলাকার সমস্ত কার্য্যের পর্য্যবসান কারণ এক২ আদালতে তিন২ জন সাহেব জজ অর্থাৎ বিচারকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন ও প্রত্যেক আদালতের জজসাহেবদিগের খ্যাতি অর্থাৎ খেতাব প্রথম জজ ও দ্বিতীয় জজ ও তৃতীয় জজ হইবেক ও সকল আদালতের সাহেবেরা আপন২ কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌনসেলের হজুরে অথবা অন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় তথায় নীচের লিখনানুসারে দিব্য করিয়া হলফনামায় দস্তখৎ অর্থাৎ স্বকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। স্বকৃতিপত্রের বৃত্তান্ত এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য স্বকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের এক জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম একারণ দিব্য করিতেছি যে আমি আপন এলাকার সমস্ত কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সাবধানে বিনাভয় ও মিত্রতায় আপন বুদ্ধিসাধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে বিনাপক্ষপাতে হজুরের যে সকল আইন সংপ্রতি জারী আছে ও পশ্চাৎ যে সকল আইন হয় তদনুসারে পর্য্যবসান করিব ও আমার এলাকার আদালতে যে সকল মোকদ্দমা রুজু অর্থাৎ উপস্থিত থাকে ও হয় ও নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার কোন মোকদ্দমায় কাহারো স্থানে কিছু নগদ ও জিনিস দর্শনী ও ভেটি অর্থাৎ নজর ও সওগাত লইব না এবং আমার এলাকার কাহাকেও আপন জ্ঞাতসারে লইতে দিব না এবং আমার এলাকার আদালতে যে টাকা জমা ও খরচ হয় তাহার হিসাব প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানীবাহাদুরের সরকারে দাখিল করিব এবং ইঙ্গরেজের জন্মভূমি বিলায়তে টাকা পাঠাইবার কারণ আমি কিম্বা আমার প্রক্সে কেহ ইঙ্গরেজের অধিকার কিম্বা কোন স্থানে কোন কারবার করিব না এবং করিবেক না এবং হজুরের হুকুম ও মঞ্জুরছাড়া কোন প্রকারে আপত্তি করিয়া কিছু লাভ করিব না এতদর্থে দিব্য করিয়া স্বকৃতিপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি।

৪ চারি মফঃসল আপীল আদালত যে যে স্থানে বসিবেক ও তাহার যে যে নাম হইবেক তাহার কথা।

এক২ মফঃসল আপীলে তিন২ জজসাহেব প্রবৃত্ত হইবার ও তাঁহারদিগের খ্যাত্যাদির কথা।

মফঃসল আপীলের জজ সাহেবেরদের দিব্য করিবার কথা।

৩ ধারা।

যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের নীচে অর্থাৎ তাবে যে শহর ও জিলা হইবেক তাহার বেওরা অর্থাৎ তফসীল নীচে লেখা যাইতেছে।

মফঃসল আপীলের তাবের মহালাতের কথা।

তফসীল।

তফসীল।

এলাকা পাটনার মফঃসল আপীল আদালতের তাবে।

শহর পাটনা—জিলা নিজবেহার—জিলা শাহাবাদ—জিলা সারণ—জিলা তীরথ—জিলা রামগড়—

এলাকা ঢাকার মফঃসল আপীল আদালতের তাবে।

শহর ঢাকা—জিলা শিলট—জিলা ময়মনসিংহ—জিলা ঢাকা জালালপুর—জিলা ত্রিপুরা—জিলা চট্টগ্রাম—

এলাকা মুরশিদাবাদের মফঃসল আপীল আদালতের তাবে।

শহর মুরশিদাবাদ—জিলা মুরশিদাবাদ—জিলা ভাগলপুর—জিলা রাজসাহী—জিলা পুরণিয়া—জিলা দিনাজপুর—জিলা রঙ্গপুর—কোচ বেহারের রাজার নিজাধিকারছাড়া কমিসনর সাহেবের এতমাম সকল মহাল।

এলাকা কলিকাতার মফঃসল আপীল আদালতের তাবে।

জিলা নদিয়া—জিলা যশোহর—জিলা বীরভূম—জিলা বৰ্দ্ধমান—জিলা মেদিনীপুর— জিলা চব্বিশ পরগনা হুগলীর নদী অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম ভাগের সকল নেমক মহালসমেত। সুপ্রেম কোর্ট অর্থাৎ কলিকাতার বড় আদালতের এলাকাছাড়া কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের তহসীলের শামিল সকল মহাল।

৪ ধারা।

মফঃসল আপীলের স্থৈর্য্যের কথা।

মফঃসল আপীলের সাহেবেরা সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন ও কার্য্যের আবশ্যক হইলে অধিক দিন আদালতে বসিবার কথা।

আদালতের দিবসে দরবারের সময়ছাড়া আদালতের কার্য্য না করিবার কথা।

শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের এলাকার মফঃসল আপীল আদালত সেইং শহরের মধ্যে হইবেক শহর কলিকাতার মফঃসল আপীল আদালত শহর কলিকাতার নিকটে হইবেক ঐ সকল এলাকার জজসাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের লিখনানুসারে বন্দুয়ানদিগের বন্ধন মোচনের নিমিত্তে ও অপরাধিদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকারণ আপনং এলাকার সকল জিলা ও শহরে দায়ের ও সায়েরী কার্য্যে অর্থাৎ স্থানেং ফিরিয়া ও ঘুরিয়া ফৌজদারী আদালত করিবার বিষয়ে ছয়ং মাসব্যাজে ভ্রমণ করিয়া যে যে কালে অবসর পাইবেন সেইং কালে সপ্তাহের মধ্যে তিনং দিন-অথবা কর্ম্মের বাহুল্য হইলে অধিক দিন মফঃসল আপীলের কার্য্য চালাইবার কারণ বড়ং একং কোঠায় কাছারী করিয়া বসিবেন। তাহাতে আদালতের দিবস আদালতের সময়ব্যতিরেকে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব শুনিবেন না ও ডিক্রী ও ডিসমিসওগয়রহ কোন বিষয়ের হুকুম দিবেন না ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

৫ ধারা।

এলাকা কলিকাতা ও এলাকা মুরশিদাবাদ ও এলাকা ঢাকার মফঃসল আপীল আদালতের কার্য্যচালানের কারণ দুই বুরুল অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়প্রমাণে গোল করিয়া একং মোহর নীচের লিখনানুসারে পারসী ও বাঙ্গলা ভাষা ও অক্ষরে খোদাইবেন। ও এলাকা পাটনার মফঃসল আপীল আদালতের কার্য্যচালানের কারণ ঐ প্রমাণে ১ এক মোহর পারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষার পারসী ও নাগরী অক্ষরে খোদাইবেন।

মফঃসল আপীলের মোহরের কথা।

মোহরের ভাষা এই যে।

মোহর আপীল আদালত এলাকা অমুক মোকাম।

৬ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবেরদের শক্তি আছে যে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালত অর্থাৎ সদর আপীলহইতে দেওয়ানী আদালতের যে যে মোকদ্দমা তাঁহারদিগেরে সোপর্দ্দ হয় সে সকল মোকদ্দমা পূর্ব্বে স্থানান্তরের আদালতে উপস্থিত না হইয়া থাকিলেও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ও সে সকল মোকদ্দমার ডিক্রীর আঞ্জাম দিতে অর্থাৎ ডিক্রীর মতানুসারে কার্য্য করিতে যে যে জিলা কিম্বা শহরের মোতালকের সেই সকল মোকদ্দমা হয় সেই২ জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেদিগকে হুকুম লিখিতে পারিবেন তাঁহারা আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রীর আঞ্জাম করিবার হুকুমমাফিক মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর আঞ্জাম দিবেন ইতি।

শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে অথবা সদর আপীলহইতে যে সকল মোকদ্দমা মফঃসল আপীলের সাহেবদিগকে সোপর্দ্দ হয় তাঁহারা তাহা তজবীজ করিয়া তাহার ডিক্রী জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরদের দ্বারা জারী করিবার কথা।

৭ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের সাধ্য আছে যে তাঁহারদিগের এলাকার কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে প্রথম হইবার উপযুক্ত কোন মোকদ্দমা সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে কেহ দরপেশ করিলে তথাকার জজসাহেব তাহাতে মনোযোগ না করিয়া থাকিলে যদি সেই মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে দরপেশ করে তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেব প্রমাণ জানিয়া তাহার নালিশী আরজী লইয়া তাহাতে আপীল আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে হুকুম লিখিয়া সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ সেই জিলা

মফঃসল আপীলের সাহেবেরা যে যে মোকদ্দমা বিচারকারণ জিলা কিম্বা শহরের আদালতে সোপর্দ্দ করিবেন তাহার কথা।

ফরিয়াদী ছয় হপ্তার মধ্যে মোকদ্দমা না ক

দিলে তাহার মোকদ্দমা ডিস্মিস হইবার কথা।

জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের নিকট পাঠাইবেন তাহাতে সেই জজসাহেবের স্থানে সেই হুকুম উপস্থিত হইলে পর ৬ ছয় হফ্তার মধ্যে সেই ফরিয়াদী যদি সেই জজসাহেবের নিকট রুজু হইয়া আপন মোকদ্দমা না করে তবে জজসাহেব সে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিবেন্ তাহা হইলে জজসাহেব ঐ মোকদ্দমা ডিস্মিসকরণানন্তর সপ্তাহের মধ্যে আপন মোতালক আদালতের মোহর ও আপন দস্তখৎযুক্তে সেই মফঃসল আপীল আদালতে ঐ ডিস্মিস্করণের ও তাহার হেতু লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেব মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবার সংবাদ মফঃসল আপীল আদালতে লিখিবার কথা।

৮ ধারা।

জিলা কিম্বা শহরের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত অথবা নিষ্পত্তি হইলে তাহার যে আরজী মফঃসল আপীলে দাখিল হয় তাহা তথায় কি প্রকারে লওয়া যাইবেক ও লইয়া যে ব্যবস্থা করা যাইবেক তাহার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের সাধ্য আছে যে তাঁহারদিগের এলাকার কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত কিম্বা নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার আরজী তাঁহারদিগের স্থানে দাখিল হইলে সে আরজী লইয়া যদি এমত প্রমাণ হয় যে পূর্ব্বে সেই আরজী সেই দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকট দাখিল হইয়াছিল জজসাহেব মৌসুফ তাহা শুনেন্ নাই তবে সে আরজীর মজমুন ওয়াজিবী ও আইনের মতে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের শুনিবার উপযুক্ত বিবেচনা হইলে তাহাতে আপীল আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে এমত হুকুম সেই জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবকে লিখিবেন যে জজসাহেব মৌসুফ সে আরজী লইয়া মাফিক হুকুম কার্য্য করেন্ ও যে রূপে সে কার্য্য করেন্ তাহা নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে আপীল আদালতের সাহেবেরদের স্থানে লিখেন্ ইতি।

৯ ধারা।

মফঃসল আপীলের সাহেবেরদের ও উভয় বিবাদিপ্রভৃতির পরস্পর পত্রাদি লিখিবার নিষেধের কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেকে নিষেধ আছে যে যে সকল মোকদ্দমা তাঁহারদিগের আদালতে উপস্থিত কিম্বা তাঁহারদিগের আদালতের এলাকার মধ্যের হয় তাহার কোন মোকদ্দমার নালিশী আরজী অথবা দরখাস্ত কোন বিবাদী আপনি কিম্বা সেই আদালতের চিহ্নিত উকীলছাড়া অন্য লোকের অথবা লিখনের দ্বারা দাখিল করিতে চাহিলে তাহা না লন্ যে কেহ আপনি কিম্বা চিহ্নিত উকীলের দ্বারা কোন বিষয়ের আরজী কিম্বা দরখাস্ত দেয় তাহাতে সেই সাহেবেরা যে হুকুম দেওয়া উচিত জানেন্ তাহা আইনের মতানুসারে লিখিয়া তাহার নকলে সেই আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ করাইয়া সেই লোক কিম্বা তাহার উকীলকে দিবেন।

মফঃসল আপীলের সাহেবেরদের প্রতি জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবকে পত্রাদি লিখিবার নিষেধের কথা।

এবং জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের স্থানে যে কোন বিষয়ে পৃথক লিখন লিখিবার হুকুম আইনে না থাকে তাহাছাড়া তথাকার দরপেশী কোন মোকদ্দমার নিমিত্ত কিম্বা বিষয়ান্তর অবগত হইবার জন্য তাঁহারদিগের এলাকার জিলা কিম্বা শহরের

জজসাহেবের

জজসাহেবের স্থানে পৃথক লিখন লিখিবার আবশ্যক হইলে লিখিয়া তাহাতে আপীল আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ করাইয়া পাঠাইবেনও জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও না করিতে পারিলে যে কারণে না পারেন্ তাহার বিশিষ্ট হেতু সেই আপীল আদালতে লিখিবেন্ ইতি।

১০ ধারা।

মফঃসল আপীলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবের নামে ঘুস লইবার বিষয়ের নালিশ লইবার ও সে বিষয়ে যেরূপ করিবার শক্তি রাখিবেন তাহার কথা।

যদি কেহ কোন জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবের নামে তাঁহার দিব্য করণের বহির্ভূতে কিছু ঘুস লইবার বিষয়ে সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করে তবে সেই আপীল আদালতের সাহেবেরা সে বিষয়ে সেই ফরিয়াদীকে দিব্য করাইয়া অথবা তাহার বিশিষ্টতাজন্যে তাহাকে দিব্য না করাইয়া তাহার স্থানে দিব্যানুযায়ি সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইতে মনঃপ্রত্যয় হয় তবে সুকৃতিপত্র লেখাইয়া তাহাতে দস্তখৎ করাইয়া লইয়া তদৃষ্টে সেই নালিশ প্রামাণ্য করিয়া বিচারকালে সেই ফরিয়াদী হাজির থাকিবার অর্থে তাহার স্থানে তাহার দাওয়ার নিদর্শনে যত টাকার জামিন লওয়া সেই আপীল আদালতের সাহেবেরা উচিত জানেন্ তদনুসারে হাজিরজামিন দাখিল করাইয়া সেই নালিশী আরজী লইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন তাহাতে যদি সেই ফরিয়াদী দিব্য না করে কিম্বা সুকৃতিপত্র লিখিয়া না দেয় ও জামিন দাখিল না করে তবে সে নালিশ শুনিবেন না। আর ইহা সেওয়ায় যে কোন বিষয়ের কারণ কিছু হুকুম এ আইনে লেখা যায় নাই তাহাতে যে সময়ে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা এমত সমাচার পান্ যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব আপন মোতালক কার্য্য করিতে শৈথিল্য অর্থাৎ গাফিলী কিম্বা অপর অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছেন তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহার বৃত্তান্তও সদর দেওয়ানী আদালতে জানাইবেন ইতি।

যদর্থে কিছু হুকুম এ আইনে লেখা যায় নাই তাহাতে জজসাহেবের অত্যাচার কি তাচ্ছল্য মফঃসল আপীলের সাহেবদিগের নিকট প্রকাশ হইলে তাঁহারা সে সম্বাদ সদর আপীলে জানাইবার কথা।

১১ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌনসেলের হুজুরহইতে কিম্বা সদর আপীলহইতে যে সকল মোকদ্দমা মফঃসল আপীলে সোপর্দ্দ হয় তথাকার সাহেবেরা সে সকল মোকদ্দমার বিচার কোন্ মতে করিবেন তাহার কথা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌনসেলের হুজুরহইতে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালত অর্থাৎ সদর আপীলহইতে যে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে সোপর্দ্দ হয় আর জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া যে মোকদ্দমা তথায় কেহ আপীল করে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যে যে মতে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি করিবার নিষেধ ও বিধি আইনে লেখা আছে তাহার মধ্যে সাক্ষ্য শুনিবার বিধানছাড়া অপর সমস্ত নিষেধ ও বিধিক্রমেই করিবেন ইতি।

১২ ধারা।

যে কেহ জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে আপন মোকদ্দমায় অন্যায় হইয়াছে বুঝিয়া সে মোকদ্দমার আপীল করিতে বাসনা করে তাহার আরজী সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে গুজরাইবেক। আর সেই আরজীতে সে মোকদ্দমা কর সম্পর্কীয় ভূমি অর্থাৎ খেরাজী জমীনের হইলে তাহার সাম্বৎসরিক রাজস্ব অর্থাৎ সালিয়ানা জমা ও নিষ্কর ভূমি অর্থাৎ লাখেরাজী জমীনের হইলে তাহার সাম্বৎসরিক উপস্বত্ব ও নগদ টাকার হইলে তাহার সংখ্যা ও অন্য সামগ্রীর হইলে তাহার আনুমানিক মূল্য অর্থাৎ আটসাট্টা কিম্মৎ এবং যে লোকের হকে যে আদালতে যে সময়ে যে মতে সেই ডিক্রী হইয়া থাকে সে লোকের ও আদালতের নাম ও সময়ের নিরূপণ ও মতের বিবরণ ও সে ডিক্রী জারী হইয়াছে কি না ও কিহেতুক সে মোকদ্দমা করিতে চাহে আপীল তাহার নিদর্শন লিখিবেক। এবং যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে সে ডিক্রী হইয়া থাকে সেই আদালতের মোহরে ও জজসাহেবের দস্তখতে ডিক্রীর নকল কিম্বা সেই মোকদ্দমা ডিক্রী হইবার তারিখহইতে দশ দিনব্যাজে সেই ডিক্রীর নকল তথাকার জজসাহেবের স্থানে চাহিয়া পায় নাই এমত একরারনামা লিখিয়া তাহাতে আপেলাণ্ট অর্থাৎ যে লোক আপীলে নালিশ করে সে আপনি কিম্বা তাহার পুস্তের আদালতের চিহ্নিত উকীলে স্বাক্ষর অর্থাৎ দস্তখৎ করিয়া সেই আরজীর শামিলে দাখিল করিবেক। এবং এমত আরজী সেই ডিক্রীহওনের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী হইয়া থাকে তথায় অথবা সেই জিলা কিম্বা শহর যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক হয় সেই আপীল আদালতে গুজরায়। কিন্তু ঐ নিরূপিত কাল অর্থাৎ তিন মাস মেয়াদের পরেও এমত আরজী গুজরে যদি আপেলাণ্ট ঐ মেয়াদের মধ্যে তাহা গুজরাইতে না পারিবার কোন বিশিষ্ট হেতুতে দর্শাইতে পারে ইহাতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে ঐ মেয়াদের পরেও সে আরজী লইয়া যেহেতুতে মেয়াদের পর লন্ তাহা সেই মোকদ্দমার বিবরণে অর্থাৎ রোয়দাদে লেখান্ ইহাতে মফঃসলে কোন আদালতে জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা অন্য ভূমি কিম্বা বাটীঘরআদি স্থাবর কোন বস্তুর মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী মফঃসল আপীল আদালতে গুজরাইয়া যদি সেই আপেলাণ্ট এমত একরারনামাক্রমে সম্ভ্রান্ত অর্থাৎ মাতবর মালজামিন দেয় যে সেই জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা অন্য ভূমি কিম্বা বাটী ও ঘরআদি স্থাবর বস্তুর এক বৎসরের উপস্বত্ব যে হয় তাহার ভার কুলায় অর্থাৎ নিশা করে ও মফঃসল আপীল আদালতহইতে সে মোকদ্দমার যে হুকুম হয় তাহার

সরবরাহ

যে কেহ জিলা কিম্বা শহরের আদালতের ডিক্রীক্রমে আপন মোকদ্দমায় অবিচার হইয়াছে বোধ করে তাহার আপীল মফঃসল আপীলে হইতে পারিবার কথা।

আপীলের আরজীর মজমুনের কথা।

আপীলের আরজীর শামিলে আদালতের ডিক্রীর নকল কিম্বা সেই নকল না পাইবার বেওরা নিদর্শনী আপেলাণ্টের একরারনামা মফঃসল আপীলে দাখিল হইবার কথা।

আপীলের আরজী দাখিলের সময়নিরূপণের কথা।

মফঃসল আপীলের সাহেবেরা নিয়মিত কালাতীতে যে প্রকারে আপীলের আরজী লইতে শক্তি রাখিবেন তাহার কথা।

মেয়াদের পরে আপীলের আরজী লইবার হেতু বহীতে লিখিবার কথা।

জিলা কিম্বা শহরের আদালতে ফরিয়াদীর হকে স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে আপেলাণ্ট এই ধারানুসারে জামিন দিলে মোকদ্দমা আপীলে নিষ্পত্তিহওয়াতক

সরবরাহ সেই মালজামিন করে তবে যাবৎ মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ যাহার হকে সে মোকদ্দমা ডিক্রী হইয়া থাকে তাহাকে সেই জমীদারীওগয়রহে দখল দেওয়াইবার কারণ সে ডিক্রী জারী হইবেক না অর্থাৎ সেই ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাবৎ দখল পাইবেক না কিন্তু সে আপেলাণ্ট আপীলের দরখাস্ত আরজী গুজরাইয়া আইন্দা মিসিলতক অর্থাৎ তাহার পর যে দিন প্রথম আদালত হয় সেই দিনপর্য্যন্ত যদি এমত মালজামিন না দেয় তবে যে আদালতে সে ডিক্রী হইয়া থাকে সেই আদালতের জজসাহেব সে ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দিবেন। ইহা সেও য়ায় জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে কেহ তাহার আপীলের দরখাস্ত আরজী গুজরাইলেও সেই আদালতের জজসাহেবের শক্তি আছে যে আপনকৃত সেই ডিক্রী জারী করেন্ কিম্বা সে ডিক্রী যত টাকা কিম্বা জিনিসের উপর হইয়া থাকে তত টাকা কিম্বা জিনিসের কিম্মতের নিদর্শনী একরারক্রমে মাতবর মালজামিন সেই আপেলাণ্ট দাখিল করিলে সে ডিক্রী জারী না করেন্। আর জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব আপনকৃত ডিক্রী জারীকরিতে লাগিলে যে লোকের হকে সে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার স্থানে সেই ডিক্রীর লিখিত টাকা কিম্বা জিনিসের মূল্যের সমানে মাতবর মালজামিন এই একরারক্রমে লইবেন যে সে মোকদ্দমার আপীল হইলে আপীলহইতে সে বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহার সরবরাহ সেই মালজামিন দেয়। আর জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের যে সকল ডিক্রীর উপরে আপীল হয় তাহার আপেলাণ্টের স্থানে তথাকার জজসাহেব আপনকৃত ডিক্রী রাখিয়া এমত একরারক্রমে মালজামিন লইবেন যে সে সকল মোকদ্দমার খরচার ও আপীলহইতে যে হুকুম হয় তাহার নিশা করে কিন্তু সে মালজামিনী কোন প্রকারে সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিকের হইবেক না। এমতে মালজামিনী দাখিল হইলে জজসাহেব অবিলম্বে সেই আপীলের দরখাস্ত আরজীর পৃষ্ঠে সেই আরজী গুজরিবার তারিখ আপন কলমে লিখিয়া নিজনামে সহী করিবেন এবং রোয়াদদের বহীর যে স্থানে সে ডিক্রী লেখা থাকে তাহার বরাবর পার্শ্বে আপীল হইল এই শব্দ লিখিয়া পশ্চাৎ সেই আরজী মফঃসল আপীল আদালতে পাঠাইবেন এবং জজসাহেব মৌসুফ সে সংবাদ আপেলাণ্ট মজকুরের বিজ্ঞাপনার্থে এক লিখন অর্থাৎ এত্তেলানামা এইরূপে লিখিবেন যে তাহার মোকদ্দমার রোয়দাদ ১৫ পনের দিনের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে যাইবেক তাহাতে যদি আপেলাণ্ট মজকুর সে মোকদ্দমা আপীলে উপস্থিত হইলে পর ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে আপীলে রুজু হইয়া সে মোকদ্দমা না করে তবে ঐ মেয়াদের মধ্যে তথায় রুজু হইতে না পারিবার কোন বিশিষ্ট হেতু আপীল আদালতে না দর্শাইতে পারিলে তথায় সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

তাহার ডিক্রী জারী না হইবার কথা।

আপেলাণ্ট জামিন না দিলে ডিক্রী জারী হইবার কথা।

এ বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরের ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা আপেলাণ্টের স্থানে জামিন লইতে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের শক্তি থাকিবার কথা।

জজসাহেব আপনকৃত ডিক্রী জারী করিতে লাগিলে যাহার হকে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার স্থানে মফঃসল আপীলের নিষ্পত্তি মতে কার্য্য করিবার কারণে জামিন লইবার কথা।

আপীলের দরখাস্ত সকল মোকদ্দমাতেই এই ধারানুসারে জামিন লইবার কথা।

আপেলাণ্ট উপরের লিখনানুসারে জামিন দিলে জজসাহেব দরখাস্তের পৃষ্ঠে এই ধারার লিখনানুসারে দস্তখৎ করিয়া মফঃসল আপীলে পাঠাইয়া আপেলাণ্টকে লিখনের দ্বারা তাহার মোকদ্দমার রোয়দাদ ১৫ দিনের মধ্যে মফঃসল আপীলে যাইবার ও মোকদ্দমা তথায় দাখিল হইলে পর ৬ হপ্তার মধ্যে সে মোকদ্দমা না করিলে ডিস্‌মিস্ হইবার সংবাদ দিবার কথা।

১৩ ধারা।

মোকদ্দমার আপীল হইলে ১৫ দিনের মধ্যে জজ সাহেব তাহার রোয়দাদ ও আসল কাগজপত্র আপীলের রেজিষ্টরসাহেবের স্থানে পাঠাইবার কথা।

আসল কাগজপত্রের নকল আদালতে রাখিবার ও সেই নকল অন্য আদালতে সাক্ষির স্বরূপ হইবার কথা।

জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপীলের দরখাস্তী আরজী লইয়া ১৫ পনের দিনের মধ্যে সে মোকদ্দমার উভয় বিবাদির দাওয়ার আসল আরজী ও জওয়াব ও দরজওয়াব ও রদ্দজওয়াব ও সাক্ষিদিগের আসল জোবানবন্দী ও মোকদ্দমা মজকুরের প্রমাণ প্রয়োগার্থে অপর যে যে কাগজপত্র আদালতে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সমেত রোয়দাদের নকল আপন দস্তখতে ও আদালতের মোহরে দুরস্ত করিয়া আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকট চালান করেন। কিন্তু মফঃসল আপীল আদালতে সেই সকল কাগজপত্র পাঠাইবার পূর্ব্বে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেব সেই সকল আসল কাগজপত্রের নকল শুদ্ধ করিয়া লেখাইয়া তাহাতে সেই আদালতের এদেশি প্রধান আমলা অর্থাৎ সেরেস্তাদারের দস্তখৎ আদর্শানুযায়ী অর্থাৎ মোতাবেকে আসল শব্দে করাইয়া সেই সকল আসল কাগজের প্রতিমূর্ত্তি আদালতের সেরেস্তায় এইহেতুক রাখিবেন যে সে নকল কাগজ সেই আদালতের মাতবর দস্তাবেজ বোধ হইয়া অন্য জিলা কিম্বা শহরের আদালতে সাক্ষির স্বরূপ গণনায় আসিবেক। ইহাতে যদি জিলা কিম্বা শহরের আদালতের কোন মোকদ্দমার সাক্ষিরদিগের আসল জোবানবন্দী ও রোয়দাদওগয়রহ অন্য কাগজপত্র সেই আদালতের কোন বহীতে অন্যং মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে লেখা গিয়া থাকে ও সে কারণে সেই সকল আসল কাগজপত্র মফঃসল আপীল আদালতে আলাহিদা পাঠান না যায় তবে সেই আদলতের জজসাহেব সেই বহীহইতে তাহার শুদ্ধ নকল করাইয়া তাহাতে মোতাবেকে আসল শব্দ এবং তাহার আসল অমুক বহীতে দাখিল আছে এ কারণ পাঠান গেল না লিখিয়া আপনি দস্তখৎ করিয়া সেই নকল উপরের লিখিত নিয়মিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে পাঠাইবেন কিন্তু জজসাহেবের আবশ্যক এই যে উভয় বিবাদির দাওয়ার আসল আরজী ও জওয়াবদিগর প্রমাণ প্রয়োগের নিদর্শনী আসল কাগজপত্র যাহা সে মোকদ্দমার বিচারকালে আদালতে দাখিল হইয়া থাকে তাহার মধ্যে যাহা প্রস্তুত রহে তাহা উপরের লিখনানুসারে মফঃসল আপীল আদালতে চালান করিবেন। আর যদি দৈবাধীন কোন আসল কাগজপত্র হারায় কিম্বা প্রকারান্তরে নষ্ট হয় তবে তাহার নকল আদালতের যে বহীতে লেখা থাকে সেই নকল আসলের স্বরূপ জানা যাইবেক জজসাহেব সেই বহীহইতে তাহার নকল লেখাইয়া তাহার উপর এমত শব্দ যে এ নকল বহীর মোতাবেক ইহার আসল অনেক তত্ত্ব করা গেল মিলিল না লিখিয়া আপনি দস্তখৎ করিয়া তাহা উপরের লিখনানুসারে মফঃসল আপীল আদালতে পাঠাইবেন ইতি।

এই ধারানুসারে মফঃসল আপীলে আসল কাগজপত্র পাঠাইবার প্রতিবন্ধক হইলে তাহার নকল পাঠাইবার কথা।

আসল কাগজপত্র হারাইলে তাহার নকল আদালতের বহীতে থাকিলে তাহাই আসলের স্বরূপ বোধ হইয়া তাহার নকল মফঃসল আপীলে যাইবার কথা।

৮৪ ধারা।

১৪ ধারা।

যদি জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে জমীদারী কিম্বা হুজুরী তালুক অথবা অন্য অন্য ভূমি কিম্বা বাটীঘরআদি স্থাবর বস্তুর কোন মোকদ্দমা ফরিয়াদীর পক্ষে অর্থাৎ হকে ডিক্রী হইয়া সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী সেই আদালতে না গুজরাইয়া একবারেই মফঃসল আপীল আদালতে দাখিল হয় ও তথাহইতে সে বিষয়ে কিছু হুকুম না হইতে আপেলাণ্ট সেই ডিক্রী জারী না হইবার কারণ মাতবর মালজামিন এমত একরারক্রমে যে সেই জমীদারী কিম্বা হুজুরী তালুক অথবা অন্য ভূমি কিম্বা বাটীঘরআদি স্থাবর বস্তুর এক বৎসরের উপস্বত্বের সমানে সে মোকদ্দমায় মফঃসল আপীল আদালতের হুকুমমাফিক নিশা করিবার কারণ দাখিল করে তবে আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবকে হুকুম লিখিবেন যে যাবৎ সে মোকদ্দমা আপীল আদালতে নিষ্পত্তি না পায় তাবৎ সে বিষয়ে আপনকৃত ডিক্রী জারী না করেন্। আর যদি আপীলের দরখাস্তী আরজী একবারে মফঃসল আপীল আদালতে দাখিল হয় ও আপেলাণ্ট মজকুর মাতবর মাল জামিনসুদ্ধা একরারনামা জিলা কিম্বা শহরের আদালতে না দিয়া থাকে তবে এমতে সে আপেলাণ্ট জিলা কিম্বা শহরের আদালতে তাহার আপীলের দরখাস্তী আরজী দাখিল করিতে যে মত একরারনামা তাহার স্থানে তলব হয় সে মতে একরারনামা মাতবর মালজামিনসুদ্ধা যাবৎ মফঃসল আপীল আদালতে দাখিল না করে তাবৎ তথাকার সাহেবেরা তাহার মোকদ্দমার বিচার করিবেন না ইতি।

দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমা একবারে মফঃসল আপীলে গেলে তথাকার সাহেবেরা যে প্রকারে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী আপীলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইবাতক মৌকুফ রাখাইবেন তাহার কথা।

১৫ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনারদিগের বিবেচনায় কিম্বা সদর আপীলের অনুমতিক্রমে যে মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের সাক্ষিদিগের তলবে অথবা নিষ্পত্তির কি চূড়ান্ত হুকুমের মতাচরণার্থে অথবা অন্য কোন কার্য্যার্থে যে সকল নিয়ম কি হুকুমনামা ঐ আপীল আদালতহইতে জারী করেন্ সে সকল হুকুমনামা সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় পারসী ও নাগরী অক্ষরে কলমে কিম্বা ছাপায় লেখা যাইবেক ও তাহার উপর আপীল আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ হইবেক কিন্তু উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীল অথবা সাক্ষী কিম্বা অন্যং লোক যে কেহ তথায় রুজু থাকে তাহা সেওয়ায় কোন উভয় বিবাদিপ্রভৃতির প্রতি এমত হুকুম জারী করিতে হইলে সে মোকদ্দমা প্রথম যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে অথবা সেই উভয় বিবাদিপ্রভৃতির বিরোধের ভূমি যে স্থানে থাকে

এই ধারার লিখনানুসারছাড়া মফঃসল আপীলের সকল হুকুম জিলা ও শহরের আদালতের দ্বারা জারী হইবার কথা।

কিম্বা তাহারা যথায় রহে কিম্বা বসত করে সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদাল তের জজসাহেবের স্থানে হুকুমনামা পাঠাইবেন ও সেই হুকুমনামা সেই উভয় বিবাদি প্রভৃতির উপর জারী করিয়া মফঃসল আপীলে ফিরিয়া পাঠাইবার কারণ এক মিয়াদ ধার্য্য করিয়া সেই হুকুমনামায় লিখিবেন। তাহাতে যদি জজসাহেব মৌসুফ সেই হুকুমনামা পাইয়া আপন জ্ঞাতসারে তাহার লিখিত হুকুম জারী না করেন্ অথবা জারী শৈথিল্য করিয়া তাহার অনুপযুক্ত উত্তর লিখেন্ তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহার বেওরা সদর আপীলে লিখিবেন ইহাতে সদর আপীলের সাহেবেরা উচিত জানিলে সে জজসাহেবকে তাঁহার এলাকার বিষয় ব্যাপার চালাইবাতে স্থকিত রাখিয়া যে হেতুতে স্থকিত রাখেন্ তাহার রোয়দাদ ও জোবানবন্দীদিগের নিদর্শনী কাগজপত্র যাহা আবশ্যক হয় তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর করিয়া ১০ দশ দিনের মধ্যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌনসেলের হুজুরে সুগোচরার্থে অর্থাৎ এত্তেলা কারণ পাঠাইবেন এবং তদ্ভিন্ন সে বিষয়ের যে যে কাগজপত্র হুজুরে সুবিদিত হইবার জন্য তলব হয় তাহাও পাঠাইয়া দিবেন তদ্দৃষ্টে হুজুরহইতে সে বিষয়ে যে হুকুম নাতক্ দেওয়া মর্জ্জি হয় তাহাই দিবেন ইতি।

জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবেরা মফঃসল আপীলের হুকুম না মানিলে তথাকার সাহেবেরা সে সংবাদ সদর আপীলে লিখিবার ও তাহার বিধান হইবার কথা।

এই ধারাক্রমে সদর আপীলের সাহেবেরা কোন আদালতের জজসাহেবকে কার্য্য চালানে স্থকিত করিলে সে সংবাদ ১০ দিনের মধ্যে শ্রীযুতের হুজুরে পাঠাইবার কথা।

১৬ ধারা।

মফঃসল আপীলের হুকুম জিলা কি শহরের আদালতে গেলে তাহা জারী করিবার মতের কথা।

জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা মফঃসল আপীলের পাঠান হুকুম জারী করিয়া হুকুমনামা ফিরিয়া পাঠাইবার কি তাহা জারী না হইবার হেতু লিখিবার কথা।

হুকুমনামার জওয়াব লিখিবার ও তাহা পাঠাইবার মতের কথা।

জজসাহেব হুকুম নামার নকল ও তাহার জওয়াব সিরিস্তায় রাখিবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যে মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের সাক্ষিদিগের তলবে অথবা কোন ডিক্রী কি চূড়ান্ত হুকুম কিম্বা আপীল আদালতের দরপেশী অন্যং মোকদ্দমার বিষয়ে কোন হুকুমনামা জারীকারণ জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবের স্থানে পাঠান্ তাহা জজসাহেব মৌসুফ জারী করিয়া নিয়মিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকট ফিরিয়া পাঠাইবেন কিম্বা তাহা জারী না হইলে যে হেতুতে না হয় তাহা লিখিবেন তাহাতে আপীল আদালতের হুকুমের জওয়াব সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে অথবা ভিন্ন কাগজে লিখিয়া সেই হুকুমনামার সঙ্গে একত্র পাঠাইবেন ইহাতে যদি হুকুমনামার জওয়াব ভিন্ন কাগজে লিখেন্ তবে জজসাহেব মৌসুফ সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে এমত কিছু ধ্বনি দিয়া লিখেন্ যে তদনুসারে ভিন্ন কাগজে জওয়াব লিখন বুঝা যায়। আর সেই হুকুমনামার নকল্ তাহার জওয়াবের নকলসমেত আপন আদালতের সিরিস্তায় রাখিবেন। যে সময় মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা এমত হুকুম জারী করিতে জজসাহেব মৌসুফকে লিখেন্ সে সময় সেই উভয় বিবাদিপ্রভৃতির কাহাকেও অনেক তত্ত্ব করিয়া না পাইলে কিম্বা সেই ব্যক্তি আপন ঘরে কিম্বা অন্য কাহার ঘরে লুকাইয়া থাকে কিম্বা এমত স্থানান্তরে যায় যে তথায় সে হুকুম জারী না হইতে পারে তবে জজসাহেব

হেব সেই লোকের হাজির হইবার কারণ মিয়াদ নিরূপণ করিয়া এক ইশ্‌তিহারনামা এই মজমূনে যে সেই মিয়াদের মধ্যে সে লোক হাজির না হইলে আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহার অসাক্ষাৎ অর্থাৎ বিনা মোকাবিলায় ও গরহাজিরীতে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন লিখিয়া সেই হুকুমনামার নকলসমেত আদালতের কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টস্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন ও সেই ইশ্‌তিহারনামা সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় পারসী ও নাগরী অক্ষরে লেখাইবেন এবং সেই ইশ্‌তিহারনামার নকল যত ত্বরাতে হয় সেই লোকের বসতবাটীর সদর দ্বারে কিম্বা তাহার বসতির গ্রামের অনেকের দৃষ্ট স্থলে লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন এবং উপরের লিখনানুসারে সেই হুকুমনামার জওয়াব তাহার লিখিত হুকুম জারী হইবার বেওরা নিদর্শনক্রমে লিখিয়া মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের নিকট পাঠাইবেন ইতি।

কোন লোকের পলাইবাতে তাহার উপর হুকুমনামা জারী না হইতে পারিলে জজসাহেব যে মজমূনে ইশ্‌তিহারনামা কাছারীতে ও তাহার বসতির স্থানে লট্‌কাইবেন তাহার কথা।

১৭ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের হুকুমনামা উভয় বিবাদিপ্রভৃতি কাহারো উপর জারী করিবার কারণ জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের কোন জজসাহেবের স্থানে গেলে জজসাহেব সে লোককে না পাইলে তাহার জওয়াব এই মতে যে সে লোক পলাইয়াছে কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্য লোকের ঘরে লুকাইয়া আছে কিম্বা স্থানান্তরে গিয়াছে এ কারণ সে হুকুম তাহার উপর জারী হইল না কিম্বা তাহার তত্ত্ব অনেক করা গেল কোন প্রকারে পাওয়া গেল না এবং ১৬ ধারার লিখনানুসারে ইশ্‌তিহাবনামাও লট্‌কান গিয়াছিল লিখিবেন এমত জওয়াব মফঃসল আপীল আদালতে গেলে যদি সে লোক হাজির না হয় তবে তথাকার সাহেবেরা সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সে লোক হাজির থাকিলে যে রূপে করিতেন তাহার গরহাজিরীতেও সেই রূপেই সে মোকদ্দমাব বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

জজসাহেব মফঃসল আপীলের হুকুমনামার জওয়াব এমতে যে যে লোকের নামে হুকুমনামা হইয়াছিল সে পলাইয়াছে একারণ হুকুম জারী হইল না এবং ইশ্‌তিহারনামাও লট্‌কান গিয়াছিল লিখিলে মফঃসল আপীলের সাহেবেরা তাহার গরহাজিরীতে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

১৮ ধারা।

জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইলে যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা বুঝেন্ যে সে মোকদ্দমার বিচার জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে যথার্থক্রমে হয় নাই তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের শক্তি আছে যে সে কালে সেই হেতুতে কিম্বা অন্য হেতুতে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি দৃষ্টে বিশিষ্ট প্রকারে আপনারা অর্থাৎ সাক্ষির সাক্ষ্যশ্রবণের দ্বারা নিষ্পত্তি করেন্ কিম্বা পুনর্ব্বার সে মোকদ্দমা

মফঃসল আপীলের সাহেবেরা আপীলের মোকদ্দমায় কোনং বিষয়ে নয়া সাক্ষ্য শুনিবার কিম্বা মোকদ্দমা বিচার কারণ পুনর্ব্বার জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের নিকট সোপর্দ্দ করিবার শক্তি রাখেন্ তাহার কথা।

মফঃসল আপীলের সাহেবেরা ঐ শক্তিক্রমে কার্য্য করিলে তাহার হেতু রোয়দাদের বহীতে লিখিবার কথা।

মফঃসল আপীলের সাহেবেরা উপরের লিখনানুসারে আপীলের মোকদ্দমায় নয়া সাক্ষী তলব করিলে তাহার সাক্ষ্য আপনারদিগের সাক্ষাৎ শুনিতে কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবকে শুনিবার অনুমতি দিতে শক্তি রাখিবার কথা।

কদ্দমা বিচার কারণ সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ্দ করেন্। ইহাতে যদি সে মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ্দ হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার যথার্থ বিচারার্থে অন্যং সাক্ষির সাক্ষ্য শুনিবার বিষয়ে ও উভয় বিবাদির ও সাক্ষিদিগের অক্লেশ অর্থাৎ আশানের জন্য যাহা উচিত জানেন্ তাহা জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবকে লিখিবেন কিন্তু যে সময়ে আপীল আদালতের সাহেবেরা এমত কার্য্য করেন্ সে সময়ে সেই হেতু রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন। আর যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই সকল সাক্ষির সাক্ষ্য আপনারদিগের এলাকার আদালতে শুনেন্ তবে দরবারের সময়ে আপনারা সেই সাক্ষিদিগেরে দিব্য করাইয়া সাক্ষ্য শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের দস্তখৎ করাইয়া লন্ কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবকে অনুমতি করেন্ যে ঐ মতে সাক্ষিদিগের দিব্য করাইয়া সাক্ষ্য শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের দস্তখৎ করাইয়া লইয়া আপনিও তাহাতে সহী করেন্ এই দুই রূপে যাহা যথার্থ বিচার ও বেওরা অবগতার্থে ও সাক্ষিদিগের সম্বন্ধে ভাল জানেন্ তাহাই করিবেন ইহাতে যদি সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য রেজিষ্টরসাহেবকে শুনিতে হয় তবে রেজিষ্টরসাহেব সেই সকল সাক্ষির জোবানবন্দী উভয়ের সাক্ষাৎ কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের মোকাবিলায় করাইবেন তাহাতে উভয় ও উভয়ের উকীলদিগের সাধ্য আছে যে সে কালে সাক্ষিদিগের স্থানে যাহা জিজ্ঞাসা অর্থাৎ সওয়ালকরণ আবশ্যক হয় তাহা করে ও উভয় বিবাদির সেই সকল সওয়াল ও সাক্ষিরা তাহার যে জওয়াব দেয় সে সকল সওয়াল ও জওয়াব লেখা গিয়া তাহাতে জনাজাৎ সাক্ষির দস্তখৎ করাণ যায় এবং রেজিষ্টরসাহেবের সহীও তাহার উপর হয় কিন্তু উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা রেজিষ্টরসাহেবের নিকট সেই সকল সাক্ষির জোবানবন্দী হইবেক সংবাদ পাইয়া জোবানবন্দী হইবার সময়ে সে কি তাহারা তথায় হাজির না থাকে তবে রেজিষ্টরসাহেব উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের গরহাজিরীতেও সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী উপরের লিখনানুসারে করাইবেন এবং সে জোবানবন্দী মাতবর জানা যাইবেক ইতি।

১৯ ধারা।

মফঃসল আপীলের সাহেবেরা যে হেতুতে সাক্ষিকে দিব্য না করাইতে শক্তি রাখিবেন তাহার কথা।

মফঃসল আপীলের সাহেবেরা যে হেতুতে আ

জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে যে কোন সাক্ষিকে দিব্য না করাণ যায় সে লোক মফঃসল আপীল আদালতের কোন মোকদ্দমার সাক্ষী হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই আদালতের মতানুসারে সেই সাক্ষী কেবল একরার করিয়া সুকৃতিপত্র লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিয়া দিলে তাহাকে দিব্য করাইবেন না। আর যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারার মতে কোন স্ত্রীলোক সাক্ষী

হয়

যে কিম্বা কোন সাক্ষির বসত মফঃসল আপীল আদালতের এলাকার কাছারীহইতে ৫০ পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে থাকে তবে এ দুই হেতুতে ঐ সাহেবেরা তাহার জোবানবন্দী কারণ এমত সাক্ষির জোবানবন্দীর জন্যে আমীন পাঠাইবার যে মত নিয়ম জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে আছে সেই মতে আমীন পাঠাইবেন এবং জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী কারণ আমীনের স্বরূপ স্ত্রীলোক পাঠাইতে এবং লিখনাদি লিখিতে যে মত শক্তি রাখেন্ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকেও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর নিমিত্তে আমীন পাঠাইতে ও পত্রাদি লিখিতে সেই মত শক্তি দেওয়া গেল ইতি।

আমীনের দ্বারা সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য শুনিতে শক্তি রাখিবেন তাহার কথা।

২০ ধারা।

সাক্ষী হাজির না হইলে কিম্বা দিব্য করিতে অথবা সাক্ষ্য দিতে কিম্বা জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করিতে না চাহিলে এবং কেহ অবজ্ঞা করিলে অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে মফঃসল আপীলের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

যদি কোন সাক্ষির নামে সপীনা অর্থাৎ পরওয়ানা গেলে সে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া দিব্য করিতে অথবা সাক্ষ্য দিতে কিম্বা জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করিতে না চাহে অথবা সে সাক্ষী কিম্বা অন্য কেহ কোন মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় অথবা আদালতের অবজ্ঞা করে তবে এ সকল বিষয়ে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগকে এমত লোকদিগের সম্বন্ধে যে উদ্যোগ করিতে হুকুম আছে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরাও সেই সকল লোকের সম্বন্ধে সেই প্রকার উদ্যোগ করিবেন ইতি।

২১ ধারা।

আপেলাণ্ট ৬ হফ্তার মধ্যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করিলে তাহা না করণের বিশিষ্ট হেতু না দর্শাইতে পারিলে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবার কথা।

যদি কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী মফঃসল আপীল আদালতে দাখিল হইলে তাহার পর ৬ ছয় হফ্তার মধ্যে আপেলাণ্ট সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করে তবে তাহা না করিবার কোন বিশিষ্ট হেতু তথায় না দর্শাইতে পারিলে সে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবেক বরং মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা উচিত জানিলে রেস্পণ্ডেণ্ট অর্থাৎ আসামীকে আদালতের খরচা দেওয়াইতে হুকুম করিবেন। কিন্তু ঐ সাহেবেরা এমতে যে মোকদ্দমা শুনেন্ কিম্বা ডিস্মিস্ করেন্ অর্থাৎ না শুনেন্ তাহার বেওরা রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন ইতি।

মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইলে তাহার হেতু রোয়দাদের বহীতে লেখা যাইবার কথা।

২২ ধারা।

ফরিয়াদী ও আসামী ও তাহারদিগের সাক্ষী ও উকীলছাড়া অন্য লোকের এজহার মোকদ্দমার বিচারকালের মধ্যে না শুনিবার কথা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুর কিম্বা সদর আপীলহইতে মফঃসল আপীল আদালতে যে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হয় অথবা যে যে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী তথায় গুজরে সে সকল মোকদ্দমার ফরিয়াদী ও আসামী ও আপেলাণ্ট ও রেস্পণ্ডেণ্ট কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আইনের মতানুসারের

উভয়ের উকীলছাড়া অন্য কেহ সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে পা রিবেক না এবং সেই অন্য লোকের প্রতি কিছু হুকুম হইবেক না বরং উকীলেও যাবৎ ওকালৎনামা আদালতে দাখিল না করে তাবৎ তাহার সওয়াল ও জওয়াব শুনা যাইবেক না এবং উভয় বিবাদী ও উভয় পক্ষের সাক্ষী ও উকীলদিগের কিছু সওয়াল ও জওয়াব লিখনের দ্বারা নহিলেও আদালতে শ্রাব্য হইবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

কোন জমীদারপ্রভৃতি মফঃসল আপীলের হুকুম না মানিলে তথাকার সাহেবেরা তাহাকে হাজির করাইবার আর সে পলাইলে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

যদি কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীওগয়রহ কিছু হুকুম জারী করাতে দুষ্টতা করে ও বাধক হয় অর্থাৎ শরারতী করে ও মুজাহিম হয় তবে সুকৃত্যানুসারে তাহা প্রমাণ হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই দুষ্টকে তাহার জওয়াব দিবার কারণ সমন অর্থাৎ দস্তক পাঠাইয়া হাজির করাইবেন তাহাতে যদি সেই দুষ্ট পলায় কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্যের ঘরে লুকাইয়া থাকে কিম্বা স্থানান্তরে যায় যে সে সকল কারণে তাহার উপর সে সমন জারী না হইতে পারে তবে এমত কর্মান্বিত লোকদিগের সম্বন্ধে যে সকল উদ্যোগ করিবার হুকুম আছে সেই দুষ্টের সম্পর্কেও সেই সকল উদ্যোগ ঐ সাহেবেরা করিবেন। তাহাতে যদি সেই দুষ্ট মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইলেও জওয়াব দিলে ও তাহার সাক্ষির স্থানে সাক্ষ্য শুনিলে পর তাহার অপরাধ প্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেবেরা সেই দুষ্টের অপরাধ তাহার সীমা সরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকিলে এই মত ডিক্রী করিবেন যে যে স্থানে থাকিয়া সেই অপরাধ করিয়াছে সে স্থান তাহার জমীদারী কিম্বা তালুক কি অন্য ভূমি বা হউক তাহা সরকারে বাজেয়াফ্ত হইবেক আর যদি আপন সরহদ্দের বাহিরে থাকিয়া অপরাধ করিয়া থাকে তবে এমত ডিক্রী করিবেন যে সেই আদালতের এলাকায় তাহার যে ভূমি থাকে তাহাই সরকারে জব্দ হইবেক।

সেই দুষ্ট হাজির না হইলে অথবা হাজির হইলে তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে যে রূপে ডিক্রী হইবেক তাহার কথা।

মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত না হইলে কিম্বা মিয়াদের মধ্যে তাহার আপীল না করিলে ডিক্রীর নকল হজুরে পাঠাইবার কথা।

ইহাতে যদি সে মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত না হয় অথবা উপযুক্ত হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সেই দুষ্ট সদর আপীলে নালিশ না করে তবে এই দুই হেতুতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত বিচারক্রমের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শীঘ্র শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন।

মোকদ্দমা সদরে আপীলে গিয়া তথায় মফঃসল আপীলের ডিক্রী মঞ্জুর হইলে যে উদ্যোগ করা যাইবেক তাহার কথা।

যদি সে মোকদ্দমা সদর আপীলে উপস্থিত হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে সদর আপীলের সাহেবেরা আপনারদিগের বিচারক্রমের সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত ত্বরা

তেই

তেই শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে গুজরাইবেন। এই ধারার মতানুসারে মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের মধ্যে যে যে মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে সেই দুষ্টের যে সকল ভূমি জব্দের কারণ যে সব ডিক্রী হয় সে সব তাহার তাবের পুজার্ব্বা ও ইজারদার ও তালুকদারদিগের শিরে যে মালগুজারী তলব থাকে তদনুসারে সেই সকল ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সে মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত হইবেক না ইহাতে মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী সদর আপীলে গুজরিলে ভূমির মোকদ্দমায় তাহার উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার মুদ্রার ন্যূনাধিক সংখ্যাক্রমেই তাহা শ্রাব্য এবং অশ্রাব্য অর্থাৎ সদর আপীলের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বিবেচনা হইবেক অতএব সদর আপীলের সাহেবেরা সেই দুষ্টের সকল ভূমির উৎপন্নের সংখ্যা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত হয় না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহাই অনুমতি করিবেন। আর শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্তৃত্ব আছে যে এই ধারাক্রমে সেই দুষ্টের যে সকল ভূমি জব্দের বিষয়ে ডিক্রী হয় তাহা সুগোচর করিয়া ৪ চারি হফ্তার মধ্যে সেই ডিক্রী জারী করিতে অথবা তাহার এওজে সেই দুষ্টের অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ডলওন উচিত জানেন্ তাহা লইতে হুকুম দিবেন। শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে দণ্ড লইবার হুকুম দিলে যে আদালতহইতে ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতেয় হজুরে যায় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম পাইয়া আপনারদিগের মোতালক অন্যং ডিক্রী জারীর বিষয়ে যেমত উদ্যোগী করিয়া থাকেন সেই মত উদ্যোগ সেই দণ্ডের টাকা উসুল করিবার বিষয়েও করিবেন। ইহাতে যদি ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সেই ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা দণ্ড লইতে হুকুম না হয় তথাপি সেই ডিক্রী সাব্যস্থ অর্থাৎ বহাল থাকিবেক। যদি ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে সেই ডিক্রী জারী করিতে হুকুম হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যে জিলার মোতালকে সেই সকল ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবকে মফঃসল আপীল আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে এক হুকুমলিখন লিখিয়া পাঠাইবেন যে তদনুসারে কালেক্টরসাহেব মৌসুফ সেই দুষ্টের সেই সকল ভূমি ও তাহার মালগুজারীর তহসীল ক্রোককারণ একজন আমীনকে আবশ্যক অর্থাৎ দরকারী আমলাসমেত নিযুক্ত করেন্ ও সেই লিখনে আমীন মজকুর ও তাহার আমলার মাহিয়ানার নিরূপণ লেখা যাইবেক ইহাতে যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই দুষ্টের ভূমি

এই ধারার মতে মফঃসল আপীলে ডিক্রীহওয়া মোকদ্দমাসকলের মধ্যে যে যে মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত হইবেক তাহার কথা।

ভূমি বাজেয়াফ্তের ডিক্রী হইলে শ্রীযুত তাহার এওজে দণ্ডের আজ্ঞা দিবার কথা।

দণ্ডের হুকুম হইলে যে রূপে তাহা উসুল হইবেক তাহার কথা।

হজুরহইতে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা দণ্ড লইতে হুকুম না হইলেও ডিক্রী বহাল থাকিবার কথা।

ডিক্রী বহাল থাকিলে মফঃসল আপীলের সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবকে ভূমি ক্রোক করিতে অনুমতি করিবার কথা।

এমত

এমত অল্প জানেন্ যে তাহার উৎপন্ন সেই আমীনের এলাকার সকল খরচ না কুলায় তবে তাঁহারা কালেক্টরসাহেব মৌসুফকে এই মতে অনুমতি করিবেন যে সেই সকল ভূমির এতমামের বিষয়ে অর্থাৎ ব্যাপার কার্য্য করিতে সেই ভূমির নিকটে যে তহসীলদার থাকে অথবা অন্য যে কেহ তাঁহার তরফ তহসীলের এলাকা রাখে তাহাকে তাহা করিতে হুকুম দেন্ তাহাতে সে কার্য্য যে নিষেধ ও দণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমীনে করিত সেই নিষেধ ও দণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে লোককে সেই কার্য্য করিতে হয় সে করিবেক ইতি।

২৪ ধারা।

ঐ ভূমি বাজেয়াফ্ত হইলে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে তাহা ওয়ারীসানকে দিতে কিম্বা নীলাম করিতে হুকুম দিবার কথা।

কোন দুষ্টের ভূমি জব্দের বিষয়ের ডিক্রী ২৩ ধারার লিখনানুসারে বহাল থাকিলে যদি সেই দুষ্টের উত্তরাধিকারিরা অর্থাৎ ওয়ারীসান সরকারের যে টাকা সেই দুষ্টের স্থানে ওয়াজিবী তলব থাকে তাহা দিতে ও সেই সকল ভূমির যে মালগুজারী নির্দ্ধারিত আছে তাহার সরবরাহ হুজুরী তালুক হইলে সরকারে ও মফঃসলী তালুক হইলে যাহার জমীদারীর শামিলে সে তালুক থাকে তাহার স্থানে করিতে চাহিলে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলেতে সেই ওয়ারীসানকে সেই সকল ভূমিতে দখল দেওয়ান্ কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনে এমত ভূমির নীলামের বিষয়ে যে নিয়ম আছে তদনুসারে সেই দুষ্টের ভূমি নীলাম করিতে হুকুম দিতে কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ ইতি।

২৫ ধারা।

কোন ইজারদার মফঃসল আপীলের হুকুম না মানিলে তথাকার সাহেবেরা তাহাকে হাজির করাইবার ও সে পলাইলে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

যদি সদর মালগুজারীর জমীনের অর্থাৎ সরকারের খাস মহালের ইজারদার কেহ মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীওগয়রহ কিছু হুকুম জারী করাতে দুষ্টতা ও বাধকতা করে তবে সুকৃত্যনুসারে তাহা প্রমাণ হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই ইজারদারকে তাহার জওয়াব দিবার কারণ সমন জারী করিয়া হাজির করাইবেন তাহাতে যদি ইজারদার মজকুর পলায় কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্যের ঘরে লুকাইয়া থাকে কিম্বা স্থানান্তরে যায় যে সে সকল কারণে তাহার উপর সে সমন জারী না হইতে পারে তবে এমত লোকদিগের সম্পর্কে যে সকল উদ্যোগ করিবার হুকুম আছে সেই ইজারদারের সম্বন্ধেও সেই সকল উদ্যোগ ঐ সাহেবেরা করিবেন। তাহাতে যদি ইজারদার মজকুর মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া জওয়াব দিলে ও তাহার সাক্ষির স্থানে সাক্ষ্য শুনিলে তাহার অপরাধ প্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেবেরা এই মত ডিক্রী করিবেন যে সেই ইজারদারের ইজারার জমীন সুবে বাঙ্গালার মধ্যে থাকিলে যে সন সে ডিক্রী হয় সেই সন বাঙ্গলা ও সুবে উড়িয্যার

সেই ইজারদার হাজির না হইলে অথবা হাজির হইলে তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে যে রূপে ডিক্রী হইবেক তাহার কথা।

য্যার মধ্যে থাকিলে সেই সন বিলায়তী ও সুরে বেহারের মধ্যে থাকিলে সেই সন ফসলী গতে তাহার ইজারা মৌকুফ অর্থাৎ বরখাস্ত হইবেক। ইহাতে যদি সে মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত না হয় অথবা উপযুক্ত হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার নিরুপিত মিয়াদের মধ্যে ইজারদার মজকুর সদর আপীলে নালিশ না করে তবে এই দুই হেতুতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শীঘ্র শ্রীযুত গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্‌সেলের হজুরে পাঠাইবেন। যদি সে মোকদ্দমা সদর আপীলে উপস্থিত হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে সদর আপীলের সাহেবেরা আপনারদিগের বিচারক্রমের সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত ত্বরাতেই শ্রীযুত গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্‌সেলের হজুরে গুজরাইবেন। এই ধারার মতানুসারে মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের মধ্যে যে যে মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যে সন ইজারদার মজকুরের সেই ইজারা মৌকুফ হয় সে সন সেই ইজারার জমীনের উৎপন্ন সদর জমা সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সে মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত হইবেক না আর শ্রীযুত গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্‌সেলে এই ধারাক্রমে সেই ইজারা মৌকুফের যে ডিক্রী হয় তাহা সুগোচর করিয়া৪ হফ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে অথবা তাহার এওজে সেই ইজারদারের অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ড লওন উচিত জানেন্ তাহা লইতে হুকুম দিবেন। ইহাতে দণ্ড লইবার হুকুম হইলে ইজারদার মজকুর তাহার ইজারা বহাল রাখিতে না চাহে তবে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে সেই দণ্ড সেই ইজারদারের স্থানহইতেই সরকারে দাখিল করাইয়া হুকুম দেন্ যে সেই ইজারা যাবৎ মুদ্দৎ আখের না হয় তাবৎ বহাল থাকে ও সেই ইজারার মালগুজারীর নিশা মুদ্দৎ আখেরতক ইজারদার মজকুর ও তাহার মালজামিন করে। শ্রীযুত গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্‌সেলে দণ্ড লইবার হুকুম দিলে যে আদালতহইতে ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে গিয়া থাকে সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম পাইয়া আপনারদিগের মোতালক অন্যং ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে মত উদ্যোগ করিয়া থাকেন্ সেই মত উদ্যোগ সেই দণ্ডের টাকা উসুল করিবার বিষয়েও করিবেন। ইহাতে যদি ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সেই ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা দণ্ড লইতে হুকুম না হয় তথাপি সেই ডিক্রী বহাল থাকিবেক ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যে জিলার অধিকারে সেই ইজারার জমীন থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে সেই ডিক্রীর নকল

মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত না হইলে কিম্বা মিয়াদের মধ্যে তাহার আপীল না করিলে ডিক্রীর নকল হজুরে পাঠাইবার কথা।

মোকদ্দমা সদর আপীলে গিয়া তথায় মফঃসল আপীলের ডিক্রী মঞ্জুর হইলে যে উদ্যোগ করা যাইবেক তাহার কথা।

এই ধারামতে মফঃসল আপীলে ডিক্রীহওয়া মোকদ্দমাসকলের মধ্যে যে যে মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত হইবেক তাহার কথা।

হুকুম দিয়া মুদ্দৎ ভরিয়া মাফিক করার ইজারার সরবরাহ ইজারদারের স্থানে লওয়াইতে হজুরের কর্তৃত্ব থাকিবার কথা।

সেই দণ্ড যে আদালতে যে মতে উসুল হইবেক তাহার কথা।

ইজারা মৌকুফের ডিক্রী হইলে সরকারের বাকী ইজারদারের স্থানে রহিলে যে রূপে উসুল হইবেক তাহার কথা।

নকল পাঠাইবেন তাহাতে ইজারদার মজকুরের ইজারা মৌকুফ হইবাতে ইজারা মৌকুফের সন আখেরীর পর সরকারের মালগুজারীর বাকী কিছু সেই ইজারদারের জিম্মা হয় তাহার নিশা ইজারদার মজকুর ও তাহার মালজামিন করিবেক ও এই আইনের মতে যে ইজারদারের ইজারা মৌকুফ হয় তাহার স্থানে বাকী টাকা উসুলের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারায় যে সকল উদ্যোগকরণের নিয়ম আছে সেই জিলার কালেক্টরসাহেব ঐ বাকী টাকা উসুলের কারণ সেই সকল উদ্যোগ করিবেন। ইহাতে সেই ইজারদারের ইজারার মোতালক কোন তালুকদার কিম্বা কটকিনাদার অথবা প্রজার স্থানে তাহার ইজারা মৌকুফের সময়তক কিছু মাল গুজারী তাহার যথার্থ প্রাপ্তব্য অর্থাৎ ওয়াজিবী তলব থাকিলে ইজারদার মজকুরের সাধ্য আছে যে তাহা উসুলের কারণ যে জিলায় তাহার ইজারার জমীন থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে তাহারদিগের নামে নালিশ করে ইতি।

ইজারদারদিগের ইজারা মৌকুফ হইলে তাহারদিগের বাকী পাওনা যে রূপে উসুল হইবেক তাহার কথা।

২৬ ধারা।

যাহার বৃত্তি বিধান ও ইজারা ভূমি না থাকে সে মফঃসল আপিলের হুকুম না মানিলে তথাকার সাহেবেরা তাহাকে হাজির করাইবেন আর সে পলাইলে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

যদি সদর মালগুজারীর এলাকার জমীদারপ্রভৃতি সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারছাড়া অন্য কেহ মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীওগয়রহ কিছু হুকুম জারী করাতে দুষ্টতা ও বাধকতা করে তবে সুকৃত্যানুসারে তাহা প্রমাণ হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই দুষ্টকে তাহার জওয়াব দিবার কারণ সমন জারী করিয়া হাজির করাইবেন তাহাতে যদি সেই দুষ্ট পলায় কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্যের ঘরে লুকাইয়া থাকে কিম্বা স্থানান্তরে যায় যে সে সকল কারণে তাহার উপর সে সমন জারী না হইতে পারে তবে এমত লোকদিগের সম্পর্কে যে সকল উদ্যোগ করিবার হুকুম আছে সেই দুষ্টের সম্বন্ধেও সেই সকল উদ্যোগ ঐ সাহেবেরা করিবেন। তাহাতে যদি সেই দুষ্ট মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া জওয়াব দিলে ও তাহার সাক্ষির স্থানে সাক্ষ্য শুনিলে তাহার অপরাধ প্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেবেরা সেই দুষ্টের অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ড দাখিলকরাণ উচিত জানেন্ তাহাই ডিক্রী করিবেন। তাহাতে মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া নগদ টাকার মোকদ্দমার আপীল সদর আপীলে হইবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দিষ্ট আছে এই ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ডিক্রী করিবেন সে সকল মোকদ্দমার প্রতি ঐ সকল দাঁড়া ও হুকুম সাবাস্থ রহিবেক ইহাতে যদি দণ্ডের টাকার সংখ্যা সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হয় কিম্বা সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অতিরিক্ত হইলে যদি সেই দুষ্ট সদর আপীলের নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল সদর আপীলে না করে এই দুই হেতুতে আপীল

এই ধারাক্রমে যাহার উপর দণ্ডের ডিক্রী হয় সে সদর আপীলে আপীল করিবার ক্ষমতা রাখিবার কথা।

এই ধারাক্রমে ডিক্রী হইলে তাহা মফঃসল আপীলের সাহেবেরা যে সময়ে যে রূপে জারী করিবেন তাহার কথা।

আদালতের

আদালতের সাহেবেরা যেরূপে নক্ত টাকার অর্থাৎ মোকদ্দমার ডিক্রীর টাকা উসুল করিবার বিষয়ে সাধ্য রাখেন্ সেইরূপ সাধ্য এই দণ্ডের টাকা উসুল করিবার বিষয়েও রাখিবেন্ ইতি।

২৭ ধারা।

মফঃসল আপীলের ডিক্রীমতে কাহারো স্থানে টাকা তলব হইলে তথাকার সাহেবেরা জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে তাঁহারদিগের কৃত ডিক্রীর টাকা উসুল করিবার মতে সে টাকা উসুল করিতে লিখিবার কথা।

যে সময়ে মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীমতে কোন জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারির স্থানে যে টাকা ন্যায্য পাওনা হয় সে সময়ে সে টাকা উসুল করিতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবকে অনুমতিকরণ উচিত জানেন্ তাঁহাকেই অনুমতি করিবেন জজসাহেব মৌসুফ তাঁহার আদালতে নগদ টাকার মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে সে টাকা উসুলের বিষয়ে যাহা নির্দ্ধারিত আছে তদনুসারে এ টাকাও এমত লোকের স্থানহইতে উসুল করিবেন ইতি।

২৮ ধারা।

মাধ্যস্থের বিচারে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীলের আরজী মধ্যস্থের ত্রুটি পুমাণ না হইলে অগ্রাহ্য হইবার কথা।

জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে মাধ্যস্থের বিচারক্রমে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমা অর্থাৎ সালিসে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকে তাহার আপীলের দরখাস্তী আরজী মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকট উপস্থিত হইলে ঐ সাহেবেরা যমধ্যস্থেরা সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে রেস্বৎখুরী কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে এমত পুমাণ ২দুই জন মাতবর সাক্ষির সুকৃতির দ্বারা না জানিলে সে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিয়া আদালতের খরচা দিতে সেই ফরিয়াদীর উপর হুকুম করিবেন ইতি।

২৯ ধারা।

মফঃসল আপীলে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্রে নম্বর ও নিশানী ও তারিখবন্দী হইবার মতের কথা।

মফঃসল আপীলের ডিক্রীতে তথাকার জজসাহেবেরা ও রেজিষ্টর সাহেব দস্তখৎ করিয়া তাহার নকল উভয় বিবাদিকে দিবার কথা।

যে সময়ে যে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত হয় সে সময়ে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেব সেই আদালতের উপস্থিত যাবদীয় মোকদ্দমার নালিশী আরজী ও উত্তর পুত্যুত্তরাদির কাগজে ও নিদর্শনী কাগজপত্রে যে মতে পত্রাঙ্ক অর্থাৎ নম্বর ও চিহ্ন ও তারিখ স্বাক্ষরে লিখেন সেই মতে মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেব আপীলের দরখাস্তী আরজী ও উত্তর পুত্যুত্তরাদির জোবানবন্দীইত্যাদি নিদর্শনী কাগজপত্রে নম্বর ও চিহ্ন ও তারিখ স্বাক্ষরে লিখিবেন। এবং মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যাবদীয় মোকদ্দমার যে সকল ডিক্রী তথাকার সকল জজসাহেবের সাক্ষাৎ আদালতের সময়ে হইয়া থাকে সে সকল ডিক্রী যথার্থ দৃষ্টে তাহার উপর সেই জজসাহেবেরা ও রেজিষ্টরসাহেব দস্তখৎ করিবেন ও সেই

সকল

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

সকল ডিক্রীর নকল উপরের লিখনানুসারে নকলের দস্তখতে উভয় বিবাদিকে দিবেন ইতি।

৩০ ধারা।

মফঃসল আপীলে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত নহে তাহার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া সকল মোকদ্দমার মধ্যে যে মোকদ্দমা সদর আপীলের উপযুক্ত নহে তাহার তফসীল নীচে লেখা গেল।

তফসীল।

যে নিষ্কর ভূম্যাদির সাম্বৎসরিক উপৎপন্ন সিক্কা ১০০ এক শতটাকার অধিক না হয় তাহার মোকদ্দমা।

উপরের লিখিত স্থাবরাদিছাড়া যে নগদ টাকা কি দ্রব্যাদির সংখ্যা কি মূল্য সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হয় তাহার মোকদ্দমা।

যে সকর জমীদারী ও হজুরী তালুক ও মফঃসলী তালুকআদি ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অতিরিক্ত না হয় তাহার মোকদ্দমা।

৩১ ধারা।

মফঃসল আপীলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের স্থানে কাগজের তরজমা না চাহিবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম নাই যে কি আপীলের মোকদ্দমা কি অন্য মোকদ্দমা কি অন্য২ যেং কার্য্যের কাগজপত্র এদেশের ভাষা ও অক্ষরে থাকে তাহার তরজমা জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবেরদের স্থানে তলব করেন্ ইতি।

৩২ ধারা।

যে বিষয়ের দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল না তাহা মফঃসল আপীলের সাহেবেরা কি রূপে করিবেন তাহার কথা।

যে সকল বিষয়ের কারণ কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল না সে সকল বিষয় উপস্থিত হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যাহা ন্যায় বোধ করেন্ তাহার মতে বিচার করিবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. P. FORSTE[R]

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তির আধিক্যের ও মতের নির্ণয়ের এবং যে সকল মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া পরে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হয় সে সকল মোকদ্দমা শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার দাঁড়া নির্দ্দিষ্টের আইন শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্‌সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৩ তৃতীয় আইনের মতে দেওয়ানী সমস্ত মোকদ্দমার প্রথম বিচারের নিমিত্ত সমস্ত জিলা ও শহর আজীমাবাদ ডাকে পাটনা ও শহর জাঁহাঙ্গীর নগর ডাকে ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবার কারণ এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের অনুসারে ৪ চারি এলাকায় মফঃসল আপীল আদালত নির্দ্ধারিত হওনপ্রযুক্ত আবশ্যক হইল যে সদর দেওয়ানী আদালত অর্থাৎ দেওয়ানী যাবদীয় মোকদ্দমার শেষ আপীল আদালতেরো শক্তির আধিক্য হয় এবং সদর দেওয়ানী আদালতের নিমিত্তে যে সকল আইন পূর্ব্বহইতে নির্দ্দিষ্ট আছে সে সকল আইন তাহার তাবের সমস্ত আদালতের প্রকৃত দাঁড়াক্রমে পরিবর্ত্ত ও বদল হয় অতএব নীচের লিখনানুসারে সকল দাঁড়া নির্দ্ধারিত হইল ইতি।

২ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুর ও সুপ্রেম কৌন্‌সেলের অন্য সাহেবদিগের বৈঠকই সদর দেওয়ানী আদালত হইবেক ইতি।

শ্রীযুত ও কৌন্‌সেলী অন্য সাহেবদিগের বৈঠকই সদর দেওয়ানী আদালত হইবার কথা।

৩ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ২। সওয়া দুই বুরুল প্রশস্তে চক্রাকৃতি অর্থাৎ

সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরের কথা।

ক ত গোল

গোল হইয়া তাহাতে নীচের লিখিত ভাষা পারসী ও বাঙ্গলা ও নাগরী অক্ষরে খোদা যাইবেক মোহরের ভাষা এই যে মোহর সদর দেওয়ানী আদালত। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মোকাম কলিকাতার মধ্যে যে কোন বড় কোটায় উচিত হয় তথায় কার্য্যের আবশ্যকতাক্রমে বৈঠক করিবেন। তাহাতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপস্থিত কার্য্য বুঝিয়া সময়ক্রমে কোন নির্দ্দিষ্ট বৈঠকের দিনের বৈঠক মৌকুফ করেন্। এবং বৈঠকের দিন ও দরবারের সময়ছাড়া ঐ আদালতের এলাকার কোন হুকুম ও ডিক্রী ও ব্যাপার কার্য্যও না করেন্ ইতি।

কলিকাতা শহরে সদর দেওয়ানী আদালতের বৈঠকের কথা।

নির্দ্দিষ্ট বৈঠকের দিনে ও বৈঠক না করণের কথা।

বৈঠকের দিন ও দরবারের সময়ছাড়া আদালতের কার্য্য না চালাইবার কথা।

৪ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে যে মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তিকারণ জিলা কিম্বা শহরের আদালতে সমর্পণ করিবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব যে মোকদ্দমা না শুনিয়া থাকেন্ কিম্বা শুনিতে শৈথিল্য করিয়া থাকেন্ ও সে জিলা কিম্বা শহর যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের তাবে হয় তথায় সে মোকদ্দমার নালিশ ফরিয়াদী করিয়াছিল সে আপীল আদালতের সাহেবেরাও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৭ সপ্তম ধারাক্রমে তাহা শুনিয়া সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবের নামে হুকুমনামা না দিয়া থাকেন্ এমত প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমার নালিশী আরজী লইয়া সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি কারণ সেই জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের নামে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে হুকুমনামা লিখিয়া পাঠান্। তাহাতে সে মোকদ্দমার ফরিয়াদী সেই হুকুমনামা পঁহুছিবার ও তাহার সংবাদ পাইবার তারিখহইতে ৬ ছয় হফ্তার মধ্যে সেই জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের নিকটে আপনি মোকদ্দমা না করিলে সে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমত হুকুম হইলেও সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ অর্থাৎ অগ্রাহ্য করেন্। এবং সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলে সেই ডিস্‌মিসের হেতুযুক্তে তাহার সমাচার দেওয়ানী আদালতের মোহর ও আপন দস্তখতে লিখিয়া সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিসের তারিখহইতে সপ্তাহের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ ইতি।

ফরিয়াদী ৬ হফ্তার মধ্যে আপন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করিলে তাহার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবার কথা।

জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব ডিস্‌মিস্ করিবার সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত ও নিষ্পত্তি হইতে পারে তাহাতে যদি এমত প্রমাণ হয় যে পূর্ব্বে সে মোকদ্দমার নালিশী আরজী সেই জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের নিকটে দিয়াছিল সে জজসাহেব সে আরজীর মজমুন ওয়াজিবী ও আইনের মতে তাঁহার শুনিবার যোগ্য তথাচ শুনেন্ নাই ও সেই

জিলা কিম্বা শহরের আদালতে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে কিম্বা নিষ্পত্তি হইলে পর সে মোকদ্দমার আপীলের আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে দাখি

জিলা কিম্বা শহরের আদালত যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের তাবে তথাকার সাহেবদিগের নিকটেও সেই ফরিয়াদী সে আরজী দিয়াছিল সে আপীল আদালতের সাহেবেরাও সে বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ৮ অষ্টম ধারার নিয়মক্রমে হুকুমনামা পাঠাইতে অবজ্ঞা করিয়াছেন তবে সে আরজী লইয়া সেই জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবকে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে এক হুকুমনামা এমতে লিখেন্ যে সেই জজসাহেব সে আরজী লইয়া হুকুমমাফিক কার্য্য করেন্ এবং সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে সে মোকদ্দমার যাহা করেন্ তাহা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে লিখেন্ ইতি।

ল হয় সে আরজী তথায় যে গতিকে লওয়া যায় সেক ও তাহা লইয়া যে উদ্যোগ করা যাইবেক তাহার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে কোন জিলা কিম্বা শহরের আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া যে মোকদ্দমা মফঃসল আপীলের আদালতের বিচারের যোগ্য হয় ও যে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দিলে সে সাহেবেরা তাহা না লইয়া থাকেন্ অথবা লইতে অসম্মত হইয়া থাকেন্ এমত প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী লইয়া সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে এক হুকুমনামা এইমতে লিখেন্ যে সে মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য করিয়া বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্। তাহাতে যে তারিখে সে হুকুমনামা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পঁহুছে সেই তারিখহইতে ৬ ছয় হফ্তার মধ্যে তাহার সংবাদ সেই আপেলাণ্ট অর্থাৎ আপীলের ফরিয়াদী পাইয়া আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করিলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সদর দেওয়ানী আদালতের এমত হুকুম হইলেও সে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন্। এবং ডিস্মিস্ করিলে সেই আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ডিস্মিসের হেতুযুক্তে তাহার সমাচার ডিস্মিস্করণের তারিখহইতে সপ্তাহের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতের মোহর ও আপনারদিগের দস্তখতে লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে যে মোকদ্দমার আপীল লইবার এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার জন্য মফঃসল আপীল আদালতে সোপর্দ্দ করিবেন তাহার কথা।

আপেলাণ্ট ৬ হফ্তার মধ্যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করিলে তাহার মোকদ্দমার ডিস্মিস্ হইবার কথা।

আপীল আদালতের সাহেবের মোকদ্দমা ডিস্মিসের সমাচার সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিবার কথা।

দ্বিতীয় প্রকরণ। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে যে কোন মফঃসল আপীল আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত রহে কিম্বা তাহার নিষ্পত্তি হয় সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী যদি পূর্ব্বে মফঃসল আপীল আদালতের

মফঃসল আপীল আদালতে আপীলওগয়রহের সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবার কিম্বা নি

প্রাপ্তি হইবার সময়ে সে সকল মোকদ্দমার আপীলের আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে দিলে তথায় যে প্রাপ্তিকে লওয়া যাইবেক ও তাহা লইয়া যে উদ্যোগ করা যাইবেক তাহার কথা।

সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া গিয়া থাকে ও সে সাহেবেরা সে আরজীর মজমুন ওয়াজিবী ও আইনের মতে তাঁহারদিগের শুনিবার যোগ্য তথাচ শুনেন্ নাই এমত প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত আরজী লইয়া সেই এলাকার মফস্বল আপীল আদালতের সাহেবদিগের সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে এক হুকুমনামা এইমতে লিখেন্ যে সে আরজী লইয়া মাফিক হুকুম কার্য্য করেন্ এবং সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে সে মোকদ্দমার যাহা করেন্ তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে লিখেন্ ইতি।

৬ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি তথাকার উপস্থিত অথবা মোতালক মোকদ্দমার উভয় বিবাদির সঙ্গে পত্রাদি লিখনপঠনের বিষয়ে নিষেধের কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি নিষেধ আছে যে ঐ আদালতের উপস্থিত অথবা সম্পর্কীয় মোকদ্দমার উভয় বিবাদির সহিত পত্রাদি লিখনপঠন না করেন্। যদি ঐ আদালতের তাবের এমত মোকদ্দমার উভয় বিবাদির কেহ কিম্বা অন্যো চাহে যে ঐ সাহেবদিগের হুজুরে কিছু আরজী করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তাহা লিখিয়া আপনি আদালতে হাজির হইয়া দেয় অথবা ঐ আদালতের চিহ্নিত উকীলদিগের একের দ্বারা দাখিল করায় তাহাতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার আরজীকরণের বিষয়ে আইনের মতে যে হুকুম উচিত জানেন্ তাহাই লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে সেই হুকুমের নকল তাহাকে কিম্বা তাহার উকীলকে দেন্ ইতি।

৭ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে আপীলআদির যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার বিচার সমস্ত জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমার বিচারকারণ যে সকল হুকুম ও ত্বরা নির্দিষ্ট আছে তদনুসারে করিবার কথা।

যে কোন আইনের অনুসারে যে মোকদ্দমার বিচার প্রথমকরণের শক্তি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের থাকে এবং মফস্বল আপীল আদালতের নিষ্পত্তির পর যে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হয় ঐ সকল মোকদ্দমায় সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা যে রূপে আপনারদিগের আদালতে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির সাধ্য রাখেন্ এবং যে সকল হুকুম ও ত্বরা তাঁহারদিগের সম্পর্কে নির্দিষ্ট আছে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগেরো কর্ত্তব্য যে সেই ন্যায়ানুসারে ও সেই সকল হুকুম ও ত্বরার দৃষ্টে সাক্ষিরদিগের কথা শুনিবার মতছাড়া মতান্তরে উপরের লিখিত সকল মোকদ্দমার বিচার করেন্ ইতি।

৮ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদা

সদর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের নিকটে যদি কেহ কোন জিলা কিম্বা

কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের অথবা কোন মফঃসল আপীল আ দালতের সাহেবের নামে এমত প্রকারে নালিশ করে যে সে সাহেব আপন সুকৃতির বহির্ভূতে রেস্বৎ লইয়াছেন তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্তব্য যে সেই ফরিয়াদীর নালিশ প্রমাণার্থে তাহাকে সুকৃতি করাইয়া অথবা তাহার বিশিষ্টতাজন্য তাহাকে সুকৃতিকরণে ক্ষমা দেওয়া উচিত হইলে তাহার স্থানে কেবল নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইতে চিত্ত প্রকাশিলে তাহাই করাইয়া লইয়া সেই ফরিয়াদী হাজিরথাকন ও আপন মোকদ্দমাকরণের নিমিত্তে তাহার স্থানে যত টাকার নিয়মে হাজিরজামিনলওন সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা উচিত জানেন্ তত টাকার নিয়মে হাজিরজামিন দাখিল করাইয়া তাহার নালিশী আরজী লইবেন সেই ফরিয়াদী সুকৃতি কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না করিলে ও হাজিরজামিন না দিলে তাহার নালিশ লইবেন না। যদি কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নামে কোন মোকদ্দমার নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে হইয়া পরে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার নালিশ লইলে কিম্বা তথায় সে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে চাহেন্ সে মোকদ্দমা আপনারদিগের সাক্ষাৎ বিচারের কারণ তাহার উভয় বিবাদিকে কলিকাতায় তলব করেন্ অথবা জিলা কিম্বা শহরের আদালতসকলের সাহেবদিগের কেহ সে মোকদ্দমার আসামী হইলে সে আদালতের সাহেব যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের তাবে হন্ সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমা সমর্পণ করিবেন অথবা কোন এক মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের মধ্যের কোন সাহেব আসামী হইলে অন্য২ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের তিন জন সাহেব কিম্বা ততোধিক জন সাহেবদিগেরে সে মোকদ্দমার বিচারের জন্য হুকুম করিয়া অনুমতি করিবেন যে তাঁহারা একত্র হইয়া সে মোকদ্দমার বিচার করেন্ অথবা যে কোন কারণে একটপার্লিমেণ্ট অর্থাৎ বিলায়তের কর্মকর্তা সাহেবদিগের যে যে হুকুমমাফিক এমত মোকদ্দমা সুপ্রেমকোর্ট এতাবতা বড় আদালতে হইয়া তথায় শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব হইবার নির্দ্ধারিত আছে তদনুসারে সে মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ উকীলের মারফতে সওয়াল ও জওয়াব হইবার কারণ হুকুম দিতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পরামর্শ দেন্। যদি সে মোকদ্দমা প্রমাণ হয় তবে গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে চাহেন্ সেই আদালতের সাহেবকে তাঁহার কার্য্যহইতে অবসর করেন্ অথবা কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চাকরীহইতে যবেস্থবে রাখিবেন কিম্বা অন্য যে হুকুম তাঁহার সম্পর্কে করণ

লতের সাহেবদিগের নিকটে যে কালে কোন জিলা কিম্বা শহরের আদালতের অথবা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবের নামে রেস্বতের নালিশ উপস্থিত হয় সে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

রেস্বতের নালিশ প্রমাণ হইলে তাহার যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

রেস্বতের নালিশ প্রমাণ না হইলে ফরিয়াদীর উপর হুরমতের দাওয়া হইতে পারিবার কথা। এই ধারার লিখিত দাঁড়ায় ফরিয়াদী আপন নালিশ একবারে বড় আদালতে করিতে সাধ্য রাখিবার কথা।

উচিত জানেন্ তাহাই করিবেন। যদি সে মোকদ্দমা প্রমাণ না হয় তবে সে আদালতের সাহেবের সাধ্য আছে যে সে ফরিয়াদী যে আদালতের তাবে হয় সেই আদালতে তাহার নামে আপন মর্য্যাদার দাওয়ায় নালিশ করেন্। কিন্তু জানিবেন যদি উপরের লিখিত সকল দাঁড়ায় কেহ কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেব অথবা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবের নামে রেস্বতের নালিশ রাখে তবে এমত বিষয়ের নিমিত্তে বিলায়তের যে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তাহাকে নিষেধ নাই যে সে নালিশ একবারে বড় আদালতে উপস্থিত না করে ইতি।

৯ ধারা।

মফঃসল কমিটের সাহেবদিগের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ মাই তারিখের পূর্ব্বে নিষ্পত্তি পাইয়াছে তাহার যে যে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে গতিকে লইবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে নীচের লিখিত সমস্ত বেওরাক্রমে আপীলের সকল মোকদ্দমা লন্ ও নিষ্পত্তি করেন্। ১ একমত এই যে যে সকল মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সালের ৬ আপ্রিলের পূর্ব্বে মফঃসল কমিটের প্রধান সাহেব ও অন্য সাহেবদিগের নিকটে প্রথমতঃ কিম্বা আপীলক্রমে নিষ্পত্তি হইয়া পুনরায় সে সকল মোকদ্দমার আপীলের আরজী ইঙ্গরেজী ১৭৮২ সালের ১ ফিব্রুআরী কিম্বা তাহার পূর্ব্বে সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সেলী সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে। ২ দ্বিতীয় মত এই যে যে সকল মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সালের ৬ আপ্রিল ও ১৭৯৩ সালের ১ মাই উভয় তারিখের মধ্যে কলিকাতার সাবেক কমিট কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে প্রথম উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে কিম্বা কোন কালেক্টরসাহেব অথবা কোন জিলার তহঃসলের কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের অন্য কোন চাকরের স্থানে নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে ও ঐ সকল মোকদ্দমা ডিক্রীর তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে ঐ কমিট কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অথবা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সেলী সাহেবদিগের নিকটে কিম্বা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের বৈঠকে তাহার আপীল হইয়া থাকে। কিন্তু জানিবেক যে যদি উপরের লিখিত সকল মোকদ্দমায় আপেলাণ্ট আপীলের আরজী দিয়া ৬ ছয় হফ্তাপর্য্যন্ত তাহার সওয়াল ও জওয়াব না করিয়া থাকে তবে আপেলাণ্ট পূর্ব্বে আপন মোকদ্দমা না করণের বিশিষ্ট হেতু না দর্শাইতে পারিলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমা না শুনিয়া ডিস্মিস্ করিবেন ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে এই ধারার লিখিত

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে উপরের লিখিত প্রকরণের সকল তারিখের পরে যে সকল মোকদ্দমার আপীল তাঁহার

দিগের

দিগের নিকটে উপস্থিত হয় আপেলাণ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে সে আপীলের দরখাস্ত না দাখিল করিবার বিশিষ্ট হেতু দর্শাইতে পারিলে তাহাও লন্। কিন্তু ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই প্রকরণ ও উপরের প্রকরণানুসারে নিয়মিত কাল গতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল শুনিবার ও বিচার করিবার শক্তি তাঁহারদিগের আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে সাবধানে শুনেন্ এমত না হয় যে যে সকল লোক পূর্ব্বের নিষ্পত্তিক্রমে বিরোধের বস্তুতে ভোগদখল রাখে পুনরায় তাহার দাওয়া হইতে পারিবার ভাবনায় আপনারদিগের হস্তবশ বস্তুতে ভোগদখল থাকিবার বিষয়ে মনস্থির না রাখে। আর ঐ সাহেবদিগের উচিত যে যে সময় সেই সকল মোকদ্দমার আপীল শুনেন্ কিম্বা না শুনেন্ তাহার বেওরা হেতু আপনারদিগের রোয়দাদে লেখান্ ইতি।

সকল তারিখের পরে যে সকল মোকদ্দমার আপীল উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার আপীল লইতে যে যে গতিকে তাঁহাদিগের শক্তি আছে তাহার কথা।

ঐ সাহেবদিগের স্বমতানুসারে কার্য্য করিলে তাহার হেতু বহীতে লিখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে উপরের লিখিত এই নবম ধারার দুই প্রকরণানুসারে যে সকল মোকদ্দমার আপীল উপস্থিত হয় এবং যে যে প্রকার মোকদ্দমার আপীল ঐ সাহেবেরদিগের নিকটে হইতে পারে সে সকল মোকদ্দমায় ঐ সাহেবদিগের শক্তি আছে যে সে সকল মোকদ্দমার পূর্ব্বের ডিক্রীর লিখিত বিষয়সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যের কিছু অগ্রাহ্য করেন্ অথবা সাব্যস্থ রাখেন্ এবং সে সকল ডিক্রীর বিষয়ে অন্য যে হুকুম সদ্বিচারক্রমে দিতে হয় তাহাও দেন্ এবং আদালতের খরচা দিবার বিষয়ে সে সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদির যাহার প্রতি হুকুম দেওয়া উচিত জানেন্ তাহার প্রতি হুকুম দেন্ ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে যে সকল মোকদ্দমার আপীল উপস্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি যে মতে হইবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

নিস্কর ভূম্যাদি স্থাবর যে বস্তুর সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০ একশত টাকার অধিক হয় এবং করসম্বন্ধীয় যে জমীদারী ও হজুরী তালুকআদির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অতিরিক্ত হয় এবং মফঃসলী যে সকল তালুকের রাজস্ব সম্বৎসরে সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক হয় এবং উপরের অপ্রস্তাবিত যে সকল স্থাবর বস্তুর উৎপন্ন সম্বৎসরে সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক হয় এবং অস্থাবর যে বস্তুর মূল্য সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক হয় এমত বিষয়ের সকল মোকদ্দমার যে মোকদ্দমা কোন মফঃসল আপীল আদালতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ মাই তারিখের পরে নিষ্পত্তি পাইয়া ডিক্রী হয় সে ডিক্রীক্রমে যে কেহ আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত অনুমান করে তাহার সাধ্য আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে এক আরজী দিয়া করে ও সে আরজী সকর কিম্বা নিস্কর ভূমির মোকদ্দমা হইলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্ন ও নগদ টাকা হইলে তাহার সংখ্যার উপর ও অন্য বস্তু হইলে তাহার মূল্য এবং যাহার স্বত্বে অর্থাৎ হকে ডিক্রী হয় তাহার নাম

মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিপাওয়া যে যে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে তাহার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের আরজীর সঙ্গে ডিক্রীর নকল কিম্বা যে লোক আরজী দেয় তাহার একরারনামা সেই নকল না পাইবার বেওরা নিদর্শনে দাখিল হইবার কথা।

আপীলের আরজী দাখিল করিবার কালনিয়মের কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে গতিকে নিয়মিত কাল গতে আপীলের আরজী লইবার শক্তি রাখেন্ তাহার কথা।

ঐ সাহেবেরা নিয়মিত কাল গতে আপীলের আরজী লইবার কিম্বা না লইবার হেতু বহীতে লেখাইবার ও ৯ নবম ধারার লিখিত কর্ম্মে সাবধান হইবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতে কেহ কোন স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমায় হারিলে ডিক্রী হইবার কালে সে স্থাবর বস্তু তাহার দখলে থাকিলে সে লোক এই ধারার লিখনানুসারে জামিন দিলে সে ডিক্রী জারী না হইয়া যথাস্থবে থাকিবার কথা।

পরাজিত লোক জামিন না দিলে ডিক্রী জারী হইবার কথা।

নাম এবং যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইয়া থাকে সেই এলাকার আপীল আদালতের নাম এবং ডিক্রীর হুকম হইবার সময়ে এবং যে বস্তুর উপর ডিক্রী হয় ও সে ডিক্রী জারী হইয়াছে কি না এবং সে মোকদ্দমার আপীলের হেতু বেওরা করিয়া কিম্বা মোটে সেই আরজীতে লেখা যায় এবং মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর মঞ্জুরী নকল কিম্বা যে লোক আরজী দেয় তাহার অথবা তাহার উকীলের একরারনামা এই নিদর্শনে যে সেই লোক সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির তারিখহইতে ১০ দশ দিনের পরে সে ডিক্রীর নকল পাইবার দরখাস্ত মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে করিয়াছিল কিন্তু পায় নাই সেই আরজীর সঙ্গে দেয়। এবং ডিক্রীর তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে এমত আরজী সে মোকদ্দমা যে মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইয়া থাকে তথায় অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল হয় ইহাতে যে লোক আরজী দেয় তাহার আরজী ঐ নিয়মিত কাল গতেও সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিবার সাধ্য এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের লইবার শক্তি আছে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে সে আপীলের আরজী দিতে বিলম্বের বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু বিশিষ্ট হেতু জানা ইতে পারে। কিন্তু নিয়মিত কাল গতে যে সময়ে আপীলের এমত আরজী সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দাখিল হয় সে সময়ে তাঁহারা সে আরজী লন্ কি না লন্ তাহার বেওরা হেতু বহীতে লেখাইবেন আর নিয়মিত কাল গতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় তাহার আরজী এমতে লইলে তাহা শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ে ৯ নবম ধারার লিখনক্রমে সাবধান হইবেন। যদি জমীদারী কিম্বা হুজুরী তালুক অথবা অন্য ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অপর স্থাবর বস্তুর যে মোকদ্দমা ডিক্রী হইয়া থাকে ও তাহার আপীল হয় এবং ডিক্রী হইবার কালে সে ভূমিতে আপেলাণ্টের দখল রহে তবে সে মোকদ্দমায় যদি সে আপেলাণ্ট উপরের লিখিত জমিদারীআদি বস্তুর এক বৎসরের উৎপন্নের সমান টাকার নিয়মে মাতবর মালজামিনসমেত এই মজমূনে একরারনামা দেয় যে এ মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের যে হুকম হইবেক তাহা মানিব তবে যাবৎ সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী জারীহওন মৌকুফ থাকিবেক যে লোকের হকে সে ডিক্রী হইয়া থাকে সে লোক কদাচ সেই কালপর্য্যন্ত সেই ডিক্রীর মতে দখল পাইবেক না। কিন্তু যদি সেই আপেলাণ্ট আপীলের আরজী দাখিল হইলে পর প্রথম মিসিলের দিনে অর্থাৎ যে দিন প্রথম আদালত হয় সে দিনে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে উপরের লিখনানুসারে মালজামিনসমেত একরারনামা না দেয় তবে যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইয়া থাকে তথাকার সাহেবেরা সে

ডিক্রী

ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দিবেন। এবং উপরের লিখিত মোকদ্দমাছাড়া অন্য সমস্ত মোকদ্দমায় মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপীলের আরজী দাখিল হইলে পর চান্ ডিক্রী জারী করিতে অথবা যে বস্তুর উপর ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার মূল্যের সমান টাকার নিয়মে মাতবর মালজামিনসমেত একরারনামা দাখিল করিতে হুকুম দেন্। যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দেন্ তবে যাহার হকে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে যে বস্তুর উপর ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার মূল্যের সমান টাকার নিয়মে মাতবর মালজামিনসমেত এই মজমুনে একরারনামা দেয় যে যদি সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল হয় তবে তথাকার যে হুকুম হইবেক তাহা মানিব। এবং সকল বিষয়েই যে সময়ে যে কেহ আপীলের দরখাস্ত করে তাহার কর্ত্তব্য যে যে বস্তুর উপর ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সিক্কা ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক না হয় এমত যত টাকা খরচার মাল জামিন লওন উচিত জানেন্ তত টাকার নিয়মে মাতবর মালজামিনসমেত একরারনামা এই মজমুনে দেয় যে সদর দেওয়ানী আদালতে এ মোকদ্দমায় যে খরচার নিমিত্তে ডিক্রী হয় আমি তাহা দিব এবং সে ডিক্রীর লিখিত অন্য সমস্ত হুকুম ও মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিব। যে কালে উপরের লিখনানুসারে মাতবর মালজামিনসমেত একরারনামা মফঃসল আপীল আদালতে দাখিল হয় সে কালে আদি জজ অর্থাৎ সে আদালতের প্রধান সাহেব অব্যাজে আপীলের দরখাস্তী আরজীর পৃষ্ঠে তাহা দাখিল হইবার তারিখ আপন কলমে লিখিয়া আপন নাম দস্তখতে সহী করিবেন এবং রোয়দাদের মধ্যে যে স্থানে ডিক্রী লেখা থাকে তাহার পার্শ্বে সমান স্থানে আপীল হইল এই শব্দ লিখিবেন পশ্চাৎ সে আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং যে লোক আপীলের দরখাস্ত করে তাহাকে এ বিষয়ের সংবাদ সেই মফঃসল আপীল আদালতের এই মজমুনের এক লিখনের দ্বারা দিবেন যে তাহার মোকদ্দমার রোয়দাদের নকল ১৫ পনর দিনের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক তাহাতে যে লোক আপীলের দরখাস্ত করে সে লোক যদি সদর দেওয়ানী আদালতের মিসিলে তাহার মোকদ্দমা দাখিল হইলে পর ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে তথায় সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করে তবে তাহা করণের বিলম্বের বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু বিশিষ্ট হেতু না জানাইতে পারিলে তাহার মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে ডিস্মিস্ হইবেক ইতি।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা অস্থাবর বস্তুর সকল মোকদ্দমার ডিক্রীজারী করিতে অথবা আপেলান্টের স্থানে জামিন লইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনারদিগের কৃত ডিক্রী জারী করিতে হইলে যাহার হকে ডিক্রী হয় তাহার স্থানে সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম মানিবার বিষয়ে জামিন লইবার কথা।

সকল মোকদ্দমাতেই যে কেহ আপীলের দরখাস্ত করে তাহার স্থানে এইধারার লিখনানুসারে জামিন লইবার কথা।

যে লোক আপীলের দরখাস্ত করে সে যে কালে এই ধারার লিখনানুসারে জামিন দেয় সে কালে মফঃসল আপীল আদালতের প্রধান সাহেব দরখাস্তের পৃষ্ঠে এই ধারার মধ্যবর্ত্তি শব্দে সহী করিয়া তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

১১ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের কৃত নিষ্পত্তি

আপীলহইতে লাগিলে

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ১৫দিনের মধ্যে মোকদ্দমার রোয়দাদওগয়রহ্ আসল কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের স্থানে পাঠাইবার কথা।

মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে তাহার আপীলের দরখাস্তী আরজী লইবার তারিখহইতে ১৫ পনর দিনের মধ্যে সে মোকদ্দমার রোয়দাদের নকল সমেত আপীলের দরখাস্তী আসল আরজী ও উভয় বিবাদির জওয়াবআদির সমস্ত আসল কাগজপত্র ও সে মোকদ্দমার যে সকল লিখন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতহইতে তাঁহারদিগের নিকটে পঁহুছিয়া থাকে তাহা এবং যে সকল সাক্ষির জোবানবন্দী মফঃসল আপীল আদালতে হইয়া থাকে তাহারদিগের সমস্ত আসল জোবানবন্দী এবং সে মোকদ্দমার বিচারকালে অন্য যে সকল কাগজপত্র পাঠান গিয়া থাকে তাহা সমস্ত আপনারদিগের দস্তখতে ও সেই মফঃসল আপীল আদালতের মোহরে সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কিন্তু সকল কাগজপত্র পাঠাইবার পূর্ব্বে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই সমস্ত আসল কাগজপত্রের নকল লেখাইয়া তাহাতে সেই মফঃসল আপীল আদালতের সিরিস্তাদারের দস্তখৎ মোতাবেকে আসল শব্দে করাইয়া সেই সকল আসল কাগজপত্রের নকল মফঃসল আপীল আদালতের সিরিস্তায় রাখিবেন। এবং সেই সকল নকললিখন সেই মফঃসল আপীল আদালতের মাতবর বোধ হইয়া অন্যং আদালতে সাক্ষির ন্যায় গণ্য হইবেক। দৈবাৎ যদি মফঃসল আপীল আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমার সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী কিম্বা রোয়দাদওগয়রহের ন্যায় অন্য কাগজ যে কোন বহীতে অন্যং মোকদ্দমার রোয়দাদ লেখা থাকে তাহাতে লেখা গিয়া থাকে ও সে কারণে তাহার আসল সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার বিচারকালে পৃথক্ করিয়া পাঠাইতে না পারা যায় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই বহীহইতে তাহার নকল লেখাইয়া তাহাতে আপন দস্তখতে মোতাবেকে আসল শব্দ এবং তাহার নকল অমুক বহীতে দাখিল আছে লিখিয়া সেই নকল উপরের লিখনানুসারে নিয়মিত কালের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন কিন্তু এমতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপীলের আসল আরজী ও উভয়ের সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ্ ও অন্য যে সকল আসল লিখন মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার বিচারকালে দাখিল হয় সে সমস্তের মধ্যে যাহা পুস্তত থাকে তাহা উপরের লিখনক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্। এবং যদি দৈবাধীন কোন আসল কাগজ হারায় ও তাহার নকল মফঃসল আপীল আদালতের কোন বহীতে দাখিল থাকে তবে সেই নকল আসলের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা বহীহইতে তাহার নকল লেখাইয়া তাহাতে এই শব্দে যে এ নকল বহীর মোতাবেক আসল অনেক তত্ত্বও করা গেল মিলিল না দস্তখৎ করিয়া তাহা উপরের লিখনানসারে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন ইতি।

সমস্ত আসল কাগজপত্রের নকল মফঃসল আদালতের সিরিস্তাদারের দস্তখতে রাখিবার কথা।

সেই সকল লিখন অন্যং আদালতে সাক্ষির ন্যায় জ্ঞান হইবার কথা

যে কালে এই ধারার লিখিত কারণাদিতে আসল কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান না হয় সে কালে তাহার নকল পাঠাইবার কথা।

আসল কাগজপত্র হারাইলে যদি তাহার নকল মফঃসল আপীল আদালতের বহীতে থাকে তবে তাহা আসলের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহার নকল সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

১২ ধারা।

১২ ধারা।

যদি কোন মফঃসল আপীল আদালতে জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা মফঃসলী তালুক কিম্বা অন্য ভূমি অথবা বাটী কিম্বা অপর যে কোন স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা কাহারো হকে ডিক্রী হয় সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী যদি সেই মফঃসল্ আপীল আদালতে না দাখিল হইয়া একবারে সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল হয় এবং ডিক্রী হইবার কালে সেই বিরোধের বস্তুতে সেই আপেলাণ্টের দখল রহে ও সে ডিক্রী জারী না হইয়া থাকে ও সেই আপেলাণ্ট সেই ডিক্রীর লিখিত বস্তুর সম্বৎসরের উৎপন্নের সমান টাকার নিয়মে মাতবর মালজামিনসমেত একরারনামা এই মজমূনে দিয়া থাকে যে এ মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের যে হুকুম হইবেক আমি তাহা মানিব তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে অনুমতি করেন যে যাবৎ সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ আপনারদিগের আদালতের ডিক্রী যবেস্থবে রাখেন্ এবং যে কালে এমতে কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী একবারে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় সে কালে সে মোকদ্দমার আপেলাণ্ট মাতবর মালজামিনসমেত একরারনামা মফঃসল আপীল আদালতে না দিয়া থাকিলে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার আপীলের আরজী দাখিল করিতে যেমত একরারনামা সেই আপেলাণ্টের স্থানে তলব হইত সেই মত একরারনামা মাতবর মালজামিনসমেত যেপর্য্যন্ত সেই আপেলাণ্ট সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল না করে সেপর্য্যন্ত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহার মোকদ্দমার বিচার করিবেন না ইতি।

যে কালে মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত একবারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হয় সে কালে ঐ সাহেবের সদর দেওয়ানী আদালতে যাবৎ সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না পায় তাবৎ যে যে গতিকে মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী জারীকরণ যবেস্থবে রাখিবেন তাহার কথা।

১৩ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানহইতে তাঁহারদিগের আদালতের উপস্থিত যে মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা উভয় পক্ষের সাক্ষিদিগের তলবে অথবা ডিক্রী জারী কিম্বা অন্যং কার্য্যের নিমিত্তে যে সকল হুকুম হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে সে সকল হুকুম সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহার পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখা গিয়া কিম্বা ছাপা হইয়া প্রকাশ পায় ও তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ হয় এবং সদর দেওয়ানী আদালতে উভয় বিবাদী ও উকীল ও অন্য যে সকল লোক হাজির থাকে তাহাছাড়া উভয় বিবাদী ও সাক্ষী ও অন্য লোকদিগের প্রতি এমত সকল হুকুম জারীর কারণ যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার

যাহা ব্যতিরিক্ত হইল তদ্ব্যতিরেকে উভয় বিবাদিপ্রভৃতির সম্পর্কে সদর দেওয়ানী আদালতের যে সকল হুকুম হয় তাহা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের মারফতে জারী হইবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমমতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা কার্য্য না করিলে আপনারদিগের কার্য্যহইতে যবেস্থবে রহিবার কথা।

এই ধারাক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে কালে মফঃসল আপীল আদালতের কোন সাহেবকে তাঁহার কার্য্যহইতে যবেস্থবে রাখেন্ সে কালে তাহার সমাচার ১০ দিনের মধ্যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে দিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে যে কালে নির্দ্দিষ্ট কারণা দিতে আপনারদিগের হুকুম জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মারফতে চালাইতে পারিবেন তাহার কথা।

দ্দমার উত্থাপন হইয়া থাকে কিম্বা সেই বিরোধের ভূমি যে এলাকায় রহে অথবা উভয় বিবাদী যে এলাকায় থাকে কিম্বা বসত করে সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নামে হুকুমনামা লিখেন্ এবং উভয় বিবাদিপ্রভৃতির প্রতি সকল হুকুম জারী করিবার ও সদর দেওয়ানী আদালতে সেই হুকমনামা ফিরিয়া পাঠাইবার বিষয়ে মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম সেই হুকুমনামায় লেখা যায়। মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই হুকুমনামা পাইয়া যদি তাহার লিখিত সকল হুকুম জারী না করেন্ কিম্বা তাহা জারী না করণের বেওরা সঙ্গত না লিখেন্ তবে যে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা এমত করেন্ তাঁহারা সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমে আপনারদিগের কার্য্যহইতে যবেস্থবে রহিবার যোগ্য হইবেন। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যদি উপরের লিখনানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কাহাকেও তাঁহার কার্য্যহইতে যবেস্থবে রাখেন্ তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে যেহেতুক যবেস্থবে রাখেন্ তাহা ১০ দশ দিনের মধ্যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে সংবাদ দেন্ এবং সেই সাহেব যবেস্থবে রহিবার হেতুবোধের নিমিত্তে রোয়দাদ ও জোবানবন্দীআদি কাগজপত্র যাহা আবশ্যক হয় তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরে ঐ শ্রীযুতের হুজুরে দাখিল করেন্ ও তাহাছাড়া সে মোকদ্দমার সম্পর্কীয় অন্য যে যে কাগজপত্র ঐ শ্রীযুত দৃষ্টিকরণ উচিত জানেন্ ও চাহেন্ তাহাও দেন্। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে যে কালে শীঘ্রতাজন্যে কিম্বা কারণান্তরে উভয় বিবাদী অথবা সাক্ষিদিগের প্রতি যে যে হুকুম মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের মারফতে জারী না করাইয়া সে মোকদ্দমা যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক হয় তথাকার জজসাহেবের মারফতে একবারে জারীকরণ উচিত জানেন্ সে কালে তাহাই করিবেন তাহাতে সেই জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে হুকুম জারী করিয়া সেই হুকুমনামা এক কালেই সদর দেওয়ানী আদালতে ফিরিয়া পাঠান্ ইহাতে মফঃসল আপীল আদালতহইতে সেই জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের নিকটে এমত হুকুমনামা গেলে সে হুকুম জারী না করিলে কিম্বা তাহা না করিবার বেওরা সঙ্গত না লিখিলে সেই জজসাহেবের সম্পর্কে যেমত দণ্ড হইত সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারী না করিবার ও তাহা না করণের বেওরা সঙ্গত না লিখিবার কালেও সেই মত দণ্ড সেই জজসাহেবের সম্বন্ধে করা যাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সকল হুকুম মফঃ

সদর দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত যে মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়

পক্ষের

পক্ষের সাক্ষিদিগের তলবে অথবা ডিক্রী জারী কিম্বা অন্যং কার্য্যের নিমিত্তে সে সকল হুকুম জারীর বিষয়ে যে হুকুমনামা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থান হইতে কোন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নামে যায়। সে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে সকল হুকুম জারী করিয়া সেই হুকুমনামা নিয়মিত কালের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে ফিরিয়া পাঠান্ কিম্বা তাহা জারী না হইলে যে হেতুতে না হয় তাহা লিখেন্। এবং সকল হুকুমনামা ও ডিক্রী জারী হইবার বেওরা তাহার পৃষ্ঠে অথবা পৃথক্ কাগজে লিখিয়া সেই হুকুমনামা কিম্বা ডিক্রীর সহিত সংলগ্ন করিয়া পাঠান্ যদি পৃথক্ কাগজে তাহা জারী হইবার বেওরা লিখেন্ তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই হুকুমনামা কিম্বা ডিক্রীর পৃষ্ঠে এমত কিছু শব্দ লিখেন্ যে তদনুসারে সে বেওরা পৃথক্ কাগজে লিখিতহওন সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বোধ হয়। এবং সেই হুকুমনামা কিম্বা ডিক্রী ও তাহা জারী হইবার বেওরার নকল আপনারদিগের আদালতের সিরিস্তায় রাখেন্। আর যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার উভয় বিবাদির কাহারো প্রতি কিছু হুকুম জারীর বিষয়ে মফঃসল আপীল আদালতে হুকুমনামা পাঠান্ সে কালে যদি সে লোক অনেক তত্ত্বে না মিলে কিম্বা পলায় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের ঘরে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে এই সকল কারণে সে হুকুম তাহার প্রতি জারী হইতে না পারে তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই হুকুমনামার নকল সহিত এক ইশ্তিহারনামা এই মজমুনে যে যদি সে লোক নিয়মিত কালের মধ্যে হুকুমমতে কার্য্য না করে তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অন্য হুকুম ও খবর না দিয়া তাহার গরহাজিরিতে ও অসমক্ষে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার মধ্যে হইলে পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারের মধ্যে হইলে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখাইয়া মফঃসল আপীল আদালতের কাছারীতে অনেকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্কাইয়া তাহার নকল যত স্বরাতে হয় সে লোকের বসত বাটীর পুরদ্বারে অর্থাৎ সদর দরওয়াজায় কিম্বা যে গ্রামে সে লোক বাস করে তথায় অনেক লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্কাইয়া দেওয়াইয়া সে হুকুমনামার লিখিত সকল হুকুম জারীর বেওরাযুক্তে সেই ইশ্তিহারনামার নকল করিয়া উপরের লিখনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ ইতি।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা চলিবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমনামার সকল হুকুম জারী করিয়া সে হুকুমনামা ফিরিয়া পাঠাইবার কিম্বা তাহা জারী না হইলে যেহেতুতে না হয় তাহার বেওরা লিখিবার কথা।

হুকুমনামা ফিরিয়া পাঠাইবার মতের কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা হুকুমনামাদির জারীর বেওরা সমেতের নকল সিরিস্তায় রাখিবার কথা।

উভয় বিবাদির কেহ পলাইবাতে তাহার প্রতি হুকুম জারী না হইতে পারিলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যে মজমুনে ইশ্তিহারনামা কাছারীতে ও পলাতক লোকের বসতির স্থানে লট্কাইবেন তাহার কথা।

১২ ধারা।

কোন মোকদ্দমার উভয় বিবাদির কাহারো প্রতি কিছু হুকুমজারীর বিষয়ে সদর দেওয়ানী

উভয় বিবাদির গরহা

ক র

জির কেহ ইশ্তিহারনামার লিখিত নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হইলে তাহার বেওরা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা হুকুমনামার পৃষ্ঠে লিখিবার ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই গরহাজির লোকের অসমক্ষে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

দেওয়ানী আদালতের হুকুমনামা কোন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নামে গেলে সেই মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে হুকুম জারী হইবার বেওরা সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে এই মতে লিখিয়া তাহা ফিরিয়া পাঠাইবেন যে সে লোক পলাইয়াছে কিম্বা আপন ঘরে. অথবা অন্যের ঘরে লুকাইয়াছে কিম্বা কোন স্থানে গিয়াছে একারণ তাহার প্রতি সে হুকুম জারী হইল না অথবা তাহার তত্ত্ব অনেক করা গেল তথাচ মিলিল না এবং নিয়মানুসারে ইশ্তিহারনামাও লট্কান গিয়াছিল। এমতে সে হুকুমনামা ফিরিয়া আসিবাতক যদি সে লোক হাজির না হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে রূপে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সে লোক হাজির থাকিলে করিতেন্ এ গতিকেও সেই রূপে তাহার অসাক্ষাৎ সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

১৬ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে কালে আপীলের মোকদ্দমায় নূতন সাক্ষির কথা শুনিবার কিম্বা মোকদ্দমা পুনরায় মফঃসল আপীল আদালতে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা রাখিবেন্ তাহার কথা।

যে কালে মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হয় সে কালে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অনুমান করেন্ যে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার বিচার যথার্থ হয় নাই তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে এইহেতুক অথবা কারণান্তরেই বা হউক চাহেন্ আপনারা অন্য যে সাক্ষিদিগের কথা সে মোকদ্দমার যথার্থ নিষ্পত্ত্যর্থে শুনন আবশ্যক জানেন্ তাহারদিগের কথা শুনিয়া নিষ্পত্তি করেন্ অথবা সে মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে পুনর্ব্বার সেই মফঃসল আপীল আদালতে সমর্পণ করেন যদি সে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে সমর্পণ হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সে বিষয়ে অন্য সাক্ষিদিগের কথা শুনিতে হইলে যে হেতুতে শুনিতে হয় সেই হেতুযুক্তে উভয় বিবাদী ও সেই সাক্ষিদিগের সম্বন্ধে ক্লেশ না হইবার এবং সঙ্গত বিচার হইবার কারণ বিহিত বুঝিয়া মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে হুকুম লিখেন্। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে কালে ঐ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন্ সে কালে তাহার হেতু রোয়দাদে লেখান্।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে কালে যে শক্ত্যনুসারে কার্য্য করেন্ সে কালে তাহার বেওরা রোয়দাদে লিখিবার কথা।

যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই সকল সাক্ষির কথা সদর দেওয়ানী আদালতে শুনন উচিত জানেন্ তবে চাহেন্ আপনারা সেই সকল সাক্ষির কথা দরবারের সময়ে সুকৃতিপূর্ব্বক শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের স্বাক্ষর করাইয়া লন্ অথবা রেজিষ্টরসাহেবকে অনুমতি করেন্ যে সেই সাক্ষিদিগের কথা সুকৃত্যনুসারে শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের স্বাক্ষর করাইয়া তাহাতে আপনিও সহী করেন্ এই মতের যাহা সঙ্গত বিচারের এবং মোকদ্দমার বেওরা বোধের ও সাক্ষিদিগের গতিকে বিহিত বুঝেন্

সদর দেওয়নী আদালতের সাহেবেরা যে কালে এই ধারার লিখনানুসারে আপীলের মোকদ্দমায় নূতন সাক্ষী ত

বুঝেন্ তাহাই করিবেন যদি রেজিষ্টরসাহেবকে সাক্ষিদিগের কথা শুনিতে হয় তবে সেই রেজিষ্টরসাহেব উভয় বিবাদি কিম্বা উভয় পক্ষের উকীলদিগের সমক্ষে সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করাইবেন এবং উভয় বিবাদী ও উভয় পক্ষের উকীলদিগেরে হুকুম আছে যে সেই সাক্ষিদিগের স্থানে যে কিছু প্রশ্ন অর্থাৎ সওয়াল করিতে চাহে তাহা করে এবং উভয় পক্ষের সকল সওয়াল ও সাক্ষিরা তাহার যে জওয়াব দেয় তাহা একত্র লেখা গিয়া তাহাতে প্রত্যেক সাক্ষির স্বাক্ষর করা যাইবেক এবং রেজিষ্টর সাহেবের সহীও তাহার উপর হইবেক কিন্তু যদি উভয় বিবাদী কিম্বা উভয় পক্ষের উকীলেরা সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী রেজিষ্টরসাহেবের সাক্ষাৎ হইবেক এমত সংবাদ পাইয়া সে সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর কালে হাজির না হয় তবে রেজিষ্টর সাহেব উভয় বিবাদী ও উভয় পক্ষের উকীলেরা হাজির না হইলেও উপরের লিখনক্রমে সে সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী করাইবেন্ ও সে জোবানবন্দী মাতবর জ্ঞান হইবেক ইতি।

লব করেন্ সে কালে আপনারদিগের সমক্ষে সাক্ষিদিগের কথা শুনিবার অথবা তাহা শুনিতে রেজিষ্টরসাহেবকে অনুমতি করিবার কথা।

১৭ ধারা।

সকল জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে যে সকল সাক্ষিকে সুকৃতি করাণ ক্ষমা হইতে পারে তাহারদিগের ন্যায় যদি কোন মোকদ্দমার সাক্ষী হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে ঐ সকল দেওয়ানী আদালতে এপ্রকার সাক্ষিদিগের স্থানে যেমত নিয়মপত্র তলব হয় সেই মত নিয়মপত্রে সে সাক্ষী স্বাক্ষর করিলে তাহাকে সুকৃতি করাণে ক্ষমা দেন্ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারায় যে সকল স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহারদিগের ন্যায় যদি কোন স্ত্রীলোক সাক্ষী হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকার কাছারীহইতে ৫০ পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তরে কোন সাক্ষির অবস্থিতি থাকে তবে সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে এপ্রকার সাক্ষির জোবানবন্দীর কারণ আমীন পাঠাইবার বিষয়ে যে ধার্য্য আছে তদনুসারে সেই সাক্ষির জোবানবন্দীর নিমিত্তে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আমীন পাঠাইবেন্ এবং সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দীর জন্যে আমীনের মতে স্ত্রীলোকদিগকে পাঠাইবার বিষয়ে ও পত্রাদি পাঠাইতে যেমত সাধ্য রাখেন্ তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর কারণ আমীন পাঠাইতে ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে পত্রাদি লিখিতে ক্ষমতা রাখিবেন্ ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে যে গতিকে সাক্ষিদিগকে সুকৃতিকরাণে ক্ষান্ত হইবার শক্তি রাখিবেন্ তাহার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে যে গতিকে সাক্ষিদিগের কথা আমীনের দ্বারা গ্রহণ করিবেন্ তাহার কথা।

১৮ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতহইতে কোন সাক্ষির নামে সপীনা অর্থাৎ পরওয়ানা গেলে সে

সাক্ষী হাজির না হইলে কিম্বা সুকৃতি করিতে অ

থবা সাক্ষ্য দিতে কিম্বা জোবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে না চাহিলে এবং কেহ কিছু অবজ্ঞা করিলে কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

সে সাক্ষী হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া সুকৃতি করিতে কিম্বা সাক্ষ্য দিতে অথবা জোবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে না চাহে কিম্বা সেই সাক্ষী অথবা অন্য কেহ কোন মোকদ্দমায় সুকৃতির অন্যথা করে এভাবতা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে কিছু অবজ্ঞা করে তবে এই সকল রূপে এপ্রকার লোকদিগের প্রতি যে মত উদ্যোগ করিতে সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের হুকুম আছে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও সেই মত সকল উদ্যোগ তাহারদিগের প্রতি করিবেন ইতি।

১৯ ধারা।

আপেলাণ্ট আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ৬ হফ্তার মধ্যে না করিলে তাহা করিতে বিলম্বের বিশিষ্ট হেতু না জানাইতে পারিলে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইবার কথা।
মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইলে কিম্বা শুনিলে তাহার হেতু রোয়দাদে লেখা যাইবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের মিসিলে যে কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত আরজী যে কালে দাখিল হয় সেই কালহইতে ৬ ছয় হফ্তার মধ্যে যদি আপেলাণ্ট তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করে তবে ঐ নিরূপিত কালের মধ্যে না করিবার বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু বিশিষ্ট হেতু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে না জানাইতে পারিলে তাহার মোকদ্দমা তথায় ডিস্মিস্ হইবেক বরং যদি ঐ সাহেবেরা উচিত জানেন তবে আদালতের খরচাও রেস্পণ্ডেণ্টে অর্থাৎ আপীলের আসামীকে দেওয়াইতে হুকুম করিবেন। কিন্তু ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে হেতুতে সে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন কিম্বা শুনেন তাহার বেওরা রোয়দাদে লেখান ইতি।

২০ ধারা।

ফরিয়াদী ও আসামী ও সাক্ষী ও মজ্কুরী উকীল লোকছাড়া মোকদ্দমার বিচারকালে অন্যের জোবানী এজহার সদর দেওয়ানী আদালতে না শুনা যাইবার কথা।

যে কোন আইনের মতে যে সকল মোকদ্দমার প্রথম বিচার সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা করিতে পারেন সে সকল মোকদ্দমার এবং যে সকল মোকদ্দমার আপীল তাঁহারদিগের আদালতে শুনা যায় সে সকল মোকদ্দমার ফরিয়াদী ও আসামী ও আপেলাণ্ট ও রেস্পণ্ডেণ্ট কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ সপ্তম আইনের মতে যে সকল উকীল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সদর দেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের কেহ সেওয়ায় অন্যের প্রতি হুকুম নাই যে সে সকল মোকদ্দমায় সওয়াল ও জওয়াব করে বরং যাবৎ সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালৎনামা দাখিল না হয় তাবৎ সেই উকীলেও মোকদ্দমায় সওয়াল ও জওয়াব না করে এবং উভয় বিবাদী ও উভয় পক্ষের সাক্ষী ও উপরের লিখিত উকীলছাড়া অন্য কাহারো জোবানী এজহার মোকদ্দমার বিচার কালে সদর দেওয়ানী আদালতে না শুনা যায় ইতি।

২১ ধারা।

২১ ধারা।

যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীমতে জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারিদিগের, যাহার যে মোকদ্দমায় যে টাকা প্রকৃত দেনা হয় সে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদিগের শক্তি আছে যে সে টাকা উসুলের কারণ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে এমত অনুমতি করেন্ যে নগদ টাকার মোকদ্দমায় তাঁহারদিগের আদালতের ডিক্রীক্রমে এমত লোকের স্থানে টাকা উসুলের যে রূপ নির্ণয় আছে তদনুসারে ঐ টাকা উসুল করেন্ ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে যে ভূম্যধিকারির শিরে যে টাকা যথার্থ তলব হয় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে তাঁহারদিগের আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলের মতে সে টাকা উসুলের কারণ লিখিবার কথা।

২২ ধারা।

মধ্যস্থদিগের নিষ্পত্ত্যনুসারে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে কোন মফঃসল আপীল আদালতে হইয়া থাকে সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী যদি সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যায় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে মধ্যস্থেরা সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে কিছু ঘুষ লইয়াছে কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে এমত প্রমাণ ২দুই জন বিশ্বস্ত অর্থাৎ মাতবর সাক্ষির সুকৃতির দ্বারা না হইলে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া আদালতের খরচা দিবার কারণ সেই ফরিয়াদীর প্রতি হুকুম করেন্ ইতি।

মধ্যস্থের নিষ্পত্তি দৃষ্টে নিষ্পত্তিপাওয়া মোকদ্দমার আপীলের নালিশ মধ্যস্থের ত্রুটি প্রমাণ না হইলে না শুনিবার এবং আদালতের খরচা দিতে ফরিয়াদীর প্রতি হুকুম হইবার কথা।

২৩ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে ও সমস্ত জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগেরে এক কালে এক মাসের অধিক ও বৎসরে২ দুই মাসের অতিরিক্ত না হয় এমত নিয়মে কখন২ তাঁহারদিগের আদালত বন্ধ রাখিতে হুকুম দেন্ ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে ও জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগেরে কখন২ আদালত বন্ধ করিতে হুকুম দিতে পারিবার কথা।

২৪ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতহইতে যে ডিক্রী কিম্বা হুকুম অথবা উদ্যোগান্তর যাহা হয় তাহা জারী করাতে যদি কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা মফঃসলী তালুকদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী দুষ্টতা করে কিম্বা প্রতিবাদী হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সুকৃতিপূর্ব্বক তাহা প্রমাণ হইলে পর তাহার জওয়াব দিবার কারণ সেই দুষ্টকে সমন অর্থাৎ দস্তক পাঠাইয়া হাজির করান্ তাহাতে যদি সেই দুষ্ট পলায় কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্যের ঘরে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে এই সকল কারণে তাহার প্রতি সে সমন জারী না হইতে পারে তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত কর্ম্মান্বিত লোকদিগের প্রতি যে সকল উদ্যোগ

জমীদারপ্রভৃতি কেহ সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম কিম্বা ডিক্রী জারী করাতে প্রতিবন্ধক হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহাকে হাজির করাইবার ও সে পলাইলে যে উদ্যোগ করিবেন্ তাহার কথা।

করণের হুকুম আছে সেই সকল উদ্যোগ সেই দুষ্টের প্রতিও করেন্। ইহাতে যদি সেই দুষ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা সে হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে ও তাহার সাক্ষিদিগের কথা শুনিলে পর তাহার অপরাধ প্রমাণ হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবেরা সেই দুষ্টের ভূমির সীমা সরহদ্দের মধ্যে তাহার অপরাধ হইয়া থাকিলে এইরূপে ডিক্রী করেন্ যে যে স্থানে সেই অপরাধ হইয়া থাকে সে স্থান জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা অন্য যে ভূমি হউক তাহা সরকারে জব্দ হইবেকও যদি তাহার ভূমির সীমা সরহদ্দের বাহিরে তাহার অপরাধ হইয়া থাকে তবে এই রূপে ডিক্রী করেন্ যে যে জিলার আদালতের জজসাহেবের সে হুকুম জারীকরণ কর্ত্তব্য হয় তাঁহার আদালতের এলাকায় সেই দুষ্টের জমীদারী কিম্বা তালুকআদি যাহা থাকে তাহা সরকারে জব্দ হইবেক। এবং সদর আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের বিচারের সেই ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শীঘ্র শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্। তাহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে এ ধারানুসারে কাহারো ভূমি জব্দের বিষয়ে যে ডিক্রী হয় তাহা অবগত হইলে পরে ৪ চারি হফ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে অথবা তাহার এওজে সেই দুষ্টের অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ড লওন উচিত জানেন্ তাহাই লইতে হুকুম দেন্। যদি দণ্ড লইতে ঐ শ্রীযুতের হুকুম হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ শ্রীযুতের হুকুম পাইলে পর তাঁহারদিগের আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে মত হুকুম আছে সেই মতে সেই দণ্ডের টাকাও উসুল করেন্। যদি ঐ শ্রীযুত ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা দণ্ড লইতে হুকুম না দেন্ তথাচ সে ডিক্রী সাব্যস্থ থাকিবেক। তাহা সাব্যস্থ থাকিলে এবং ঐ শ্রীযুত ডিক্রী জারী করিবার কারণ হুকুম দিলেও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে এক লিখনের দ্বারা সেই জিলার কালেক্টরসাহেবকে সেই দুষ্টের ভূমি ক্রোক করিতে ও তাহার মালগুজারী তহসীলের নিমিত্তে দরকারী আমলাসমেত এক জন আমীন পাঠাইতে অনুমতি করেন্ এবং সেই লিখনে সেই আমীন ও তাহার আমলার মাহিয়ানার নির্ণয় লেখাও থাকে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই দুষ্টের ভূমি এমত অল্প জানেন্ যে তাহার উৎপন্নে সেই আমীনের এলাকার সকল খরচ না কুলায় তবে সেই কালেক্টরসাহেবকে এমত অনুমতি করেন্ যে সেই ভূমির নিকটে যে তহসীলদার থাকে কিম্বা তাঁহার তরফ যে কেহ তহসীলের সিরিস্তা রাখে তাহার প্রতি সেই ভূমির এতমামদারী অর্থাৎ তহসীলআদি কার্য্য করিতে হুকুম করেন্ তাহাতে যে যে বিষয় আমীনের কর্ত্তব্য হইত এবং যে সকল দণ্ড ও বিধি সেই আমীনের প্রতি চলিত সে ভূমির এত

মামের

সেই দুষ্ট হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে পর তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে যে মতে ডিক্রী হইবেক তাহার কথা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে ডিক্রীর নকল দিবার কথা।

ভূমি জব্দের ডিক্রী হইলে সে ডিক্রী জারী করিতে অথবা তাহার এওজে দণ্ড লইবার হুকুম দিতে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্বের কথা।

দণ্ড লইবার হুকুম হইলে তাহা উসুলের মতের কথা।

ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা দণ্ড লইতে ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম না হইলেও সে ডিক্রী সাব্যস্থ থাকিবার কথা।

যদি ডিক্রী বহাল থাকে তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ভূমি ক্রোকের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি করিবার কথা।

দ্মামের ভার যাহাকে হয় সেইং বিষয় তাহার কর্ত্তব্য হইবেক এবং সেই সকল দণ্ড ও বিধিও তাহার প্রতি চলিবেক ইতি।

২৫ ধারা।

২৪ চতুর্ব্বিংশতি ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে যদি কোন ভূমি জব্দের ডিক্রী সাব্যস্ত থাকে তবে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্ব আছে যে যদি সেই দুষ্টের উত্তরাধিকারিরা সেই দুষ্টের স্থানে সরকারের যে টাকা প্রকৃত প্রাপ্তব্য থাকে তাহা এবং সেই ভূমির যে মালগুজারীর নিরূপণ আছে তাহা দিতে সে ভূমি হজুরী হইলে হজুরে এবং মফঃসলী তালুক হইলে যাহার জমীদারীর পেটায় সে তালুক থাকে তাহার নিকটে স্বীকার করে তবে সেই উত্তরাধিকারিদিগেরে সেই ভূমিতে দখল দেওয়ান্ কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ আইনে সেই মত ভূমি নীলামের বিষয়ে যে ব্যবস্থা আছে তদনুসারে সে ভূমি নীলাম করান্ ইতি।

ভূমিজব্দ হইলে তাহা উত্তরাধিকারিদিগেরে অর্পন করিতে কিম্বা নীলাম করাইতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্বের কথা।

২৬ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতে কিছু হুকুম কিম্বা ডিক্রী জারী করাতে যদি সদরের মালগুজার ভূমির ইজারদার কেহ দক্ততা করে কিম্বা প্রতিবাদী হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সুকৃতিপূর্ব্বক তাহা প্রমাণ হইলে তাহার জওয়াব দিবার কারণ সেই ইজারদারকে সমন পাঠাইয়া হাজির করান্ তাহাতে যদি সেই ইজারদার পলায় কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্যের ঘরে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে এই সকল কারণে তাহার প্রতি সেই সমন জারী না হইতে পারে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত কর্ম্মান্বিত লোকদিগের প্রতি যে সকল উদ্যোগকরণের হুকুম আছে সেই সকল উদ্যোগ সেই ইজারদারের প্রতিও করেন্। ইহাতে যদি সেই ইজারদার নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা সে হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে এবং তাহার সাক্ষির কথা শুনিলে পর তাহার অপরাধ প্রমান হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবেরা এই রূপে ডিক্রী করেন্ যে সেই ইজারদারের ইজারার ভূমি সুবে বাঙ্গালায় থাকিলে সন বাঙ্গলা ও সুবে উড়িষ্যায় থাকিলে সন বিলায়তী ও সুবে বেহারে থাকিলে সন ফসলী গতে তাহার ইজারা মৌকুফ অর্থাৎ বরখাস্ত হইবেক এবং ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের বিচারের সেই ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শীঘ্র শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্ তাহাতে এই ধারানুসারে সেই ইজারা বরখাস্তের বিষয়ে যে ডিক্রী হয় তাহা ঐ শ্রীযুত অবগত হইয়া পরে চাহেন্ ৪ চারি হফ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে অথবা তাহার এওজে সেই ইজারদারের অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ড লওন উচিত জানেন্ তাহা লইতে

সদর দেওয়ানী আদালতের কিছু হুকুম জারী করিতে কেহ ইজারদার প্রতিবন্ধক হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহাকে হাজির করাইবার ও সে পলাইলে যে উদ্যোগ করিবেন্ তাহার কথা।

ইজারদার হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে যে মতে ডিক্রী হইবেক তাহার কথা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ডিক্রী জারী করাইবার কিম্বা তাহার এওজে দণ্ড লইতে আজ্ঞা করিয়া ইজারার মুদ্দৎ গত হইবা

তক মাফিক করার ইজারাদারের স্থানে ইজারার সরবরাহ লইবার হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

লইতে হুকুম দেন্। যদি সেই ইজারদার দণ্ডের হুকুম হইলে তাহার ইজারা বহাল রাখিতে না চাহে তবে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে সেই ইজারদারের স্থানহইতে দণ্ড সরকারে দাখিল করাইয়া হুকুম দেন্ যে সেই ইজারার মুদ্দৎ যাবৎ না যায় তাবৎ তাহার সে ইজারা বহাল থাকে ও সেই ইজারার মুদ্দৎ যেপর্য্যন্ত গত না হয় সেপর্য্যন্ত সেই ইজারার মালগুজারীর জওয়াব সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিনে দেয় যদি ঐ শ্রীযুত দণ্ড লইতে হুকুম দেন্ তবে ঐ আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হুকুম পাইলে পর আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে মত উদ্যোগ করেন্ সেই মত উদ্যোগ ঐ দণ্ডের টাকা উসুলের বিষয়েও করিবেন্ যদি ঐ শ্রীযুত ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সেই ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা দণ্ড লইতে হুকুম না দেন্ তথাচ সে ডিক্রী সাব্যস্থ থাকিবেক এবং ইহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল অব্যাজে কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান্।

ঐ দণ্ড উসুলের মতের কথা।

ইজারা বরখাস্তের কারণ ডিক্রী হইলে সরকারের যে বাকী ইজারদারের শিরে রহে তাহা যে মতে উসুল হইবেক তাহার কথা।

আর সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত হইলে যদি সেই ইজারার বরখাস্তী সন গত হইলে পর সেই ইজারদারের শিরে সরকারের কিছু বাকী হয় তবে তাহা সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিনের দেওয়া সঙ্গত হইবেক এবং কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহা উসুলের কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ২০ বিংশতি ধারায় ঐ আইনের মতে ইজারদারদিগের ইজারা বরখাস্ত হইলে তাহারদিগের শিরের বাকী টাকা উসুলের বিষয়ে যে সকল উদ্যোগকরণের হুকুম আছে সেই সকল উদ্যোগ করেন্।

ইজারদারদিগের ইজারা বরখাস্ত হইলে আপনারদিগের পাওনা বাকী যে মতে উসুল করিবেক তাহার কথা।

তাহাতে যদি সেই ইজারদারের ইজারার মোতালক কোন তালুকদার কিম্বা ইজারদার অথবা প্রজার স্থানে তাহার ইজারা বরখাস্তের সময়পর্য্যন্তের কিছু মালগুজারী প্রকৃত পাওনা থাকে তবে সেই ইজারদারের সাধ্য আছে যে তাহা উসুলের কারণ যে জিলায় তাহার ইজারার ভূমি থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে তাহারদিগের নামে নালিশ করে ইতি।

২৭ ধারা।

জমীদার কিম্বা তালুকদারআদি ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদারছাড়া কেহ সদর দেওয়ানী আদালতের কিছু হুকুম কিম্বা ডিক্রী জারী করাতে প্রতিবন্ধক হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহার জওয়াব দিবার

সদর দেওয়ানী আদালতের কিছু হুকুম কিম্বা ডিক্রী জারী করাতে যদি জমীদার ও হুজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও সদরের মালগুজার ভূমির ইজারদারছাড়া কেহ দুষ্টতা করে কিম্বা প্রতিবাদী হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহা সুকৃতিপূর্ব্বক প্রমাণ হইলে পর তাহার জওয়াব দিবার কারণ সেই দুষ্টকে সমন পাঠাইয়া হাজির করান্ তাহাতে যদি সেই দুষ্ট পলায় কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্যের ঘরে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে এই সকল কারণে তাহার প্রতি সে সমন জারী না হইতে পারে তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের

গের কর্ত্তব্য যে এমত কর্ম্মান্বিত লোকদিগের প্রতি যে সকল উদ্যোগকরণের হুকুম আছে সেই সকল উদ্যোগ সেই দুষ্টের প্রতিও করেন্ ইহাতে যদি সেই দুষ্ট নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা সে হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে ও তাহার সাক্ষিদিগের কথা শুনিলে পর তাহার অপরাধ প্রমাণ হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবেরা তাহার অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ড উচিত জানেন্ তাহা দাখিল করিবার বিষয়ে ডিক্রী করেন্। এবং ঐ আদালতের সাহেবেরা অন্যং নগদের, মোকদ্দমার ডিক্রীর টাকা উসুলের বিষয়ে যে মত শক্তি রাখেন্ ঐ দণ্ডের টাকা উসুলের বিষয়েও সেই মত শক্তি রাখিবেন্ ইতি।

কারণ তাহাকে হাজির করাইবার এবং সে পলাইলে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

দণ্ডের টাকা উসুল করনেতে আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।

২৮ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবেরা ঐ সকল আদালতের উপস্থিত সকল মোকদ্দমার নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াবআদি কাগজপত্রের উপর যে মত নম্বর দাগ ও নিশান ও তারিখবন্দ ও আপনারদিগের দস্তখৎ করেন্ সেই মতে সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াব ও জোবানবন্দীআদি সকল কাগজপত্রের উপর নম্বর দাগ ও নিশান ও তারিখবন্দ ও আপন দস্তখৎ করিতে থাকিবেন্। এবং কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের সকল ডিক্রীর উপর ডিক্রীর হুকুম হইবার কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মধ্যের যে সাহেব উপস্থিত থাকেন্ তাঁহার দস্তখৎ এবং দুরস্তের কারণ তাহাতে রেজিষ্টরসাহেবেরো সহী হইতে থাকে ও উপরের লিখিত দস্তখতে সেই সকল ডিক্রীর নকল উভয় পক্ষকে দেওয়া যায় ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত সকল মোকদ্দমার কাগজপত্রের উপর নম্বর ও নিশান ও তারিখ লেখা যাইবার মতের কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর উপর ঐ আদালতের সাহেবদিগের দস্তখৎ ও রেজিষ্টর সাহেবের সহী হইবার ও ডিক্রীর নকল উভয় পক্ষেরে দিবার কথা।

২৯ ধারা।

সকল মোকদ্দমাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

সদরের ডিক্রী চূড়ান্ত হইবার কথা।

৩০ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপীলের সকল মোকদ্দমার কি অন্যং বিষয়ের যে সকল কাগজপত্র এদেশি অক্ষর ও ভাষায় সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ সে সকল কাগজপত্রের সঙ্গে তাহার ইঙ্গরেজী তরজমা পাঠাইবেন্ ইতি।

মফঃসল আপীলের সাহেবেরা কাগজপত্র সদরে পাঠাইবার সময় তাহার ইঙ্গরেজী তরজমা পাঠাইবার কথা।

৩১ ধারা।

যে বিষয়ে কোন হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় নাহি সদরের সাহেবেরা তাহার নির্ব্বাহ যেরূপে করিবেন তাহার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল বিষয়ের কারণ কোন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে সে সকল বিষয়ে ন্যায় ও যাথার্থ্য ও সদ্বিচার অনুসারে কার্য্য করিবেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৭ সপ্তম আইন ।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সকল দেওয়ানী আদালতে সমস্ত মোকদ্দমার কারণ এদেশি উকীলদিগেরে নিযুক্ত করিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্‌সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন ।

শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুরের এই অধিকারের সকল দেওয়ানী আদালতে সমস্ত মোকদ্দমার উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামীর সাধ্য ছিল যে আপনারা আদালতে রুজু থাকিয়া আপনারদিগের সমস্ত মোকদ্দমার উত্তর প্রত্যুত্তরে অর্থাৎ সওয়াল ও জওয়াব করে অথবা অভীষ্ট হয় আপনারদিগের পক্ষে অর্থাৎ তরফে উকীল নিযুক্ত করিয়া সওয়াল ও জওয়াব করায় তাহাতে যে সকল লোক ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হইত তাহার মধ্যে অনেকেই এই দুই প্রকারের ছিল এক প্রকার এই যে ফরিয়াদী ও আসামীর চাকর কিম্বা এলাকাদারেরা কেবল আপনারদিগের মওক্কেল অর্থাৎ মনিবের সমস্ত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের নিমিত্তে নিযুক্ত হইত। দ্বিতীয় প্রকার এই যে তাহারা আপনারদিগের দিনপাতের জন্য ওকালতী কার্য্য করিত । এই দুই প্রকারেই আদালতে কিম্বা যে স্থানে আপনাদিগের মনিবের সমস্ত মোকদ্দমার পর্য্যবসান অর্থাৎ নিষ্পত্তিহওন আবশ্যক দর্শিত তথায় হাজির রহিত। আর প্রথম প্রকারের বিবরণ অতিরিক্ত এই ছিল যে তাহারা আদালতের সিরিস্তার পরিপাটী ও জাবেতা অর্থাৎ দাঁড়া অবিজ্ঞকারণ সকল আদালতের আমলাদিগের শঠতা ও সটরবটরে ঘুরিত ইহাতে কখন আমলারা আদালতের যে হুকুম কিম্বা ব্যবস্থা তাহারদিগের দ্বারা চলিত তাহা আপনাদিগের সাধ্যক্রমে না চালাইয়া সেই ফেরে সেই সকল উকীলকে ব্যামোহ দিয়া তাহারদিগের স্থানে অনর্থক টাকা লইত এবং কোন সময়ে অবিজ্ঞ উকীলদিগকে আদালতের জজসাহেবদিগের নিকটে সর্ব্বতোভাবে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার শক্তি আমলারা রাখে এই ভাবে ভুলাইয়া আপনারদি

গের

গের লাভ করিত এতদ্ভিন্ন সেই সকল উকীল সমস্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধান অনভিজ্ঞহওনপযক্ত যাবৎ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইত তাবৎ অকর্ম্মণ্য কাগজপত্র দর্শাইয়া এবং সাক্ষিরদিগের স্থানে বিষয়ছাড়া সওয়াল করিয়া এবং যে সকল সাক্ষির সাক্ষ্য মোকদ্দমার বৃত্তান্ত প্রমাণার্থে নিতান্ত অগ্রাহ্য হইত তাহারদিগকে উপস্থিত করিয়া মোকদ্দমা অত্যন্ত বাহুল্য করিত এবং ইহা সেওয়ায় এরূপের উকীলেরা শরা ও শাস্ত্রের অর্থ তাদৃশ জ্ঞাত ছিল না ও শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের যে সকল আইন এদেশস্থ সকল লোকের প্রাণ ও ধনরক্ষার মূল বলা যায় তাহাও জানিত না অতএব তাহারা আপনারদিগের মনিবের ন্যায্য বস্তু অর্থাৎ হক্ দেওয়াইতে পারিত না এবং আদালতের ব্যবস্থা ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি শরা এবং শাস্ত্র ও হুজুরের সকল আইনের মতে হইত কি না তাহাও বুঝিতে পারিত না। আর দ্বিতীয় প্রকারের বিবরণ এই যে তাহারা প্রথম প্রকারাপেক্ষা আদালতের দাঁড়া ও আইন জানিত বটে তথাপি কএক হেতুতে প্রথম প্রকারহইতে কৃতকার্য্যতা ও গুন সত্ত্বেও সরস ছিল না তাহার প্রমাণ এই যে দ্বিতীয় প্রকার উকীলেরা আদালতের জজ সাহেবের অগোচরে আপনারা ওকালতীকার্য্য করিতে স্বীকৃত অর্থাৎ কবুল হইত এবং ত্যাগ করিত এবং তাহারা ওকালতী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহারা গুনবান কি নির্গুণ ইহার কিছুই বিবেচনা হইত না এবং হুজরহইতেও কোন আইন এমত হয় নাই যে তাহারা মনোযোগ ও বিশ্বস্ততাপূর্ব্বক আপনারদিগের পদের কার্য্য করিবার বিষয়ে মনিবের চিত্ত স্থির হয় দ্বিতীয় প্রকার উকীলেরা ও প্রথম প্রকারের ন্যায় শরা ও শাস্ত্রের বিধান ও হুজরের সকল আইনের হুকুমে তাদৃশ জ্ঞান রাখিত না এবং ইহাছাড়া তাহারা সুখ্যাতিহীনহওয়াতে নিরাশ ছিল এবং তাহারদিগের এলাকার কিছু ধার্য্য ও বিবরণ হুজুরের কোন আইনে লিখিত না হওয়াতে আদালতের আমলাদিগের গণতা ও তাবকীর অধীন হইত এবং তাহারদিগের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারহইতে আপনারদিগের মনিবকে রক্ষা করিতে পারিত না এতদ্ভিন্ন এমত উকীলদিগের বেতন অর্থাৎ মাহিয়ানার সংখ্যা কিছুই হুজুরের কোন আইনে নির্দ্ধারিত ছিল না এ কারণ তাহারা আপনারদিগের মনিবের স্থানে অধিক প্রার্থনা অর্থাৎ জেয়াদা তলব করিত এবং যে সকল উকীলের বেতন দরমাহা নির্দ্ধারিত ছিল তাহারদিগের বেতন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে স্থগিত অর্থাৎ মৌকুফ হইত এই দৃষ্টে শীঘ্র মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে আপনারদিগের ক্ষতি ও তাহার বাহুল্যেতে আপনারদিগের লাভোদয় অনুমান করিত অতএব এই দুই প্রকারের উকীলেরা থাকিবাতে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি অব্যাজে ও বিনাপক্ষপাতে হওয়া ভার হইত বরং সে সকল উকীল অবিচারের গণতা ও প্রতিপোষকতার নিমিত্ত ছিল একারণ সকল লোক

যে

যে সকল দ্রব্য ও সম্পত্ত্যাদি সরকারহইতে পাইয়া তাহাতে স্বত্বাধিকারী হইয়া ভোগদখল করিতেছে ও করে তাহার রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কএক আইন নির্দ্দিষ্ট করণ আবশ্যক। ইহাতে সকল আইনের ছায়া যাবদীয় প্রজার উপর হইলেও তাহারা আপনারদিগের অল্প বিস্তর বিষয়কর্ম্মের আবৃততাজন্যে তাহারদিগের এমত অবসর হইবেক না যে সেই সকল আইনের আদ্যোপান্তো স্থূল ও সূক্ষ্মার্থ জ্ঞাত হইয়া আপনারা আদালতে রুজু থাকিয়া আপনারদিগের সমস্ত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করে অতএব সকল আদালতের জজসাহেবদিগহইতে যাথার্থ্য বিচার ন্যায় হইবার এবং ফরিয়াদীরা আপনং ন্যায্য বস্তু পাইবার বাবৎ অবশ্যকর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণ বিশেষ এক পদস্বরূপ নিরূপণ করা যায় এবং আদালতে সওয়াল ও জওয়াব দিবার কারণ যশস্বান এবং শরা ও শাস্ত্রের বিধান এবং হজুরের সমস্ত আইনের হুকুমে সুবিদিত লোক ভিন্ন অন্য কেহ একার্য্যে নিযুক্ত না হয় এবং তাহারদিগের মনিবেরদের অর্পিত কার্য্য উদ্যোগ ও বিশ্বস্ততা পূর্ব্বক করিবার নিমিত্তে তাহারা কোনং হুকুম ও নিষেধের অধীন হয়। যে সকল যশস্বান ও উপযুক্ত লোকের এইরূপে ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহারদিগহইতে তাহারদিগের মনিবের ন্যায্য বস্তু লাভহওন প্রকাশ পায় আর আদালতের জজসাহেবদিগের নিকট বিচার ও ন্যায্য বস্তু পাইবার বিষয়ে যে চিহ্ন অশেষ প্রকারে দীপ্তিমান আছে তাহা সত্য কিম্বা মিথ্যা প্রকাশ পাইলে যে মোকদ্দমার বিচারে সেই সাহেবদিগের ভুল ও ত্রুটি না হয় কিম্বা হয় সেই ভুল ও ত্রুটি সেই মোকদ্দমার আপীল হইলে প্রদীপ্ত হইবেক অতএব উভয় বিবাদির উকীলেরা সকল মোকদ্দমার ভাল ও মন্দ জাহির করিবেক এবং যে সকল মোকদ্দমার সত্য ও মিথ্যা বিবরণ জানা আবশ্যক হয় তাহা পুনঃপুনঃ সকল আদালতের জজসাহেবদিগের অবগতহওনার্থে নিবেদন করিবেক তাহাতে যে কালে জজসাহেবেরা হজুরের সকল আইনের মতে মনোযোগ না করিয়া এ পথ ভুলিবেন সেই কালেই তাঁহারদিগের ভুল ও ত্রুটির ব্যবধান অর্থাৎ আড়াল ঘুচিবেক আর যে লোকের এমত বাসনা হয় যে আদালতের সকল উকীলের মধ্যে যে উকীল সওয়াল ও জওয়াব ও তকরার মওয়াজায় সরস ও যোগ্য হয় তাহাকে আপন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের কার্য্যে নিযুক্ত করে এমতেও সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদির সাধ্য আছে এই যে তাহারা আদালতের সকল উকীলের মধ্যে যাহাকে চাহে তাহাকেই আপনং মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ নিযুক্ত করে অধিকন্তু বিবেচনা এই হয় যে ইহা দেওয়ায় উভয় বিবাদির যদি আপনারদিগের নিযুক্ত করা উকীলদিগের মনোযোগ ও ন্যায় বাধকতায় সর্ব্বতোভাবে চিত্ত স্থির না হয় তাহাতেও সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক যে যে সময়ে বিবাদিরা আপনারদিগের নিযুক্তকরা

কোন উকীলের কার্য্য করিবাতে ভাল না বাসে অর্থাৎ নারাজ হয় সে সময়ে তাহার দিগের সাধ্য আছে যে আপনারদিগের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের কার্য্য সেই উকীলের হস্তছাড়া করায় ইহাতে আদালতের সকল উকীলের লাভপ্রাপ্তি তাহারদিগের মনোযোগ ও ন্যায়বোধকতানুসারেই হইবেক এবং উকীলেরা আপনারদিগের যশ ও লাভের জন্যে যত চেষ্টা পাইবেক তাহাতে আদালত হইবার সিরিস্তাও উত্তর ২ সুন্দররূপে বৃদ্ধি পাইবেক এবং ইহাতে আদালতের উকীলেরাও আপনারদিগের মনিবের সমস্ত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব নিঃসন্দেহে বিনা ভয় ও ক্ষতি দর্শনে করিবেক এবং উপযুক্ত ও সম্ভ্রান্ত লোকেরাও ওকালতী কার্য্য করিতে বাঞ্ছিত হইবে আর ওকালতী সিরিস্তার নিমিত্তে যে সকল আইন ও হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা হইতে যাবৎ সেই সকল উকীল মস্তক না হেলায় অর্থাৎ সে মতের বাহির না হয় তাবৎ তাহারদিগের কার্য্য স্থিরতর অর্থাৎ বহাল থাকিবেক এমত জানিয়া চিত্ত স্থির রাখিবেক ও যাবৎ সেই সকল আইন ও হুকুমহইতে তাহারদিগের বিমুখহওন হুজুরে প্রমাণ না হয় তাবৎ তাহারা আপনারদিগেরে ওকালতী কার্য্যের উপযুক্ত জানে এমত হুকুমও মঞ্জুরকরা হজুরের আবশ্যক। আর উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ মাই তারিখের সকল আইনের মতে আদালত বসিবাতে এবং যশস্বান ও উপযুক্ত লোকদিগকে ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত করিবাতে এবং যে মত হুকুম নীচে লেখা যাইতেছে তদনুসারে উকীলদিগের দ্বারা কার্য্যের পর্য্যবসান অর্থাৎ আঞ্জাম হইবাতে সকল লোকের নিজের ন্যায্য বস্তু পাইতে ও অন্য২ লোকের উৎপাত ও অনর্থক দাওয়াহইতে মুক্ত হইতে কিছু উত্তেজনা ও মেন্নত আজজী ও শঠতা ও সটরবটর করিতে হইবেক না যে কালে যথার্থক্রমে শীঘ্র মোকদ্দমা বুঝিয়া পাইবার আদালত ছিল না সে কালে উত্তেজনা ও মেন্নত আজজী ও শঠতা ও সটরবটর করিবার আবশ্যক ছিল এই ক্ষণে এই আইনের ছায়াতে ও বিধান মতে ছোট বড় সকলের সমতা জানিবেক এবং আপনার কিম্বা আপন বস্তুর উপর অন্য লোকের অত্যাচার উপস্থিত হইলে সর্ব্বদা এই সকল নিযুক্তকরা উকীলের দ্বারা ও অনুকূলতায় আদালতের শক্তিক্রমে বিচারকর্ত্তার সাধ্যানুসারে তাহা হইতে নিস্তার পাইবেক ইতি।

২ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের শক্তি সকল দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমার সও

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ফরিয়াদী ও আসামীদিগের সমস্ত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সদর দেওয়ানী আদালতে ও সকল এলাকার মফাসল আপীল আদালতে ও সমস্ত জিলা ও শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৭ সপ্তম আইন।

শিদাবাদের দেওয়ানী আদালতে যত উকীল রাখিবার আবশ্যক হয় সেই দরকার মাফিক হিন্দু ও মুসলমানকে ঠাহরিয়া নিযুক্ত করিবেন-ইতি।

য়াল ও জওয়াব কারণ উকীলদিগকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে থাকিবার কথা।

৩ ধারা।

ওকালতী সনন্দের কথা।

ঐ সকল আদালতে যত জন উকীল নিযুক্ত হয় তাহারদিগের একং জনের নামে একং সনন্দ সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে দুরস্ত করিয়া দেওয়া যাইবেক সেই সকল সনন্দে উকীলদিগের নাম এবং যে যে তারিখে নিযুক্ত হয় সেইং তারিখ ও যে যে আদালতে ওকালতী করিবেক সেইং আদালতের নাম এবং এই আইনের হুকুম ও পশ্চাৎ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকমে যে সকল আইন হয় তাহার হুকুমমতে সওয়াল ও জওয়াব করিতে হইবার কথা লেখা যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

উকীলেরা আপনং কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে দিব্য করিবার কথা।

সকল উকীলের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যে যে আদালতে নিযুক্ত হয় সেইং আদালতের জজসাহেবের নিকট নীচের লিখনানুসারে দিব্য করিয়া হলফনামা অর্থাৎ সুকৃতিপত্রে দস্তখৎ করে সুকৃতির বেওরা এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের অথবা অমুক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ওকালতী খিদমতে নিযুক্ত হইলাম খিদমৎ মজকুরের সকল কার্য্য আপন বুদ্ধিসাধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে করিব। ইহাতে যে সকল উকীল মুসলমান হয় তাহারা যে যে আদালতে নিযুক্ত থাকে সেইং আদালতের জজসাহেবের নিকট প্রতিবৎসর ছয়ং মাস ব্যাজে ১ জানুআরী ও ১ জুলাই তারিখে এই মতে দিব্য করিবেক যে আমি ইস্তক ১ জানুআরী লাগাইৎ ৩০ জুন প্রজন্তা কিম্বা ইস্তক ১ জুলাই লাগাইৎ ৩১ দিসেম্বর প্রজন্তা সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের অথবা অমুক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ওকালতী খিদমতের সকল কার্য্য আপন বুদ্ধি সাধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে করিয়াছি ইতি।

মুসলমান উকীলেরা ছয়ং মাস ব্যাজে দিব্য করিবার কথা।

৫ ধারা।

যে প্রকার লোকেরা ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হইবেক তাহার কথা।

কলিকাতার যাবনিক মদরসার সাগির্দ্দ অর্থাৎ পাঠশালের পড়ুয়া ও কাশীর হিন্দুদিগের চৌবাড়ীর পঠনিয়া যে কেহ ওকালতী করিতে চাহে তাহারদিগেরে উপযুক্ত

বিবেচিয়া

বিবেচিয়া ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবেক তাহাতে যদি ঐ মদরসা ও চৌবাড়ীর পড়ুয়াদিগহইতে সকল উকীলের সংস্থান না হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অন্য স্থানের হিন্দু কিম্বা মুসলমানকে উপযুক্ত ঠাহরিয়া নিযুক্ত করিবেন ইহার মধ্যে যে কেহ শরার খবরদার ও শাস্ত্রজ্ঞ হইবেক তাহাকে অগ্রে নিযুক্ত করিতে হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

ছোট ও বড় সকলের জ্ঞাতসারের নিমিত্তে যাবদীয় আইনের নকল সকল আদালতের কাছারীতে রাখা যাইবার কথা।

ঐ সকল উকীল ও অন্যং সমস্ত লোকেই ইঙ্গরেজী যাবদীয় আইনের হুকুম জ্ঞাত হইবার কারণ সুবে বাঙ্গালা ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যার সমস্ত আদালতের কাছারীতে রবিবারছাড়া সকল বারেই একং মেজের উপর ইস্তক প্রাতঃকাল ইঙ্গরেজী ৯ ঘড়ী লাগাইৎ বেলা দুই প্রহর তিন ঘড়ী ইঙ্গরেজী আইন পারসী ও বাঙ্গলা তরজমাসমেত ছাপাকরা একং জিলদকরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের ১১ধারার হুকুম মাফিক অনাবৃত অর্থাৎ খোলা রহিবেক এবং বৎসরেং যত ইঙ্গরেজী আইন হয় তাহাও যাবৎ এমতে জিলদকরা না যায় তাবৎ ভিন্নং পারসী ও বাঙ্গলা তরজমাসমেত ছাপাকরা সকল আদালতের কাছারীতে খোলা থাকিবেক এই নিয়মিত কালের মধ্যে সকল উকীল ও অন্যং লোকে কাছারীতে বসিয়া ঐ সকল আইনের হুকুম জ্ঞাত হইতে এবং চাহে সমুদয় অথবা সারার্থ সংক্ষেপে নকল করিয়া লইতে পারিবেক ইতি।

৭ ধারা।

মনিবে আপন উকীলকে।৹ চারি আনা বায়না দিবার কথা।

যে সময় যে উকীল কোন ফরিয়াদী অথবা আসামীর মোকদ্দমার ওকালতী স্বীকার করিবেক সে সময় সেই উকীল সেই মনিবের স্থানে সেই মোকদ্দমার বিষয়ে।৹ চারি আনা বায়না পাইবেক পশ্চাৎ সেই উকীল সেই মনিবের বিপক্ষের পক্ষে সে মোকদ্দমার ওকালতী করিতে পারিবেক না এবং যে দিনে যে মনিবের স্থানে বায়না পাইবেক সেই দিনে তাহার এক রসীদ লিখিয়া সেই মনিবকে দিবেক। এবং যে উকীল যে মনিবের স্থানে বায়না পাইয়া তাহার মোকদ্দমা না করিবেক অথবা করিতে শৈথিল্য অর্থাৎ গাফিলী করে সে উকীল আদালতের কার্য্যহইতে দূর অর্থাৎ তগীর হইবেক এবং উকীলেরা বায়না সেওয়ায় ৯ ধারার লিখনানুসারে রসুম পাইবেক ইতি।

উকীলে বায়না লইয়া মোকদ্দমা না করিলে তগীর হইবার কথা।

৮ ধারা।

উভয় বিবাদিতে আপনং

যে সময়ে যে ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট ও আসামী কিম্বা রেস্‌পণ্ডেণ্ট আপনং

মোকদ্দমার কারণ যে উকীলকে নিযুক্ত করিয়া বায়না দিয়া রসীদ লইবেক সেই সময় সেই ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট ও আসামী কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্ট সেই উকীলের নামে ও কালৎনামা এইমতে যে আমার এই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ শ্রী অমুককে উকীল নিযুক্ত করিলাম উকীল মজকুর বরওক্ত আদালতে রুজু থাকিয়া আমার অসাক্ষাৎ অর্থাৎ গরহাজিরীতে মোকদ্দমা মজকুরের যে সওয়াল ও জওয়াব আমার পুস্থে করিবেক তাহা আমার মাতবর ও মঞ্জুর লিখিয়া। তাহাতে যে মুনিব লিখিতে জানে সে স্বাক্ষরে অর্থাৎ আপন দস্তখতে সহী করিবেক আর যে মুনিব লিখিতে না জানে সে অন্য লোকের হাতে দস্তখৎ করাইয়া তাহার নীচে নিশান সহী কিম্বা যাহার স্বনামের মুদ্রা অর্থাৎ মোহর থাকে সে সেই মোহর করিয়া সেই ওকালৎনামায় ২ দুই জন বিশিষ্ট অর্থাৎ মাতবর লোকের ইসাদী লেখাইয়া দিবেক ইসাদীরাও ঐমতে ওকালৎনামায় আপনং পুমাণের নিদর্শন স্বাক্ষর কিম্বা নিশানসহী অথবা নিজনামের মোহরে করিবেক ইতি। — পুস্থে উকীল নিযুক্ত করিয়া যেমতে ওকালৎনামা দিবেক তাহার কথা। ওকালৎনামায় দস্তখৎ ও মোহর করিবার ও ইসাদী করাইবার মতের কথা।

৯ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে ও মফঃসল আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে ফরিয়াদী ও আসামী ও আপেলাণ্ট ও রিস্পাণ্ডেণ্টের পুস্থে যে সকল উকীল নিযুক্ত হয় তাহারা আপনারদিগের ওকালতীর রসুম নগদ টাকা ও অস্থাবর বস্তুর যে দাওয়ার নালিশ হয় তাহার সংখ্যার উপর ফিশত তঙ্কে নীচের লিখিত হিসাব মতে পাইবেক। — সকল জিলা ও শহরের আদালতের ও মফঃসল আপীলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের উকীলদিগের রসুমের কথা।

দাওয়া।

১০০০ একহাজার টাকার মধ্যে ফিশতে ———————— ৫ পাঁচটাকা

ইস্তক ১০০১ একহাজার একটাকা লাগাইৎ ৫০০০ পাঁচহাজার টাকা ফিশতে ৪ চারিটাকা।

ইস্তক ৫০০১ পাঁচহাজার একটাকা লাগাইৎ ১০০০০ দশহাজার টাকা ফিশতে ৩ তিনটাকা।

ইস্তক ১০০০১ দশহাজার একটাকা লাগাইৎ ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকা ফিশতে ২ দুইটাকা।

ইস্তক ২৫০০১ পঁচিশ হাজার একটাকা লাগাইৎ ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফিশতে ১ একটাকা।

ইস্তক ৫০০০১ পঞ্চাশহাজার এক টাকা লাগাইৎ ১০০০০০ একলক্ষ টাকা ফিশতে ৸০ বার আনা।

১০০০০০ এক লক্ষ টাকার অধিকে ফিশতে ৷৷০ আটআনা। — নগদ কি অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার উকীলদিগের রসুমের কথা।

উকীলেরা আপনারদিগের ওকালতীর রসুম উপরের লিখিত হিসাবমাফিক মোকদ্দমা — খেরাজী ও লাখেরাজী ও বাটী ও বাগান ও পুষ্ক

রিণীদিগর আন্দাজী জমীনের মোকদ্দমার উকীলের রসুমের কথা।

কদ্দমা সকর ভূমি অর্থাৎ খেরাজী জমীনের হইলে তাহার সাম্বৎসরিক রাজস্ব অর্থাৎ সালিয়ানা জমা নিষ্কর ভূমি অর্থাৎ লাখেরাজী জমীনের হইলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্ন ও উপরের লিখিত দুই প্রকার জমীন সেওয়ায় বাটী ও বাগান ও পুষ্করিণী দিগর স্থাবর বস্তুর হইলে তাহার আনুমানিক মূল্য অর্থাৎ আটসাট্টা কিম্মতের উপর পাইবেক আর নগদ কাটা ও জিনিসআদির বিষয়ের পূরা দাওয়া সাবুদ হইলে উকীলের রসুম ও তহখরচাসমেত যাহা সেই ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্টের পাওনা হয় তাহার নিশা আসামী কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্ট দেয় এমত ডিক্রী হইবেক। কিন্তু ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্টের পূরা দাওয়া সাবুদ না হইয়া তাহার মধ্যে কিছু সাবুদ হইয়া ডিক্রী হইলে তাহার দাওয়ার মধ্যে যাহা ডিক্রী হয় সে মোকদ্দমা খেরাজী জমীনের হইলে তাহার সালিয়ানা জমা ও লাখেরাজী জমীনের হইলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্ন ও অন্য স্থাবরাদির হইলে তাহার আটসাট্টা কিম্মত ও নগদ টাকার হইলে তাহার যে সংখ্যা সেই ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্টের পাওনা হয় তাহার উপর উকীলের রসুম ও সমস্ত তহখরচা যাহা আদালতের হুকুমমাফিক ওয়াজিবী হয় তাহা সমেত আসামী কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্টের দেনা ধার্য্য হইয়া ডিক্রী হইবেক তাহাতে সেই রসুম ও আসামী কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে যে রসুম তাহার উকীলের পাওনা হয় তাহা অন্য ডিক্রীর টাকা উসুল করিবার বিষয়ে যেমত হুকুম আছে তদনুসারে উসুল হইবেক আর যদি ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্টের দাওয়ার সওয়াল ও জওয়াব ও ইসাদীদিগের সাক্ষ্য শুনাগেলে কিম্বা তদ্ব্যতিরেকে তজবীজ হইয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয় তবে সেই ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট আপন উকীল ও আসামী কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্টের উকীলের রসুম ও তহখরচা যাহা আদালতের হুকুমমাফিক ওয়াজিবী হয় তাহা সমস্তই দিবেক জজসাহেব অন্যং ডিক্রীর টাকা উসুল করিবার হুকুমমাফিক সে সকল টাকাও দেওয়াইবেন।

উকীলদিগের রসুম ও আদালতের সকল খরচা পশ্চাৎ যাহার দেনা হইবেক তাহার কথা।

আর সকল জিলা ও মফঃসল আপীল ও সদর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের উচিত এই যে সমস্ত মোকদ্দমার উকীলদিগের রসুম ও ইসাদীদিগের খরচা ও সমন জারী করিতে পেয়াদাদিগের তলবানা ও অন্যং খরচা যাহা উভয় বিবাদির স্থানে উসুল হইয়া থাকে অথবা তাহারদিগের স্থানে ওয়াজিবী তলব হয় সে সকল টাকার বেওরা আপনারদিগের কৃত ডিক্রীতে নিশ্চয় করিয়া লেখান্ সেই সকল ডিক্রীর মধ্যে জিগিরকরা খরচাওগয়রহ সেওয়ায় উভয় বিবাদিদিগের কিছু দিতে হইবেক না কিন্তু যাবৎ ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট আপনার নিযুক্তকরা উকীলের রসুম দিবার বিষয়ে মাতবর জামিন না দেয় তাবৎ তাহারদিগের কিছু নালিশ কোন জিলা ও শহরের আদালতে ও মফঃসল আপীলে ও সদর দেওয়ানী আদালতে লওয়া যাইবেক না জামিন দিলে তাহার নালিশ লইয়া আসামীওগয়রহের তলবকরা যাইবেক তাহাতে সেই আসামী কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে ডিক্রী ও আদালতের অন্যং হুকুম মানিবার অর্থাৎ আমলে আনিবার বিষয়ে যে জামিন তলব হয় তাহা

সকল আদালতের জজসাহেবেরা উভয় বিবাদির সমস্ত খরচা যাহা উসুল হয় কিম্বা ওয়াজিবী তলব থাকে তাহার বেওরা স্মৃতিপূর্ব্বক আপনারদিগের কৃত ডিক্রীতে লেখাইবার কথা।

সেওয়ায়

সেওয়ায় আবশ্যক যে আপনার নিযুক্তকরা উকীলের রসুমের সরবরাহ দিবার বিষয়েও আদালতে অন্য জামিন দেয় ইতি।

১০ ধারা।

মোকদ্দমা ডিক্রী কিম্বা ডিস্‌মিস্ কোনমতে নিষ্পত্তি হইলে উকীলেরা আপনারদিগের রসুম পাইবেক অগ্রে পাইবেক না কিন্তু যদি জিলা কিম্বা মফঃসল আপীলে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার আপীল হয় তাহাতে ও অন্য কোন বিষয়েও উকীলদিগের রসুম পাইবার বাধা হইবেক না যাহার স্থানে যে রসুম উকীলের প্রাপ্তব্য অর্থাৎ পাওনা হইবেক তাহার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক তাহাতে। যদি কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইতে সে মোকদ্দমার উকীল তগীর হয় কিম্বা মরে অথবা কার্য্যত্যাগ করে তবে সেই উকীল কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী অর্থাৎ ওয়ারিস্ কেহ সে মোকদ্দমার রসুম না পাইয়া যে উকীলের দ্বারা সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় সেই পাইবেক ইতি।

উকীলদিগের রসুম মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইলে তক দিতে না হইবার কথা।

কোন উকীল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইতে তগীর হইলে কিম্বা মরিলে অথবা কার্য্য ত্যাগ করিলে সে মোকদ্দমার ওকালতীর রসুম যে পাইবেক তাহার কথা।

১১ ধারা।

উভয় বিবাদির কেহ কোন আদালতে আপনার এক মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ আপন পুস্তে সেই আদালতের দুই জন উকীলকে রাখিতে চাহিলে যে দুই জনে সেই ওকালতী কবুল করিবেক তাহারা দুই জনে সেই মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত রসুম সমানাংশে কিম্বা ন্যূনাতিরিক্তে অর্থাৎ কমী ও বেশী যে মতে ধার্য্য হয় সেই মতেই পাইবেক এবং তাহারদিগের ওকালৎনামাতেও যে যাহা পাইবেক তাহা লেখা যাইবেক ইতি।

উভয় বিবাদির একজনে দুই জন উকীল রাখিলে দুই উকীলে সেই মোকদ্দমা করিয়া তাহার রসুম অংশ করিয়া লইতে স্বেচ্ছায় স্বীকার করিলে লইতে পারিবার কথা।

১২ ধারা।

যদি উভয় বিবাদির কেহ কোন আদালতে আপনার এক মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ আপন পুস্তে সেই আদালতের দুইজন উকীলকে রাখিয়া সেই মোকদ্দমার ওকালতীর রসুম যাহা এই আইনের মতে হয় সেই হারে পূরা রসুম দুইজন উকীলকে পৃথকং দিতে চাহে তাহা দিতে পারিবেক। কিন্তু সেই বিবাদির বিপক্ষ সে মোকদ্দমায় হারিলে কেবল এক জন উকীলের রসুম কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা আদালতের হুকুমমাফিক দিতে হয় তাহাই দিবেক দুসরা উকীলের রসুম সেই আদালতের খরচাছাড়া জ্ঞান করিয়া যে বিবাদী তাহাকে রাখিয়া থাকে সেই দিবেক সেই জেয়াদা রসুমের নিশা কোন প্রকারে বুঝিয়া পাইবেক না ইতি।

উভয় বিবাদির একে এক মোকদ্দমার কারণ দুই জন উকীল রাখিয়া পৃথকং দুই জনকে পূরা রসুম দিতে পারিবার কথা।

যে বিবাদি হারিবেক তাহার দেনা কেবল এক জন উকীলের রসুম হইবার কথা।

১৩ ধারা।

যদি সকল জিলা কিম্বা শহরের আদালতের অথবা আপীল আদালতের সিরিস্তায় নালিশী আরজী কিম্বা আপীলের আরজী গুজরিলে তাহার জওয়াব ও দরজওয়াব ও রদ্দ জওয়াব ও হদ্দজওয়াব কিছুই দাখিল না হইতে ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট

আরজীর জওয়াব ও দরজওয়াবওগয়রহ আদালতের সিরিস্তায় দাখিল না হইতে ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট আ

পন দাওয়ায় ক্ষান্ত হই লে উভয়ের উকীল নির্দ্ধারিত রসুমের অর্দ্ধেক পাইবার ও জওয়াবওগয়রহ দাখিল হইলে যদি দাওয়ায় ক্ষান্ত হয় তবে পূরা রসুম পাইবার কথা।

আপন দাওয়ায় ক্ষান্ত হয় তবে উভয় বিবাদিরই উকীলেরা সে মোকদ্দমায় আপনারদিগের নির্দ্ধারিত রসুমের অর্দ্ধেক২ পাইবেক ও যদি উপরের লিখিত আরজীদিগারের জওয়াবওগারহ আদালতের সিরিস্তায় দাখিল হইলে ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট আপন দাওয়াহইতে ক্ষান্ত হয় তবে যেমতে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পূরা রসুম পাইবার পুনক্তি উভয়ের উকীলের থাকিত সেই মতেই সে মোকদ্দমার পূরা রসুম উভয়ের উকীলে পাইবেক এবং উপরের লিখিত ঐ দুই মতের নিষ্পত্তিতে আসামী কিম্বা রিস্পাণ্ডেণ্টের উকীলের রসুম অন্যং খরচাসমেত যাহা আদালতরুই ওয়াজিবী পাওনা হয় তাহা ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট দিবেক আর উভয় বিবাদির মধ্যে এক জন ১১ ধারার লিখিত সাধ্যানুসারে দুই জন উকীল রাখিলে আদালতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবাতে সেই দুই উকীলে যে রসুম পায় ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট উপরের লিখনানুসারে নালিশী আরজীদিগরের জওয়াবওগয়রহ আদালতের সিরিস্তায় দাখিল না হইতে আপন দাওয়ায় ক্ষান্ত হইলে উকীলেরা সেই রসুমের অর্দ্ধেক পাইবেক ও জওয়াবওগয়রহ দাখিল হইলে ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট আপন দাওয়ায় ক্ষান্ত হইবাতে উকীলেরা সমুদয় রসুম পাইবেক। আর যদি উভয় বিবাদির মধ্যে একজনে ১২ দ্বাদশ ধারাক্রমে ২ দুইজন উকীল রাখে তবে সেই দুই উকীলেও আপনারদিগের রসুম সে মোকদ্দমা আদালতে নিষ্পত্তি হইবাতে যাহা পাইত ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট নালিশী আরজীদিগরের জওয়াবওগয়রহ দাখিল না হইতে আপন দাওয়ায় ক্ষান্ত হইলে তাহার অর্দ্ধেক পাইবেক ও জওয়াবওগয়রহ দাখিল হইলে দাওয়ায় ক্ষান্ত হইলে পূরা রসুম পাইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

উকীলেরা এই ধারার লিখনানুসারে যে আরজী ও দরখাস্তদিগের কাগজপত্র আদালতে গুজরায় তাহার রসুম ফিকাগজে ।০ চারি আনার হিসাবে পাইবার কথা।

আদলতে রুজুহওয়া উভয় বিবাদির যাবদীয় মোকদ্দমার এলাকার সকল আরজী ও দরখাস্তওগয়রহ কাগজ লেওয়ায় যে সকল লোকে বিষয়ান্তরের আরজী ও দরখাস্তদিগর যে কাগজ আদালতে গুজরায় সে কাগজ আদালতের কিছু হুকুম লিখনের দ্বারা সহী হইলে তাহার রসুম ফি আরজী ও দরখাস্তদিগরে ।০ চারি আনার হিসাবে সকল আদালতের উকীলেরা পাইবেক কিন্তু উভয় পক্ষের যে কোন মোকদ্দামার ওকালতী রসুম ৯ ধারার মতানুসারে পাইয়া থাকে অথবা পাওনা হয় সে মোকদ্দমার আরজী ও দরখাস্তওগয়রহ কাগজপত্র যাহা মোকদ্দমা রুজু হইয়া তাহার শেষ নিষ্পত্তি ও ডিক্রী জিলা কিম্বা শহরের আদালতে অথবা আপীল আদালতে জারী হইবাতক দাখিল করে তাহা দাখিল করিবার রসুম ৯ ধারার লিখনানুসারছাড়া পৃথক বিধানে অর্থাৎ আলাহিদা পাইবেক না বরং আদালতের সকল উকীলের উচিত যে যে মোকদ্দমার ওকালতী রসুম পাইয়া থাকে সে মোকদ্দমার মুনিবেরা সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ও শেষ ডিক্রী হইয়া জারী হইবাতক যে সময় যে আরজী ও দরখাস্তদিগর কাগজপত্র গুজরাইতে কিম্বা অন্য কার্য্য করিতে কহে তাহা করে ইতি।

১৫ ধারা।

১৫ ধারা।

উকীলেরা আপনং মুনিবের স্থানে রুবকারী মোকদ্দমাসকলের হিসাবদিগর যেং কাগজপত্র পাইবেক তাহার রসীদ লিখিয়া মুনিবদিগেরে দিবেক তাহাতে যদি কোন উকীল স্বার্থসাধন অর্থাৎ আপন কার্য্যের নিমিত্তে সে কাগজ মুনিবদিগেরে ফিরিয়া না দেয় তবে সেই মুনিবেরা জজসাহেবদিগের নিকট তাহার দরখাস্ত করিলে সাহেব মৌসূফেরা দেওয়াইয়া দিবেন ইতি।

উকীলেরা আপনং মুনিবদিগের স্থানে যেং কাগজপত্র পাইবেক তাহার রসীদ লিখিয়া দিবার কথা।

১৬ ধারা।

যদি কোন উকীল আদালতে দরবারের সময়ে অশিষ্টতা অর্থাৎ ঠেটামী করে তবে জজসাহেব তাহার শাস্তি ১০০ একশত টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ডের দ্বারা করিয়া সে টাকা তাহার পাওনা ওকালতী রসুমহইতে কর্ত্তন করিয়া লইবেন অথবা অন্য প্রকারের ডিক্রীর টাকা উসুল করিবার মতে উসুল করিবেন ইতি।

আদালতে কোন উকীল ঠেটামী করিলে জজসাহেবের শক্তিক্রমে যেমতে তাহার দণ্ড নিরূপণ হইয়া উসুল হইবেক তাহার কথা।

১৭ ধারা।

যদি কোন উকীল কেবল বিপক্ষকে দুঃখ দিবার কারণ অনর্থক মিথ্যা বিরোধের কোন মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করায় কিম্বা প্রবঞ্চনা করিয়া ভুলায় অথবা আপন এলাকার মোকদ্দমা কিম্বা তাহাছাড়া মোকদ্দমায় অবিবেচনাক্রমে ব্যাঘাত অর্থাৎ লটখটি করে তবে তাহা প্রমাণ হইলে সেই উকীল আপন কার্য্য চালানের বিষয়ে স্থকিত থাকিবেক। জজসাহেব সেই স্থকিতের হেতু স্থকিত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিবেন তথাকার সাহেবেরা সেই উকীলের অপরাধের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহার স্থানে দণ্ড লইয়া কিম্বা না লইয়া পূর্ব্বমতে বহাল রাখিতে অথবা তগীর করিতে পারিবেন ইতি।

উকীলেরা মিথ্যা বিরোধের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে কিম্বা প্রবঞ্চনা ও অবিবেচনার কার্য্যে লিপ্ত হইলে তাহারা কর্ম্ম করিবাতে স্থকিত থাকিবার কথা।

জজসাহেব উকীলের অপরাধের সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালতে দিলে তথাকার সাহেবেরা সেই উকীলকে বহাল ও তগীর করিবার শক্তি রাখিবার কথা।

১৮ ধারা।

যদি কোন উকীল আপন কার্য্যের নিমিত্তে জ্ঞাতসারে আপন মুনিবের মোকদ্দমা করিতে শৈথিল্য অর্থাৎ গাফিলী করে তবে তাহার মুনিব সে কারণে আপন নোকসানের দাওয়ায় সেই উকীলের নামে জজসাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেক জজসাহেব সে বিষয়ে সাবুদ জানিলে সে উকীলকে কার্য্যহইতে স্থকিত করিয়া তাহার বিবরণ সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিবেন তথাকার সাহেবেরা সেই উকীলের অপরাধ অন্তঃকরণের সহিত নিশ্চয় বুঝিলে তাহাকে আদালতের কার্য্যহইতে তগীর করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

কোন উকীল আপন মুনিবের মোকদ্দমা করিতে শৈথিল্য করিলে তাহার উপর তাহার মুনিবের নোকসানের দাওয়া হইতে পারিবার ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহাকে তগীর করিবার কথা।

১৯ ধারা।

উকীলেরা এই আইনের নিরূপিত ও আগামী অর্থাৎ আইন্দায় যে সকল আইন

উকীলেরা হজুরের আইনসকলের নিরূপিত

রসুমছাড়া আপনারদিগের মুনিবের স্থানে কিছুই লইবেক না যদি লয় তবে আপনং কার্য্য হইতে স্থকিত হউক কিম্বা তগীর হইবার কথা।

হয় তাহার নির্দ্ধারিত রসুম সেওয়ায় নগদ কিম্বা জিনিসের কিছু দাওয়া আপনং মুনিবের স্থানে করিতে পারিবেক না ইহাতে যদি কোন উকীল এই ধারার আজ্ঞা হেলন করে তবে সে উকীল যে আদালতে নিযুক্ত থাকে সেই আদালতের জজসাহেব সে বিষয়ে পুমাণ জানিলে সেই উকীলকে তাহার কার্য্যহইতে স্থকিত করিয়া তাহার সেওরা সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিবেন তথাকার সাহেবেরা তদনুসারে সেই উকীলকে তগীরকরণ উচিত জানিলে তাহা করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

২০ ধারা।

এই ধারার লিখনানুসারে কোন আদালতের এক উকীলের কার্য্যের সরবরাহ সেই আদালতের অন্য উকীলে দিতে পারিবার কথা।

যদি কোন উকীল আপন ওকালতীর এলাকার মোকদ্দমা আদালতে রুজু থাকিবার সময়ে পীড়া কিম্বা অন্য হেতুতে গরহাজির হয় তবে তাহার মুনিব সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সেই আদালতের অন্য উকীলের দ্বারা করাইতে চাহিলে সে বিষয়ের একরারনামা লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ কিম্বা মোহর করিয়া ২ দুই জন মাতবর লোকের ইসাদী করাইয়া আদালতে দাখিল করিলে জজসাহেব সেই এওজী উকীলের সওয়াল ও জওয়াবমতে সে মোকদ্দমা তজবীজ করিতে পারিবেন ইতি।

২১ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের বিনাঅনুমতিতে এক আদালতের উকীল অন্য আদালতে ওকালতী করিতে না পারিবার কথা।

যে আদালতে যে সকল উকীল নিযুক্ত থাকিবেক তাহারা সদর দেওয়ানী আদালতের বিনাহুকুমে অন্য আদালতের ওকালতী করিতে পারিবেক না ইতি।

২২ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতে কোন উকীলের অযোগ্যতা ও দুঃশীলতা পুমাণ না হইলে সে উকীল তগীর না হইবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতে যাবৎ কোন উকীলের ওকালতী কার্য্যের অযোগ্যতা কিম্বা অবিবেচকতা অথবা তাহার কর্ম্মক্রমেতে লম্পটতাদি পুমাণ না হয় তাবৎ আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেক না ইহাতে কোন মফঃসল আপীল কিম্বা জিলা অথবা শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকট সেই আদালতের উকীলদিগের মধ্যে কোন উকীলের ওকালতী কার্য্যের অযোগ্যতা কিম্বা তাহার তগীর হইবার কোন হেতু পুমাণ হইলে জজসাহেব সেই উকীলকে তাহার কার্য্যহইতে স্থকিত করিয়া তাহার পুমাণ পুয়োগের বিবরণ লিখনাদি অর্থাৎ সাবুদ তহকীকের কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিবেন ইতি।

২৩ ধারা।

সকল আদালতেই তথাকার উকীলদিগের মধ্যে অনেক দুইজন অথবা অধিক জন উকীল সরকারী মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াব কারণ

যে কোন আইনের মতে যে সকল মোকদ্দমা সরকারী খরচে হইবার এলাকা রাখে কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমে রুবকার হয় সেই সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ও সকল জিলা ও শহরের

দেওয়ানী

দেওয়ানী আদালতের উকীলদিগের মধ্যে জনেক দুই জন অথবা অধিক জন উকীলকে একং আদালতে নিযুক্ত রাখিবেন ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমে নিযুক্ত হইবার কথা।

২৪ ধারা।

সরকারী মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াব কারণ উকীলেরা নিযুক্ত হইবার সময়ে ও পশ্চাৎ ছয় মাসব্যাজে যে বিধানে দিব্য করিবেক তাহার কথা।

সকল আদালতের উকীলদিগের মধ্যে যে উকীল সরকারী মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াব কারণ ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হয় সে যে আদালতের উকীল হয় সেই আদালতের জজসাহেবের নিকটে এই বিধানে দিব্য করিয়া সুকৃতিপত্রে দস্তখৎ করিবে যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য দিব্য করিতেছি যে সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীলের অথবা অমুক জিলা কিম্বা শহরের আদালতের সরকারী ওকালতীর সকল কার্য্য আপন বুদ্ধিসাধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে পর্য্যবসান করিব ইহাতে সরকারী উকীল যে কেহ মুসলমান হয় তাহারা ছয়ং মাসব্যাজে প্রতিবৎসর ১ জানুআরী ও ১ জুলাইতে তাহারা যেং আদালতে উকীল থাকে সেইং আদালতের জজ সাহেবের নিকট নীচের লিখনানুসারে দিব্য করিয়া সুকৃতিপত্রে দস্তখৎ করিবেক লিখিতং শ্রীঅমুকস্য দিব্য করিতেছি যে সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীলের অথবা অমুক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের সরকারী ওকালতীর সকল কার্য্য ইস্তক ১ জানুআরী লাগাইৎ ৩০ জুন গুজস্তা কিম্বা ইস্তক ১ জুলাই লাগাইৎ ৩১ দিসেম্বর গুজস্তা আপন বুদ্ধিসাধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে পর্য্যবসান করিয়াছি ইতি।

২৫ ধারা।

সরকারী ওকালতী কার্য্যে যেং নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের সনন্দের কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে সকল উকীল সরকারী ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের একং জনের নামে একং সনদ সেই উকীলের নাম ও নিযুক্ত হইবার তারিখ ও যে আদালতে নিযুক্ত হয় সে আদালতের নাম নিদর্শনে এই মতে যে উকীল মজকুর এই আইনের ও পশ্চাৎ হজুরহইতে যে আইন হয় তাহার লিখিত যাবদীয় হুকুমমাফিক সওয়াল ও জওয়াব করিতে রহে লিখিয়া তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ করাইয়া সেই সকল উকীলকে দিবেন ইতি।

২৬ ধারা।

আদালতের উকীলেরা কোনং লিখনানুসারে সরকারের তরফ সওয়াল ও জওয়াব করিবেক তাহার কথা।

যে সকল মোকদ্দমা করিতে সরকারী উকীলদিগের প্রতি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম হয় ও কোন আইনের মতে যে সকল মোকদ্দমা সরকারী খরচে করিতে হয় সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে যে সময়ে সেই সকল উকীলের নামে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর কিম্বা অন্য যে সাহেব কোন আইনের মতে সেই সকল মোকদ্দমার এলাকায় ও সেই

সকল

সকল কার্য্য করিতে উকীলদিগের শিক্ষা করাইতে শক্তি রাখেন্ তাঁহার নিকটহইতে আজ্ঞালিপি উপস্থিত হয় অর্থাৎ হুকুমনামা পঁহুছে সে সময়ে সেই হুকুমনামামাফিক সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব তাহারা করিবেক এবং সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের বিষয়ে এ মতের হুকুমনামা উকীলদিগের নিদর্শনলিপি স্বরূপ বোধ হইয়া আদালতের কাছারীতে দাখিল হইলে সেই সকল মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিল হইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

উকীলেরা যে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকারণ সরকারের তরফ নিযুক্ত হইবেক তাহাতে বিপক্ষের সহকারিতা না করিবার ও তদ্ভিন্ন মোকদ্দমাসকলের ওকালতী অন্যং উকীলের মতে করিতে পারিবার কথা।

সরকারী উকীলদিগেরে নিষেধ আছে যে যে সকল মোকদ্দমা সরকারী খরচে করিবার এলাকা রাখে সে সকল মোকদ্দমার বিপক্ষকে সেই সকল বিষয়ে কিছু পরামর্শ ও সন্ধান না কহে ও তাহারদিগের সহিত গোপন ও অগোপনের কিছু বিষয় না রাখে অর্থাৎ চক্রমক্র করিয়া তাহারদিগেরে সে সকল মোকদ্দমায় প্রবিষ্ট হইতে না দেয় কিন্তু তদ্ভিন্ন সকল মোকদ্দমাতেই তাহারদিগের সাধ্য আছে যে অন্যং উকীলের মতে ফরিয়াদী কিম্বা আসামীর পক্ষের সওয়াল ও জওয়াব করে ইতি।

২৮ ধারা।

সরকারী উকীলেরা ওকালতীরসুম আদালতের অন্যং উকীলদিগের মতে পাইবার কথা।

যে সকল মোকদ্দমা সরকারী খরচে করিতে হয় তাহাতে সরকারী উকীলেরা আপনারদিগের ওকালতী রসুম অন্যং বিবাদিদিগের মোকদ্দমাসকলের ওকালতী করিতে আদালতের অন্যং উকীলেরা যে হিসাবে রসুম পাইবার নিরূপণ আছে সেই হিসাবে পাইবেক এবং ওকালতী রসুমের বিষয়ে যে হুকুম এই আইনে লেখা যায় তাহাও সরকারী উকীলদিগের সম্বন্ধে আদালতের অন্যং উকীলদিগের মতে স্থির থাকিবেক ইতি।

২৯ ধারা।

অন্যং উকীলে যেমতে কার্য্য করে সে মতান্তরে অন্য হুকুম না হইলে সরকারী উকীলেরা সেই মতেই কার্য্য করিবার কথা।

যে সময়ে সরকারী উকীলেরা সরকারী খরচে হইবার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করে সে সময়ে তাহা করিবার বিধান অন্য কোন আইনে কখন যাহা ধার্য্য হয় তাহা সেওয়ায় অন্যং বিবাদিদিগের মোকদ্দমাসকলের প্রতি সওয়াল ও জওয়াব করিবার যে নিষেধ ও বিধি আছে তদনুসারে করিবেক ইতি।

৩০ ধারা।

এই ধারার লিখনানুসারে বিনয় বুঝিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইতে উকীলদিগেরে ছাড়াইতে বিবাদিদিগের সাধ্য থাকিবার কথা।

যদি ফরিয়াদী কিম্বা আসামীর কেহ আপনং উকীলের কার্য্যক্রমে অতুষ্ট হয় তবে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে সে উকীলকে ছাড়াইয়া অন্য উকীলকে নিযুক্ত করিতে পারিবেক কিন্তু সে উকীলের পরিবর্ত্তে অন্য উকীলকে নিযুক্ত করিবার জন্য যে আদালতে সেই উকীল থাকে সেই আদালতে দরখাস্ত করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া অন্য

উকীলের

১৫ ধারা।

উকীলেরা আপনং মুনিবের স্থানে রুবকারী মোকদ্দমাসকলের হিসাবদিগর যেং কাগজপত্র পাইবেক তাহার রসীদ লিখিয়া মুনিবদিগেরে দিবেক তাহাতে যদি কোন উকীল স্বার্থসাধন অর্থাৎ আপন কার্য্যের নিমিত্তে সে কাগজ মুনিবদিগেরে ফিরিয়া না দেয় তবে সেই মুনিবেরা জজসাহেবদিগের নিকট তাহার দরখাস্ত করিলে সাহেব মৌসুফেরা দেওয়াইয়া দিবেন ইতি।

উকীলেরা আপনং মুনিবদিগের স্থানে যেং কাগজপত্র পাইবেক তাহার রসীদ লিখিয়া দিবার কথা।

১৬ ধারা।

যদি কোন উকীল আদালতে দরবারের সময়ে অশিষ্টতা অর্থাৎ ঠেঁটামী করে তবে জজসাহেব তাহার শাস্তি ১০০ একশত টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ডের দ্বারা করিয়া সে টাকা তাহার পাওনা ওকালতী রসুমহইতে কর্ত্তন করিয়া লইবেন অথবা অন্য প্রকারের ডিক্রীর টাকা উসুল করিবার মতে উসুল করিবেন ইতি।

আদালতে কোন উকীল ঠেঁটামী করিলে জজসাহেবের শক্তিক্রমে যেমতে তাহার দণ্ড নিরূপণ হইয়া উসুল হইবেক তাহার কথা।

১৭ ধারা।

যদি কোন উকীল কেবল বিপক্ষকে দুঃখ দিবার কারণ অনর্থক মিথ্যা বিরোধের কোন মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করায় কিম্বা প্রবঞ্চনা করিয়া ভুলায় অথবা আপন এলাকার মোকদ্দমা কিম্বা তাহাছাড়া মোকদ্দমায় অবিবেচনাক্রমে ব্যাঘাত অর্থাৎ লট্‌খটি করে তবে তাহা প্রমাণ হইলে সেই উকীল আপন কার্য্য চালানের বিষয়ে স্থকিত থাকিবেক। জজসাহেব সেই স্থকিতের হেতু স্থকিত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিবেন তথাকার সাহেবেরা সেই উকীলের অপরাধের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহার স্থানে দণ্ড লইয়া কিম্বা না লইয়া পূর্ব্বমতে বহাল রাখিতে অথবা তগীর করিতে পারিবেন ইতি।

উকীলেরা মিথ্যা বিরোধের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে কিম্বা প্রবঞ্চনা ও অবিবেচনার কার্য্যে লিপ্ত হইলে তাহারা কর্ম্ম করিবাতে স্থকিত থাকিবার কথা।

জজসাহেব উকীলের অপরাধের সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালতে দিলে তথাকার সাহেবেরা সেই উকীলকে বহাল ও তগীর করিবার শক্তি রাখিবার কথা।

১৮ ধারা।

যদি কোন উকীল আপন কার্য্যের নিমিত্তে জ্ঞাতসারে আপন মুনিবের মোকদ্দমা করিতে শৈথিল্য অর্থাৎ গাফিলী করে তবে তাহার মুনিব সে কারণে আপন নোকসানের দাওয়ায় সেই উকীলের নামে জজসাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেক জজসাহেব সে বিষয়ে সাবুদ জানিলে সে উকীলকে কার্য্যহইতে স্থকিত করিয়া তাহার বিবরণ সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিবেন তথাকার সাহেবেরা সেই উকীলের অপরাধ অন্তঃকরণের সহিত নিশ্চয় বুঝিলে তাহাকে আদালতের কার্য্যহইতে তগীর করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

কোন উকীল আপন মুনিবের মোকদ্দমা করিতে শৈথিল্য করিলে তাহার উপর তাহার মুনিবের নোকসানের দাওয়া হইতে পারিবার ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহাকে তগীর করিবার কথা।

১৯ ধারা।

উকীলেরা এই আইনের নিরূপিত ও আগামী অর্থাৎ আইন্দায় যে সকল আইন হয়

উকীলেরা হজুরের আইনসকলের নিরূপিত

রসুমছাড়া আপনারদিগের মুনিবের স্থানে কিছুই লইবেক না যদি লয় তবে আপনং কার্য্য হইতে স্থকিত হউক কিম্বা তগীর হইবার কথা।

হয় তাহার নির্দ্ধারিত রসুম সেওয়ায় নগদ কিম্বা জিনিসের কিছু দাওয়া আপনং মুনিবের স্থানে করিতে পারিবেক না ইহাতে যদি কোন উকীল এই ধারার আজ্ঞা হেলন করে তবে সে উকীল যে আদালতে নিযুক্ত থাকে সেই আদালতের জজসাহেব সে বিষয়ে পুমাণ জানিলে সেই উকীলকে তাহার কার্য্যহইতে স্থকিত করিয়া তাহার বেওরা সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিবেন তথাকার সাহেবেরা তদনুসারে সেই উকীলকে তগীরকরণ উচিত জানিলে তাহা করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

২০ ধারা।

এই ধারার লিখনানুসারে কোন আদালতের এক উকীলের কার্য্যের সরবরাহ সেই আদালতের অন্য উকীলে দিতে প্যারিবার কথা।

যদি কোন উকীল আপন ওকালতীর এলাকার মোকদ্দমা আদালতে রুজু থাকিবার সময়ে পীড়া কিম্বা অন্য হেতুতে গরহাজির হয় তবে তাহার মুনিব সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সেই আদালতের অন্য উকীলের দ্বারা করাইতে চাহিলে সে বিষয়ের একরারনামা লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ কিম্বা মোহর করিয়া ২ দুই জন মাতবর লোকের ইসাদী করাইয়া আদালতে দাখিল করিলে জজসাহেব সেই এওজী উকীলের সওয়াল ও জওয়াবমতে সে মোকদ্দমা তজবীজ করিতে পারিবেন ইতি।

২১ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের বিনাঅনুমতিতে এক আদালতের উকীল অন্য আদালতে ওকালতী করিতে না পারিবার কথা।

যে আদালতে যে সকল উকীল নিযুক্ত থাকিবেক তাহারা সদর দেওয়ানী আদালতের বিনাহুকুমে অন্য আদালতের ওকালতী করিতে পারিবেক না ইতি।

২২ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতে কোন উকীলের অযোগ্যতা ও দুঃশীলতা পুমাণ না হইলে সে উকীল তগীর না হইবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতে যাবৎ কোন উকীলের ওকালতী কার্য্যের অযোগ্যতা কিম্বা অবিবেচকতা অথবা তাহার কর্ম্মক্রমেতে লম্পটতাদি পুমাণ না হয় তাবৎ আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেক না ইহাতে কোন মফঃসল আপীল কিম্বা জিলা অথবা শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকট সেই আদালতের উকীলদিগের মধ্যে কোন উকীলের ওকালতী কার্য্যের অযোগ্যতা কিম্বা তাহার তগীর হইবার কোন হেতু পুমাণ হইলে জজসাহেব সেই উকীলকে তাহার কার্য্যহইতে স্থকিত করিয়া তাহার পুমাণ পুয়োগের বিবরণ লিখনাদি অর্থাৎ সাবুদ তহকীকের কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিবেন ইতি।

২৩ ধারা।

সকল আদালতেই তথাকার উকীলদিগের মধ্যে জনেক দুইজন অথবা অধিক জন উকীল সরকারী মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াব কারণ

যে কোন আইনের মতে যে সকল মোকদ্দমা সরকারী খরচে হইবার এলাকা রাখে কিম্বা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমে রুবকার হয় সেই সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ও সকল জিলা ও শহরের

দেওয়ানী

দেওয়ানী আদালতের উকীলদিগের মধ্যে জনেক দুই জন অথবা অধিক জন উকীলকে একং আদালতে নিযুক্ত রাখিবেন ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমে নিযুক্ত হই বার কথা।

২৪ ধারা।

সকল আদালতের উকীলদিগের মধ্যে যে উকীল সরকারী মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াব কারণ ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হয় সে যে আদালতের উকীল হয় সেই আদালতের জজসাহেবের নিকটে এই বিধানে দিব্য করিয়া সুকৃতিপত্রে দস্তখৎ করিবে যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য দিব্য করিতেছি যে সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীলের অথবা অমুক জিলা কিম্বা শহরের আদালতের সরকারী ওকালতীর সকল কার্য্য আপন বুদ্ধিসাধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে পর্য্যবসান করিব ইহাতে সরকারী উকীল যে কেহ মুসলমান হয় তাহারা ছয়২ মাসব্যাজে প্রতিবৎসর ১ জানুআরী ও ১ জুলাইতে তাহারা যে২ আদালতে উকীল থাকে সেই২ আদালতের জজ সাহেবের নিকট নীচের লিখনানুসারে দিব্য করিয়া সুকৃতিপত্রে দস্তখৎ করিবেক লিখিতং শ্রীঅমুকস্য দিব্য করিতেছি যে সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীলের অথবা অমুক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের সরকারী ওকালতীর সকল কার্য্য ইস্তক ১ জানুআরী লাগাইৎ ৩০ জুন গুজস্তা কিম্বা ইস্তক ১ জুলাই লাগাইৎ ৩১ দিসেম্বর গুজস্তা আপন বুদ্ধিসাধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে পর্য্যবসান করিয়াছি ইতি।

সরকারী মোকদ্দমাসকলের সওয়াল ও জওয়াব কারণ উকীলেরা নিযুক্ত হইবার সময়ে ও পশ্চাৎ ছয় মাসব্যাজে যে বিধানে দিব্য করিবেক তাহার কথা।

২৫ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে সকল উকীল সরকারী ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের একং জনের নামে একং সনদ সেই উকীলের নাম ও নিযুক্ত হইবার তারিখ ও যে আদালতে নিযুক্ত হয় সে আদালতের নাম নিদর্শনে এই মতে যে উকীল মজকুর এই আইনের ও পশ্চাৎ হজুরহইতে যে আইন হয় তাহার লিখিত যাবদীয় হুকুমমাফিক সওয়াল ও জওয়াব করিতে রহে লিখিয়া তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ করাইয়া সেই সকল উকীলকে দিবেন ইতি।

সরকারী ওকালতী কার্য্যে যে২ নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের সনন্দের কথা।

২৬ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমা করিতে সরকারী উকীলদিগের প্রতি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম হয় ও কোন আইনের মতে যে সকল মোকদ্দমা সরকারী খরচে করিতে হয় সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে যে সময়ে সেই সকল উকীলের নামে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর কিম্বা অন্য যে সাহেব কোন আইনের মতে সেই সকল মোকদ্দমার এলাকায় ও সেই

আদালতের উকীলেরা কোন২ লিখনানুসারে সরকারের তরফ সওয়াল ও জওয়াব করিবেক তাহার কথা।

সকল

সকল কার্য্য করিতে উকীলদিগের শিক্ষা করাইতে শক্তি রাখেন্ তাঁহার নিকটহইতে আজ্ঞালিপি উপস্থিত হয় অর্থাৎ হুকুমনামা পঁহুছে সে সময়ে সেই হুকুমনামামাফিক সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব তাহারা করিবেক এবং সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের বিষয়ে এ মতের হুকুমনামা উকীলদিগের নিদর্শনলিপি স্বরূপ বোধ হইয়া আদালতের কাছারীতে দাখিল হইলে সেই সকল মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিল হইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

উকীলেরা যে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকারণ সরকারের তরফ নিযুক্ত হইবেক তাহাতে বিপক্ষের সহকারিতা না করিবার ও তদ্ভিন্ন মোকদ্দমাসকলের ওকালতী অন্যং উকীলের মতে করিতে পারিবার কথা।

সরকারী উকীলদিগেরে নিষেধ আছে যে যে সকল মোকদ্দমা সরকারী খরচে করিবার এলাকা রাখে সে সকল মোকদ্দমার বিপক্ষকে সেই সকল বিষয়ে কিছু পরামর্শ ও সন্ধান না কহে ও তাহারদিগের সহিত গোপন ও অগোপনের কিছু বিষয় না রাখে অর্থাৎ চক্রমক্র করিয়া তাহারদিগেরে সে সকল মোকদ্দমায় প্রবিষ্ট হইতে না দেয় কিন্তু তদ্ভিন্ন সকল মোকদ্দমাতেই তাহারদিগের সাধ্য আছে যে অন্যং উকীলের মতে ফরিয়াদী কিম্বা আসামীর পক্ষের সওয়াল ও জওয়াব করে ইতি।

২৮ ধারা।

সরকারী উকীলেরা ওকালতীরসুম আদালতের অন্যং উকীলদিগের মতে পাইবার কথা।

যে সকল মোকদ্দমা সরকারী খরচে করিতে হয় তাহাতে সরকারী উকীলেরা আপনারদিগের ওকালতী রসুম অন্যং বিবাদিদিগের মোকদ্দমাসকলের ওকালতী করিতে আদালতের অন্যং উকীলেরা যে হিসাবে রসুম পাইবার নিরূপণ আছে সেই হিসাবে পাইবেক এবং ওকালতী রসুমের বিষয়ে যে হুকুম এই আইনে লেখাযায় তাহাও সরকারী উকীলদিগের সম্বন্ধে আদালতের অন্যং উকীলদিগের মতে স্থির থাকিবেক ইতি।

২৯ ধারা।

অন্যং উকীলে যেমতে কার্য্য করে সে মতান্তরে অন্য হুকুম না হইলে সরকারী উকীলেরা সেই মতেই কার্য্য করিবার কথা।

যে সময়ে সরকারী উকীলেরা সরকারী খরচে হইবার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করে সে সময়ে তাহা করিবার বিধান অন্য কোন আইনে কখন যাহা ধার্য্য হয় তাহা সেওয়ায় অন্যং বিবাদিদিগের মোকদ্দমাসকলের প্রতি সওয়াল ও জওয়াব করিবার যে নিষেধ ও বিধি আছে তদনুসারে করিবেক ইতি।

৩০ ধারা।

এই ধারার লিখনানুসারে বিষয় বুঝিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইতে উকীলদিগেরে ছাড়াইতে বিবাদিদিগের সাধ্য থাকিবার কথা।

যদি ফরিয়াদী কিম্বা আসামীর কেহ আপনং উকীলের কার্য্যক্রমে অতুষ্ট হয় তবে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে সে উকীলকে ছাড়াইয়া অন্য উকীলকে নিযুক্ত করিতে পারিবেক কিন্তু সে উকীলের পরিবর্ত্তে অন্য উকীলকে নিযুক্ত করিবার জন্য যে আদালতে সেই উকীল থাকে সেই আদালতে দরখাস্ত করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া অন্য

উকীলের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৭ সপ্তম আইন।

উকীলের নামে ওকালৎনামা দিয়া নিযুক্ত করিতে হইবেক তাহাতে তগীর উকীল বহালী সময়ে সেই মুনিবের যে মোকদ্দমার যে সওয়াল ও জওয়াব করিয়া থাকে তাহা মঞ্জুর রহিবেক ইতি।

৩১ ধারা।

উকীলেরা এই আইনের অন্যথা কোন কার্য্য কিম্বা কিছু বিরুদ্ধাচরণ অথবা গণতা করিলে সে কারণে তাহারদিগের নামে বিবাদিরা আদালতে নালিশ করিতে পারিবে ইতি।

উকীলেরা আপনং মুনিবের মোকদ্দমায় কিছু বিরুদ্ধাচরণ ও গণতা করিলে বিবাদিরা তাহার নালিশ আদালতে করিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা।

যদি কোন উকীল পীড়াজন্যে আদালতের মিসিলে অর্থাৎ মোকদ্দমার বিচার হইবার সময়ে হাজির না থাকিতে পারে তবে সে উকীল সেই সংবাদ সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবকে লিখিয়া জানাইবেক তাহাতে সেই উকীলের এলাকার কোন মোকদ্দমার মিসিল সেই গরহাজিরী দিবসে হইলে সেই উকীল তাহার মুনিবের অনুমতিক্রমে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের ভার সেই আদালতের অন্য উকীংকে না দিলে সে মোকদ্দমার মিসিল তাহার আইন্দা মিসিল অর্থাৎ তাহার পরের আদালতের দিবসতক মুলতবি থাকিবেক কিন্তু যদি কোন মোকদ্দমার উকীল সেই মোকদ্দমা আদালতে রুবকার অর্থাৎ বিচারস্থলে বিচারোন্মুখ হইলে কিম্বা সেই মোকদ্দমার কিছু বৃত্তান্ত তাহার স্থানে জজসাহেবের জিজ্ঞাস্য হইলে পীড়ার কারণ যদি তাহার গরহাজিরহওন না হয় অথবা পীড়িত হইবার সমাচার রেজিষ্টরসাহেবকে না লিখিয়া থাকে তবে জজসাহেব সেই উকীলের এমতাপরাধে প্রথম বারে ৫০ পঞ্চাশটাকা ও দ্বিতীয় বারে ১০০ এক শত টাকার আন্দাজে দণ্ড করিবেন ও তৃতীয়বারে সে উকীল ওকালতী কার্য্যহইতে তগীর হইবেক ও উপরের লিখনানুসারে যে দণ্ড নিরূপণ হয় তাহা ১১ ধারায় দণ্ডের টাকা উসুল করিবার যে বিধান লেখা আছে তদনুসারে উসুল করিবেন ইতি।

কোন উকীল পীড়াজন্যে হাজির না থাকিতে পারিয়া রেজিষ্টরসাহেবকে সে সমাচার লিখিলে তাহার গরহাজিরীতে তাহার এলাকার মোকদ্দমার মিসিল হইলে যদি তাহার ভার অন্য উকীলকে না হইয়াথাকে তবে আইন্দা মিসিলতক সে মোকদ্দমার মিসিল মৌকুফ থাকিবার কথা।

এই ধারার লিখিত বিষয়ের অন্যথা হইলে উকীলদিগের দণ্ড হইবার কথা।

৩৩ ধারা।

এই আইনের মতানুসারে এমত নিষেধ জানিবেক না যে যাহার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত আছে তাহার কারণ আদালতে উকীল নিযুক্ত না করিয়া আপনি হাজির থাকিয়া সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করে ইতি।

বিবাদিরা উকীল না রাখিয়া আপনারা আপনং মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে পারিবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৮ অষ্টম আইন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের মালগুজারীর অর্থে দশসনী বন্দোবস্তের বিষয়ের যে সকল আইন ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্তেম্বর ও ২৫ নবেম্বর এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফিব্রুআরী ও তাহার পর যেং তারিখে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৯ সালের ১৮ সেপ্তেম্বর ও ২৫ নবেম্বরে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১০ ফিব্রুআরীতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ভূমির জমার ১০ দশসনী বন্দোবস্তের বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার লিখিত অনেক মর্ম্মই ঐ বন্দোবস্তের সিরিস্তা ধার্য্যকালে পরিবর্ত্ত ও ফেরফার হইয়াছিল একারণ সেই সকল আইন আমূলহইতে সেই পরিবর্ত্তি মন্ত্রণাযুক্তে লেখা গিয়া পুনর্ব্বার ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ২৩ নবেম্বরে জারী হইয়াছিল তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ দ্বিতীয় ও ৩ তৃতীয় আইনের মতে মাল আদালতের এলাকা যাহা পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবদিগের এখ্তিয়ারে ছিল তাহা সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগেরে অর্পণ হইল অতএব পুনর্ব্বার সেই আইনের কোনং মর্ম্মের পরিবর্ত্তে ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় আইনের অনুসারে আমূলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তী ১১৯৭ সাল ইস্তক ১০ দশসনী মুদ্দতে ভূমির বন্দোবস্ত হইবার কথা।

সন বাঙ্গলা ও সন ফসলী ও সন বিলায়তীর যে সন যে সুবায় চলন আছে সেই চলনের ১১৯৭ সালের শুরুহইতে সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার সমস্ত ভূমির বন্দোবস্ত ১০ দশসনের মুদ্দতে হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

১০ দশসনী বান্দোবস্তের মতে ভূমির মোক

বন্দোবস্তের কালে সমস্ত ভূম্যধিকারিকে এই সমাচার দেওয়া যাইবেক যে বিলায়তের

ররী জমা বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে চিরকালের নিমিত্তে স্থির ও বিনা মঞ্জুরে অস্থির রহিবার সংবাদ ভূম্যধিকারিদিগেরে দিবার কথা।

তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে দশসনের বন্দোবস্তের অনুসারে মোকররী জমা দশসন মুদ্দত গেলে পরেও চিরকালের নিমিত্তে স্থিরতর ও বহাল রহিবেক যদি ঐ সাহেবদিগের মঞ্জুরী না হয় তবে বহাল থাকিবেক না ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনের হুকুমের বেওরাদৃষ্টে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত ভূমির বন্দোবস্ত হইবার কথা।

যে সকল হুকুমের বেওরা তফসীল এই আইনে লেখা আছে তদ্দৃষ্টে কি জমীদার কি চৌধুরী কি তালুকদার যাবদীয় ভূম্যধিকারির সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে যে প্রকার তালুকদার আপনারদিগের ভূমির অধিকারী বোধ হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল তালুকদার আপনারদিগের তালুকের কর্ত্তা বোধ হইবেক তাহারদিগের তফসীল নীচে লেখা গেল।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল তালুকদার ভূমি উভয় স্বেচ্ছায় অর্থাৎ খোসখরীদ কিম্বা নীলামক্রমে খরীদ করিয়া থাকে কিম্বা এইক্ষণে যে সকল জমীদারের নিকটে মালগুজারী করে সেই সকল জমীদারের স্থানে কিম্বা অন্যং ভূম্যধিকারির স্থানে অথবা তাহারদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্থানে দানক্রমে পাইয়া থাকে ও ভূম্যধিকারিদিগের কোবালা এতাবতা বিক্রয়পত্র কিম্বা দানপত্র অথবা খালিসা শরিফার সনন্দ এপ্রকার যে সকল নিদর্শনলিপি ভূমির স্বত্বাধিকারকরণের যোগ্য হয় তাহা সেই ভূমির হক দখল করণের অর্থে হস্তে রাখে।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল তালুকদারের তালুকাতের মালগুজারী এই ক্ষণে যে ভূম্যধিকারির নিকটে করা যায় সেই ভূম্যধিকারী আপন ভূমিতে অধিকার করিবার পূর্ব্বে কিম্বা সে ভূমিতে তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা দখলীকার হইবার অগ্রে সে তালুকাৎ হইয়া থাকে ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে সকল তালুকদারের তালুকাতের মালগুজারী এইক্ষণে যে ভূম্যধিকারির নিকটে করা যায় সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের অধিকার কখনো সেই তালুকাতে না থাকে।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে সকল তালুকদারের তালুকাৎ উপরের লিখিত প্রকরণ সকলের ন্যায় ক্রয় কিম্বা দান অথবা উত্তরাধিকারিত্বক্রমে পূর্ব্বাধিকারিদিগের হস্তহইতে তাহারদিগের ভোগদখলে আসিয়া থাকে ইতি।

৬ ধারা।

যে যে তালুকদার সাবেক দস্তুরে আপনারদিগের তালুকের মালগু

যে সকল তালুকদার এইক্ষণে আপনারদিগের ভূমির মালগুজারী অন্য ভূম্যধিকারির মারফতে করে ও তাহারদিগের সনন্দ সকলে যদি এমত লেখা থাকে যে আপনারদি

গের

গের তালুকাতের মালগুজারী সেই ভূম্যধিকারির মারফতেই করিতে থাকে তবে তাহারা পূর্ব্বানুসারে সেই ভূম্যধিকারির মারফতেই আপনারদিগের তালুকাতের মালগুজারী করিবেক ইতি।

জারী অন্য ভূম্যধিকারির মারফতে করিবেক তাহার কথা।

৭ ধারা।

যে সকল তালুকদারের তালুকাত কোন ভূম্যধিকারির নিদর্শনলিপি কিম্বা সনন্দক্রমে নির্দ্দিষ্ট থাকে ও তদনুসারে সেই তালুকাতের কর্ত্তৃত্ব তাহারদিগেরে না অর্শে বরং কেবল তাহার মালগুজারী দিবার মতে কিম্বা সেই সকল সনন্দপত্রের লিখিত কটে সেই তালুকাতে তাহারদিগের ভোগাধিকার থাকে তবে তাহারা সমস্ত পাট্টাদারদিগের ন্যায় জ্ঞান হইবেক ভূম্যধিকারিদিগের ন্যায় জানা যাইবেক না অতএব সেই তালুকদারেরা তাহারদিগের তালুকাতের মালগুজারী এইক্ষণে সেই ভূম্যধিকারির নিকটে করে এ কারণ সেই ভূম্যধিকারির ভূমিহইতে সেই তালুকাত খারিজ রাখিবার শক্তি তাহারদিগের হইবেক না ইতি।

তালুকদারেরা যে গতিকে ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে গণ্য না হইয়া কেবল পাট্টাদারদিগের ন্যায় জ্ঞান হইবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

জঙ্গলবুরী ভূমির তালুকদারেরা সেই ভূমির পাট্টা নীচের লিখিত মতের হইলে যে ভূম্যধিকারির স্থানে সেই পাট্টা পাইয়া থাকে তাহার স্থানহইতে সেই ভূমি খারিজ করিবার শক্তি রাখিবেক না। যদি সেই পাট্টা ভূমির জঙ্গলবুরী কিম্বা আবাদী কটে থাকে তবে তদনুসারে সেই তালুকদার ও তাহারদিগের ওয়ারিসদিগকে সেই ভূমির চিরকালের কর্ত্তৃত্ব এবং বিক্রয় ও দানের ক্ষমতাও অর্শে এবং মিয়াদপর্য্যন্ত তাহারদিগেরে সে ভূমির মালগুজারী দেওয়াতেও ক্ষমা আছে অর্থাৎ যতকাল নিষ্করের নিয়ম থাকে ততকাল কর দিতে হয় না কিন্তু সেই মিয়াদ গেলে পর আদৌ যে ভূমি তাহারা আবাদ করে তাহার মালগুজারী পরগনার শবেমাফিক বেশী ও আবওআব ও মাথোট সমেত আসল জমার ন্যায় তাহারদিগের দেওয়া সঙ্গত হয় এবং যাহা নজর ও সেলামী ও রসুমওগয়রহ আপনারদিগের পুজালোকের স্থানে পায় সে সকলের অন্দরেও কিছুং সেই পাট্টার অনুসারে নির্দ্ধারিত মালগুজারী সেওয়ায় তাহারদিগের দেওয়া যথার্থ হয় ও সেই পাট্টায় যদিস্যাৎ ভূমির সীমাসরহদ্দ লেখা থাকে তথাচ তাহার সংখ্যা যাবৎ আবাদ না হয় তাবৎ নির্ণয় হয় না ইতি।

এই ধারার লিখনের মতের জঙ্গলবরী ভূমির তালুকদারেরা ভূম্যধিকারিহইতে খারিজহইতে শক্তি না রাখিবার কথা।

ঐ তালুকদারদিগের পাট্টাসকলের লিখিত কটের কথা।

৯ ধারা।

তালুকাতের ভূমির সম্পর্কে যে সকল দাঁড়া ৫ পঞ্চম ধারায় লেখা আছে সেই সকল দাঁড়া যে আয়মা ভূমির উপর জমা মোকররী মতে নির্দ্ধার্য্য ও খেরাজী আয়মানামে খ্যাত আছে তাহার পুতিও বহাল হইবেক তাহা ঐ পঞ্চম ধারার লিখিত তালুকাতের রকমের বিবেচনাক্রমে হুকুম হইয়াছে যে যে খেরাজী আয়মা ভূমির পুরস্কারদান

যেং খেরাজী আয়মা খারিজ হইবেক ও যেং আয়মা যে দস্তুরে ভূম্যধিকারির ভূমির শামিল রহিবেক তাহার পুতি তালুকাতের সম্পর্কে যে

সকল দাঁড়া লেখা আছে তাহা বহাল রহিবার কথা।

শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের দেওয়ানী হইবার তারিখের পূর্ব্বে হইয়া থাকে কিম্বা সেই তারিখের পরে যে টাকার বদলে ভূম্যধিকারিদিগের স্থানহইতে পুরস্কার দান হইয়া থাকে সে ভূমি আয়মাদারেরা যে ভূম্যধিকারিদিগেরে মালগুজারী দেয় তাহারদিগের স্থানহইতে খারিজ হইবেক এইহেতুক যে যে সকল তালুকদার আপ নারদিগের তালুকাতের অধিকারী তাহারদিগের ভূমি খারিজ হইবার অর্থে যে সকল দাঁড়া ধার্য্য আছে উপরের লিখিত সকল আয়মাও সেই সকল দাঁড়াভুক্ত হইয়াছে কিন্তু যে খেরাজী আয়মার পুরস্কারদান নিশ্চয় পতিত ভূমি পত্তন আবাদের কারণ সাব্যস্থ হয় এমত আয়মা যে ভূমির শামিল আছে তাহার শামিলেই পূর্ব্বানুসারে রহি বেক এই নিমিত্তে যে জঙ্গলবুরী তালুকাতের সম্বন্ধে যে সকল দাঁড়া ৮ অষ্টম ধারায় লেখা আছে সেই সকল দাঁড়ার তলে এমত আয়মাও গিয়াছে ইতি।

১০ ধারা।

তালুকদারদিগের তালুকাত খারিজকরণের অর্থে যেং হুকুম জারী করিতে যে সকল দাঁড়া ধার্য্য আছে তাহা কালেক্টর সাহেবেরা দৃষ্ট রাখিবার কথা।

যে সকল তালুকদার ফলিতার্থে আপনারদিগের তালুকাতের ভূমির কর্ত্তা আছে ও খারিজ হইবার শক্তি রাখে তাহারা তাহারদিগের তালুকাত খারিজ করিবার অর্থে যে সকল হুকুম নিৰ্দ্ধার্য্য আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে নীচের লিখিত বিশেষ দাঁড়াস কল কার্য্যকরণের নীতির মত কালেক্টরসাহেবদিগের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

১১ ধারা।

কালেক্টর সাহেবের তালুকদারদিগের সকল সনন্দদৃষ্টি করিয়া তাহার দিগের যাহাকে তালুকের অধিকারী জানেন্ তাহাকে জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারিহইতে খারিজ করিবার কথা।

যাবৎ কোন তালুকদারের তালুক কাহারো স্বত্বনির্দ্দিষ্টে আদালতে ডিক্রী না হয় তাবৎ সেই তালুকদার আপন তালুকের প্রকৃত অধিকারী বোধ হইবেক অতএব উপ রের ধারায় যে সকল হুকুমের প্রস্তাব আছে তাহা জারীকরণের অর্থে কালেক্টর সাহেবদিগের কিছু এলাকা তাঁহারদিগের মোতালক জিলাসকলের তালুকদারদিগের ভোগদখলের স্বত্বাধিকার তাহারদিগের তালুকাতে থাকনের বিবেচনা ও তহকীকের প্রতি নাই কিন্তু ঐ সাহেবেরা কেবল ইহাই বিবেচনা করিবেন যে যদি তাহারদিগের তালুকাত এমত হয় যে ৫ পঞ্চম ও ৯ নবম ধারার লিখিত দাঁড়াসকলের অনুসারে তাহারদিগের খারিজ হইবার অধিকার আছে কি না এই বিবেচনার নিমিত্তে কা লেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল তালুকদারের স্থানে তাহারদিগের সনন্দ পত্র তলব করিয়া তাহা অবগত হইলে পর যে তালুকদারকে ঐ সকল ধারার লিখন ক্রমে তালুকের ভূমির অধিকারী বুঝেন্ তাহাকে ভূম্যধিকারির শামিলাতহইতে খা রিজ করাইয়া অবশিষ্ট তলুকদারদিগেরে ভূম্যধিকারিদিগের শামিলে পূর্ব্বমতে রা খেন্।

কোন তালুকদার কিছু সনন্দ না রাখিলে ইহাতে কালেক্টরসাহেবা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

যদি কোন তালুকদারের নিকটে কিছু সনন্দপত্র প্রস্তুত না থাকে তবে কা লেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই তালকদারের খারিজ হইবার অধিকার সরাসরী মতে তহকীক করিয়া এবং সেই তালুকদার আপন স্বত্বাধিকারের প্রমাণার্থে যেসকল নিদর্শন লিখন ও দলীল দর্শায় ও ভূম্যধিকারী তাহার জওয়াবের যে কাগজপত্র ও দ লীল

লীল উপস্থিত করে তাহা সমস্তই জ্ঞাত হইয়া ও শুনিয়া আপনবুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে সেই তালুকদার খারিজ হইবার শক্তি রাখে কি না যথাসাধ্যে তাহার নিষ্পত্তিজনক হন্ ও তদনুসারে বন্দোবস্ত করেন্।

১২ ধারা।

যে সকল তালুকদারের হকে কালেক্টরসাহেবেরা এমত নিষ্পত্তি করেন্ যে তাহারা আপনারদিগের তালুকের ভূমির অধিকারী নহে ও তদনুসারে পূর্ব্বমতে ভূম্যধিকারিদিগের শামিলাতে থাকে তাহাতে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগেরে ইহা জানান্ যে যদি সেই নিষ্পত্তিতে মন্যত না হয় তবে তাহারদিগের সাধ্য আছে যে আপনারদিগের তালুকের ভূমির স্বত্বাধিকারের দাওয়ায় ভূম্যধিকারিদিগের নামে জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তাহাতে যদি তাহারদিগের স্বত্বাধিকার আদালতে প্রমাণ হয় তবে তাহারা ভূম্যধিকারিদিগের শামিলাতহইতে খারিজ হইয়া আপনারদিগের তালুকাতের মালগুজারী হজুরে করিবেক। এবং যে কালে কালেক্টরসাহেবেরা তালুকাতকে ভূম্যধিকারিহইতে খারিজ করেন্ ও সেই ভূম্যধিকারী যদি এমত আপত্তি করে যে সেই তালুকদারেরা ফলত আপনারদিগের তালুকের এমত অধিকারী নহে যে তদনুসারে ঐ ৫ পঞ্চম ও ৯ নবম ধারাক্রমে খারিজ হয় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে কালে তাহাকেও ইহা জানান্ যে সেই তালুকাতের কর্ত্তৃত্বের দাওয়ায় তালুকদারদিগের নামে আদালতে নালিশ করিতে তাহার ক্ষমতা আছে তাহাতে যদি তাহার কর্ত্তৃত্বস্বত্ব প্রমাণ হয় তবে সেই তালুকাত পূর্ব্বমতে তাহার ভূমির শামিলে হইবেক অতএব ইহাতে যে কালে যে কোন তালুকের স্বত্বাধিকারের বিষয়ে বিবাদ জন্মে সে কালে দেওয়ানী আদালতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বহাদর কৌন্সেলের হজুরের আইনের মতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক। আর সে মোকদ্দমা জিলার আদালতহইতে নিষ্পত্তি পাইলে উভয় বিবাদির একের অস্বীকার ও নারাজীতে তাহার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে এবং তথাহইতে সদর দেওয়ানী আদালতেও তথাকার যোগ্য মোকদ্দমা হইলে হইতে পারিবেক ইতি।

যে সকল তালুকদার আপনারদিগের তালুকের অধিকারী না হইবার অর্থে কালেক্টরসাহেবেরা নিষ্পত্তি করেন্ সে নিষ্পত্তিতে তাহারা মন্যত না হইলে আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

জমীদারেরা ও যেং অন্যং ভূম্যধিকারী তালুকাত খারিজহইতে মন্যত না হয় তাহারাও সেই তালুকাত শামিল রাখিবার দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

জিলার আদালতের নিষ্পত্তিতে উভয়ের একে মন্যত না হইলে তাহার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে ও সেখানহইতে সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও তথায় করিতে পারিবার কথা।

১৩ ধারা।

যে সকল তালুকদার খারিজ হইবার বিষয়ে হুকুম হয় তাহারদিগের সাধ্য থাকিবেক না যে আপনারদিগের তালুকের মালগুজারী পূর্ব্বমতে জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারির মারফতে করে ইতি।

যে সকল তালুকদার খারিজ হয় তাহারা আপনারদিগের তালুকের মালগুজারী জমীদারপ্রভৃতির মারফতে না করিবার কথা।

১৪ ধারা।

যে সকল তালুকদার ৫ পঞ্চম ও ৯ নবম ধারানুসারে জমীদার ও অন্য যে ভূম্যধিকারির মারফতে আপনারদিগের তালুকের মালগুজারী করে তাহার শামিলাতহই

তে

যে তালুকদারেরা খারিজ হয় তাহারা আপনারদিগের তালুকের মা

মালগুজারী যে জিলায় তাহা তহসীলের কারণ তহসীলদার নিযুক্ত না হয় তথায় কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় পঁহুছাইবার কথা।

তে খারিজ হয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের তালুকের মালগুজারী বরা বর কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানায় পঁহুছাইতে থাকে কিন্তু যে জিলায় তথাকার তালুকাতের বাহুল্যপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে এ দাঁড়া ব্যামোহের তরে হইতে পারে তথায় সেই তালুকাতের মালগুজারীর তহসীলের নিমিত্তে-এদেশি লোক তহসীলদার নিযুক্ত হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

যে ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে তালুকাত খারিজ হয় তাহারা তালুকাতের মালগুজারীর তহসীলদারীতে নিযুক্ত না হইবার কথা।

যে সকল জমীদার ও অন্য ভূম্যধিকারিদিগের শামিলাতহইতে তালুকাত খারিজ হয় তাহারা সেই তালুকাতের মালগুজারী উসুলের কারণ তহসীলদারীতে নিযুক্ত হইবেক না বরং সর্ব্বদাই অন্য যশস্বান ও মাতবর লোককে তহসীলদারী কার্য্য অর্পণ হইবেক ও সেই তহসীলদারের সকল খরচ সরকারের শিরে থাকিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

যে ভূমির অনধিকারী মোকররীদারদিগের মোকররী সনন্দ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা মঞ্জুর হইয়া থাকে অথবা শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানীর পূর্ব্বে হইয়া থাকে তাহারদিগের প্রতি যে সকল দাঁড়া ধার্য্য আছে তাহার কথা।

যে ভূমির সনন্দ মোকররী মতে সেই ভূমির অনধিকারিদিগের নামে হইয়া থাকে সে সনন্দ যদি সরকারহইতে তাহারদিগেরে দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা সরকারে মঞ্জুর হইয়া থাকে অথবা শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানীর পূর্ব্বে হইয়া থাকে তবে সেই সকল মোকররীদারেরা আপনারদিগের পরমায়ুর শেষপর্য্যন্ত সেই ভূমিতে ভোগবান রহিবেক কিন্তু তাহারা আপনারদিগের মোকররী জমাতে মমুলী সায়েরের মাসুলের যে অঙ্ক বাজেয়াপ্ত কিম্বা মৌকুফ হইয়াছে তাহা মজুরা পাইবেক ও সেই মোকররীদারদিগের মৃত্যু হইলে পর সেই ভূমির বন্দোবস্ত সেই ভূমির অধিকারির সহিত এই আইনের অনুসারে হইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

মোকররী সনন্দ বহাল থাকনের কথা।

এই ধারা এবং ১৬ ধারার লিখিত সকল দাঁড়া স্থির অস্থিরহওন বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের অধীন হইবার কথা।

যে কোন ভূম্যধিকারির নামে মোকররী সনন্দ সরকারহইতে দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা সরকারহইতে মঞ্জুর হইয়া থাকে তাহাও বহাল রহিবেক এবং উপরের ধারার লিখনমতে সায়েরের মাসলের যে অঙ্ক বাজেয়াপ্ত কিম্বা মৌকুফ হইয়াছে তাহা সেই ভূমির মোকররী জমায় মজুরা হইবেক কিন্তু জানিবেক যে এই ধারা এবং ১৬ ষোড়শ ধারার লিখিত দাঁড়াসকলের অস্থিরতা ও স্থিরতা বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুরীর প্রতি তাৎপর্য্য রহিবেক ইতি।

১৮ ধারা।

ভূমির অনধিকারী মোকররীদার যাহারদিগের মোকররী সনন্দ শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানীর পর হইয়াছে

যে২ মোকররীদার আপনারদিগের ভোগদখলের ভূমির অধিকারী নহে কিম্বা তাহারদিগের মোকররী সনন্দ শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানীর পরে হইয়া কখন তাহার মঞ্জুরী শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে না লইয়া থাকে তাহারা সেই মোকররীহইতে বেদখল হইবেক এবং সেই ভূমির বন্দোবস্ত

এই

এই আইনের মতে সেই ভূমির অধিকারির সহিত করা যাইবেক কিন্তু এপ্রকার যে সকল মোকররীদার ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক আপনারদিগের মোকররীতে ভোগ দখল রাখিয়া থাকে তাহারা সেই ভূম্যধিকারির সহিত হালের যে জমার ধার্য্য হয় তাহাতে সাবেক মোকররী জমাহইতে যাহা বেশী হইবেক সেই বেশী মামুলী সায়েরের মাসুলের যে অঙ্ক বাজেয়াপ্ত কিম্বা মৌকুফ হইয়াছে তাহার খরচাবাদে যে পাওনা তাহাসমেত আপনারদিগের পরমায়ুর শেষপর্য্যন্ত পাইবেক। কিন্তু ইহাও বিলায়েতর কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুরীর অধীন হইবেক ইতি।

ও তাহার মঞ্জুরী শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে না হইয়া থাকে তাহারদিগের অর্থে যে সকল দাঁড়া ধার্য্য হইল তাহার কথা।

মোকররীদারেরদের যে পাওনার বিষয়ে বিলায়তের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মঞ্জুরীর আবশ্যক তাহার কথা।

১৯ ধারা।

যে সকল মোকররীদারের প্রস্তাব ১৮ অষ্টাদশ ধারায় আছে তাহারা ভূম্যধিকারিদিগের বশতাপন্ন নহে অতএব সে মতের মোকররীদারছাড়া যে সকল ইস্তমরারীদার ভূম্যধিকারিদিগের স্বেচ্ছা ও অনুমতিক্রমে আপনারদিগের ভূমিতে ভোগবান থাকিয়া আপনারদিগের ভূমির পাট্টা কিম্বা তাহতের অনুসারে সেই অধিকারির স্থানহইতে ভূমিতে দখল পাইয়া থাকে এমত ইস্তমরারীদারেরা পাট্টাদার তালুকদারেরদের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং তাহারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত পশ্চাৎ যে মত প্রস্তাব হইতেছে সেই মতে করা যাইবেক ইতি।

যে সকল ইস্তমরারীদার পাট্টাদার তালুকদারেরদের ন্যায় জানা যাইবেক তাহার কথা।

২০ ধারা।

৪ চতুর্থ ধারায় হুকুম আছে যে যে সকল লোক ভূমির অধিকারী তাহারদিগের সহিত দশসনী বন্দোবস্তের ধার্য্য করা যাইবেক কিন্তু যে কোনং ভূম্যধিকারী সেই হুকুমের বাহির আছে তাহারদিগের বেওরা তফসীল এই যে। আদৌ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে যে সকল স্ত্রীলোককে তাহারদিগের ভূমির সম্পর্কীয় কার্য্য প্রয়োজনকরণের উপযুক্তা জানেন্ তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা। দ্বিতীয় অল্পবয়স্ক লোকেরা। তৃতীয় যাহারা আজন্ম হতজ্ঞান। চতুর্থ বাতুল এবং অন্য যে সকল ভূম্যধিকারী শরীরাদির দোষের নিমিত্তে আপনারদিগের ভূমির বিষয়ব্যাপারের কর্তৃত্ব না রাখে ও যে সকল ভূম্যধিকারিকে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে দুষ্টতা কিম্বা তাহারদিগের অপর স্বাভাবিক লম্পটতাপ্রযুক্ত অনুপযুক্ত বোধ করেন্। কিন্তু যে সকল লোক জ্ঞানবান ও উপযুক্ত তাহারা যদি উপরের লিখিত অধিকারিদিগের সহিত ভূমির অংশী থাকে তবে সেই সকল অধিকারী কিম্বা তাহারদিগের সংসারের অধ্যক্ষদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই অংশির ঐক্যক্রমে বন্দোবস্তের করারদাদ করিয়া পশ্চাৎ যে সকল মর্ম্মের প্রসঙ্গ হইতেছে তদ্দৃষ্টে জনেককে আপনারদিগের ভূমির সরবরাহকারীর নিমিত্তে ঠাহর করে ইতি।

ভূম্যধিকারিদিগের দশসনী বন্দোবস্তের অর্থে চতুর্থ ধারার লিখিত হুকুমের বাহির যে সকল অধিকারী নির্দ্দিষ্ট আছে তাহারদিগের কথা।

২১ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের লিখনানুসারে যে সকল সরবরাহকার নিযুক্ত

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের

হজুরহইতে যে সকল সরবরাহকার নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের মারফতে উপরের ধারার লিখিত ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহকারীকার্য্য হইবার কথা

নিযুক্ত হয় তাহারদিগের মারফতে উপরের ধারার লিখিত অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহকারী কার্য্য হইবেক অতএব সেই আইনে সেই সকল সরবরাহকারের ঠাহর এবং সরবরাহকারী কার্য্যনির্ব্বাহ এবং সেই অধিকারিদিগের ভরণপোষণের রূপ নির্দ্দিষ্টকরণের অর্থেও কএক দাঁড়া নির্দ্ধারিত আছে ইতি।

২২ ধারা।

যে সকল অধিকারী সরকারের বাকীদারহয় ও বাকী টাকা দিবার শক্তি না রাখে তাহারদিগের ভূমি ইজারায় কিম্বা খাস তহসীলে রাখা যাইবার কথা।

যে ভূম্যধিকারিরা সরকারের বাকীদার হয় ও বাকী টাকা দিবার সাধ্য না রাখে তাহারাও ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত হুকুমের বাহির জানা যাইবেক তস্মাৎ এপ্রকার অধিকারিদিগের সহিত তাহারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত করা যাইবেক না বরং কালেক্টরসাহেবের বিহিত বিবেচনানুসারে তাহারদিগের ভূমি তিন বৎসরপর্য্যন্ত ইজারদারের ইজারায় কিম্বা সরকারের খাস তহসীলে রাখা যাইবেক ইতি।

২৩ ধারা।

যে ভূমি দুই কিম্বা ততোধিক অধিকারিদিগের সাধারণক্রমে থাকে ও তাহারা সকলে অনুপযুক্ত না হয় সে ভূমির বন্দোবস্ত সেই অধিকারিদিগের একযোগের সঙ্গে হইবার কিন্তু সেই ভূমির কার্য্য জনেক সরবরাহকারের হস্তে অর্পণ হইবার কথা।

যে কালে কোন ভূমি দুই কিম্বা ততোধিক অধিকারিদিগের সাধারণক্রমে থাকে ও সেই অধিকারিরা সকলে ২০ বিংশতি ধারার লিখিত অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ন্যায় না হয় সে কালে সে ভূমির বন্দোবস্ত সেই সকল অধিকারির একযোগের সঙ্গে করা যাইবেক এবং তাহারদিগেরে হুকুম হইবেক যে আপনারদিগের সরবরাহকারীর নিমিত্তে জনেক সরবরাহকার এইরূপে যে যাবৎ সে আপন কার্য্যে নিযুক্ত ও কায়েম থাকে তাবৎ সেই ভূমির সরবরাহকারী তাহার মারফতে হয় ঠাহর করে। সেই সরবরাহকার ঠাহরের বিষয়ে সেই সকল অধিকারির মধ্যে অনেকের ঐক্যক্রমে যে পরামর্শ হয় তাহাই মাতবর হইবেক যদি সেই সরবরাহকার ঠাহরের কালে সমস্ত অধিকারী উপস্থিত না থাকে তবে যাহারা উপস্থিত থাকে তাহারদিগের মধ্যে যাহারদিগের মন্ত্রণা অনেকের সহিত একায় তাহারদিগের ঠাহর মাতবর হইবেক আর যদি সেই অধিকারিরা দুই পক্ষ সমান হইয়া একং পক্ষের একং মন্ত্রণা হয় তবে যে অধিকারিদিগের এলাকা সেই ভূমিতে অধিক থাকে তাহারদিগের ঠাহর মাতবর হইবেক যদি তাহারদিগের এলাকা তুল্য হয় তবে সে ভূমির সরবরাহকারেরা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিবেচনাক্রমে নিযুক্ত হইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

ঐ সরবরাহকারের ঠাহর করিবার মতের কথা।

যে কালে উপরের ধারার লিখিত অল্পবয়স্ক কিম্বা বাতুল অথবা আজন্ম হতজ্ঞান কিম্বা অন্যং প্রকারের মধ্যের যেহেতুক সংসারের অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই ব্যক্তির মন্ত্রণা ভূমির সরবরাহকার ঠাহরের বিষয়ে মাতবর হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

২৫ ধারা।

যদি কোন সাধারণ ভূমির অংশিরা কালেক্টরসাহেবের অনুমতিক্রমে সরবরাহ্কার ঠাহরিতে শৈথিল্য করে তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপনি জনেককে সেই ভূমির সরবরাহ্কারীর অর্থে বিবেচিয়া তাহ্যর নিযুক্তের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানহইতে হুকুম চাহেন্ ইহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুর হইলে পর সেই সরবরাহ্কার আপন কার্য্যে পৃবৃত্ত হইবেক ও যাবৎ তাহার বহাল থাকন উচিত হইবেক তাবৎ অন্যের বিনাপৃবৃত্ততায় সেই ভূমির সরবরাহ্কারী কার্য্যের ভার তাহার পৃতি থাকিবেক। কিন্তু সেই সরবরাহ্কারের খরচ এবং সরকারের মালগুজারীর জওয়াবদেওয়া পূর্ব্বানুসারে সেই অংশিদিগের শিরে রহিবেক ইতি।

যে কালে সাধারণ ভূমির অধিকারিরা সরবরাহ্কার ঠাহরিতে শৈথিল্য করে সে কালে কালেক্টরসাহেব নিজে জনেককে ঠাহরিবার কথা।

সরবরাহ্কারের খরচা ও সরকারের মালগুজারীর নিশা ভূমির অংশিদিগের শিরে থাকিবার কথা।

২৬ ধারা।

সাধারণ ভূমিব উপর সরকারের যে জমার ধার্য্য হয় তাহা স্বীকার কিম্বা অস্বীকারের বিষয়ে সেই ভূমির সকল অংশির মধ্যে যাহারদিগের মন্ত্রণা অনেকের সঙ্গে ঐক্য পায় তাহারদিগের মন্ত্রণা ২৩ ত্রয়োবিংশতি ধারার লিখিত দাঁড়াদৃষ্টে মাতবর হইবেক কিন্তু সেই ভূমির উপর যে জমার ধার্য্য হয় তাহাতে যদি সেই অংশিরা স্বীকৃত না হয় তবে তাহারদিগের সাধ্য আছে যে সেই ভূমি অংশ করাইয়া লয় ও একং অংশের জমা পৃথক নির্দ্দিষ্ট করায় কিন্তু সেই অংশ করাইবার খরচ তাহারদিগের শিরে রহিবেক ইতি।

সাধারণ ভূমির উপর যে জমার ধার্য্য হয় তাহা কবুল ও নাকবুলের অর্থে সকল অংশির মধ্যে যাহারদিগের বিবেচনা অনেকের সঙ্গে একায় তাহারদিগের বিবেচনাই মাতবর হইবার কিন্তু নারাজ হইলে সেই ভূমি বিভাগ করাইয়া লইতে পারিবার কথা।

২৭ ধারা।

যদি কোন সাধারণ ভূমির অংশ দুই কিম্বা ততোধিক অধিকারিদিগের নামে নির্দ্দিষ্ট থাকে কিম্বা দুই অথবা ততোধিক অধিকারিদিগের সাধারণ কোন ভূমির কিস্মৎ তাহারদিগের পৃক্ষে একের নামে নির্দ্দিষ্ট রহে কিন্তু পৃত্যেক অংশির কিস্মৎ পার্থক্যক্রমে তাহারদিগের ভোগদখল এতমামে কিম্বা তাহারদিগের গোমস্তাদিগের এতমামে থাকে তবে একং কিস্মতের বন্দোবস্ত পৃথকং ভোগদখলকারদিগের সহিত হইবেক এবং একং কিস্মতের মালগুজারীর নিশা তাহারদিগের জনাজাতের শিরে ভিন্নং রহিবেক ইতি।

যদি ভূমির কিস্মৎ দুই কিম্বা ততোধিক শরিকদিগের নামে কিম্বা তাহারদিগের পক্ষে একজনের নামে নির্দ্দিষ্ট থাকে ও জনেং আপন অংশে ভোগবান রহে তবে তাহার বন্দোবস্ত যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

২৮ ধারা।

যদি কোন ভূম্যধিকারির ভূমি বন্ধকে থাকে ও বন্ধকলওনিয়া সে ভূমিতে ভোগবান রহে তবে তাহার বন্দোবস্ত সেই বন্ধকলওনিয়ার সহিত করা যাইবেক। ও যে কালে সে ভূমির অধিকারী কি বন্ধকী টাকা দেওয়াদ্বারা কি আদালতের ডিক্রীক্রমে সেই ভূমিতে ভোগদখল পায় সে কালে সে ভূমি সেই বন্দোবস্তে তাহার হস্তে রহিবেক যদি সেই

কোন ভূমি বন্ধক থাকিলে তাহার বন্দোবস্ত যেরূপে করা যাইবেক তাহার কথা।

সেই বন্ধকলওনিয়া কৃতবন্ধক ভূমিতে দখল না পাইয়া থাকে তবে সে ভূমির বন্দোবস্ত তাহার অধিকারির সঙ্গে করা যাইবেক পশ্চাৎ সেই বন্ধকলওনিয়া যে কালে সেই ভূমিতে দখল পায় সে কালে সে ভূমি সেই বন্দোবস্তেই তাহার হস্তে থাকিবেক ইতি।

২৯ ধারা।

যদি কোন ভূমির মোকদ্দমায় জানা না যায় যে তাহার অধিকারী কোন ব্যক্তি কিম্বা তাহার অধিকারী হাজির না থাকে তবে তাহার বন্দোবস্তের অর্থে যে উদ্যোগ করা যাইবেক তাহার কথা।

যদি ভূম্যধিকারী ইশ্‌তিহারনামাক্রমে হাজির না হয় তবে তাহার ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবার কথা

যদি কোন ভূমির মোকদ্দমায় আদ্যোপান্ত বিবেচনা ও তহকীকাৎ ও সকল দপ্তর দৃষ্টিক্রমে বেওরা বোধ না হয় যে তাহার অধিকারী কোন ব্যক্তি কিম্বা তাহার অধিকারী উপস্থিত না থাকে তবে সে ভূমি সরকারের খাস তহসীলে রহিবেক। আর ইহাতে কর্ত্তব্য যে এক ইশ্‌তিহারনামা এই নিদর্শনে হয় যে সেই ভূমির অধিকারী ৬ মাসের মধ্যে হাজির হয় যদি সে মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় তবে তাহার পর সে ভূমির বন্দোবস্ত কোন ইজারদারের সহিত ১০ দশ বৎসরের মুদ্দতে করা যাইবেক ও সে ভূমি ইজারা লইবার বিষয়ে সে ভূমির নিকটবর্ত্তী যে ভূম্যধিকারির ভূমি থাকে তাহার সাধ্য রহিবেক যে সে জমা কবুল করিবার নিয়মে ও যে সকল নিয়ম কালেক্‌টর সাহেব ধার্য্য করেন্ তদনুসারে সে ভূমি ইজারা লয় ইতি।

৩০ ধারা।

যে ভূমির অধিকারিত্বের বিষয়ে বিবাদ থাকে সে ভূমি যে অধিকারির দখলে থাকে তাহার সহিত সে ভূমির বন্দোবস্ত হইবার কথা।

যদি কোন ভূমির অধিকারিত্বের বিষয়ে বিরোধ হয় তবে কর্ত্তব্য যে তাহার বন্দোবস্ত যে অধিকারী সে ভূমিতে দখল রাখে তাহার সহিত করা যায় কিন্তু বন্দোবস্তের সময়ে সেই ব্যক্তিকে ইহা জানান যায় যে সে ভূমির অধিকারিত্বের প্রতি অন্যের দাওয়াহইতে তাহার ছাড়ান রহিবেক না বরং পশ্চাৎ সে ভূমিতে যাহার অধিকারিত্ব প্রমাণ হইবেক তাহার ভোগদখলে সে ভূমি রহিবেক ইতি।

৩১ ধারা।

কোন ভূমির অধিকারিত্বের প্রতি বিবাদ জন্মিলে যাবৎ কেহ সেই ভূমিতে দখল না পায় তাবৎ সে বিষয়ে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি এমত হয় যে কোন ভূমির অধিকারিত্বের বিষয়ে জনকএকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া তাহারদিগের সকলের মধ্যে কাহারো দখল সে ভূমিতে না থাকে তবে সে সকল লোকের সাধ্য থাকিবেক যে যাবৎ সেই দাওয়া জিলার দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না পায় তাবৎ সেই ভূমির ব্যাপারের নিমিত্তে জনেক সরবরাহকারকে নিযুক্ত করে যদি তাহারা সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত না হয় তবে সে ভূমি খাস তহসীলে থাকিবেক ও তাহার উৎপন্ন মালগুজারী দিয়া পরে যাহা বাকী হইবেক তাহা আমানৎ রহিবেক ইতি।

৩২ ধারা।

কোন ভূমির সীমার বিবাদ থাকিলে

যদি কোন ভূমির সীমাসরহদ্দের বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত থাকে তবে তাহার নিষ্পত্তি

নিষ্পত্তি জিলার দেওয়ানী আদালতে হইবেক ও ইতিমধ্যে উভয়ের যাহার ভোগদখলে যে ভূমি থাকে সেই ভূমির বন্দোবস্ত তাহার সহিত পার্থক্যক্রমে করা যাইবেক ইতি।

উভয় বিবাদির ভূমির বন্দোবস্ত যেরূপে হইবেক তাহার কথা।

৩৩ ধারা।

তিন সুবায় সরকারের জমা নির্দ্ধার্য্যের বিষয়ে সেই একং সুবার গতিকের উপর চিহ্নিতকরা যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার বিবরণ ৩৮ ধারাহইতে আরম্ভ আছে আর যে সকল দাঁড়া নীচের লিখিত অন্যং ধারায় লেখা আছে তাহা তদতিরিক্ত ইতি।

তিন সুবার জমা ধার্য্যের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার কথা।

৩৪ ধারা।

সকল কাজী ও কানুনগোদিগের মোশাহেরা এবং সরকারের নির্দ্ধারিত অন্য যে প্রকার মোশাহেরা অদ্যাবধি ভূম্যধিকারিদিগের স্থানহইতে দেওয়া যাইতেছে সে সকল মোশাহেরা উত্তরকাল জমার শামিল হইয়া যে সকল হুকুম ও দাঁড়া সেই মোশাহেরা দিবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১০ জুনে ধার্য্য হইয়া পুনর্ব্বার তাহার মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্ত ও শোধনে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ চতুর্বিংশতি আইনের অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তদৃষ্টে কালেক্টরসাহেবদিগের মারফতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সরকারের নির্দ্ধারিত যে সকল মোশাহেরা অদ্যাবধি ভূম্যধিকারিদিগের স্থানহইতে দেওয়া গেল তাহা পশ্চাৎ জমার শামিল হইয়া কালেক্টর সাহেবদিগের মারফতে দেওয়া যাইবার কথা।

৩৫ ধারা।

যে সকল রসুম ও হাসিল মাসুলওগয়রহ সায়েরের নামে ডাকে তাহা বাদে সরকারের জমা নির্দ্ধার্য্য হইবেক। কিন্তু শহর কলিকাতার সরহদ্দে যে সকল গঞ্জ ও হাট ও বাজার আছে এবং যে সকল গঞ্জ ও হাট ও বাজারের হাসিল মাসুল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ১১ জুনের হুকুম মতে সেই সকল গঞ্জওগয়রহের কর্ত্তা ও ভোগবানদিগের স্বত্বাধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা উপরের লিখিত হুকুমের বাহির আছে। সেই সকল হুকুম যে সকল দাঁড়া আবকারী অর্থাৎ মদিরাআদি মাদক সামগ্রীর মাসুল ও সায়েরের হাসিল বাজেয়াপ্তের বিষয়ে এবং সেই হাসিলের এওজে যত টাকা ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের জমায় মজুরা হইয়াছে তাহার অর্থেও ধার্য্য হইয়াছিল তাহার সহিত মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্ত ও শোধনে, ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৭ সপ্তবিংশতি ও ৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ আইনের অনসারে আদিহইতে নির্দ্ধারিত হইল ইতি।

সায়েরের হাসিল মাসুল বাদে সরকারের জমা নির্দ্ধার্য্য হইবার কথা।

ঐ হুকুমের বাহির কথা।

৩৬ ধারা।

যে ভূমি নিষ্কর নির্দ্দিষ্ট আছে সে ভূমির রাজস্ব কি সঙ্গত কি অসঙ্গতরূপে যদি

সরকারের জমা লাখেরাজ

প মাফ

রাজী ভূমি বাদে নির্দ্ধার্য্য হইবার কথা।

মাফ হইয়া থাকে তবে তাহার জমাহইতে খারিজ হইয়া সরকারের জমার ধার্য্য হইবেক ইতি।

৩৭ ধারা।

সুবে বেহারের মধ্যের মালিকানা এবং সুবে বাঙ্গলা ও মেদিনীপুরের মধ্যের নানকার খামার ওগয়রহ ভূমি উপরের লিখিত দাঁড়াসকলের বাহিরের কথা।

জানিবেক যে সুবে বেহারের মধ্যের মালিকানা জমীন এবং সুবে বাঙ্গালা ও মেদিনীপুরের জমীদার ও তালুকদারের ও অন্য ভূম্যধিকারিদিগের নিজের নানকার ও খামার ও নিজযোতওগয়রহ ভূমি উপরের লিখিত দাঁড়াসকলের বাহির আছে এপ্রকার ভূমির প্রতি নীচের কএক ধারার লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্ধার্য্য হইল ইতি।

৩৮ ধারা।

সুবে বেহারে মালিকানা যে ভূমি থাকে তাহা মালগুজারীর ভূমির শামিল হইয়া সে ভূমির বন্দোবস্ত ভূম্যধিকারির সহিত হইবার কথা।

সুবে বেহারের যে স্থানে জমীদারেরা কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের ভূমির ব্যাপার কার্য্য ছাড়িয়া থাকে কিম্বা তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকারী কার্য্য অন্যকে সোপর্দ্দ হইয়া থাকে ও তাহারা যদি তাহার দশমাংশ মালিকানা মতে স্বহস্তে রাখে তবে সেই দশমাংশ মালগুজারীর ভূমির শামিল হইবেক আর কর্ত্তব্য যে সেই জমীদারওগয়রহ আপনারদিগের সেই মালিকানা ভূমিসমেত সমুদয় ভূমির করারদাদ করে কিন্তু যদি সেই মালিকানা ভূমি শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের কিম্বা কালক্রমের সরদারের এতাবতা অধিপতির পুরস্কারদানক্রমে তাহারদিগের ভোগদখলে থাকে অথবা এপ্রকার ভূমি বিক্রয় হইয়া থাকে কিম্বা বন্ধক হইয়া বন্ধকলওনিয়ার ভোগদখলে রহিয়া থাকে তবে সে ভূমি উপরের লিখিত হুকুম হইতে বাহির হইবেক ও যে মালিকানা ভূমির পুরস্কারদান ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে কিম্বা ঐ শ্রীযুতের হজুরের মঞ্জুরীতে কিম্বা কালক্রমের অধিপতির স্থানহইতে না হইয়া থাকে সে ভূমির পুরস্কারদান ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ৮ আগস্তের আইনের মতে অসিদ্ধ কিন্তু যদি কোন কালেক্টরসাহেবের বিবেচনায় চিত্তে লয় যে উপরের লিখিত হুকুমসকল জারী হইবাতে কাহারো অতিশয় ক্ষতি হয় তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বেওরা সমাচার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে দেন ইতি।

৩৯ ধারা।

ভূম্যধিকারিদিগের নিজসম্পর্কীয় নানকার ও খামার ও নিজযোতওগয়রহ ভূমি মালগুজারীর ভূমির শামিল হইয়া তাহারদিগের সমুদয় ভূমির বন্দোবস্ত হইবার কথা।

সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় জমীদারেরা ও হজুরী তালুকদারেরা ও অন্য ভূম্যধিকারিরা নানকার ও খামার ও নিজযোতওগয়রহ যে ভূমি আপনারদিগের ও আপনারদিগের পরিবারের ভরণপোষণের নিমিত্তে ভোগদখলের তলে রাখে সে সমস্ত ভূমিও সরকারের মালগুজারীর শামিল হইবেক ও দরোবস্ত ভূমির দশসনী জমা নীচের লিখিত মর্ম্ম দৃষ্টে হইবেক। সেই মর্ম্মের বেওরা এই যে যে ভূমির অধিকারিরা আপনারদিগের ভূমির বন্দোবস্ত করিতে কবুল না করে তাহারদিগের কর্তৃত্ব পূর্ব্ব মতে উপরের লিখিত নানকারওগয়রহ ভূমি ভোগদখলের বিষয়ে এতদনুসারে রহিবেক

যে

যে যদি তাহারা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পুমাণ জানায় যে শ্রীযুত কো ম্পানী বাহাদুরের সরকারের দেওয়ানী হইবার তারিখ ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১৯ আ গস্তের পূর্ব্বে সেই রূপে সে ভূমি তাহারদিগের ভোগদখলে ছিল এবং অদ্যাবধিও যেং কালে তাহারদিগের মালগুজারীর ভূমি খাস তহসীল কিম্বা ইজারা হইয়া থাকে সেইং কালেও তাহারদিগের ভোগদখলে রহিয়াছিল তবে এমত পুমাণ হইলে তাহারা সেই নানকারওগয়রহ ভূমিতে ভোগদখল রাখিতে পারে কিন্তু মালিকানা যে সকল বিষয় ৪৪ ধারাক্রমে বেদখল অধিকারিদিগের লাভার্থে ধার্য্য আছে তাহার মধ্যে সেই নান কারওগয়রহ ভূমির উৎপন্ন যত টাকা হয় তাহা মিনাহ হইয়া বাকী তাহারা নগদ পাইবেক ইতি।

ঐ হুকুমের বাহির কথা।

৪০ ধারা।

যে সকল তালুকাৎ পূর্ব্বমতে ভূম্যধিকারিদিগের পেটায় বহাল থাকে তাহাতেও মা লগুজারীর ভূমি ও নানকারওগয়রহ ভূমি উপরের লিখিত সকল দাঁড়াক্রমে এক শা মিল হইবেক কিন্তু ইহা তালুকদারদিগের মালগুজারীর বেশীর অভিপ্রায়ে না হইয়া কেবল এইহেতুক হইল যে সেই তালুকাতের উপর সরকারের যত জমা ধার্য্য আছে তাহার স্থিত জায়দাদ সেই তালুকাতের দরোবস্ত ভূমিহইতে দৃষ্ট হয় ইতি।

যে সকল তালুকাৎ পূর্ব্বমতে ভূম্যধিকারদি গের পেটায় বহাল থাকে তাহাতেও মালগু জারীর ভূমি ও নানকার ওগয়রহ ভূমি এক শা মিল হইবার কথা।

৪১ ধারা।

যেং চাকরানা ভূমি ভূম্যধিকারিদিগের নিজের আমলা ও চাকরদিগের ভোগদখলে মাহিয়ানা তলবের এওজে তনখা রহিয়া থাকে সে সমস্ত ভূমিও ৩৬ ধারার লিখিত ভূ মির বাহির থাকিবেক। একং জিলার মধ্যের চাকরানা সমস্ত ভূমি মালগুজারীর ভূ মির শামিল হইয়া জমীদার ও হুজুরী তালুকদারপ্রভৃতি যে সকল অধিকারির জমীদা রীওগয়রহের মধ্যে সেই ভূমি থাকে তাহারদিগের কুল্লাতের মালগুজারীর অন্দরে অন্য মালগুজারীর ভূমির ন্যায় জানা যাইবেক ইতি।

চাকরানা ভূমি মাল গুজারীর ভূমির শামিল হইয়া মালগুজারীর কু ল্লাত জায়দাদের মধ্যে জানা যাইবার কথা।

৪২ ধারা।

কর্ত্তব্য যে কি ভূম্যধিকারিদিগের কি ইজারদারেরদের সহিত সরকারের জমার সমস্ত করারদাদ সি ৴৷ টাকার উপর এই নিয়মে হয় যে তাহারা আপনারদিগের মালগুজা রীর টাকা হয় সি ৴৷ টাকায় দেয় না হয় যাবৎ এত সিক্কা না জন্মে যে সি ৴৷ টাকা সে ওয়ায় কোন রকম টাকা সকল দেশে না চলনের বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বা হাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুমহইতে পারে তাবৎ আপনারদিগের তাবের ইজার দার ও কট্‌কিনাদার ও প্রজাবর্গের স্থানে যে সকল রকম টাকা পায় তাহার বাট্টা যাহা বাজার চলন থাকে তাহা বাদে দেয় আর কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সিক্কা

সরকারের জমার স কল করারদাদ সি ৴৷ টা কার উপর হইবার কিন্তু যাবৎ সিক্কা টাকার দে ওয়া ও লওয়ার চলন সর্ব্বত্র না হয় তাবৎ সর কারের মালগুজারী অ ন্যং রকম টাকায় বাট্টা বাদে হইতে পারিবার এবং কালেক্টরসাহে

বেরা সেই বাট্টার বেওরা আপনার হিসাবে লিখিবার কথা।

সিক্কা টাকা সেওয়ায় যত টাকা তাঁহারদিগের খাজানাখানায় দাখিল হয় তাহার বাট্টার বেওরা আপনারদিগের হিসাবে লিখেন্ ইতি।

৪৩ ধারা।

যদি কোন ভূম্যধিকারী তাহার ভূমির যে জমা ধার্য্য হয় তাহা কবুল না করে তবে যে উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন ভূম্যধিকারী আপন ভূমির বন্দোবস্ত যে জমায় চাহর হয় তাহাতে কবুল না করে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই অধিকারী তাহার যে আপত্তি ও ওজর রাখে তাহার বেওরা আপন বিবেচিত বিবরণ সুদ্ধা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে লিখেন্ ঐ বোর্ডের সাহেবেরা বিবেচনান্তে সেই ভূমির যত জমা ধার্য্য করণ আবশ্যক জানেন্ তাহাই করিবেন তাহার পরেও সেই জমায় কবুলের বিষয়ে সেই অধিকারির সম্মতি চাহিয়া যদি সে কবুল না করে তবে তাহার ভূমি ইজারা কিম্বা খাস তহসীল যাহা ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মঞ্জুর হয় তাহাতেই রাখা যাইবেক ও যে ভূমির অধিকারী কবুল না করে তাহার কর্ত্তব্য যে আপন নাকবুল লিখিয়া দেয় ইতি।

৪৪ ধারা।

যে অধিকারিরা নির্দ্ধারিত জমা কবুল না করে তাহারা ফিশতে যত টাকা মালিকানা পাইবেক তাহার কথা।

যে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি নির্দ্ধারিত জমা কবুল না করণের জন্য ইজারা কিম্বা খাস তহসীলে আইসে তাহার অধিকারিরা ভূমি ইজারা হইলে তাহার সদর জমার উপর ফিশতে ১০ দশ টাকা ও ভূমি খাস তহসীলে আসিলে যত টাকা তহসীল হয় তাহার মধ্যে আখরাজাৎ বাদে যত টাকা সরকারের মালওয়াজিবী হয় তাহার উপর ফিশতে ১০ দশটাকার হিসাবে সেই মালিকানা অঙ্ক পাইবেক কিন্তু তাহারদিগের পরিজনের যে ব্যক্তি সেই মালিকানার স্বত্ত্ববান হয় সেই ব্যক্তিকে সেই মালিকানার কিছু অংশ অর্শিবেক ইতি।

৪৫ ধারা।

ভূম্যধিকারির ভূমি ইজারা হইলে মালিকানা অঙ্ক দিবার দাঁড়ার কথা।

যে কালে ভূম্যধিকারির ভূমি ইজারা হয় সে কালে সেই ভূমির ইজারদারের কর্ত্তব্য যে যদি তাহার করারদাদ মতান্তরে না হইয়া থাকে তবে যে কিস্তিবন্দী সদর জমা দিবার বিষয়ে ধার্য্য হয় তদনুসারে সরকারের জমা সেওয়ায় প্রতিমাসে ১০ দশটাকার হিসাবে মালিকানা সেই ভূম্যধিকারিকে দিতে থাকে ইতি।

৪৬ ধারা।

মালিকানা দিতে ত্রুটি হইলে কালেক্টরসাহেবেরা তাহা যেরূপে উসুল করিবেন তাহার কথা।

যদি ইজারদার উপরের ধারার লিখিত হুকুম মতে কিস্তি বকিস্তি মালিকানার টাকা দিতে ত্রুটি করে তবে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই মালিকানা মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে যে রূপ ধার্য্য আছে সেইরূপে উসল করেন্। এইহে

তুক

ভুক্ত যে যে ভূম্যধিকারিরা উপরের ধারাসকলের লিখনানুসারে বেদখল হয় তাহারদিগেরে মালিকানা দিবার বিষয়ের জামিন সরকার জানা যাইবেক ইতি।

বেদখল অধিকারির মালিকানার জামিন সরকার হইবার কথা।

৪৭ ধারা।

যে কালে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি তাহার নির্দ্ধারিত জমা কবুল না করণের জন্য খাস তহসীল হয় সেকালে তাঁহার মালিকানা উপরের ধারাসকলের লিখিত হিসাবে প্রতিমাসে কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানাহইতে দেওয়া যাইবেক ও সেই মালিকানা পূর্ব্বে যে মতে অর্দ্ধেক টীপক্রমে ও অর্দ্ধেক নগদ টাকায় দেওয়া যাইত তাহা না হইয়া উত্তরকালে বেবাক নগদ টাকায় দেওয়া যাইবেক ইতি।

যে কালে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি খাস তহসীল হয় সে কালে তাহার মালিকানা যেরূপে আদায় হইবেক তাহার কথা।

৪৮ ধারা।

ভূমির বন্দোবস্ত জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারিদিগের সহিত হইয়াছে অতএব তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের পেটায় মফঃসলী যে সকল তালুকদার থাকিয়া তাহারদিগের মারফতে মালগুজারী করে সে সকল মফঃসলী তালুকদারের সহিত মালগুজারীর করারদাদ সরকারে যে মিয়াদের উপর আপনারা করিয়াছে সেই মিয়াদের উপর করে এই নিয়মে যে তাহারা যে মালগুজারী ওয়াজিবী সেই মফঃসলী তালুকদারদিগের স্থানে কি রসদের ক্রমে কি তদ্ভিন্নে তলব করে তাহা সেই মফঃসলী তালুকদারেরা কবুল করে আর জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের পেটার মফঃসলী তালুকদারদিগের সহিত যে করারদাদ করে তাহার কৈফিয়ৎ তাহারদিগের জমাজাতের নাম ও তালুক ও জমার নিদর্শনে লিখিয়া সেই করারদাদের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় ইতি।

ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের পেটার মফঃসলী তালুকদারদিগের মালগুজারীর করারদাদ যে রূপে করিবেক তাহার কথা।

৪৯ ধারা।

জানিবেক যে ১৮ অষ্টাদশ ধারার লিখিত যে মোকররীদারেরা আপনারদিগের ভূমি ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক মোকররী জমায় রাখিয়া থাকে তাহাতে তাহারদিগের স্থানে কিছু জমা বেশী কি সরকারের কার্য্যকারকেরা কি ভূম্যধিকারিরা তলব করিবেক না বরং যে মোকররীদারেরা আপনারদিগের ভূমি যত দিনপর্য্যন্ত মোকররী জমায় কেন না রাখিয়া থাকে তথাচ যদি ভূম্যধিকারী তাহারদিগের কাহাকেও এমত করারদাদ লিখিয়া দিয়া থাকে যে পশ্চাৎ তাহার স্থানে জমাবেশী তলব করিবেক না তবে সে করারদাদের উল্লঙ্ঘনকরণ সঙ্গত হইবেক না কেবল যে জমার করারদাদ হইয়া থাকে তাহাই সেই মোকররীদারের স্থানে তলব করিবেক ইতি

এই ধারার লিখিত মোকররীদারদিগের স্থানে জমা বেশী না চাহিবার কথা।

৫০ ধারা।

ভূম্যধিকারিদিগের প্রতি মোকররীদারেরদের স্থানে জমাবেশী তলব করিবার নিষেধ হুকুম

কোন ভূম্যধিকারির ভূমি খাস তহসীল কিম্বা

ইজারায় থাকিলে ৪৯ ধারার লিখিত মর্ম্মদৃষ্টে তাহার মোকররীদারদিগের স্থানে জমা বেশী চাহিতে পারিবার কথা।

হুকুম যাহা ৪৯ ধারায় লেখা আছে সে হুকুম কোন ভূম্যধিকারির ভূমি খাস তহসীলে কিম্বা ইজারায় থাকিলে সরকারের কার্য্যকারক কিম্বা ইজারদারের প্রতি বহাল থাকিবেক না ইহাতে সরকারের কার্য্যকারক ও ইজারদারেরা সেই মোকররীদারের ভূমির জমা সেই পরগনার শরেমাফিক ধার্য্য ও তলব করিতে পারিবেক ইতি।

৫১ ধারা।

মফঃসলী তালুকদারদিগের স্থানে অসঙ্গত টাকা চাহিতে বারণের নিমিত্তে সকল দাঁড়া ধার্য্যের কথা।

মফঃসলী তালুকদারদিগের স্থানে গরওয়াজিবী টাকা তলব না হইবার কারণ তাহার সকল দাঁড়া নীচের কএক প্রকরণানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইল।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোন জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারির উপর সরকারের জমা বেশী তলব ওয়াজিবী হইলে ইহাতে যদি সেই জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী পরগনার দস্তুরমাফিক কিম্বা তালুকদারের সহিত যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহার নিয়মানুসারে জমা বেশী তলবের শক্তি রাখে অথবা পূর্ব্বে সেই তালুকের জন্য আপন জমায় কিছু কমী পাইয়াছে এনিমিত্তে সেই তালুকদারের স্থানে জমা বেশী তলব করিতে পারে ও সেই তালুকদারের তালুকে তাহা দিবার জায়দাদ থাকে এমত নহিলে তাহার সাধ্য থাকিবেক না যে আপন পেটার কোন তালুকদারের স্থানে জমা বেশী তলব করে ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে প্রমাণ হয় যে কোন জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী আপন পেটার কোন তালুকদারের স্থানে অসঙ্গত টাকা লইয়াছে তবে ইহাতে সেই জজসাহেব এইরূপে ডিক্রী করেন যে সেই জমীদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী সেই অসঙ্গত টাকার দ্বিগুণ দণ্ডক্রমে আদালতের খরচা সমেত সেই তালুকদারকে দেয় ইতি।

৫২ ধারা।

ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের অবশিষ্ট ভূমির বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত হুকুমের দৃষ্টে যেরূপে উচিত জানে সেইরূপে করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের সাধ্য আছে যে আপনারদিগের অবশিষ্ট ভূমির বন্দোবস্ত যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তদৃষ্টে যেরূপে উচিত জানে করে কিন্তু কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের তাবের ইজারদারদিগের সহিত যে করারদাদ করে তাহাতে মালগুজারীর তায়দাদ এবং করারের নির্দ্ধার্য্যও হয় অর্থাৎ যবহুবে না থাকে যদি কোন ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার কাহারো স্থানে কিছু করারদাদহইতে অধিক লয় তবে সেই অধিক টাকা অসঙ্গতের ন্যায় বোধ হইয়া তাহার স্থানহইতে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দেওয়ান যাইবেক আর যে সকল নিষেধ হুকুমের প্রস্তাব এই ধারায় হইল তাহার বেওরা নীচের কএক ধারায় লেখা আছে ইতি।

৫৩ ধারা।

উপরের ধারায় যে

জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির সহিত যে কেহ করার/

দাদ

দাদ করে কিম্বা তাহারদিগের কাহারো পক্ষে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য হইবেক না যে সেই জমীদারপ্রভৃতির দস্তখতী আমলনামা না পাইলে সে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় ইতি।

সকল হুকুম আছে তাহার প্রস্তাবের কথা।

৫৪ ধারা।

প্রজাদিগরের স্থানে আবওয়াব ও মাথোটওগয়রহের যে টাকা জবর করিয়া লওয়া যায় তাহার জেয়াদতীতে ও তায়দাদ না থাকিবাতে তাহার নিরূপণ হওয়া দুষ্কর হয় এবং সেই আবওয়াবওগয়রহ অন্যায় ও অত্যাচারেরো বীজদর্শন হইতেছে অতএব সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রজারদিগের ঐক্যক্রমে সেই আবওয়াবওগয়রহের বিবেচনা ও তহবীক করিয়া সে সমস্ত আবওয়াবওগয়রহ আসল জমাভুক্ত করিয়া একমোট করে আর যে সকল জমীদারী ও অন্য যে ভূমি বড় ও প্রশস্ত আছে তাহার অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল পরগনার আবওয়াবওগয়রহ অন্যং স্থানের অপেক্ষা অতিরিক্ত থাকে তাহা উপরের লিখনানুসারে অগ্রে আসল জমার সহিত মোট করে আর তাহা করিবার গতিক এমত করে যে বাঙ্গলা ১১৯৮ সালের শেষপর্য্যন্ত সুবে বাঙ্গালায় ও যমনী ও বিলায়তীর ঐ সন আখিরীতক্ সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যায় তাহারদিগের সম্পর্কীয় সকল ভূমির সেকার্য্যনিষ্পত্তি হয় আর ঐ মিয়াদ ধার্য্যের হেতু এই যে সেই সময়ে সকল পাট্টা দিবার নির্ণয় আছে অতএব ইহার হুকুম পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে ইতি।

আসল জমার সহিত মাথোটওগয়রহ আবওয়াব মোট করিবার কথা।

৫৫ ধারা।

কোন ভূম্যধিকারী এবং কোনপ্রকার ইজারদার ও মফঃসলী তালুকদারের কর্ত্তব্য নহে যে কিছু নয়া আবওয়াব কিম্বা মাথোট কোনপ্রকারে প্রজারদিগের উপর ধার্য্য করে যদি এমত করে তবে তাহার তিনগুণ দণ্ড ঐ দোষকরণিয়ার স্থানে লওয়া যাইবেক আর যদি পশ্চাৎ জানা যায় যে কিছু নয়া আবওয়াব অথবা মাথোট ধার্য্য হইয়া কাহারো উসুলে আনিয়াছে তবে সেই আবওয়াবওগয়রহ যত দিনের লওয়া গিয়া থাকে তত দিনের দণ্ড ঐ অনুসারে গ্রহীতার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ইতি।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে প্রজারদিগের স্থানে কিছু নয়া আবওয়াব লইতে নিষেধের এবং এ হুকুমের অন্যথা হইলে দণ্ডের কথা।

৫৬ ধারা।

আশা এবং উম্মেদ অতিশয় ইহাই জানা যায় যে কিছু কাল ব্যাজে সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারেরা ও ইজারদারেরা ও প্রজাবর্গে ইহাতে আপনারদিগের লাভদর্শন করিবেক যে ভূমির মালগুজারীর করারদাদের সকল সময়ে ভূমির নির্দ্ধার্য্য এবং সংখ্যার উপর জমাও নিরূপণ করা যায় এবং জোতদারেরা ও চাসিরাও যে চাস অধিক লাভের তরে জানে তাহা সেই ভূমিতে করে আর যে স্থানে এমত দাঁড়া থাকে যে ভূমির পাট্টাসকল চাসের ফেরফারে পাট্টের ফেরফারে হয় ও সে ভূমির

এই ধারার লিখিত মর্ম্মদৃষ্টে পাট্টাসকলের মজমুন ভূমির চাসের দেওয়াক্রমে ফেরফার হইতে পারিবার কথা।

অধিকারিরা

অধিকারিরা চাহে যে সেই দাঁড়া সাব্যস্ত রাখে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির তা য়দাদ ও চাসের রকম ও জমার বেওরা ও যত টাকা জমা তাহার সংখ্যা ও মিয়াদের ধার্য্য এবং এই একরার যে নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে ভূমির চাস উঠিলে সে ভূমির মালগুজারীর করারদাদ হয় সেই মিয়াদের বাকী মুদ্দতের নিমিত্তে অথবা উভয় স্বে চ্ছায় তাহাহইতে অধিক মুদ্দতের জন্যে নয়া ডৌলে হইবেক ভূমির পাট্টাসকলে লে খায় ও তদনুসারে সেই ভূমির চাস উঠিতে লাগিলে তাহার মালগুজারীর কারণ নয়া পাট্টা উপরের লিখিত মর্ম্ম ও একরার নিদর্শনে করা যায় ইতি।

৫৭ ধারা।

প্রজারদিগের মালগুজারীর টাকার নিদর্শন পাট্টাসকলে লিখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে যে কোন ডৌল ও দাঁড়াক্রমে প্রজাদিগের মালগুজারী দেওয়া সঙ্গত হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ বরং নির্দ্ধার্য্যের কালে যত টাকা মালগু জারী তাহার সংখ্যা পাট্টাসকলে লেখা যায়।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যেং কালে জমার বেওরাছাড়া তাহার সংখ্যা না হইতে পারে সেইং কালে কর্ত্তব্য যে যেমতে যেং সময়ে চাসের পর ভূমির জমা মাপের মুখে কিম্বা তাহার চাসদৃষ্টে নির্দ্ধার্য্য হয় অথবা ভূমির জমা তাহার উৎপন্ন শস্যে আদায় হয় সেইমতে সেইং সময়ে মালগুজারী হইবার বেওরা ও একরার যত নগদ ও যত জিনিস এবং অন্য যে সকল কট হউক তাহা পাট্টাসকলে স্পষ্ট ও পরিষ্কার লেখা যায় ইতি।

৫৮ ধারা।

সকল পাট্টার শরওয়া নকল জিলার দেওয়ানী আদালতে দাখিল হইবার এবং জমীদারীওগয়রহের কাছারীতেও থাকিবার কথা।

একং জমীদার ও হজুরী তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারের কর্ত্তব্য যে আপন জমীদারী কিম্বা হজুরী অথবা মফঃসলী তালুকের গতিকক্রমে উপ রের লিখিত দাঁড়ামতে সকল পাট্টার শরওয়া তৈয়ার করিয়া তাহাতে কালেক্টরসা হেবের দস্তখতে তাঁহার মঞ্জুরী করাইয়া তাহার নকল জিলার দেওয়ানী আদালতে দা খিল করে এবং আপনার জমীদারী কিম্বা হজুরী অথবা মফঃসলী তালুকের মধ্যের একং প্রধানং কাছারীতেও রাখে আর একং প্রজা দরখাস্তক্রমে সেই শরওয়া মাফিক পাট্টা পাইবেক ও পশ্চাৎ যে কোন পাট্টা সেই শরওয়াছাড়া তৈয়ার হয় তাহা মাত বর জ্ঞান হইবেক না ইতি।

৫৯ ধারা।

প্রজার শক্তি আছে যে মালগুজারীর ডৌলবন্দী হইলে পর ভূম্যধিকারি প্রভৃতির স্থানে ভূমির

কোন প্রজার মালগুজারী দেওয়া সঙ্গত নির্দিষ্ট হইলে পর সেই প্রজার শক্তি আছে ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা ইজারদার যাহার স্থানে ভূমি লয় তা হার স্থানে কিম্বা তাহার গোমাস্তার নিকটে সেই ভূমির পাট্টা চাহে যদি সেই ভূম্য ধিকারী

ধিকারিপ্রভৃতি সে পাট্টা দিতে স্বীকার না করে তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণপূর্ব্বকে সেই ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির স্বীকার না করণের কারণ সেই প্রজা যে খরচান্ত হইয়া থাকে কিম্বা ব্যামোহ পাইয়া থাকে তদনুসারে দণ্ড ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির উপর হইবেক আর সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদারদিগের প্রতিও হুকুম আছে যে তাহারা প্রজারদিগের মালগুজারীর ডৌল ধার্য্য করিলে পর একং খান পাট্টা হয় আপনারা সেই প্রজারদিগেরে দেয় না হয় আপনারদিগের গোমস্তাদিগের দ্বারা দেওয়ায়। কিন্তু কোন মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদারের সাধ্য হইবেক না যে আপনদখলী ভূমির পাট্টা তাহার অধিকারির বিনা অনুমতিতে আপন তাহুতের মিয়াদহইতে অধিক মুদতের জন্য কাহাকেও দেয় এবং কোন গোমাস্তার ক্ষমতাও থাকিবেক না যে ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহকার ফলতঃ যে তাহার মুনিব হয় তাহার বিনাঅনুমতিতে কাহাকেও পাট্টা দেয় ইতি।

পাট্টা চাহে ও ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির কর্ত্তব্য যে পাট্টা দেয় তাহাতে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি না কবুল হইলে তাহার স্থানে দণ্ড লওয়া যাইবার কথা।

মফঃসলী তালুকদারেরা ও ইজারদারেরা ভূম্যধিকারির বিনাঅনুমতিতে এবং গোমস্তারা আপন মুনিবের বিনা অনুমতিতে কাহাকেও পাট্টা না দিবার কথা।

৬০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— ইজারদার ও কট্‌কিনাদার ও প্রজাদিগের যে করারদাদ হালবন্দোবস্তের পূর্ব্বে হইয়া থাকে তাহা যদি শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের কোন আইনের ব্যতিক্রমে না হইয়া থাকে তবে তাহা গণতাক্রমে কিম্বা সে করারদাদ দিবার সাধ্য যাহার না ছিল তাহার মারফতে হওন প্রমাণ না হইলে সে করারদাদ তাহার মিয়াদ গতপর্য্যন্ত সাব্যস্ত ও বহাল রহিবেক।

নির্দ্দিষ্ট গতিকছাড়া হালবন্দোবস্তের পূর্ব্বে যে সকল করারদাদ হয় তাহা বহাল রহিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার এবং তাহারদিগের কার্য্যকারকদিগের সাধ্য থাকিবেক না যে খোদকস্তা প্রজাদিগের পাট্টাসকল এমত প্রমাণ নহিলে রদ করে যে সেই সকল পাট্টা গণতাক্রমে লইয়া থাকে কিম্বা এই আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে সেই প্রজার তিনসনী মালগুজারীতে পরগনার শরেহইতে কমী হইয়া থাকে অথবা সেই প্রজারা গণতাক্রমে জমায় কমী করাইয়া থাকে কিম্বা দরোবস্ত পরগনার মাপ তাহার মালগুজারীর হারহারীর কারণ হইয়া থাকে। আর জানিবেক যে এই ধারার লিখিত সকল দাঁড়া সুবে বেহারে চলিবেক না ইতি।

কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার নির্দ্ধারিত গতিকছাড়া খোদকস্তা প্রজাদিগের পাট্টা রদ না করিবার কথা।

৬১ ধারা।

সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদারদিগকে উপরের ধারাসকলের লিখিত দাঁড়াক্রমে পাট্টাসকল তৈয়ার করিবার ও তাহা প্রজাদিগেরে দিবার বিষয়ে সুবে বাঙ্গালায় বাঙ্গলা ১১৯৮ সাল ও সুবে বেহারে ফসলী ১১৯৮ সাল ও সুবে উড়িষ্যায় বিলায়তী ১১৯৮ সাল আখিরীতক মিয়াদ দেওয়া যাইতেছে ও ঐ মিয়াদ গেলে পর কোন করারদাদ উপরের লিখিত সকল করারদাদের ব্যতিক্রমে মাতবর জ্ঞান হইবেক না। ঐ মিয়াদ গেলে পর যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা ইজারদার

ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিকে যে মিয়াদ পাট্টা তৈয়ার করিবার ও প্রজাদিগেরে দিবার কারণ দেওয়া গেল তাহার কথা।

উপরের ধারাসকলের লিখিত মর্ম্মের ব্যতিক্র

মের করারদাদসকলের অনুসারে মিয়াদ গেলে পর আদালতে দাওয়া না শুনা যাইবার কথা।

ইজারদার কিম্বা পুজা যে করারদাদে আবওয়াব ও মাথোটওগয়রহ্ আসল জমাভুক্ত না থাকে তাহার অনুসারে কিছু দাওয়া করে তবে সে দাওয়া অসাব্যস্থ এবং আদালতের খরচাও তাহার উপর ডিক্রী হইবেক ইতি।

৬২ ধারা।

কর্ম্মচারিদিগের নিযুক্তের বিষয়ের হুকুমের কথা।

১ পুথম পুকরণ।—যে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির বন্দোবস্ত সরকারের সহিত হইয়াছে তাহারদিগের ভূমির উপর সরকারের জমা মোকররীমতে ধার্য্য হইল এবং দেওয়ানী আদালতসকলেও এমত কর্তৃত্ব দেওয়া গেল যে সেই সকল অধিকারী ঐ সকল আদালতের দ্বারা সরকারে কিম্বা সরকারের কর্ম্মকর্ত্তা কাহারো নিকটে ঐ মোকররী জমাহইতে বেশী তলব হইলে তাহাহইতে রক্ষা পায় এবং তাহাতে ভূম্যধিকারিরা সরকারের জমা ফেরফার হইতে পারিবার কালে যে সকল হেতুতে আপনারদিগের মালগুজারীতে মিনাহ্ ও মাফ লইত তাহাও এইক্ষণে দূর হইল অতএব তাহারদিগের ভূমির পুকৃত উৎপন্ন যত তাহা পুকাশ হইবাতে পশ্চাৎ তাহারদিগের ভূমির স্বত্বে কি অধিকারে কিছু ক্ষতি ও খতরা হইবেক না এরূপে নীচের কএক ধারার লিখনানুসারে কর্ম্মচারিদিগেরে নিযুক্ত করিবার নিমিত্তে সকল দাঁড়া কেবল এইহেতুক যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের তাবের মালগুজারেরদের উভয়তঃ বিরোধের যে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয় তাহা অনায়াসে নিষ্পত্তি পায় এবং সরকারের মোকররী জমায় কমী না হইতে পারে আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ পুথম আইনের মতে কালেক্টরসাহেব যে ভূমির অংশ করান তাহার এক২ অংশের উপর মোকররী জমার ধার্য্য করিতে তাহার পুকৃত হিসাবী কাগজপত্র না পাইবাতে লোকদিগের পুতি যে দৌরাত্ম ও অত্যাচার হয় তাহাহইতে না পারে নির্দ্ধার্য্য হইল এমতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে যে সকল ভূম্যধিকারির এমত মনস্থ থাকে যে কোন ভূমি অংশ কিম্বা খারিজ দাখিল হইতে লাগিলে তাহার এক২ অংশের উপর সরকারের জমা অসঙ্গতক্রমে ধার্য্য করাইয়া তাহাতে সরকারের কিছু জমা কমী করে অথবা সেই ভূমির অংশিদিগের অংশের উপর অসঙ্গত জমার ধার্য্য করাইয়া তাহারদিগের স্বত্ব লোপ ও হক্ পয়মাল করে কিম্বা তাহারদিগেব তাবের মালগুজারেরদের পুতি দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের বিধান ও তদারকের নিমিত্তে আদালতে যে সকল কাগজপত্রের আবশ্যক হয় তাহা ছাপাইয়া নির্ভাবনায় ঐ সকল মালগুজারেরদের পুতি দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার আপনারা করিতে পারে ইহারা ব্যতিরেকে অন্য কোন ভূম্যধিকারির কিছু আপত্তিও থাকিবেক না সরকারের জমা চিরস্থায়ী ও কায়েমের জন্য এবং লোকদিগের স্বত্ব ও সম্পত্তি সাব্যস্তের নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত অব্যবস্থিত মনস্থ সকলের নিবারণ সরকারের হস্তেথাকে। আর ইহাও এদেশের পুাচীন দাঁড়া ও চলনের অনুযায়ী এবং পূর্ব্বে মোকররী জমার

ধার্য্যের

ধার্য্যের অর্থে যে ইশ্‌তিহারনামা হইয়াছে তাহার লিখিত মতের বহির্ভূতও নহে অতএব নীচের লিখিত কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন ভূম্যধিকারী ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আদি আইনের হুকুম মতে আপনভূমির প্রতিগ্রামে প্রজাদিগের হিসাব রাখিবার কারণ একং জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত না করিয়া থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে একং গ্রামে একং জন কর্ম্মচারী এ কার্য্যের নিমিত্ত নিযুক্ত করে আর সমস্ত ভূম্যধিকারির কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের ভূমির মোতালক গ্রামসকলের যে সকল কর্ম্মচারিকে প্রজারদিগের হিসাব রাখিবার নিমিত্তে নিযুক্ত করে তাহারদিগের নামনবিসী ফর্দ্দ যে গ্রামে যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকে সেই গ্রামের নাম নিদর্শনে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে ও কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল করে এবং একং মহাল ও পরগনার সদর কাছারীতেও রাখে আর কর্ত্তব্য যে যেং গ্রামে সাবেক কর্ম্মচারী না থাকিয়া তাহার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত হয় তাহার সমাচার তিনং মাসব্যাজে জজসাহেবের নিকটে দিতে থাকে আর যে কালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে কোন স্থানে প্রতিগামে কর্ম্মচারী নিযুক্তকরণ আবশ্যক না জানেন্ সে কালে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে সে স্থানে যত অল্প জন কর্ম্মচারী নিযুক্তকরণ উচিত বুঝেন্ ততজনকে নিযুক্ত করিতে তথাকার ভূম্যধিকারিদিগেরে শক্তি দেন্।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে কালে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরদের ও তাহারদিগের প্রজালোকের উভয়তঃ কোন মোকদ্দমার কিম্বা অপর কোন বিষয়ের নিষ্পত্ত্যর্থে কোন গ্রামের ভূমি অথবা ভূমির উৎপন্ন কিম্বা তহসীল অথবা অন্যং খরচের হিসাবের কোন কাগজ আদালতে তলব হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে সেই গ্রামের কর্ম্মচারী সেই কাগজ সেই আদালতে দর্শাইবার কারন লইয়া আইসে এবং সেই কর্ম্মচারির স্থানে হিসাবওগায়রহের যে বৃত্তান্ত যে কালে জিজ্ঞাসা যায় তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে কহে।

৪ চতুর্থ পকরণ।—কোন ভূমির নীলামের অর্থে কিম্বা ভূম্যধিকারিদিগের হস্তহইতে কোন ভূমি খারিজ দাখিলের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম হইলে অথবা কোন ভূমির অংশের কারণ আদালতের ডিক্রী হইলে কিম্বা কোন ভূমির অংশিদিগের দরখাস্তক্রমে সেই ভূমির অংশ হইবাতে যে কালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনের লিখিত দাঁড়াসকলের মতে সরকারের জমা ধার্য্যের জন্য উপরের লিখিত হিসাবওগায়রহ কাগজপত্রের যাহা সেই কর্ম্মচারির স্থানে তলব হয় সে কালে সেই কর্ম্মচারির কর্ত্তব্য যে তাহা দর্শাইবার কারণ লইয়া আইসে এবং হিসাবওগায়রহের বৃত্তান্তের যাহা যে কালে জিজ্ঞাসা যায় সে কালে তাহাও যথার্থ কহে কিন্তু কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে উপরের লিখিত সকল মোকদ্দমায় কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে ছাপা ও জারী

হওয়া

হওয়া আইনসকলের মতে যে যে কালে হুকুম করা যায় সে সকল কালছাড়া অন্যং সময়ে কোন মোকদ্দমায় হিসাবওগয়রহ কাগজসুদ্ধা কোন কর্ম্মচারিকে তলব করেন্ যদি কোন কালেক্টরসাহেব কোন গ্রামের কর্ম্মচারিকে এ মোকদ্দমায় কিম্বা যে যে কালে হিসাবওগয়রহের কাগজদৃষ্টির কারণ হুকুম না করা যায় সেইং কালে হিসাবের কাগজসমেত তলব করেন্ তবে জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই গ্রামের অধিকারির এজ্‌হারক্রমে সেই হিসাব তলব না করিবার বিষয়ে সেই কালেক্টরসাহেবকে হুকুম করেন্ তাহাতে পুনর্ব্বার হুকুম করিতে হইলে যে দণ্ড উচিত জানেন্ তাহা কালেক্টরসাহেবের স্থানহইতে সেই গ্রামের অধিকারিকে দেওয়ান্ ও সেই দণ্ড যে রূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৩৩ ধারার লিখিত সকল মোকদ্দমায় কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে দণ্ড উসুল করিবার নিমিত্ত জজসাহেবের ক্ষমতা আছে সেইরূপে উসুল করেন্।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে কালে কোন কালেক্টরসাহেব কোন কর্ম্মচারিকে হিসাবের কাগজদৃষ্টির জন্য আপন নিকটে তলব করেন্ কিম্বা অন্য যাহার নিকটে একার্য্যের নিমিত্ত তলব করান্ সে কালে কর্ত্তব্য যে সেই কর্ম্মচারির নামে এক লিখন আপনমোহর ও দস্তখতে যে হিসাবের কাগজ চাহি তাহার বেওরা এবং সে সেই কাগজসমেত হাজির হইবার হুকুমযুক্তে পাঠান্ তাহাতে যদি সেই কর্ম্মচারী সেই হিসাবের কাগজসমেত নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হয় ও আপনার হাজির না হইবার বিশিষ্ট হেতু না কহিতে পারে তবে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহার কৈফিয়ৎ সরকারের উকীলের মারফতে জিলার দেওয়ানী আদালতে এত্তেলা দেন্ ও সেই আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বেওরা অবগত হইয়া সেই কর্ম্মচারিকে সেই হিসাবের কাগজ দাখিল করিবাতক কয়েদ রাখেন্ আর যদি কোন জজসাহেব কোন কর্ম্মচারিকে আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে হিসাবের কাগজসুদ্ধা তলব করেন্ ও তাহাতে কর্ম্মচারী হাজির না হয় তবে একালেও উপরের লিখিত সকল দাঁড়া দৃষ্ট হইবেক।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে কর্ম্মচারিরা তলবমতে হিসাবের কাগজপত্র যাহা আনে তাহা যথার্থ ও শুদ্ধ হইবার প্রতি যে কালে তাহারদিগের সুকৃতিকরণ আবশ্যক হয় সে কালে করে আর যে কালে কোন কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক হয় যে সেই হিসাবের কাগজ বুঝিতে আপনি কোন গ্রামে যান্ কিম্বা কাহাকেও এ কার্য্যের নিমিত্তে আপনার তরফহইতে পাঠান্ সে কালে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেব সরকারের উকীলের মারফতে যে দরখাস্ত করেন্ তদনুসারে এক সনন্দ যে কর্ম্মচারির হিসাবের কাগজ বুঝিবার আবশ্যক হয় তাহাকে সুকৃতি করাইবার ক্ষমতার্পণযুক্তে সেই কালেক্টরসাহেবের নামে কিম্বা যাহাকে পাঠান যায় তাহার নামে যে কর্ম্মচারিকে সুকৃতিক.াণ যাইবেক

তাহার

তাহার নাম নিদর্শনে দেন্ আর যদি কালেক্টরসাহেবের আবশ্যক হয় যে কোন কর্ম্মচারির হিসাবের কাগজ যে স্থানে আদালতের কাছারী নিয়ত থাকে তথায় গিয়া বুঝেন্ ও সে নিমিত্তে সেই কর্ম্মচারিকে সুকৃতিকরাণ কর্ত্তব্য হয় তবে তাহাকে তথা কার আদালতের কাছারীতে সুকৃতি করাইবেন।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—কর্ম্মচারী যে কোন বিষয়ের নিষ্পাদ্যার্থে যে হিসাবের কাগজ তলবমতে আদালতে আনিয়া তাহা যথার্থ ও শুদ্ধ হইবার প্রতি সুকৃতি করিয়া থাকে পশ্চাৎ যদি প্রকাশ হয় যে সেই হিসাবের কাগজ কৃত্রিম কিম্বা তাহাতে ফেরফার হ ইয়াছে অথবা সেই হিসাব প্রকৃত নহে তবে জজসাহেবের কর্ত্তৃত্ব আছে যে তাহাকে কয়েদে কিম্বা জামিনীতে রাখেন্ যাবৎ মিথ্যা সুকৃতির দাওয়ায় দায়ের ও সায়েরের আদা লতে উপস্থিত না হয়।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—যে মোকদ্দমায় কালেক্টরসাহেব কর্ম্মচারির হিসাব তলব করিবার ক্ষমতা রাখেন্ তাহাতে যদি কোন কর্ম্মচারী সেই সাহেবের তলবমতে আপ নার হিসাব প্রস্তুত করয়া তাহা যথার্থ ও শুদ্ধ হইবার প্রতি জজসাহেব কিম্বা কালেক্ টরসাহেবের নিকটে অথবা যাহাকে কালেক্টরসাহেব নিযুক্ত করেন্ তাহার নি কটে সুকৃতি করিয়া থাকে ও পশ্চাৎ যদি এমত প্রকাশ পায় যে সেই হিসাব কৃত্রিম কিম্বা ফেরফার হইয়াছে অথবা প্রকৃত হিসাব নহে তবে ইহাতে কালেক্টরসাহে বের শক্তি আছে যে সরকারের উকীলের মারফতে সেই কর্ম্মচারির নামে মিথ্যা সু কৃতির দাওয়ায় নালিশ করেন্ আর এই প্রকরণ ও উপরের প্রকরণের লিখিত সকল মোকদ্দমায় যদি আদালতে প্রমাণ হয় যে সেই হিসাব ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদা রের কথায় কিম্বা জ্ঞাতসারে অথবা দেখিয়া না দেখাতে কৃত্রিম কিম্বা ফেরফার হই য়াছে তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার গতিক বুঝিয়া অপরাধির শক্ত্যনু সারে যত দণ্ড উচিত জানেন্ তাহা তাহার উপর ডিক্রী করেন্।

৯ নবম প্রকরণ।—যদি কোন গ্রামের হিসাব তলব হইলে আদালতে এমত জানা যায় যে সে গ্রামে কেহ কর্ম্মচারী এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত হুকুমের অনু সারে প্রজাদিগের হিসাব করিবার কারণ নিযুক্ত নাই তবে সে মোকদ্দমায় সেই হি সাবের তলব সঙ্গত হইলে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ভূম্যধিকারির উপর এই ত্রুটি প্রথম হইবাতে মোকদ্দমার গতিক বুঝিয়া তাহার সাধ্যানুসারে যত দণ্ড উচিত জা নেন্ তাহাই ডিক্রী করেন্ ও বারান্তরে এ ত্রুটি হইবাতে তাহার দ্বিগুন ও সেই মতে ঐ ত্রুটি বারং হইবাতে প্রতিবারের অব্যবহিতপূর্ব্বের দণ্ডের দ্বিগুন ডিক্রী করেন্ যদি সেই হিসাব কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে তলব হয় তবে সেই কালেক্টরসাহে বের কর্ত্তব্য যে সরকারের উকীলের মারফতে এই ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত হুকুমের অন্যথা হইবার দাওয়ায় ভূম্যধিকারির নামে সরকারের পক্ষহইতে নালিশ করেন্।

১০ দশম

১০ দশম প্রকরণ।—এই ধারার কএক প্রকরণে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারী ও ইজারদারপ্রভৃতির প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইল সে সকল দাঁড়া ও হুকুম মফঃসলী তালুকদারদিগের প্রতিও সম্ভব হইবেক ইতি।

৬৩ ধারা।

সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারেরা ও ইজারদারেরা ও তাহারদিগের গোমাস্তারা যত মালগুজারী উসুল করে তাহার কবজ লিখিয়া দিবার ও ইহার অন্যথায় দণ্ড দিতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে একং ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ভূমির যে প্রকার ইজারদার ও ঐ সকলের যে প্রকার গোমাস্তারা মালগুজারীর তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারা যে কালে ভূমির যত মালগুজারী তালুকদারের ও ইজারদারের ও প্রজারদিগের স্থানে লয় সে কালে তাহার কবজ লিখিয়া দেয় আর একং কিস্তির টাকা বেবাক আদায় হইলে পরেও ফারখর্ত্ত দেয় ইহাতে যে বেহ মালগুজারীর টাকা দেয় সে যদি কবজ না পায় তবে সেই কবজ দিতে চাহে নাই এত প্রমাণ জিলার দেওয়ানী আদালতে হইলে পর যে মালগুজারীর টাকার কবজ না পাইয়া থাকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড আসামীর স্থানে পাইবেক।

পলাতক প্রজারদিগের শিরের মালগুজারী অন্য প্রজারদিগের স্থানে না চাহিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন গ্রামের প্রজা জলের বৃদ্ধি কিম্বা আকাশী অন্যোৎপাতের নিমিত্তে পলায় তবে ভূম্যধিকারিদিগের ও মফঃসলী তালুকদার ও সকল প্রকার ইজারদার ও ঐ সকলের গোমাস্তাদিগের প্রতি হুকুম থাকিবেক না যে যে সকল প্রজা সে গ্রামে তিষ্ঠিয়া থাকে তাহারদিগের স্থানে সেই পলাতক প্রজারদিগের শিরের মালগুজারী তলব করে ইতি।

৬৪ ধারা।

অধিকারিপ্রভৃতিতে আপনারদিগের তাবের মালগুজারেরদের সহিত ভূমির শস্য কাটিবার ও বিক্রয়ের সময় নিদর্শনে মালগুজারীর কিস্তির ধার্য্য করিবার কথা।

সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও সকলপ্রকার ইজারদারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের তাবের মালগুজারেরদের শিরের মালগুজারীর কিস্তি সকলের ধার্য্য তাহারদিগের এলাকার ভূমির শস্য কাটিবার ও বিক্রয় করিবার কাল নিদর্শনে করে ইহাতে অতিসরিলে মালগুজারেরদের যে ক্ষতি হয় তাহার নালিশ সেই অধিকারিপ্রভৃতির উপর হইতে পারে ইতি।

৬৫ ধারা।

অধিকারিপ্রভৃতিতে এই আইনের অন্যথায় কোন করারদাদ না করিবার কথা।

কর্ত্তব্য যে কোন ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার এই আইনের লিখিত মর্ম্ম ও মতের ব্যতিক্রমে কোন করারদাদ এবং কোন কার্য্যও না করে ইতি

৬৬ ধারা।

আদালতসকলের মোতালক কোন মোকদ্দমায় হস্ত দিতে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিকে নিষেধের কথা।

সদরের মালগুজার সকল জমীদারেরা ও হুজুরী তালুকদার ও অন্যং ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারেরা ও ইজারদারেরা এবং ঐ সকলের স্থানে যাহারা ইজারা লইয়া থাকে তাহার এবং তাহারদিগের জনাজাতের গোমাস্তারা ও কার্য্যকারক ও চাকর ও অনুগত ও প্রজারদিগের সকলকে নিষেধ আছে যে জিলার দেওয়ানী আদালত এবং

দায়ের

দায়ের ও সায়েরের আদালতের মোতালক এবং ফৌজদারীর সাহেবের এলাকার মোকদ্দমাসকলের কোন মোকদ্দমায় কোন প্রকারে হস্ত না দেয় যদি ইহাতে অন্যথা করে তবে যে কোন আদালতের সাহেবের নিকটে ইহার নালিশ হইবেক সেই সাহেব যত দণ্ড উচিত জানেন্ তাহা সরকারে লইবেন এবং ফরিয়াদীর নোকসানের টাকাও দেওয়াইবেন ইতি।

৬৭ ধারা।

কোন আইনের দ্বারা কবুলিযতের লিখিত যে একরার মৌকুফ না হইয়া থাকে তাহা বহাল থাকিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সদরের মালগুজার সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরদের কবলিয়তের লিখিত যে সকল একরার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে ছাপা ও জারীহওয়া কোন আইনের মতে মৌকুফ না হইয়া থাকে তাহা স্থিরতা ও বহাল জানা যাইবেক ইতি।

যে ভূম্যধিকারী ভূমির বন্দোবস্তের তারিখ ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ এই দুই তারিখের মধ্যে কর্জ লইয়া থাকে কিম্বা আপন ভূমি খারিজদাখিল করিয়া থাকে সে কর্জ্জও খারিজদাখিল মাতবর হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে ভূম্যধিকারিদিগের ভূমির বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহারদিগের যে কেহ সেই বন্দোবস্তের তারিখ এবং ১০ দশসনী বন্দোবস্ত চিরকাল থাকিবার নিদর্শনে যে ইশ্তিহা নামা হইয়া তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ প্রথম আইনে লেখা গিয়াছে তাহার তারিখ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ এই উভয় তারিখের মধ্যে আপন ভূমির মাতবরীতে কর্জ্জ লইয়া থাকে তাহা এবং সে কালে যে সকল দাদনী ও হুকুম জারী ছিল তদনুসারে আপন ভূমি বিক্রয় কিম্বা মতান্তরে চলবিচল অর্থাৎ খারিজদাখিল করিয়া থাকে এমত বিক্রয় ও খারিজদাখিল সিদ্ধ হইবেক। এবং কোন ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ৮ জুনের পর আপন অধিকারের ভূমি কিম্বা মফঃসলী তালুক নিশ্চয় খারিজদাখিল করিয়া থাকিলে এপ্রকার ভূমির খারিজদাখিল যাহা ঐ তারিখের হওয়া আইনের মতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদের অনুমতিতে হইবার হুকুম আছে ও তদনুসারে হইয়া থাকে তাহাও মাতবর জানা যাইবেক আর ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২৯ আক্তোবর হইতে যে ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম না পাইয়া কর্জ্জ লইয়া থাকে এপ্রকার কর্জ্জও মাতবর বোধ হইবেক।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ৮ জুনের পর যে ভূমির খারিজদাখিল হইয়াছে তাহাও মাতবর রহিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনে যে সকল দাড়া প্রজাদিগের স্থানে বাকী উসুলের অর্থে লেখা আছে তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ২৩ নবেম্বরে শোধন ওসলার পর ১০ দশসনা বন্দোবস্তের যে আইন নয়া ডৌলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে হুকুম আছে যে যদি প্রজারা আপনারদিগের করারদাদের মাতবরীর বিষয়ে জামিন দিয়া থাকে ও সেই জামিন মঞ্জুর হইয়া থাকে তবে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারের উচিত হইবেক না যে সেই জামিন না পলাইলে কিম্বা পলাইলে তাহার স্থানে অন্য মাতবর জামিন না দেওনব্যতিরেকে সেই প্রজাদিগের ফসল ক্রোক করে সে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ২০ জুলাইর নির্দ্দিষ্ট আইনক্রমে মৌকুফ হইয়াছিল তাহার কোনং মর্ম্মের পরিবর্ত্তেও সেইং আইন আমূলহইতে পরিষ্কার ও দুরস্ত হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের সপ্তদশ আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

জমীদারদিগের হস্ত হইতে থানাদারীর এ ক্তিয়ার বরখাস্ত হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—দশসনী বন্দোবস্তের আদি আইনে হুকুম আছে যে সকল জমীদারেরা আপনারদিগের সীমাসরহদ্দে উৎপাত ও আপদ না হইবার বিষয়ে জওয়াব দেওনওয়ালা থাকিবেক এবং এ বিষয়ে পশ্চাৎ যে সকল হুকুম হয় তদনুসারেও কার্য্য করিবেক সে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ৭ দিসেম্বরের নির্দ্দিষ্ট আইনের মতে মৌকুফ হইয়াছে ও সে আইনের মর্ম্ম বিশেষের পরিবর্ত্তে আমূলহইতে দুরস্ত হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৩ ত্রয়োবিংশতি আইন নামে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

যে ভূমির বন্দোবস্ত অদ্যাবধি হয় নাই তাহার বন্দোবস্তের ধার্য্যে যদি এই আইনের লিখিত হুকুমসকল তথাকার গতিকে না চলে তবে কালেক্টরসাহেব তাহার যথার্থ মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—১০ দশসনী বন্দোবস্তের আদি আইনে হুকুম আছে যে যদি দৈবাৎ কখন কোন স্থানের গতিক ও আহওয়াল এমত দর্শন হয় যে সে গতিকে সেই আইনের লিখিত মর্ম্মানুসারে কার্য্য করা যায় না তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই আইনের যথার্থ মর্ম্মেদৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন এবং তৎকালে সেই আইনের মর্ম্মের যাহা ন্যূনাধিককরণ আবশ্যক জানেন তাহার বেওরা সংবাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে দেন এইক্ষণেও সেই হুকুম যে ভূমির বন্দোবস্ত অদ্যাবধি হয় নাই সেই ভূমির বন্দোবস্তের ধার্য্যে চলন ও জারী রহিবেক কিন্তু সেই হুকুমের দ্বারা কালেক্টরসাহেবের প্রতি এমত হুকুম জ্ঞান হয় না যে আদালতের কর্ত্তৃত্ব কিছু আপনার প্রতি রাখেন ইতি।

যে যে কালে ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৫ আপ্রিলের আইনমতে কালেক্টরসাহেবদিগের ভূমির বন্দোবস্ত করিতে হইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—উপরের লিখিত আইনে অপর এমত হুকুম জারী হইয়াছিল যে যদি কালেক্টরসাহেবেরা নিদর্শনী কাগজপত্র প্রস্তুত না থাকিবাতে কিম্বা আবশ্যক সকল বেওরা সম্বাদ না পাইবাতে অথবা অন্য প্রতিবন্ধকেতে না পারেন যে নির্দ্ধারিত নক্সাক্রমে সকল পরগনার বন্দোবস্ত প্রতি সুবার চলিত ১১৯৭ সাল গত হইবার পূর্ব্বে পূর্ণ করিতে না পারেন তবে তাহাতে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার বন্দোবস্ত বন্দোবস্তের প্রথম সনের অব্যবহিতপূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের বন্দোবস্তের অর্থে যে সকল দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৮৮ সালের ২৫ আপ্রিলের নির্দ্ধারিত আইনে নির্ণীত আছে সেই সকল দাঁড়াক্রমে কেবল এক সনের জন্য করেন ইতি।

নীচের লিখিত কএক ধারার হুকুমসকল কেবল সুবে বাঙ্গালার প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে।

৬৮ ধারা।

ভূমির জমার নির্ণয়ের সকল দাঁড়ার কথা।

মোটে ভূমির মালগুজারীর তায়দাদ ধার্য্যের দাঁড়া এই যে কালেক্টরসাহেবেরা ভূমির আহওয়ালের কৈফিয়তের যে সকল বেওরা ও হিসাব বোর্ড রেবিনিউতে দেন তাহার সহিত গত সনের জমা মিলন হইয়া তদ্দৃষ্টে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা যত জমা চাহরেন তত জমাই নির্দ্ধার্য্য হইবেক কিন্তু এবিষয়ে যে কোন মর্ম্ম বিশেষের বিবেচনা কর্ত্তব্য তাহার বেওরা নীচের কএক ধারায় লেখা আছে ইতি।

৬৯ ধারা।

দশসনী বন্দোবস্ত যথবস্থে রাখিতে যে

যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিবেচনায় আইসে যে কোন কালেক্টর

সাহেবের

সাহেবের দেওয়া কোন ভূমির হিসাব সঙ্গত নহে ও অধিকন্তু সে ভূমির উৎপন্নের তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক জানেন্ ও সেই তত্ত্ব যে হস্তবুদ ও জরীব করিতে নিষেধ হইয়াছে তাহা নহিলে মিলে তবে যাবৎ সে তত্ত্ব না মিলে তাবৎ সে ভূমির দশসনী বন্দোবস্ত যবেস্থবে রাখা যাইবেক ইতি।

সকল কালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

৭০ ধারা।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিনাহুকুমে সন হালে গত সনের জমার কমী বহাল রহিবেক না ইতি।

শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিনাহুকুমে জমায় কমী না হইবার কথা।

৭১ ধারা।

যে স্থানে আকাশী আপদ হওয়াতে যতকাল মিয়াদের জন্যে জমায় কমী দেওয়া কর্ত্তব্য হয় তথায় সেই কমী রসদক্রমে পুনর্ব্বার সরকারে লওয়া যাইবেক কিন্তু সেই রসদের মিয়াদ তিন সনের অধিক হইবেক না ইহাতে যদি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা উচিত জানেন্ যে খারিজী তালুকাৎ ও এপ্রকার গুরদিয়া অন্য মহালাতে তিন সনের উপর রসদের মিয়াদ দেওয়া কর্ত্তব্য হইবেক তবে ঐ রসদের মিয়াদ অধিক হইতে পারিবেক ইতি।

আকাশী আপদের জন্যে জমায় যে কমী হয় তাহা রসদক্রমে পুনর্ব্বার লওয়া যাইবার কথা।

৭২ ধারা।

কর্ত্তব্য যে সুবে বাঙ্গালার ভূমির বন্দোবস্ত নির্দ্ধারিত মোশাহেরা ও জমীদারী আমলার মাহিয়ানা ও পুলবন্দী ও কাছারীর আখরাজাৎওগয়রহ সকল অঙ্কছাড়া যত টাকা দাখিল হইয়া থাকে তত টাকায় সাধ্যানুসারে ধার্য্য হয় এইহেতুক যে সরকারের বাঞ্ছা এই যে সরকারের কার্য্যকর্ত্তাদিগের মোশাহেরা সেওয়ায় ভূমির রাজস্ব উসুলের মোতালক অন্য সকল খরচ এবং সরকারের মালগুজারী তহসীলের আখরাজাৎ ভূম্যধিকারিদিগের স্থানহইতে তাহারদিগের ভূমির উৎপন্নমুখে আদায় হয় ইতি।

নির্দ্ধারিত মোশাহেরা ও আমলার মাহিয়ানা ও পুলবন্দীওগয়রহ আখরাজাৎ বাদে ভূমির বন্দোবস্ত যত টাকায় হইতে পারে তত টাকায় হইবার কথা।

৭৩ ধারা।

কর্ত্তব্য যে ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কীয় সকল লোক ও পরিজনদিগের কালহরণের মোশাহেরা এতাবতা ভরণ পোষণের টাকা যাহা অদ্যাবধি পৃথক নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা যে স্থানে নির্দ্ধার্য্য থাকে তথায় মৌকুফ হইয়া তাহারদিগের প্রতিপালন সেই অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য হইবেক।

ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কীয় ও পরিজনদিগের মোশাহেরা মৌকফের কথা।

৭৪ ধারা।

রোজবন্দীওগয়রহ খয়রাতের অঙ্কের ন্যায় জমীজারী যে সকল মোকররী আখরাজাতের

সরকারী রোজবন্দী ওগয়রহ অঙ্কের ন্যায়

জাতের বহালী থাকে সে সকল আখরাজাৎ দেওয়া কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য হই বেক ও ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের কিছু দখল তাহাতে থাকিবেক না যদি কোন সময়ে কোন বিশিষ্ট কারণে সেই আখরাজাৎ ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারদিগের দ্বারা আদায় হওন উচিত না জানা যায় ইতি।

জমীদারী খরচ কালেক্টরসাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবার কথা।

৭১ ধারা।

যে যে কালে ৬৮ ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে সরকারের জমা ধার্য্যকরণ অনুচিত তাহার কথা।

ভূমির জমার তায়দাদ ধার্য্যের দাঁড়া ৬৮ ধারায় এমত লেখা আছে যে কালেক্টর সাহেব ভূমির কৈফিয়তের যে সকল বেওরা ও হিসাব বোর্ড রেবিনিউতে দেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহার সহিত সেই ভূমির গত সনের জমা মিলাইয়া তদৃষ্টে যত জমা ঠাহরেন তত জমাই সেই ভূমির উপর ধার্য্য হইবেক অতএব সেই দাঁড়া যে খারিজী তালুকাতের মালগুজারী অদ্যাবধি সরকারে না হইয়া থাকে তাহার বিষয়ে বহাল হইতে পারে না এবং যে ভূমির উৎপন্ন পূর্ব্বাবধি প্রকৃত প্রস্তাবে জানা গিয়া থাকে সে ভূমির বিষয়েও সেই দাঁড়া চলিবেক না কিন্তু যে কালে জানা যায় যে এপ্রকার কোন ভূমি কিম্বা খারিজী তালুকের সাবেক জমা যে পরগনার মধ্যে সেই ভূম্যাদি থাকে সেই পরগনার শরেহইতে কম ধার্য্য হইয়াছে তবে তাহার জমা পরগনার শরেমাফিক এইরূপে নির্দ্ধার্য্য হইবেক যে সেই জমা সেওয়ায় যে বেশী হয় তাহাতে সেই ভূম্যাদির সদর মালগুজারীর উপর ফিশতে ১০ দশ টাকা সেই ভূম্যধিকারিদিগের ও তাহারদিগের পরিজন লোকের কালহরণের নিমিত্তে তাহারদিগের হস্তে রহে কিন্তু জানিবেক যে সেই অধিকারিদিগের নিজখরচের নানকারওগয়রহের যে ভূমির উৎপন্ন সরকারের করসম্বন্ধীয় ভূমির শামিল হইবার অর্থে ৩৯ ধারায় হুকুম আছে সে উৎপন্নেরো হিসাব উপরের লিখনানুসারে করা যাইবেক। আর যে সকল তালুকদারের তালুকাৎ উপরের লিখিত দাঁড়ার অনুসারছাড়া হয় তাহাতে যদি তাহারা সেই বেশীর নির্দ্ধার্য্য তাহারদিগের তালুকাতের যে করারদাদ পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত হইয়াছে তাহার একরারের ব্যতিক্রমে হওন জানে ও স্পষ্টতঃ তৎকালে সেই একরার ধার্য্যের সাধ্য সেই ভূম্যধিকারিদিগের না থাকে তবে এরূপে সেই তালুকদারেরদের ক্ষমতা হইবেক যে নোকসানের দাওয়ায় সেই ভূম্যধিকারিদিগের নামে জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ইতি।

যে তালুকদারেরা খারিজ হইয়া থাকে ও তাহারদিগের তালুকাতের জমা এই ধারার লিখিত দাঁড়াছাড়া হয় তাহারা যে ভূম্যধিকারিরা পূর্ব্বে জমার ধার্য্য করিয়াছিল তাহারদিগের নামে নোকসানের দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৭২ ধারা।

যে সকল খারিজী তালুকাৎ ও অন্য ভূমির মালগুজারী অদ্যাবধি বরাবর সরকারে দাখিল হইতেছে সে তালুকাৎ ও ভূমি যদি ১২ দ্বাদশ বৎসরহইতে মোকররী জমায় রহিয়া থাকে তবে তাহা উপরের লিখিত দাঁড়াছাড়া হইয়া তাহার দশসনী বন্দোবস্ত সেই সাবেক জমাতেই সেই তালুকাৎ ও ভূমির অধিকারির সহিত হইবেক কিন্তু সায়েরের মাসুলের মৌকুফ ও বাজেআস্তী অঙ্ক যাহা সঙ্গত হয় তাহা সেই জমা হইতে মিনাহ হইবেক ইতি।

খারিজীওগয়রহ যে তালুকদার আপনারদিগের ভূমি ইহার পূর্ব্বে ১২ বৎসরপর্য্যন্ত মোকররী জমায় রাখিয়া থাকে তাহারা উপরের লিখিত ধারার দাঁড়ার বাহির হইবার কথা।

৭৩ ধারা।

৭৭ ধারা।

যে স্থানে ভূম্যধিকারির ভূমির প্রকৃত উৎপন্ন জানিয়া তাহার জমা ধার্য্য হয় তথায় সরকারের জমার ফিশতের উপর ১০ দশ টাকার হিসাবে ভূম্যধিকারির ভরণ পোষণের নিমিত্তে সামন্যতঃ নির্দ্ধার্য্য আছে কিন্তু সকল জমীদারী ও হজুরী তালুকাতের কোন স্থানের জমা যদি এত অল্প হয় যে তাহার আহওয়াল দৃষ্টে এমত উচিত জানা যায় যে সেই ভরণপোষণের অঙ্ক সেই হিসাবহইতে অধিক করিতে হয় তবে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে তাহাতে মনোযোগী হইবেন ইতি।

ভূম্যধিকারিদিগের ভরণপোষণের নিমিত্তে যে অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে যে যে কালে ফিশতে ১০ টাকার হিসাবের অধিক হইতে পারে তাহার কথা।

৭৮ ধারা।

৬৮ ধারার লিখিত জমাবন্দী ধার্য্যের দাঁড়া করিবার কারণ এবিষয়ে জ্ঞাতহওন আবশ্যক হইবেক যে যে আখরাজাতের প্রস্তাব উপরে হইল তাহা সরকারের জমা সেওয়ায় ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে আদায় হইতেছে কি সরকারহইতে দেওয়া যাইতেছে এইহেতুক যে তদনুসারে সেই ভূম্যধিকারিদিগের জমায় সেই আখরাজাতের অঙ্ক মিনাহ হয় কি না এমত নির্ণয় হইতে পারে ইতি।

৬৮ ধারার লিখিত জমাবন্দী ধার্য্যের দাঁড়া করিতে যে যে মর্ম্ম জ্ঞাত হওন উচিত তাহার কথা।

৭৯ ধারা।

যে সকল স্থানে উপরের ধারার লিখিত আখরাজাৎ সরকারের জমাসেওয়ায় ভূম্যধিকারিদিগের মারফতে দেওয়া গিয়া থাকে সে অধিকারিদিগের ভূমির জমায় সেই আখরাজাৎ মিনাহের হক্তলব অর্থাৎ দাওয়া থাকিবেক না কিন্তু যে বিষয়ে সেই আখরাজাৎ সরকারহইতে দেওয়া গিয়া থাকে সে বিষয়ে যত দেওয়াগিয়া থাকে তাহা তাহারদিগের জমায় মিনাহ হইবেক যদি সেই আখরাজাতের জায়দাদ সাবেক জমা সেওয়ায় না জানা যায়। আর ভূম্যধিকারিদিগের মোশাহেরার বিষয়ে ইহার প্রতি দৃষ্টি রহে যে যে স্থানে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি অদ্যাবধি ইজারায় রহিয়া এইক্ষণে তাহার দখলে আসিতেছে তাহার যে কেফাইৎ ইজারদার পাইত তাহা এইক্ষণে সেই ভূম্যধিকারিকে অর্শিয়া তাহার মোশাহেরার স্থানে গণ্য হইতে পারিবেক ইতি।

আখরাজাতের মিনাহী অঙ্ক যে বিষয়ে সঙ্গত ও যে বিষয়ে অসঙ্গত হইবেক তাহার কথা।

ভূম্যধিকারিদিগের মোশাহেরার দাঁড়ার কথা।

৮০ ধারা।

যে স্থানে সরকারের জমা ভূমির প্রকৃত উৎপন্ন জানিয়া ধার্য্য হয় কর্ত্তব্য যে তথায় কি মৌজেহায়ী কি পরগনাতীওগয়রহ যে প্রকার আখরাজাৎ থাকে তাহার মফঃসল বেওরা দৃষ্টে ধার্য্য করা যায় অতএব কালেক্টরসাহেবের উচিত যে সেই ভূমির কুল্লাতের জায়দাদের ও সেই জায়দাদ মাফিক যত জমা ঠাহরেন্ তাহার বেওরা কৈফিয়তের ফর্দ্দ বোর্ড রেবিনিউতে পাঠান্ ইতি।

যে কালে ভূমির প্রকৃত উৎপন্ন জানিয়া সরকারের জমার ধার্য্য হইবেক তাহার মতের কথা।

৮১ ধারা।

জমার তায়দাদ ধার্য্যে যেং বিষয় কর্ত্তব্য তাহা দফ্তরে লেখা যাইবার কথা

সরকারের জমার তায়দাদ ধার্য্যে যেং বিষয় কর্ত্তব্য হয় তাহাতে উচিত যে সেই সকল বিষয় বিবরিয়া সরকারের দফ্তরে লেখা যায় এইহেতুক যে উত্তরকাল তাহা অল্প হইবার দাওয়া ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের হইতে না হয় ইতি।

নীচের কএক দফার লিখিত সকল হুকুম কেবল সূবে বেহারের প্রতি ধার্য্য আছে।

৮২ ধারা।

ভূমির জমার তায়দাদ ধার্য্যের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া দৃষ্ট হইবেক তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে একং ভূম্যধিকারির যত জমা তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কৃত নিয়ম ও বিবেচনাক্রমে নির্দ্ধার্য্য করেন্ অতএব কালেক্টর সাহেবেরা একং ভূমির জমা যেরূপে ধার্য্য করেন্ তাহার তায়দাদ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে জানান্ আর কালেক্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি পরামর্শও উচিত জানেন্ তবে ভূম্যধিকারিদিগেরে হুকুম করেন্ যে তাহারা আপনারদিগের ভূমির জমার তায়দাদের বিষয়ে সওয়াল দাখিল করে কিন্তু ভূমির জমার তায়দাদের ধার্য্য প্রথম কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা তাঁহারদিগের মন্ত্রণাক্রমে হওন কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।

৮৩ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগেরে ভূমির জমার ধার্য্য করিতে পূর্ব্ব দাঁড়া সকলকে আপনারদিগের দস্তুরল্ আমল করিতে থাকিবার হুকুমের কথা।

জমার ধার্য্যের কারণ যে স্থানে যে দাঁড়া দৃষ্টি রাখণ উচিত তাহার কথা।

কালক্রমে জরীব করিতে পারিবার কথা।

ক্ষুদ্রং ভূম্যধিকারী এবং ভারী ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদারদিগের মধ্যে জমার ধার্য্য ও ভূমির জায়দাদ বুঝিবার কারণ অদ্যাবধি যে সকল দাঁড়া ও দস্তুর চলন ও জারী রহিয়াছে তাহাতে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির জমার ধার্য্য করিতে সেই সকল দাঁড়া ও দস্তুর দৃষ্টি রাখিতে থাকেন্ এবং যেস্থানে কর্ত্তব্য হয় তথায় জমার ধার্য্যার্থে এ বিষয়কে আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিতে থাকেন্। তাহার বেওরা এই যে ভূমির তিনচারি বৎসরের উৎপন্নক্রমে মধ্যের এক বৎসরের উৎপন্ন বুঝিয়া এতাবতা তিনচারি বৎসরের উৎপন্ন হার করিয়া এক বৎসরের উৎপন্ন বিবেচিয়া তাহাকে বন্দোবস্তের মূল নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার মধ্যে মালিকানা ও খয়রাৎ অঙ্ক মিনাহ করিয়া বাকী সরকারের জমা ধার্য্য করেন্ আর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের ইহাতে বিস্তর বিশ্বাস আছে যে কালেক্টরসাহেবের সেই কার্য্যোপদেশে নিতান্ত শুদ্ধ ও সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি রাখিবেন ও মানিবেন। এবং ঐ সাহেবদিগের শক্তি আছে যে কোন ভূমির উৎপন্নে অতিশয় সন্দেহ হইলে তাহা জরীব করেন্ কিন্তু এমত সন্দেহ হইলে কর্ত্তব্য যে তাহার বেওরা বোর্ড রেবিনিউতে সমাচার দেন্ ও বিনাজরীবে যদি সন্দেহ মিটে তবে জরীব না করেন্ ইতি।

৮৪ ধারা।

৮৪ ধারা।

যে ভূমির মালগুজারী অদ্যাবধি বরাবর সরকারে দাখিল হয় সে ভূমি যদি ১২ দা দশ বৎসরপর্য্যন্ত মোকররী জমায় রহিয়া থাকে তবে উপরের লিখিত দাঁড়াসকলের বাহির জ্ঞান হইয়া তাহার ১০ দশসনী বন্দোবস্ত সেই সাবেক জমায় সেই ভূমির অধিকারিদিগের সহিত হইবেক কিন্তু সায়েরের মাসুল বাজেয়াপ্তী ও মৌকুফী অঙ্ক যাহা সঙ্গত হয় তাহা সেই জমায় মিনাহ হইবেক ইতি।

যে ভূমি ১২ বৎসর পর্য্যন্ত মোকররী জমায় আছে সে ভূমি উপরের ধারার লিখিত দাঁড়ার বাহির হইবার কথা।

৮৫ ধারা।

ভূমির যে সদর জমা বাঙ্গলা ১১৯৭ সালে ধার্য্য হইয়াছে তাহার কমী শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিনাহুকুমে হইতে পারে না ইতি।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে ১১৯৭ সালের জমায় কমী না হইবার কথা।

৮৬ ধারা।

কর্ত্তব্য যে সদর কিস্তিবন্দীর ধার্য্য যাহাতে সরকারের মালগুজারীর উসূলের প্রতি হুদোধ ও খাতিরজমা হয় তাহা নজর ও আন্দাজে না হইয়া যথাসাধ্যে ভূম্যধিকারিরা সরকারের মালগুজারী অতিস্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে দিতে পারে এমত বিবেচনায় হয় ইতি।

কিস্তিবন্দী ধার্য্যের দাড়ার কথা।

৮৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের সকল ধারার লিখিত যে সকল দাঁড়াকে কার্য্যের মূলনিয়ম গণিতে পারা যায় তদনুসারে কার্য্য করিতে ভ্রান্ত না হইয়া আদ্যোপান্তের সকল বিষয়ের বেওরা জ্ঞাত হইয়া করেন আর এ বিষয়ের প্রার্থনা ও ওম্মেদ এই যে বিশিষ্ট প্রকারে জমার তায়দাদ ধার্য্যের বিষয়ে তাহারদিগের কার্য্যকারিত্ব ও কার্য্যের বেওরা জিজ্ঞাসিলে সুন্দররূপে তাহার বেওরা কহিতে পারেন ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা এই ধারার লিখিত দাড়া জারী করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিবার অর্থে এবং তাহারা আপনারদিগের কার্য্যকারিত্বের ওও য়াব দিতে থাকিবার বিষয়ে হুকুমের কথা।

নীচের কএক ধারার লিখিত সকল হুকুম কেবল জিলা মেদিনীপুরের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে।

৮৮ ধারা।

যদি কালেক্টরসাহেবেরা নিজে কিম্বা লোকদিগের দ্বারা সমাচার পাইয়া নিশ্চয় ও মাতবর বুঝেন যে জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারিরদিগের জমা তাহারদিগের ভূমির স্থিত ও জায়দাদের অনুসারে ধার্য্য হয় নাই তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আবশ্যকক্রমে এ বিষয়ের ভাল হইবার কারণ সেই ভূমির বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় যাহা কমী ও বেশীকরণ আবশ্যক তদনুসারে সে ভূমির জমার ধার্য্য করেন ইতি।

যে কালে বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমার কমী হওন উচিত সে কালে কালেক্টর সাহেবেরা তাহা জানিবার কারণ যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

৮৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইন।

৮৯ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা যে যে কালে বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় কমী দেওয়া উচিত হয় তাহা জানিবার কারণ যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

যে যে কালে বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় কমী হওয়া উচিত ইহা জানিবার কারণ কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ওয়াসিলাৎ ও আখরাজাৎ বিবেচনা ও তহকীক করিয়া এবং ঐ দুইকে মিলাইয়া সেই আখরাজাতে যাহা অধিক ঠাহর করেন্ তাহা কমী দেন্ আর ঐ সাহেবদিগের উচিত যে যে কালে কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী আপন শিরের মালগুজারীর নিশার কারণ আপনার কিছু ভূমি কিম্বা বস্তুবিক্রয় করিতে নাচার হইয়া থাকে ইহা আপনারা নিশ্চয় করিয়া জানেন্ ইতি।

৯০ ধারা।

জমীদারওগয়রহের স্থানে তলবকরা হিসাব দিতে টালমটাল হইলে কালেক্টরসাহেবেরা তাহার প্রতি দণ্ডনিরূপণ করিবার কথা।

জমীদারেরা ও তালুকদারেরা কখন তলবকরা হিসাবের কাগজ দাখিল করিতে শৈথিল্য ও টালমটাল না করিতে পারিবার ও ইহার তদারকের কারণ কালেক্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জমীদারওগয়রহের যে কেহ হিসাব দিতে টালমটাল ও ওজর করে তাহার উপর সহজ দণ্ড করিয়া সে বিবরণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে অবগত করান্ ইতি।

৯১ ধারা।

ভূমির উৎপন্নে অত্যন্ত সন্দেহ হইলে তাহা জানিবার কারণ যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

কোন ভূমির উৎপন্নের সংখ্যার বিষয়ে নিতান্ত সন্দেহ হইলে ও সর্ব্বতোভাবে নিশ্চয় না হইলে কালেক্টরসাহেবদিগের শক্তি আছে যে তাহা জানিবার কারণ জরীব করান্ কিম্বা এ নিমিত্তে সে ভূমির যে তহকীকাৎ আবশ্যক জানেন্ তাহাই করেন ইতি।

৯২ ধারা।

বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় কমী দিতে কালেক্টরসাহেবদিগের সাধ্য থাকিবার কিন্তু সেই কমীর বহালী শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের মঞ্জুরীর প্রতি থাকিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে কোন ভূমির বাঙ্গলা ১১৯৬ সালের জমায় কমী দেওয়া উচিত হয় তাহার উৎপন্নের বেওরা উপরের ধারার লিখনানুসারে জ্ঞাত হইয়া কমী দেন কিন্তু ইহাতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম আছে যে এমত কমী দেওয়া কর্ত্তব্য হইলে যাবৎ ইহার বেওরা বোধ না হয় তাবৎ ঐ সাহেবেরা কমী না দেন্ অতএব কর্ত্তব্য যে ভূমির বন্দোবস্ত ধার্য্য ও অধার্য্য ঐ শ্রীযুতের হজুরের মঞ্জুরের উপর করা যায় এবং ইহার সমাচার সেই ভূমির অধিকারিকে দেওয়া যায় ইতি।

৯৩ ধারা।

জিলা মেদিনীপুরের বন্দোবস্ত জমার নোক্সানের আন্দাজে কমী

পূর্ব্বাবধি জিলা মেদিনীপুরের জমায় যে ১৩০৪৭৭ একলক্ষ ত্রিশ হাজার চারি শত সাতাত্তর টাকা নোক্সানের আন্দাজী হিসাব হইয়াছে পশ্চাৎ সে নোক্সানী টাকা

ঐ

ঐ জিলার বাট্টাবাদে যে সৌদী জমা ১১৮৪৮৬৮।/৫ ষোল লক্ষ চৌরাশী হাজার আট শত আটষট্টি তঙ্কা পাঁচ আনা এক পাই আছে তাহার উপব ফিশত ৩ তিন টাকার হিসাবে একুনে ৫০৫৪৬ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত ছচল্লিশ টাকার হিসাবে ধরা যাই বেক অর্থাৎ কমী হইবেক ইতি। হইবার ও যত কমী হইবেক তাহার কথা।

১৪ ধারা।

পুণ্যক্রিয়ার আখরাজাতের যে জমা এইক্ষণে মাফ আছে তাহাও অতিশয় জ্ঞান হয় অতএব তাহারো কমী হইবেক কিন্তু সেই কমী কত হইবেক তাহা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে নিশ্চয় হয় নাই তথাচ ঐ শ্রীযুতের চিত্তে কথন নয় যে হালে যে টাকা মাফ হয় তাহাতে ৩৫০০০ পৈঁত্রিশ হাজার টাকা কমী হইতে পারে এতদ্দৃষ্টে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির জমার তায়দাদ ধার্য্যে ঐ আখরাজাৎ উপরের লিখিত আন্দাজ বুঝিয়া কমী করেন্ ইহাতে পরগনা কাশীজোড়া ও শাহাপুর ও মেদিনীপুর ও ময়নাচৌরায় ঐ আখরাজাৎ অন্যং স্থানাপেক্ষা অধিক আছে অতএব উচিত যে ঐ সকল স্থানে তাহার কমী অতিরিক্ত করেন্ ইতি।

পুণ্যক্রিয়ার আখরাজাতের যে জমা মাফ আছে তাহাতে কমী হইবার দাঁড়ার কথা।

১৫ ধারা।

শহর মেদিনীপুরের তৈনাৎ পল্টনের খোরাক খরীদের খরচ ও কুচের সময়ে কাষ্ঠ ও খড়ের খরচ যদ্যপি তথাকার ভূম্যধিকারিদিগের স্থানে দেওয়ান গিয়া থাকে তাহা মৌকুফ হইবেক ও পশ্চাৎ এমত খরচ তাহারদিগের জিম্মা হইবেক না ইতি।

শহর মেদিনীপুরের তৈনাৎপল্টনওগয়রহের খোরাকী খরচ পশ্চাৎ তথাকার ভূম্যধিকারিদিগের জিম্মা না হইবার কথা।

১৬ ধারা।

কর্ত্তব্য যে জিলা মেদিনীপুরের ভূমির বন্দোবস্ত জমীদারী আমলার সেবন্দী ও মোশাহেরা ও পুলবন্দী ও কাছারীর আখরাজাৎওগয়রহ যাহা তাহাতে ভুক্ত থাকে তাহাবাদে যত টাকায় হয় তাহাতেই করা যায় এইহেতুক যে সরকারের বাসনা এই যে সরকারের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের মোশাহেরা সরকারের মালগুজারী তহসীলের আখরাজাৎছাড়া এবং ভূমির জমা উসুলের মোতালক অন্য সমস্ত আখরাজাৎছাড়া ভূম্যধিকারিদিগের মারফতে তাহারদিগের ভূমির উৎপন্নহইতে আদায় হয় ইতি।

আমলার সেবন্দী ও মোশাহেরা ও পলবন্দী ওগয়রহ আখরাজাৎ বাদে যতটাকায় বন্দোবস্ত হইতে পারে তাহা হইবার কথা।

১৭ ধারা।

মোকররী আখরাজাৎ যাহার বহালী মঞ্জুর পড়ে সে সকল আখরাজাৎ রোজবন্দ ওগয়রহ খয়রাতের অঙ্কের ন্যায় কালেক্টরসাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবেক তাহাতে ভূম্যধিকারিদিগের কিছু এলাকা থাকিবেক না যদি কোন সময়ে কিছু হেতুতে সেই আখরাজাৎ ভূম্যধিকারির মারফতে দেওয়ান উচিত না হয় ইতি।

সরকারের অঙ্ক রোজবন্দীওগয়রহের ন্যায় জমীদারী খরচ কালেক্টরসাহেবের মারফতে দেওয়া যাইবার কথা।

১৮ ধারা।

৯৮ ধারা।

আকাশী আপদের নিমিত্তে জমায় যে কমী হয় তাহা রসদক্রমে পুনরায় লওয়া যাইবার কথা।

যে স্থানে আকাশী আপদ উপস্থিতহওনপ্রযুক্ত কিছু কাল মিয়াদের জন্য জমায় কমী দেওয়া উচিত হয় তথায় সেই কমী রসদক্রমে পুনরায় সরকারে লওয়া যাইবেক কিন্তু সেই রসদের মিয়াদ তিন বৎসরের অধিক মুদ্দতে হইবেক না যদি খারিজী তালুকাৎ ও অন্য খুরদিয়া মহালাতে রসদের মিয়াদ তিন বৎসরের অধিক মুদ্দতে হওন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা উচিত না জানেন্ ইতি।

৯৯ ধারা।

জমার তাযদাদ ধার্য্যে যে সকল বিষয় কর্ত্তব্য তাহা সরকারের দপ্তরে লিখা যাইবার কথা।

উচিত যে সরকারের জমার তাযদাদ ধার্য্যে যে সকল বিষয় কর্ত্তব্য হয় তাহা সমস্ত দেওয়ানিয়া সরকারের দপ্তরে লিখা যায় এইহেতুক যে পশ্চাৎ তাহাতে কমী হইবার দাওয়া ভূমির অধিকারী ও ইজারদারদিগেরহইতে না হয় ইতি।

নীচের কএক ধারার লিখিত সকল হুকুম কেবল নিমকপোখ্তানীর মহালাতের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে।

১০০ ধারা।

এই আইনের উপরের সমস্ত ধারার লিখিত দাড়াসকলের মধ্যে যে যে দাড়া ভূম্যধিকারিদিগের সহিত বন্দোবস্তের মিয়াদ ও তাহার ধার্য্যের কারণ আছে সে সকল দাড়া নিমকপোখ্তানীর যে যে মহাল খাসতহসীলে আছে তাহাতে বহাল না থাকিবার কথা

নিমকপোখ্তানীর সকল মহালাতের মধ্যের যে২ মহাল নিমকপোখ্তানীর কার্য্য সুন্দররূপে চলনের নিমিত্তে গুদস্তা কএক সাল খাসতহসীলে রাখা গিয়া থাকে সেই২ মহালের গতিকের সহিত এই আইনের উপরের ধারাসকলের লিখিত যে যে দাঁড়া ভূম্যধিকারিদিগের সহিত ভূমির বন্দোবস্তের মিয়াদ ও তাহার আনওয়ান ধার্য্যের বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সম্পর্ক রাখিবেক না অতএব সেই২ মহালের অর্থে এমত নির্দ্ধার্য হইল যে সেই২ মহাল পূর্ব্বমতে খাসতহসীলে থাকিয়া তাহার বন্দোবস্ত প্রতিসন হইবেক যাবৎ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে এ বিষয়ে মৌকুফের আইন নির্দ্দিষ্ট না হয় ইতি।

১০১ ধারা।

জিলা মেদিনীপুরে পাট্টা দিবার নিমিত্তে যে সকল দাড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে নিমকপোখ্তানীর মহালাতের প্রজাদিগেরে পাট্টা দিতে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম হইবার কথা।

যে সকল কালেক্টরসাহেবের এলাকায় উপরের ধারার লিখিত যে যে মহাল আছে তাঁহারদিগেরে হুকুম হইল যে সেই২ মহালের প্রজাদিগেরে এই আইনের লিখিত সকল দাঁড়ামতে জিলা মেদিনীপুরে পাট্টা দিবার অর্থে যে মিয়াদ ধার্য্য আছে সেই মিয়াদের মধ্যে পাট্টা দেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৯ নয়ম আইন।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ৩ দিসেম্বর ও অন্য যে যে তারিখে অপরাধিদিগেরে ধরিবার ও তাহারদিগের সমস্ত মোকদ্দমার বিচারার্থে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার লিখিত মর্ম্ম বিশেষের পরিবর্ত্তে পরিস্কার ও দুরস্ত করিবার আইন ঐ শ্রীযুত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

শ্রীযুত সর্ব্বপ্রধান সাহেব ও কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৭২ সালের ২১ আগস্ত তারিখে যে আইন জারী হইয়াছিল তদনুসারে সকল জিলায় অপরাধিদিগের সমস্ত মোকদ্দমার বিচারার্থে ফৌজদারী আদালতের সিরিস্তা নিদ্ধার্য্য হইয়া শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর কালেক্টরসাহেবদিগেরে এমত হুকুম হইয়াছিল যে ঐ আদালতের আমলাদিগের প্রতি অর্পিত সমস্ত কার্য্য চালানের তত্ত্বাবধারণ ও খবরগিরীর প্রতি এবং সকল মোকদ্দমা রুবকারের কালে ইহারও প্রতি মনোযোগী ও খবরদার রহেন যে আবশ্যক সাক্ষিদিগের তলব হইয়া তাহারদিগের জোবানবন্দী ও তাহারদিগের প্রামাণ্য কথা বিশ্বাসি ব্যক্তিদিগের মতে গ্রাহ্য হয় এবং মোকদ্দমাও সঙ্গতরূপে ও বিনাপক্ষপাতে নিষ্পত্তি পায় এবং ঐ আইনের মতে সকল জিলায় ফৌজদারী আদালতে প্রাণদণ্ডহওনযোগ্য অপরাধের যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পাইত তাহার রোয়দাদ মুলাহেজা এবং মঞ্জুরের কারণ নিজামত আদালত নামে খাস আদালতের সিরিস্তা মুরশিদাবাদ মোকামে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল এবং ঐ সকল আদালতের খবরগিরীর যে মত ক্ষমতা কালেক্টরসাহেবদিগেরে অর্পণ ছিল সেই মত ক্ষমতাও নিজামত আদালতের খবরগিরীর অর্থে মুরশিদাবাদের কৌন্সেলী সাহেবদিগেরে অর্পণ হইয়াছিল পরে মুরশিদাবাদের কৌন্সেল বরখাস্ত হইলে শ্রীযুত সর্ব্বপ্রধান সাহেবপ্রভৃতি কৌন্সেলী সাহেবদিগের হুকুমের নীচে এক জন দারোগার এতমামে কলিকাতা মোকামে নিজামত আদালত স্থির ও কায়েম হইয়া সকল জিলার ফৌজদারী আদালতে প্রাণদণ্ডের বিষয়ে যে হুকুম হইত তাহা দৃষ্টি ও মঞ্জুরের জন্য ঐ সর্ব্বপ্রধান সাহেবপ্রভৃতির বিবেচনায় আসিত ইঙ্গরেজী হেতুবাদ।

 ১৭৭৫ সালের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৯ নবম আইন।

১৭৭৫ সালের ১৮ অক্টোবরপর্য্যন্ত কোনং মর্ম্মবিশেষ ছাড়া হইয়া এ নক্সা সাব্যস্থ ও বহাল থাকিয়া ঐ তারিখের পর যাবদীয় ফৌজদারী আদালতের কর্তৃত্ব ও এখ্তিআর এবং খবরগিরীর ভার নাজেমের নায়েব অর্থাৎ ছোট নওয়াবসাহেবের প্রতি হইয়াছিল এবং এইহেতুক নিজামত আদালত পুনরায় মুরশিদাবাদ মোকামে স্থৈর্য্য পাইয়া নাজেমের নায়েবের বিবেচনাক্রমে সমস্ত জিলায় এদেশী লোকেরা ফৌজদার নামে এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত যে তাহারা শরার ওলমা অর্থাৎ জাবনিক ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপকদিগের সহায়তায় ফৌজদারী আদালতের খবরগিরী করিতে থাকে এবং দুষ্ট ও অপরাধি লোকদিগেরে ধরিয়া ফৌজদারী আদালতে রুজু করায় এ নক্সা কিঞ্চিৎ ফেরফার হইয়া ইঙ্গরেজী ১৭৮১ সালের ৬ আপ্রেলপর্য্যন্ত সাব্যস্থ ও বহাল ছিল তাহাতে তৎকালে নির্য্যাস জানা গিয়াছিল যে ফৌজদারেরা নিযুক্ত হইবাতে যাবদীয় মনোভিপ্রায় সিদ্ধি হইল না এপ্রযুক্ত সকল ফৌজদার ও তাহারদিগের তাবের থানাদারদিগের সমস্ত এলাকা বরখাস্ত হইল কিন্তু ফৌজদারী আদালতসকল নাজেমের নায়েবের হুকুমের নীচে পূর্ব্বমতে বহাল রহিল সকল জিলার দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট্ এতাবতা ফৌজদারীর সাহেব হইলেন এবং তাহারদিগেরে এইরূপে ক্ষমতা দেওয়া গেল যে যে কালে তাঁহারদিগের মোতালক সীমাসরহদ্দের মধ্যে ডাকাইতীপ্রভৃতি অপরাধ হইবার নালিশ উপস্থিত হয় সে কালে ডাকাইতপ্রভৃতি অপরাধিদিগেরে ধরাইয়া যে ফৌজদারী আদালত নিকটস্থ হয় তথায় সে মোকদ্দমার বিচারার্থে কয়েদ করান্ এবং ইহা ছাড়া ফৌজদারী সিরিস্তার মোতালক সমস্ত মোকদ্দমার সম্বন্ধে আদালত হইবার মতের একপ্রকার এতমাম অর্থাৎ কার্য্যকারিত্ব ও খবরগিরীর ভার সাহেব সরদার এতাবতা দেশাধিপতিকে থাকিবার নিমিত্তে ফৌজদারী আদালতের ওলমাদিগের বিবেচিত সকল ফতওয়ার বেওরা কৈফিয়ৎ মাসেং পঁহুছিবার জন্যে কলিকাতা মোকামে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্তৃত্বের তলে আলাহিদা এক সিরিস্তা ধার্য্য হইয়া এই কার্য্যের পর্য্যবসানার্থে ঐ শ্রীযুতের সহকারিতার নিমিত্তে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের এক সাহেব ঐ সিরিস্তাদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু সকল জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের সম্পর্কে ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্তৃত্ব বৃথা ও অনর্থক ছিল ও ইহা ফৌজদারীর মোতালক সকল মোকদ্দমার সম্বন্ধে আদালত হইবার বাধারো হেতু দর্শন হইল এতদ্ভিন্ন ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে আইনের মতে কেবল এই কর্তৃত্ব লাভ ছিল যে অপরাধিদিগেরে ধরাইয়া ফৌজদারী আদালতে পাঠান্ ও তাহারদিগের মোকদ্দমাসকলের বিচার ও বিবেচনায় কিছুই ভার না রাখেন্ ইহাতে অপর বিরুদ্ধ ইহাও জানা গেল যে ঐ ফৌজদারীর সাহেবেরা অতিঅল্পং অপরাধে অপবাদগ্রস্ত লোকদিগেরেও দারোগাদিগের ও ফৌজদারীর সুপরিন্টেণ্ডাণ্টদিগের নিকটে আদালতে পাঠাইতে ব্যামোহ পান্ এবং এইরূপে তাঁহারদিগের প্রায় অনেক

মোকদ্দমার

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৯ নবম আইন।

মোকদ্দমার বিচারে কালবিলম্ব হইয়া অতিক্ষুদ্র ও দুঃখিলোকেরা অনেক কালাবধি বন্দিশালে বন্ধনে রহিয়া যে পীড়া ও ক্লেশ পায় তাহা তাহারদিগের শাস্তির সীমার বাহির হয় অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ২৭ জুনে ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে এই শক্তি অর্পণ হইয়াছিল যে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট কোনং মর্ম্মবিশেষ বিবেচনাক্রমে মারিপীট ও কটু কথা গালিআদি বিরোধের ন্যায় ক্ষুদ্রং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আপনং সাক্ষাৎ করিয়া এমত অপরাধিকে নিগ্রহকরণ ও দণ্ডলওনের দ্বারা শাস্তি দেন কিন্তু সকল জিলায় ডাকাইতী ও খুনআদি দুষ্ক্রিয়া নিত্যং বৃদ্ধির তরে পাইত এইরূপক্রমে নিশ্চয় ও তহকীক হইল যে আদালত হইবার নিরিস্তা অদ্যাবধি দোষান্বিত আছে এবং এই সকল দোষ স্পষ্টতঃ অপরাধিদিগের শাস্তি হইতে বিলম্ব ও সুন্দররূপে আদালত হইবার আইন চলন ও জারী না হওনপ্রযুক্ত এবং আদালতের নিরিস্তার পর্য্য ও বন্দোবস্তে অন্যং দোষহওনপ্রযুক্ত প্রকাশ পায়। ঐ সকল দোষ না হইতে পারিবার কারণ এমত উদ্যোগ ও তদবীর যে অপরাধিদিগেরে আদালতের কর্ত্তাদিগের আপত্তিহইতে কোন প্রকারে ছাড়ান ও খালাশীর মর্ম্মলাভ না থাকে এবং অপরাধিরা ধরা পড়িলে পরেও তাহারদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার অব্যাজে ও বিনাপক্ষপাতে হয় উচিত ও আবশ্যক ছিল এপ্রযুক্ত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজসাহেবদিগের এতমামে দায়ের ও সায়েরের আদালতের নির্দ্ধায্য এইপ্রকার সকল ক্ষমতাযুক্তে যে ঐ সাহেবেরা শরার ওলমাদিগের সহায়তায় অপরাধিদিগের যাবদীয় মোকদ্দমার বিচার করেন এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ও অন্য কৌন্সেলী সাহেবেরা নিজামত আদালতে বসিয়া সমস্ত জিলার আদালত হইবার মতের ব্যাপার ও খবরগিরীকরণের অর্থে ঐ আদালত মুরশিদাবাদহইতে উঠাইয়া পুনর্ব্বার কলিকাতায় বসাইলেন অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ৩ দিসেম্বরে যে আইন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ তারিখের পরে যে কএক মন্ত্রণা ও সমাচার দেওয়া গিয়াছিল তাহাসুদ্ধা সেই আইনের কোনং মর্ম্মবিশেষ পরিবর্ত্ত ও দুরস্ত হইয়া নূতন দাঁড়ায় চলন ও জারী হইল ইতি।

২ পারা।

সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদ ডাকে পাটনা ও শহর জাহাঁগীরনগর ডাকে ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের জনেং আপনং মোতালক জিলা কিম্বা শহরের মাজিস্ট্রেট অর্থাৎ ফৌজদারীর সাহেব হইবেন অতএব কর্ত্তব্য যে ঐ এক২ সাহেব ফৌজদারী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে কিম্বা ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে অন্য যাহার স্থানে সুকৃতি করিবার নিমিত্তে হকুম হয় তথায় নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীযুত অমুকস্য আমি অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের ফৌজদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম একারণ সুকৃতি

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের জনেং আপনং এলাকার ফৌজদারীর সাহেব হইবার কথা।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের সুকৃতির দেওয়ার কথা।

সুকৃতি করিতেছি এইমতে যে এই জিলা কিম্বা শহরের রক্ষা হইবার ও বজায় থাকিবার বন্দোবস্ত যথাসাধ্যে করিব এবং আপন ভারের কার্য্য নির্লিপ্ত ও বিনাপক্ষপাতে করিব এবং আপন কার্য্যের সরবরাহ দিতে ও ইহার মোতালক কোন কার্য্য চালাইতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমমতে যে রসুম কিম্বা বেতন অথবা লাভ সম্ভব আছে ও উত্তর কালে সম্ভব হয় তাহাছাড়া কিছু রসুম কিম্বা বেতন অথবা লাভ স্পষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে চাহিব না ও লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে অন্যকেও চাহিতে ও লইতে দিব না এবং ঐ শ্রীযুতের হজুরের যে সকল আইন এইক্ষণে চলন ও জারী আছে ও পশ্চাৎ জারী হয় তাহার অনুসারে আপন বুদ্ধি সাধ্যে সাবধানে আপন কার্য্য করিব ইতি।

৩ ধারা।

যে সকল সীমাসাহেবদের মধ্যে সকল জিলা ও শহরের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব চলিবেক তাহার কথা।

শহরসকল আজীমাবাদ ও জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব শহরের সীমাসরহদ্দ ও তাহার শামিল যে সকল স্থান এইক্ষণে দেওয়ানী আদালতে কার্য্যের দ্বারা তাঁহারদিগের কর্ত্তৃত্বের তলে আছে ও পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তৃত্বের তলে আইসে তাহাতে চলিবেক আর সকল জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব তাঁহারদিগের মোতালক জিলার সীমাসরহদ্দের সকল স্থানে চলিবেক ও জারী রহিবেক কিন্তু জানিবেন যে জিলা বেহার ও জিলা ঢাকা জালালপুর ও জিলা মুরশিদাবাদের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব শহর আজীমাবাদ ও শহর জহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদ ও তাহার শামিল যাহা সংপ্রতি ঐ সকল শহরের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্বের তলে আছে ও পশ্চাৎ যাহা তাহারদিগের কর্ত্তৃত্বের তলে আইসে তথায় চলিবেক না এবং জিলা চব্বিশপরগনার ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তৃত্ব শহর কলিকাতা ও তাহার শামিল যে সকল স্থান সুপ্রিমকোর্ট অর্থাৎ বড় আদালতের মোতালক আছে তাহার মধ্যে চলিবেক না ইতি।

৪ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবেরা সকল খুনী ও চোর আদি অপরাধের অপবাদগ্রস্ত লোকদিগেরে ধরাইবার কথা।

ফৌজদারীর সকল সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সমস্ত হন্তা অর্থাৎ খুনী ও ডাকাইত ও চোর ও সিন্দালওগয়রহ সমস্ত দুষ্ট ও হঙ্গামী লোক এবং যে সকল লোকের নামে অপরাধগ্রস্ত হওনের নালিশ ঐ সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হয় সে সমস্ত লোককে ধরান ইতি।

৫ ধারা।

যে কালে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে কাহারো নামে নালিশ হয় ও ফরিয়াদী তাহার পমাণার্থে সুকৃতি করে সে কালে ঐ সাহেব আ

যে সময়ে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে কাহারো নামে খুন কিম্বা ডাকাইতীকরণের অথবা অন্যাপরাধের নালিশ হয় সে সময়ে ফরিয়াদী আপন নালিশ যথার্থ জানাইবার জন্য সুকৃতি করিলে পর ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে আসামীকে ধরিবার কারণ আপন মোহর ও দস্তখতে সেই নালিশের বেওরাযুক্তে এক দস্তক পাঠান ও যে কালে

সেই

সামী ধরিবার ও তাহার দস্তকের মজমুনের কথা।

আসামীপুভৃতির স্থানে মোকদ্দমার মর্ম্ম বুঝিবার কথা।

ফরিয়াদী ও তাহার সাক্ষিদিগের স্থানে সুকৃতিক্রমে জোবানবন্দী লইবার কথা।

ফৌজদারীর সাহেব অসঙ্গত নালিশ জানিলে আসামীমে খালাস দিয়া তাহার হেতু লিখিয়া দায়ের ও সায়েরো আদালতে দিবার কথা।

ফৌজদারীর সাহেব নালিশ সঙ্গত জানিলে মোকদ্দমার বিচার হইবার কারণ আসামীকে কয়েদ অথবা জামিনীর উপর রাখিবার কথা।

সেই আসামী ধরা পড়িয়া ঐ সাহেবের নিকটে পঁহুছে সেকালে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য
যে সেই নালিশের মর্ম্মের অনুসন্ধান লইয়া। এবং সে মোকদ্দমার আসামী ও ফরিয়াদী
ও ওয়াকিফকারদিগের স্থানে মোকদ্দমার গতিক ও আহ্বালের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা ও তহ
কীক করিয়া তাহারদিগের ভনাজাতের জোবানবন্দী লেখাইয়া লন্। আর উচিত যে
ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগের স্থানে সুকৃত্যনসারে সেই মোকদ্দমার আহ্বালের তহু লন্
কিন্তু আসামীক স্থানে তাহার কথার পুমাণার্থে সুবৃতি করাইবেন না। যদি এরূপ ত
দন্ত ও তহকীকের পর ফৌজদারীর সাহেবের বিবেচনায় আইসে যে সেই অপরাধ
পুমাণ হইল না কিম্বা সে আসামী সেই অপরাধ করিতে পুবৃত্ত হইয়াছিল এমত স
ন্দেহ না থাকে তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহাকে তৎক্ষণাৎ খালাসী দিয়া তাহাকে
খালাসকরণের হেতু লিখিয়া যে সকল ফিরিস্তির পুস্তাব ১৭ সপ্তদশ ধারায় আছে
সেই সকল ফিরিস্তিসুদ্ধা দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দেন্।
কিন্তু যদি ফৌজদারীর সাহেবের বিবেচনায় আইসে যে সেই অপরাধ পুমাণ হইল
এবং সে আসামী সেই অপরাধ করিতে পবৃত্ত হইয়াছিল এমত সন্দেহ থাকে তবে ঐ
সাহেবের ক্ষমতা আছে যে চাহেন্ তাহাকে কয়েদ রাখেন্ অথবা যে সকল মোকদ্দ
মায় হাজিরজামিন লইবার ধার্য্য আছে সে পুকারের সে মোকদ্দমা হইলে জামিনীর
উপর রাখেন্ এইহেতুক যে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের বৈঠকের
কালে তাহার অপরাধের বিচার হয় এবং ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ফরিয়া
দীর স্থানে তাহার মোকদ্দমা ঐ আদালতে ভারী হইবার কারণ তাহার হাজির হও
নের বিষয়ে এবং সে মোকদ্দমার সাক্ষিদিগের স্থানেও তাহারদিগের যথার্থ কথাক
থন ও হাজিরহওনের অর্থে মুচলকা লেখাইয়া লন্। আর কর্ত্তব্য যে পুতিআসামীর
হাজিরজামিনী ও পুতিফরিয়াদী ও সাক্ষির মুচলকা লিখনে সেই মোকদ্দমার মর্ম্ম ও
সেই সকল লোকের শক্তি বুঝিয়া ফৌজদারীর সাহেব যত টাকার করার লেখান উচি
ত জানেন্ তাহা লেখা যায় এবং এই নিদর্শনেও রহে যে এই জামিনী লিখন কিম্বা
মুচলকার লিখিত করারমতে কার্য্য না হইলে সেই টাকা সরকারে লওয়া যাইবেক
ইতি।

ফৌজদারীর সাহেব পুতিমোকদ্দমার হাজির জামিনী ও মুচলকা লিখনে যত টাকার করার লেখান উচিত জানেন্ তাহা লেখাইবার কথা।

৬ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবেরা সকল অপরাধের তারিখ তহকীক করিবার ও লিখিবার কথা।

যে কালে অপরাধী আপন অপরাধ স্বীকার করে সে কালে ফৌজদারীর সাহেব তাহাতে যত লোককে সাক্ষীকরাণ শ

যে কালে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে নালিশের আরজী পঁহুছে সে কালে ঐ সা
হেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমার রোয়দাদ আসামীর অপরাধের তারিখ সন ও মাস
নিদর্শনে এবং দিনে কি রাত্রে ও যে দণ্ডে হয় তাহা ফরিয়াদীর স্থানে অবগত হইয়া
লেখান্। আর যদি আসামী তৎকালে আপন অপরাধ স্বীকার ও কবুল করে কিম্বা
আপন পূর্ব্ব একরার লিখন পুমাণ জানায় তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে আমলা কিম্বা
অন্য মাতবর লোকদিগের যত লোককে শরার মতে সেই একরার লিখনের মাতবরীর
নিমিত্তে সাক্ষী করাণ আবশ্যক বুঝেন্ তাহা করান্ এবং দায়ের ও সায়েরের আদা

রার মতে আবশ্যক হয় তাহা করাইবার কথা।

ফৌজদারীর সাহেবেরা আসামী স্বেচ্ছায় একরার করিয়াছে নিশ্চয় জানিবার এবং আসামীর একরার হইলেও সাক্ষিদিগেরে হাজির করাইবার কথা।

আসামী ধরা পড়িলে বেওয়ারিস জিজ্ঞাসার কালে কিছু শক্তি না করিবার কথা।

লতের সাহেবদিগের আইন্দা বৈঠকের কালে সেই সাক্ষিদিগেরে হাজির করান। কিন্তু ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে বিস্তর তাকীদ আছে যে তাঁহারা সেই একরার আসামী আপন ইচ্ছায় নিশ্চয় করিয়াছে সুন্দররূপে জানেন এবং আসামী আপন অপরাধ স্বীকার করিলেও মোকদ্দমার সাক্ষিদিগেরে আসামী স্বীকার না করিলে যেমতে তলব করিয়া মুচলকা লইতেন সেইমতে তাহারদিগেরে তলব করিয়া তাহারা দায়েরও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের আইন্দা বৈঠকে হাজির হওন ও যথার্থ কথা কহনের জন্যে মুচলকা লন। আর কর্ত্তব্য যে যাহারা কিছু অপরাধের অপবাদে বাধিত হয় তাহারদিগের স্থানে যাহা জিজ্ঞাসা যায় তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে কহিবার কারণ কিম্বা অপর হেতুতে নিগ্রহ প্রবেশ কিম্বা কোন প্রকারে রুক্ষতা ও শক্তি না হয় এমত সাবধানে থাকেন ইতি।

৭ ধারা।

যে অপরাধে হাজির জামিনলওন সম্ভব নহে তাহার বেওরার কথা।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের নিকটে যাহারদিগের নামে খুন কিম্বা ডাকাইতী অথবা চুরী কিম্বা সিক্কালীর অথবা টাকা কিম্বা মোহর কলব অর্থাৎ তাম্বা মেকীকারণের নালিশ পড়িছে ও তাহারদিগেরে কয়েদ রাখন ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় আইনে তবে তাহারদিগের হাজিরজামিন লওন সম্ভব হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

ফৌজদারীর সাহেবেরা এই ধারায় লিখিত মোকদ্দমার আসামীকে যে শাস্তি দিবেন তাহার বেওরার কথা।

যে কালে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে মারিপীট কিম্বা কটু কথা গালির মোকদ্দমা অথবা অন্য২ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার নালিশ পড়িছে সে কালে ঐ সাহেবের কর্তৃত্ব আছে যে সে সকল মোকদ্দমা দায়েরও সায়েরের আদালতে সোপর্দ্দ না করিয়া তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি আপনি করেন। তাহাতে যদি দাওয়া প্রমাণ হয় তবে আসামীকে ১৫ পনের দিনের অধিক না হয় এমত মুদ্দতে কয়েদ রাখেন কিম্বা সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অতিরিক্ত না হয় এমত সংখ্যায় তাহার স্থানে দণ্ড লন যদি জমীদার কিম্বা তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী যাহার সালিয়ানা মালগুজারী সিক্কা ১০০০০ দশ হাজার টাকার অধিক হয় কিম্বা আয়মা ভূমির যে অধিকারির সালিয়ানা মালগুজারী সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকার ঊর্দ্ধ হয় অথবা নিষ্কর ভূমির যে অধিকারির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অতিরিক্ত হয় এমত সকল লোক আসামী হয় তবে তাহারদিগের দণ্ড সিক্কা ২০০ দুই শত টাকার অধিক কখন হইবেক না কিন্তু দণ্ডের সংখ্যানিরূপণের বিষয়ে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত মর্ম্ম ও মোকদ্দমার বেওরা ও আসামীর বিষয় ও শক্তি বুঝিয়া যাহা উচিত জানেন তাহাই নিরূপণ করেন ইতি।

৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৯ নবম আইন।

৯ ধারা।

যে কালে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে অল্প চুরীর মোকদ্দমার নালিশ পহুছে সে কালে আসামী যে দুষ্ক্রিয়ায় তাহার অপরাধের বাহুল্য বোধ হয় তাহাতে যদি পুষ্ট না হইয়া থাকে অর্থাৎ গুরুতর অপরাধ না করিয়া থাকে এবং কুকর্ম্মকারিত্ব ও কোন্দলিয়ারূপে খ্যাত না হয় তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমা দায়ের ও সায়েরের আদালতে সোপর্দ্দ না করিয়া আপনি বিচার ও নিষ্পত্তি করিয়া সেই আসামীকে ৩০ ত্রিশ ঘার অধিক না হয় এমতে বেত মারিয়া শাস্তি দেন কিম্বা ১ মাসের অতিরিক্ত না হয় এত কালপর্য্যন্ত কয়েদ রাখেন এই দুই মতের যেমত ঐ সাহেব মোকদ্দমার মর্ম্ম বুঝিয়া উচিত জানেন্ তাহাই করেন্ ইতি।

এই ধারার লিখিত মর্ম্ম বুঝিয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে ফৌজদারীর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

অল্প চুরীর মোকদ্দমায় ফৌজদারীর সাহেবদিগের হুকুমে যে শাস্তি হইতে পারিবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

যে কালে ফৌজদারীর সাহেব ৮ অষ্টম ও ৯ নবম ধারার লিখিত কেবল কোন্দলকরণ ও ব্যামোহদেওনের কিম্বা নিশ্চয় অসঙ্গত ও অকারণের নালিশের ন্যায় কোন নালিশ জানেন্ সে কালে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ৮ অষ্টম ধারায় শাস্তির পরিমাণের নিরূপণের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ও কায়দা আছে তাহা বিবেচনা দণ্ডকরণ কিম্বা কয়েদকরণক্রমে ফরিয়াদীকে শাস্তি দেন্ ইতি।

ফৌজদারীর সাহেবেরা যে কালে ৮।৯ ধারার লিখনের ন্যায় কেবল ব্যামোহদায়ক ও অসঙ্গত নালিশ জানেন্ সে কালে ফরিয়াদীকে শাস্তি দিতে তাহারদিগের ক্ষমতার কথা।

১১ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহার রহিবার স্থানে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা পহুছিবার তারিখের সংবাদ পাইলেই সে সংবাদ ইশ্তিহারনামাক্রমে সর্ব্বত্র জানান ও শোহরৎ দেওয়ান এবং সেই ইশ্তিহারনামা এই হুকুমে যুক্ত হয় অর্থাৎ তাহাতে এই হুকুম লেখা থাকে যে যে সকল আসামী হাজির জামিন দিয়া খালাস পাইয়া থাকে এবং যে সকল ফরিয়াদী ও সাক্ষিরা দায়ের ও সায়েরের আদালতে হাজির হইবার অর্থে মুচলকা দিয়া থাকে তাহারা সকলে ঐ আদালতের সাহেবদিগের পহুছিবার নিমিত্তে যে কাল নির্দ্দিষ্ট হয় সেই কালে ঐ আদালতে হাজির হয় ইহাতে যদি অতিসরে তবে তাহারদিগের মুচলকায় লিখিত টাকা সরকারে তলব হইবেক আর ফৌজদারীর সাহেবের উচিত যে সেই ইশ্তিহারনামার নকল সকল পরগনার কাজির নিকটে পাঠান্ এবং তাহার নকল আপন মোতালক জিলার প্রতিপরগনার সকল কসবা ও বড়ং গ্রামে লোকদিগের দৃষ্টিপাতের স্থানে লটকাইয়া দেওয়ান্ ইতি।

ফৌজদারীর সাহেবেরা আপনারদিগের থাকিবার স্থানে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের উপস্থিত হইবার তারিখের সমাচার পাইয়া তাহা ইশ্তিহারনামার দ্বারা শোহরৎ দেওয়াইবার ও সেই ইশ্তিহারনামার পাঠের কথা।

১২ ধারা।

পূর্ব্বোক্ত ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহার রহিবার স্থানে দায়ের ও সায়েরের

রের

ফৌজদারীর সাহেবদিগের তাঁহারদিগের

থাকিবার স্থানে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবের উপস্থিত হইবার কালে আসামী য়ানের সাক্ষিদিগেরে হাজির করাইতে তাকীদের কথা।

রের আদালতের সাহেবেরা পহুছিবার পূর্ব্বে যে সকল আসামী কয়েদে অথবা জামিনীতে থাকে তাহারদিগের স্থানে তাহারদিগের সাক্ষিদিগের নাম ও বসতবাসের স্থান অবগত হইয়া সেই সকল সাক্ষির নামে তলব চিঠী পাঠান্ এইহেতুক যে মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে যে সময় নির্ণয় হয় সে সময়ে সেই আসামীদিগের হকে যে সকল লোক সাক্ষ্য দিবেক তাহারা ঐ আদালতে হাজির হয় ইতি।

১৩ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবেরা তাঁহারদিগের থাকিবার স্থানে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা উপস্থিত হইবার কালে তাঁহারদিগেরে যে ফিরিস্তি দিবেন্ তাহার কথা।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের রহিবার স্থানে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা পহুছিবার পূর্ব্বে ঐ আদালতের সাহেবদিগেরে দিবার কারণ নীচের লিখিত নক্সাক্রমে ইঙ্গরেজী ও পারসীর ফিরিস্তি প্রস্তুত রাখেন্।

শহর

অমুক জিলা কিম্বা শহরের ফৌজদারীর সাহেবের হুকমে যে সকল অপরাধী তাহারদিগের মোকদ্দমাসকল অমক এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতে বিচারার্থে কয়েদে অথবা জামিনীতে আছে তাহার ফিরিস্তি।

নম্বর	ফারয়াদী ও আসামীর নাম	নালিশের খোলাসা কৈফিয়ৎ এবং নালিশ হইবার তারিখ	আসামীরা ধরা পড়িবার তারিখ	ফরিয়াদীর সাক্ষিদিগের নাম	যে তারিখে যেহেতুক মোকদ্দমার বিচার কারণ আসামী কয়েদ আছে তাহার আহ্বালের খোলাসা তহকীকাৎ	যে আসামীরা হাজির জামিন দিয়া খালাস হইয়া থাকে তাহারদিগের নাম	আসামীর সাক্ষিদিগের নাম
১	ফারয়াদী নিধি প্রামানিক আসামী তিতু ও দামু	ফরিয়াদী নিমাইনামে আপন পুত্রের খুনের দাওয়ায় ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ ফিব্রুআরীতে নালিশ করে	ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ২১ ফিব্রুআরী	হীরু ও বাহাদুর ও দানু	তিতু ও দামু ও খুনকরণ নাকবুল হয় ও সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য কথায় ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ২৫ ফিব্রুআরীতে কয়েদ হয়	তিতু	সৈদু ও জগন্নাথ

কা

২ প্র

শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগিরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের ফৌজদারীর সাহেবদিগের ও জিলা চব্বিশপরগনা ও জিলা মুরশিদাবাদ ও জিলা ঢাকাজলালপুরের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কালে কয়েদীদিগের মোকদ্দমাসকলের বিচারার্থে দায়ের ও সায়েরের আদালতের জজসাহেবেরা বৈঠক করেন্ তৎকালে তাহারদিগের নিকটে উপরের লিখিত ফিরিস্তি দেন্ এবং দায়ের ও সায়েরের আদালত বসিবার কালে যে সকল বিষয় করিবার অর্থে ১২ দ্বাদশ ধারায় লেখা আছে তাহাও করেন্ আর ঐ তিন শহরের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে দায়ের ও সায়েরের আদালতে। সাহেবদিগের বৈঠক ঐ আদালতে হইবার তারিখের পূর্ব্বে ১১ একাদশ ধারার নিয়মানুসারে এক ইশতিহারনামা কোতওয়ালী কাছারী ও এবং মহল্লাদারোগার থানার কাছারীতে সমর্পশরে লট্‌কাইয়া দেন্ ইতি।

১৪ ধারা।

দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের নিকটে ফৌজদারীর সাহেবেরা ফিরিস্তির সঙ্গে যে সকল কাগজ পত্র দিবেন্ তাহার কথা।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের ধারার লিখিত ফিরিস্তির সঙ্গে আপনার কাছারীর রোয়দাদ নীচের লিখিত সকল নিয়মসমেত কিম্বা এই সকল নিয়মের মধ্যে যাহা প্রত্যেক মোকদ্দমার মর্ম্মানুসারে আবশ্যক ও প্রস্তুত থাকে তাহা দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দেন্ এবং তাহাছাড়া মোকদ্দমার অন্য যে কাগজপত্র ফৌজদারীর সাহেবদিগের স্থানে থাকে অথবা ঐ আদালতের সাহেবেরা অন্য যে কাগজপত্র অবগত হওনে আবশ্যক জানেন্ তাহাও দেন্।

আসলের মোতাবেক দস্তখতে নালিশী আরজীর নকল।

ডাকাইতী কিম্বা চুরীওগয়রহের মোকদ্দমা হইলে তাহার অপহৃত কি লুঠের সম্পত্তির বেওরা নগদ টাকার সংখ্যা কিম্বা দ্রব্যের মূল্যাঙ্ক যে সম্প্রতিপত্র ফরিয়াদীর স্থানে তাহার নালিশের প্রমাণার্থে লওয়া যায় তাহার আসলের মোতাবেক দস্তখতে নকল।

ফরিয়াদীর যে মুচলকা তাহার হাজির হইবার ও নালিশ জারী হইবার অর্থে কাছারীতে দাখিল হয়।

৫ পঞ্চম ধারাক্রমে অপরাধিদিগেরে ধরিবার কারণ যে দস্তক পাঠান যায় তাহার নকল এবং জিলা কিম্বা শহরের থানাদারীর দারোগাদিগের কাহারো নিকটে যে নালিশ হইলে সেই দারোগার দেওয়া রোয়দাদ।

যে সকল লোক ধরা পড়িয়া থাকে তাহারদিগের ইসমনবিসী।

যাহারা ধরা পড়িয়া থাকে তাহারদিগের জোবানবন্দী।

আসামীর

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৯ নবম আইন।

আসামীর প্রথম জোবানবন্দীছাড়া যদি বারান্তরে জোবানবন্দী হইয়া থাকে।

ফরিয়াদীর দরখাস্তক্রমে যে সকল সাক্ষির নামে তলবচিঠী পাঠান গিয়া থাকে তাহার দিগের নামনবীসীর ফর্দ্দ এই নিদর্শনে যে তাহারদিগের সকলের মধ্যে যে যে লোক হাজির আছে ও যে যে হাজির নাই ও যেহেতুক তাহারা হাজির না হয়।

ফরিয়াদীর সাক্ষিদিগের মুচলকা।

যে সাক্ষিরা হাজির হইয়া প্রমাণজনক কথা কহিয়া থাকে তাহারদিগের জোবান বন্দী।

আসামীর দরখাস্তক্রমে যে সকল সাক্ষির নামে তলবচিঠী পাঠান গিয়া থাকে তাহার দিগের নামনবীসীর ফর্দ্দ এই নিদর্শনে যে তাহারদিগের সকলের মধ্যে যে যে লোক হাজির আছে ও যে যে হাজির নাই ও যেহেতুক তাহারা হাজির না হয়।

১৫ ধারা।

ফৌজদারী সাহেবদিগের সাক্ষাতে যে সকল জোবানবন্দী হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে তাহা সমস্ত পৃথক২ কাগজে লেখা যায় ও তাহাতে বৃত্তান্তকথকের স্বাক্ষর এবং ফৌজদারীর সাহেবের দস্তখৎ হইয়া সেই জোবানবন্দী সমস্তই তারিখ বিলিক্রমে রাখা যায় ইতি।

সকল জোবানবন্দীতে বৃত্তান্তকথকের স্বাক্ষর ও ফৌজদারীর সাহেবের দস্তখৎ হইবার এবং তাহা তারিখবিলিক্রমে রাখিবার কথা।

১৬ ধারা।

কর্ত্তব্য যে বৃত্তান্তকথক যে ভাষায় সমস্ত কথা কহিতে পারে সেই ভাষায় সকল তহকীকের কাগজ ও জোবানবন্দী হয়। আর ফৌজদারির সাহেবেরা উচিত যে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের নিকটে যে সকল লিখন দেন্ তাহার মধ্যে যদি কোন লিখন বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় রহে তবে তাহার সঙ্গে পারসী তরজমাও দেন্ আর ঐ আদালতের আমলার কর্ত্তব্য যে সেই তরজমাকে সেই বাঙ্গলা লিখনের সহিত মিলন ও মোকাবিলা করেন্ ইতি।

বৃত্তান্তকথক যে ভাষায় কহিতে পারে সেই ভাষায় সকল তহকীক ও জোবানবন্দী হইবার কথা।

বাঙ্গলা কাগজপত্রের সঙ্গে পারসীর তরজমা দিবার কথা।

১৭ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের রহিবার স্থানে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা পহুছিবার সময় ঐ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে নীচের লিখনানুসারে দুই কেতা ফিরিস্তি দেন্ ইতি।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে ফৌজদারীর সাহেবেরা যে দুই ফিরিস্তি দিবেন তাহার কথা।

প্রথম

সাক্ষী না থাকিবাতে যাহারা খালাসী পাইয়া থাকে তাহারদিগের নাম নির্দশনে প্রথম ফিরিস্তি হইবার কথা।

প্রথম ফিরিস্তি—ফৌজদারীর সাহেব যে সকল লোককে ধরাইয়া যত সাক্ষির কথাক্রমে মোকদ্দমার বিচারার্থে তাহারদিগেরে কয়েদে কিম্বা জামিনীতে রাখণ সঙ্গত ও কর্ত্তব্য হইত তত সাক্ষী না থাকিবাতে খালাসী দিয়া থাকিলে সেই সকল লোকের নামনির্দশনে লিখিয়া এবং ঐ ফিরিস্তির সঙ্গে ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে সেই সকল লোকের খালাসীর বেওরাও লিখেন।

যাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ফৌজদারীর সাহেব হইতে হয় তাহারদিগের নামনির্দশনে দ্বিতীয় ফিরিস্তি হইবার কথা।

দ্বিতীয় ফিরিস্তি।—ফৌজদারীর সাহেবহইতে যে সকল অপরাধের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে সে সকল মোকদ্দমায় ফৌজদারীর সাহেব যে সকল লোককে ধরাইয়া থাকেন তাহারদিগের সমস্ত অপরাধের বেওরাযুক্তে এবং তাহারদিগের ভাগ্যে ঐ সাহেবহইতে যে যে হুকুম হইয়াছে তাহা তাহারদিগের নাম নির্দশনে লিখেন। শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঙ্গীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের ফৌজদারীর সাহেবদিগের এবং জিলা চব্বিশপরগনা ও জিলা মুরশিদাবাদ ও জিলা ঢাকা জলালপুরের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কালে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা কয়েদীদিগের মোকদ্দমার বিচারার্থে বৈঠক করেন সে কালে তাঁহারদিগেরে উপরের লিখনানুসারে সকল ফিরিস্তি দেন। এবং সেই সকল ফিরিস্তির সঙ্গে প্রত্যেক মোকদ্দমার রোয়দাদে ও আসল কাগজপত্র সমস্তই দেন। ইহাতে যদি ঐ আদালতের সাহেবেরা এমত অনুমান করেন যে প্রথম ফিরিস্তির লিখিত অপরাধিদিগের মধ্যের কেহ অসঙ্গতবিধানে খালাসী পাইয়াছে কিম্বা দ্বিতীয় ফিরিস্তির লিখিত অপরাধিদিগের কেহ অসঙ্গতক্রমে খালাসী অথবা শাস্তি পাইয়াছে তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার বেওরা আপনারদিগের মন্ত্রণাযুক্তে লিখিয়া নিজামত আদালতে পাঠান ইতি।

ফিরিস্তিসকলের শামিলে যে সকল কাগজপত্র দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা ফিরিস্তিসকলের লিখিত লোকদিগের কেহ অসঙ্গত বিধানে খালাসী অথবা শাস্তি পাওন অনুমান করিলে তাহার সংবাদ নিজামত আদালতে দিবার কথা।

১৮ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেব কোন ভূম্যধিকারিকে কয়েদ রাখিলে তাহার সংবাদ কালেক্টরসাহেবকে দিবার তাগীদের কথা।

ফৌজদারীর সাহেব দৈবাৎ কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারিকে তাহার মোকদ্দমার বিচার দায়ের ও সায়েরের আদালতে হইবার কারণ কয়েদ রাখিলে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সমাচার সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেন এইহেতুক যে যদি আবশ্যক হয় তবে সেই কালেক্টর সাহেব এমত উদ্যোগ করিতে পারেন যে সেই ভূম্যধিকারী কয়েদ থাকিবাতে সরকারের মালগুজারীর আদায়ে কিছু বিলম্ব না হইতে পারে ইতি।

১৯ ধারা।

ইঙ্গরেজের বাদশাহের তাবের বিলায়তী লোকদিগের কেহ কলিকাতার বড় আদালতের বাহিরে অপরাধ করিলে

শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজ বাদশাহের তাবের বিলায়তী লোক অপরাধের মোকদ্দমায় কেবল সুপ্রিমকোর্ট অর্থাৎ কলিকাতার বড় আদালতে উপস্থিতের যোগ্য হন অতএব ঐ বিলায়তী লোকদিগের কোন লোকহইতে কোন অপরাধ প্রকাশ পাইলে তাহার বিধান

ও

তদারক ঐ বড় আদালতে হওন উচিত জানা গেলে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে কালে তাহার নালিশ ফরিয়াদীর সুকৃতিক্রমে তাঁহার নিকটে পঁহুছে সে কালে সেই লোককে ধরিয়া ত্বরাতেই সেই মোকদ্দমার মর্ম্ম বিবেচনা ও তহকীক করেন্ তা হাতে যদি বিবেচনায় সেই নালিশ প্রমাণ জানেন্ তবে শীঘ্র সেই লোককে অতিসা বধানে ঐ বড় আদালতের সাহেবদিগের কাহারো নিকটে পঁহুছান্ এবং সেই মোক দ্দমার বেওরাকৈফিয়ৎ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখেন্। আর এতদ্ভিন্ন ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদীর নালিশ মোকাম কলিকাতায় জারী হইবার কারণ তাহার স্থানে বড় আদালত বসিবার পূর্ব্বে তথায় হাজির রহি বার বিষয়ে মুচলকা লন্ এবং সে মোকদ্দমার সাক্ষিদিগের স্থানেও ঐ আদালতে সে মোকদ্দমার বিচার হইবার কালে তথায় তাহারা হাজির রহিবার অর্থে হাজির জা মিন লন্ তাহাতে যদি ফরিয়াদী কিম্বা সাক্ষিরা পাথেয় অর্থাৎ পথখরচ না রাখে তবে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের নিমিত্তে যে পথখরচের বিবে চনা করেন্ তাহার সমাচার নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরে দেন্। এবং বিলা য়তী অন্য যে সকল লোক ইঙ্গরেজের বাদশাহের তাবে না হন্ তাঁহারা এদেশনি বাসি লোকদিগের ন্যায় ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্বতলে এবং যে দায়ের ও সায়েরের আদালতের বিচারার্থে কয়েদ কিম্বা জামিনীতে থাকেন সেই দায়ের ও সা য়েরের আদালতে উপস্থিত ও রুজু হইবার যোগ্য হইবেন্ ইতি।

ফৌজদারীর সাহেব তাহার প্রতি যে উদ্যোগ করিবেন্ তাহার কথা।

অপরাধের মোকদ্দমার ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগের স্থানে তাহারা কলিকাতায় হাজির হইবার কারণ মুচলকা ও জামিন লইবার এবং পথখরচ না থাকিলে খরচ দেওয়া যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজের বাদশাহের তাবের লোকছাড়া বিলায়তী অন্য সকল লোক এদেশবাসি লোকদিগের ন্যায় ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তৃত্বের এবং দায়ের ও সায়েরের আদালতের তলে রহিবার কথা।

২০ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রতিমাসে একবারের কম না হয় এমতে বন্দী শাল এতাবতা জেহলখানা দেখিবার কারণ যান্ এবং তথাকার কয়েদীরা সেই জেহলখানার দারোগা কিম্বা অন্য আমলার অকৌশল ও বদসলুকের যে নালিশ জাহির করে সে নালিশ সঙ্গত হইলে তাহার বিধান ও তদারক করেন্ আর ঐ সা হেবের উচিত যে কয়েদীরা সুস্থ ও পরিস্কার থাকিবার বিষয়ে সুন্দররূপে তত্ত্ববার্ত্তা লন্ এবং তথাকার নিযুক্ত ডাক্তর সাহেব অর্থাৎ চিকিৎসক অসুস্থদিগের যে বিষয় কহেন্ ও তাহারদিগের ঔষধ যাহা করেন্ তাহাতে মনোযোগী রহেন্ ইতি।

ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে প্রতিমাসে একবারের কম না হয় এমতে জেহলখানায় যাইতে ও তথাকার আমলার নামে বন্দীদিগের নালিশের তদারক এবং কয়েদীরা সুস্থ ও পরিস্কার থাকিবার বিষয়ে তত্ত্ব লইতে হুকুমের কথা।

২১ ধারা।

কর্ত্তব্য যে যে সকল কয়েদীর বেওরা নীচে লেখা গেল তাহারদিগের এক২ প্রকার কয়েদীকে জেহলখানায় পৃথক২ কুঠরীসকলেতে রাখা যায়।

প্রথম প্রকার কয়েদী যাহারদিগের প্রাণবধের হুকুম হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার কয়েদী যাহারদিগের কয়েদের হুকুম কি দায়ের ও সায়েরী আদালত কি নিজামৎ আদালতহইতে হইয়া থাকে।

প্রকার বিশেষ যে সকল কয়েদী জেহলখানায় ভিন্ন২ কুঠরীসকলে রাখা যাইবেক তাহার কথা।

তৃতীয় প্রকার কয়েদী যাহারা মোকদ্দমার বিচারার্থে কয়েদ থাকে।

চতুর্থ প্রকার কয়েদী যাহারা ফৌজদারীর সাহেবের বিচার ও নিষ্পত্তির যোগ্য ক্ষুদ্র অপরাধের মোকদ্দমাসকলে ফৌজদারীর সাহেবের হুকুম মতে কয়েদ রহে।

মহৎ ও ক্ষুদ্র অপরাধিদিগেরে পৃথক২ কয়েদ রাখিবার কথা।

পুরুষ ও স্ত্রীকয়েদীদিগেরে পৃথক২ রাখিবার কথা।

দ্বিতীয় প্রকার ও তৃতীয় প্রকার কয়েদীদিগের অপরাধের মর্ম্ম ও মর্য্যাদার বিশেষ আছে। একারণ ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের সকলের মধ্যে গুরুতর ও বড় অপরাধিদিগেরে বাছনী করিয়া এক২ কুঠরীতে এবং ক্ষুদ্র অপরাধিদিগেরে অন্য কুঠীতে কয়েদ রাখেন। আর কয়েদীদিগের মধ্যে যে সকল স্ত্রীলোক থাকে তাহারদিগেরেও পৃথক করিয়া ভিন্ন স্থানে এমতে কয়েদ রাখেন্ যে তাহারদিগের সহিত পুরুষকয়েদীদিগের সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তার সঙ্গতি কোনরূপে না হইতে পারে আর পুরুষ কয়েদীদিগেরে পৃথক করিবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া লেখা গেল কর্ত্তব্য যে সেই সকল দাঁড়া স্ত্রীকয়েদীদিগের প্রতিও দৃষ্ট থাকে আর ফৌজদারীর সাহেবকে বিস্তর তাকীদ আছে যে জেহলখানায় মাতওয়ালী ও জুয়া খেলা আদি কোন কুক্রিয়া না হয় এমত যত্ন ও উদ্যোগে থাকেন্ ইতি।

২২ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেব দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীকরণের হুকুমমতে ফৌজদারীর মোকদ্দমাসকলের দণ্ডের টাকা উসুল করিবার কথা।

দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমায় উৎপাতগ্রস্ত লোকদিগেরে দণ্ডস্বরূপ টাকা দেওয়ানের বিষয়ে হুকুম করেন্ তাহাতে ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে দেওয়ানী আদালতের সকল ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ঐ দণ্ডের টাকা উসুলের অর্থেও দেওয়ানী আদালতের দ্বারা চালাইবেন ইতি।

২৩ ধারা।

ফৌজদারীর দফ্তরে সমস্ত নালিশী আরজী ইঙ্গরেজী ও পারসী অথবা বাঙ্গলা ভাষায় রাখিবার কথা।

কর্ত্তব্য যে সমস্ত নালিশের আরজীর প্রতি যে হুকুম হয় তাহার সহিত সেই সকল আরজী ইঙ্গরেজী ও পারসী অথবা বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ফৌজদারীর সাহেবের দফ্তরে রাখা যায় ইতি।

২৪ ধারা।

এক২ জন ডাকাইত ধরিবার অর্থে দশ২ টাকা পুরস্কার দিবার কথা।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যত ডাকাইত ধরা পড়িয়া তাঁহারদিগের নিকটে পঁহুছে তাহারদিগের অপরাধ প্রমাণ হইলে পর তাহারদিগের জন প্রতি ১০ টাকার হিসাবে পুরস্কার ও ইনাম সেই ডাকাইতদিগেরে যে ধরে তাহাকে দেন্ ইতি।

২৫ ধারা।

২৫ ধারা।

যে সকল কয়েদী কয়েদের হুকুম হইবার তারিখহইতে ছয় মাস কিম্বা তাহার অধিক কালের পর খালাস হয় ও স্পষ্টতঃ প্রত্যাশাপন্ন থাকে ইহাতে ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে এপ্রকার লোকদিগেরে তাহারদিগের এক মাসপর্য্যন্ত কালহরণের নিমিত্তে যে টাকা লাগে তাহা দেন্ ও সেই টাকার সংখ্যা তাহারদিগের মনুষ্যত্ত্বের অনুসারে নির্দ্ধার্য্য হয় কিন্তু কোন প্রকারে কোন গতিকে ৫ পাঁচ টাকার অধিক না হয় বরং সেই টাকা দেওয়াইবার কারণ দৃষ্টি করিয়া তদপেক্ষা যত অল্প হইতে পারে তাহাই দেওয়া যায় ও সেই দান অনুপকারের তরে না পায় ইতি।

যে সকল দুঃখি লোক কয়েদের তারিখহইতে ছয় মাস কিম্বা ততোধিক কাল ব্যাজে খালাস পায় তাহারদিগেরে পাঁচ টাকার অধিক না হয় এমতে এক মাসের খাদ্য খরচ দিবার হুকুম ফৌজদারীর সাহেবের প্রতি হইবার কথা

২৬ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সকল ফরিয়াদী ও সাক্ষী দুঃখী ও প্রত্যাশাপন্ন নিশ্চয় জানা যায় তাহারদিগের জনপ্রতি যাবৎ তাহারা দায়ের ও সায়েরের আদালতে হাজির থাকে তাবৎ প্রতিদিন ৵০ দুই আনার হিসাবে দিতে থাকেন্ এবং তাহারদিগের বসতীর স্থানহইতে আসিতে ও পুনরায় তথায় যাইতে যত দিন স্থির জানা যায় ততদিনের দিনপ্রতিও ৵০ দুই আনার হিসাবে দেন্।

প্রত্যাশাপন্ন ফরিয়াদী ও সাক্ষিদিগেরে তাহারা আদালতে হাজির থাকিবার এবং ঘর হইতে আসিবার ও তথায় যাইবার বিষয়ে দিন ৵০ দুই আনা দিবার কথা।

২৭ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সমস্ত কয়েদীদিগেরে তাহারদিগের কয়েদ হইবার দিনহইতে ও খালাসের দিনপর্য্যন্ত প্রতিদিনের খাদ্য খরচ মামুলী হিসাব মতে অর্থাৎ যে হিসাবে দিবার দস্তুর আছে তদনুসারে দেন্ ইতি।

ফৌজদারীর সাহেবেরা কয়েদীদিগের প্রতিদিনের খাদ্য খরচ মামুলী হিসাবে দিবার কথা।

২৮ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মাসকাবারী ফিরিস্তি ইঙ্গরেজী তারিখ নিদর্শনে নীচের লিখনানুসারে নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইতে থাকেন্ কিন্তু একং মাসের ফিরিস্তি ফৌজদারীর সাহেবের রহিবার স্থানহইতে এমতে চালান হয় যে তাহার পর মাসের ২০ বিশা তারিখতক কলিকাতায় পঁহুছে ইতি।

ফৌজদারীর সাহেবেরা মাসকাবারী যে ফিরিস্তি মাসেং নিজামত আদালতে পাঠাইতে থাকিবেন তাহার কথা।

৯২ ধারা।

অমুক জিলা কিম্বা শহরে অমুক মাসে যে সকল লোক ধরা পড়িয়া আসিয়াছে তাহার ফির্রিস্তি।

নম্বর	নাম	নালিশের খোলাসা মজমুন	আসামী ধরাপ ডিবার তারিখ	আসামী যে সাজা পায়	আসামী খালাস হইল এবং দণ্ডের টাকা তাহাকে দেয়ান গেল	আসামীকে কয়েদে রাখিবার তারিখ	যে এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতে আসামীরুজু হইবার এলাকা রাখে
১	মাহম্মদ	খোশালের উপর পড়িয়ামারিপীট করে	১ জানুআরী ১৭৯১ সাল	১৫ পনের বেত			
২	সুকুর	বেচুর উপর চড়াও হয়	২ জানুআরী ১৭৯১ সাল		নালিশ অসঙ্গত ছিল একারণ ১০ দশ টাকা দণ্ড আসামীকে দেয়ান গেল		
৩	জিতু	খোশালকে খুন করিয়াছে	৩ জানুআরী ১৭৯১ সাল			১ জানুআরী ১৭৯১ সাল কয়েদ হয়	অমুক এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালত

খোলাসা কৈফিয়ত।—

৩ জন

সাজাপায়।—১

খালাস হয়।—১

কয়েদ রহে।—১

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৯ নবম আইন।

২৯ ধারা।

কখনং এমত হইতে পারে যে ফৌজদারীর সাহেবের নিকটে মাসের শেষে এত অপরাধী লোক ধরা পড়িয়া আইসে যে তাহারদিগের প্রতি তহকীকাৎওগয়রহ যে সকল তদবীর ও উদ্যোগকরণের নিমিত্তে হুকুম আছে তাহা সে মাস গত হইবার পূর্ব্বে করিতে ফৌজদারীর সাহেবের অবসর হয় না একারণ ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত ফিরিস্তির নক্সায় আর এক কোষ্ঠ অধিক করিয়া সেই কোষ্ঠে সেই অপরাধিদিগের নাম এই নিদর্শনে লেখান্ যে তাহারদিগের আস্থালের তহকীকাৎ কিছু করা যায় নাই কিন্তু ইহা না হইতে পারিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা কারেন্ ইতি।

মাসের শেষপর্য্যন্ত যাহারদিগের আস্থালের তহকীকাৎ না হয় তাহারদিগের নাম উপরের লিখিত ফিরিস্তিতে দাখিল হইবার কথা।

৩০ ধারা।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মাসকাবারী সকল ফিরিস্তি ইঙ্গরেজী তারিখ নিদর্শনে নীচের লিখিত সকল নক্সার মতে নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইতে থাকেন্ আর এক২ মাসের সকল ফিরিস্তি ফৌজদারীর সাহেবের রহিবার স্থানহইতে এমতে চালান হয় যে তাহার পর মাসের ২০ বিশা তারিখতক্ কলিকাতায় পঁহুছে।

ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে এই ধারার লিখিত সকল ফিরিস্তি যে রূপে পর মাসের ২০ বিশা তারিখতক্ কলিকাতায় নিজামৎ আদালতে পঁহুছিতে পারে সেইরূপে পাঠাইতে তাকীদের কথা।

অমুক জিলা কিম্বা শহরের অমুক মাসের মৌতা ও পলাতক ও খালাসহওয়া কয়েদীদিগের কৈফিয়তের ফিরিস্তি।

নম্বর	কয়েদীর নাম	অপরাধ	তারিখ নিদর্শনে কয়েদী চালানের মোকামের নাম	মৌতের তারিখ	পলায়নের তারিখ	খালাস হইবার তারিখ
১	মাহম্মদ	খুন		২০ মাই ১৭৯১ সাল ইঙ্গরেজী		
২	মাসুম	চুরা			২১ মাই ১৭৯১ সাল	
৩	সুকুর	সিন্ধালী	২২ মাই ১৭৯১ সাল ভাগল পুরে চালান হইল			
৪	জিতু	চড়াও				৪ মাই ১৭৯৩ সাল ইঙ্গরেজী

নিজামৎ আদালতে বিনাচালানে অমুক এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের হুকুম যে সকল কয়েদীর মোকদ্দমায় হইয়াছে তাহার ফিরিস্তি।—

নম্বর	কয়েদীর নাম	কয়েদের তারিখ	অপরাধ	মোকদ্দমা তজবীজের তারিখ	হুকুম	হুকুমের তারিখ	হুকুমজারীর তারিখ
১	মাহম্মদ	১ জানুআরী ১৭৯১ সাল	চুরী	১ মাই ১৭৯১ সাল	১০ বেত	২ মাই ১৭৯১ সাল	৩ মাই ১৭৯১ সাল
২	হারু	২ জানুআরী ১৭৯১ সাল	সিন্ধালী	২ মাই ১৭৯১ সাল	কয়েদ ১ বৎসর	৩ মাই ১৭৯১ সাল	৪ মাই ১৭৯১ সাল
৩	বক্সু	৩ জানুআরী ১৭৯১ সাল	মঘুরা মারপীট	৩ মাই ১৭৯১ সাল	ফরিয়াদীকে৫ টাকা দেওয়াইয়া আসামীকে খালাস দেওয়া গেল	৪ মাই ১৭৯১	৫ মাই ১৭৯১ সাল
৪	আমানুল্লা	৪ জানুআরী ১৭৯১ সাল	চুরী	৪ মাই ১৭৯১ সাল	খালাস দেওয়া গেল	৫ মাই ১৭৯১ সাল	৬ মাই ১৭৯১ সাল

খোলাসা কৈফিয়ৎ।—

বেত্রাঘাতের শাস্তি পায়।—১

কয়েদ হয়।——— — —১

দণ্ডক্রমে শাস্তি পায়।— —১

খালাস হয়।—————১

৪

যে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৯ নবম আইন।

যে কয়েদীদিগের মোকদ্দমার বিচার দায়ের ও সায়েরের আদালতে হইয়া তাহার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে গত মাসে ও এ মাসে চালান হইয়া অদ্যাবধি হুকুম হয় নাই তাহার ফিরিস্তি।

নম্বর	কয়েদীর নাম	কয়েদের তারিখ	অপরাধ	বিচারের তারিখ	রোয়দাদ পাঠাইবার তারিখ
১	দুলাল	১ দিসেম্বর ১৭৯০ সাল	খুন	১ জানুআরী ১৭৯১ সাল	২ জানুআরী ১৭৯১ সাল
২	শিবু	২ আপ্রিল ১৭৯১ সাল	ডাকাইতী	২ মাই ১৭৯১ সাল	৩ মাই ১৭৯১ সাল

খোলাসা কৈফিয়ৎ।—

গত মাসের রোয়দাদ।— ১

এমাসের রোয়দাদ। — ১

২

গত মাসে ও এ মাসে যে সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে চালান হইয়াছিল সে সকল মোকদ্দমার প্রতি যে সকল হুকুম এ মাসে পঁহুছিয়াছে তাহার ফিরিস্তি।—

নম্বর	কয়েদীর নাম	কয়েদের তারিখ	অপরাধ	রোয়দাদ চালানের তারিখ	হুকুম	হুকুমের তারিখ	হুকুমজারীর তারিখ
১	মহাম্মদ	১ জানুআরী	খুন	২ আপ্রিল	প্রাণ বধ	১৫ মাই	২৬ মাই
২	দুলাল	২ জানুআরী	ডাকাইতী	৩ মাই	যাবজ্জীবনকয়েদ	১৬ মাই	১৭ মাই
৩	নামদার	৩ জানুআরী	ডাকাইতী	৪ মাই	১০ বৎসর কয়েদ	১৭ মাই	২৮ মাই
৪	সুক্কুর	৪ মাই	অজ্ঞাতখুন	৫ মাই	দিয়ত	১৮ মাই	২৯ মাই
৫	মাসুম	৫ জানুআরী	বাটপাড়ী	৬ মাই	৩৯ কোড়া	১৯ মাই	৩০মাই
৬	জিয়াঅদ্দীন	৬ জানুআরী	চুরী	৭ মাই	খালাস পায়	২০ মাই	৩১ মাই

খোলাসা কৈফিয়ৎ।—

প্রাণবধ।—— —— ১

যাবজ্জীবন কয়েদ।— ১

কালনিয়মে কয়েদ।—১

কোড়ামারি।———— ১

দিয়ত।— — ——— ১

খালাস পায়। — — ১

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৯ নবম আইন।

ফৌজদারীর সাহেবদিগের নিকটে যে সকল অপরাধী ধরা পড়িয়া আসিয়া মোকদ্দমার বিচারার্থে কয়েদে কিম্বা জামিনীতে থাকে তাহার ফিরিস্তি।

নম্বর	নাম	অপরাধ	কয়েদের ও জামিনীর হুকুমের তারিখ	মোকদ্দমার বিচার আরম্ভের তারিখ	মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল না	জামিনী	কয়েদ
১	মহাম্মদ	চুরী	১ মাই ১৭৯১ সাল	৩০ মাই ১৭৯১ সাল	-		কয়েদ হইল
২	সুন্দর	সিঙ্কালী	২ মাই ১৭৯১ সাল		আরম্ভ হইল না	জামিনীতে রাখা গেল	

খোলাসা কৈফিয়ৎ।

কয়েদ হয়।— ১

জামিনীতে রাখা গেল।—১

২

নিজামত আদালতের সাহেবদিগের নিকটে নীচের লিখনানুসারে ফিরিস্তি বৎসরে দুইবার পাঠাইবার বিষয়ে ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোক আদালতের হুকুমমতে কয়েদ রহে তাহারদিগের ফিরিস্তি নীচের লিখিত নক্সাক্রমে প্রতিবৎসর দুইবার নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইতে রহেন্ কিন্তু জিলা চব্বিশপরগনা ও জিলা মুরশিদাবাদ ও জিলা ঢাকাজালালপুরের ফৌজদারীর সাহেবছাড়া অন্য সমস্ত জিলার ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কালে তাঁহারদিগের রহিবার স্থানে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা উত্তরিয়া তথাকার উপস্থিত সকল কর্ম্ম নিষ্পত্তি করেন্ তাহার পর কুড়ি দিনের মধ্যে আর জিলা চব্বিশপরগনা ও জিলা মুরশিদাবাদ ও জিলা ঢাকাজলালপুর এবং ঐ তিন শহরের ফৌজদারীর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কালে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা দূরের সকল জিলার প্রথম ভ্রমণহইতে আসিয়া তথাকার কয়েদীদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার করেন্ তাহার পর ২০ কুড়ি দিনের মধ্যে ঐ ফিরিস্তি পাঠান্ ইতি।

দায়ের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ৯ নবম আইন।

দায়ের ও সায়েরের আদালতের হুকুমমতে যে সকল লোক অমুক জিলা কিম্বা শহর কয়েদে আছে তাহার ফিরিস্তি।

নম্বর	কয়েদীর নাম	যাবজ্জীবন কয়েদ	কালনিয়মে কয়েদ	কয়েদের তারিখ	হুকুম হইবার তারিখ
১	মহাম্মদ	জীবনাবধি কয়েদ		১ অক্টোবর ১৭৯০ সাল	১ জানুআরী ১৭৯১ সাল
২	মাসুম		ছয় মাস	২ অক্টোবর ১৭৯০ সাল	২ জানুআরী ১৭৯১ সাল

খোলাসা কৈফিয়ৎ।—

জীবনাবধি কয়েদ।—১

কালনিয়মে কয়েদ।—১

২

৩১ ধারা।

অপরাধিদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে পূর্ব্বমত খ্যাত দায়ের ও সায়েরের ৪ চারি আদালত অর্থাৎ এলাকা আজীমাবাদের দায়ের ও সায়েরের আদালত ও এলাকা জাহাঁগীরনগরের দায়ের ও সায়েরের আদালত ও এলাকা মুরশিদাবাদের দায়ের ও সায়েরের আদালত ও এলাকা কলিকাতার দায়ের ও সায়েরের আদালত রহিবেক ইতি।

অপরাধিদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির জন্যে দায়ের ও সায়েরী ৪ চারি আদালত সাবেক দস্তুরে বহাল রহিবার কথা।

৩২ ধারা।

একং এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের তাবে যে শহর ও জিলাসকল নির্দ্দিষ্ট হইল তাহার বেওরা নীচে লেখা গেল।

এলাকা আজীমাবাদের দায়ের ও সায়েরের আদালতের তাবে

শহর পাটনা—জিলা রামগড়—জিলা নিজ বেহার—জিলা তীরহুত—জিলা সারণ—জিলা সাহাবাদ।—

এলাকা আজীমাবাদের দায়ের ও সায়েরী আদালতের তাবের শহর ও জিলাসকলের কথা।

এলাকা জাহাঁগীরনগরের দায়ের ও সায়েরের আদালতের তাবে

শহর ঢাকা—জিলা শিলহট্ট—জিলা ময়মনসিংহ—জিলা ঢাকাজলালপুর—জিলা ত্রিপুরা—জিলা চট্টগ্রাম।—

এলাকা জাহাঁগীরনগরের কথা।

২ ড কা এলাকা

এলাকা মুরশিদাবাদের কথা।

এলাকা মুরশিদাবাদের দায়ের ও সায়েরের আদালতের তাবে

শহর মুরশিদাবাদ—জিলা মুরশিদাবাদ—জিলা ভাগলপুর—জিলা রাজশাহী—জিলা পুরণিয়া—জিলা দিনাজপুর—জিলা রঙ্গপুর—কোচবেহারের রাজার নিজাধিকারছাড়া ঐ কোচবেহারের কমিসনর সাহেবের তাবে সকল মহাল।

এলাকা কলিকাতার কথা।

এলাকা কলিকাতার দায়ের ও সায়েরের আদালতের তাবে

জিলা নদিয়া—জিলা বীরভূম—জিলা বর্দ্ধমান—জিলা মেদিনীপুর—নিমকপোখ্তানীর সকল মহাল। জিলা যশোহর জিলা চব্বিশপরগনা ও সুপ্রিমকোর্টের তাবে স্থানছাড়া শহর কলিকাতার কালেক্টরসাহেবের মোতালক সকল মহাল।

৩৩ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা দায়ের ও সায়েরের আদালতের কর্ত্তাও হইবার কথা।

একং এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে ঐ একং এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের সিরিস্তাও সুপর্দ্দ হইল ইতি।

৩৪ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের সুকৃতির কথা।

সকল দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ আদালতের কার্য্য করিতে পবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে কিম্বা ঐ শ্রীযুত যে সাহেবের সাক্ষাৎ সুকৃতিকরণের ধার্য্য করেন তথায় নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্রে আপনারদিগের স্বাক্ষর করেন। সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের মোতালক সকল কার্য্য প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব এবং শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও পশ্চাৎ হয় তদনুসারে সর্ব্বতোভাবে সাবধানে ও আপন বুদ্ধিসাধ্যে বিনাভয় ও মৈত্রতায় ও বিনাপক্ষপাতে আদালত করিব আর আমার মোতালক আদালতে নালিশী যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত রহে কিম্বা নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে অথবা উপস্থিত হইবার হয় তাহাতে উভয় পক্ষের কাহারো স্থানে কিছু নগদ মুদ্রা কিম্বা সামগ্রী নজর কিম্বা সওগাতে স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে বলে কিম্বা ছলে আপনি লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে আপন তাবের চাকরদিগেরেও লইতে দিব না এবং শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম মতে আপন কার্য্যের দ্বারা যে বেতন ও লাভপ্রসক্তি আছে কিম্বা পশ্চাৎ হয় তদ্ভিন্নও কোনপ্রকারে কিছু স্পষ্টক্রমে কিম্বা তঞ্চকে বলে ও ছলে গ্রহণ করিব না ইতি।

৩৫ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টর সা

একং এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেব ও রেজিষ্টরের আসিষ্টান্ট

ষ্টাণ্টসাহেব অর্থাৎ সিরিস্তাদার সাহেব ও তাঁহার নায়েব সাহেবকে সেই একং এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের রেজিষ্টরী ও আসিষ্টাণ্টী ভার অর্পন হইল অতএব তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দায়ের ও সায়েরের আদালতের রেজিষ্টরী ও আসিষ্টাণ্টী কার্য্য করিতে পুবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনাদিগের মোতালক আদালতের সাহেবদিগের সাক্ষাৎ নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করেন্। সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং অমুক এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের রেজিষ্টর কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি রেজিষ্টরী কিম্বা আসিষ্টাণ্টী ভারের সম্পর্কীয় সকল কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সাবধানে আপন বুদ্ধিসাধ্যে পুকৃতপুস্তাবে করিব আর এ আদালতে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত রহে কিম্বা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে অথবা উপস্থিত হইবার হয় তাহাতে কিছু নগদ মুদ্রা কিম্বা সামগ্রী নজর কিম্বা সওগাতে স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে বলে কিম্বা ছলে কাহারো স্থানে লইব না এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম মতে আমার কার্য্যের দ্বারা যে বেতন ও লাভপুসক্তি আছে ও পশ্চাৎ হয় তদ্ভিন্নও লাভান্তর স্পষ্টক্রমে অথবা তঞ্চকে বলে কিম্বা ছলে গুহণ করিব না ইতি।

হেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেব দায়ের ও সায়েরী আদালতের রেজিষ্টরী ও আসিষ্টাণ্টী কার্য্যেও নিযুক্ত হইবার কথা।

রেজিষ্টরসাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের সুকৃতির পাঠের কথা।

৩৬ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের সকল কাজী ও মুফ্তীরা দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের কজাই ও মুফ্তীগিরী কার্য্যেও নিযুক্ত হইবার কথা।

একং এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের কাজী ও মুফ্তী সেই একং এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের কজাই ও মুফ্তীগিরী কার্য্যেও নিযুক্ত হইবেক এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে তাহারদিগের মোতালক কোন কার্য্য করিতে অজ্ঞানতা কিম্বা অবিচারকারিতা অথবা তাহারদিগের লম্পটতাদি কুক্রিয়া পুমাণ না হইলে অবসর ও তগীর হইবেক না ইতি।

৩৭ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের কাজী ও মুফ্তীদিগের সুকৃতির কথা।

দায়ের ও সায়েরের আদালতসকলের সকল কাজী ও মুফ্তীদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের কার্য্য করিতে পুবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনারদিগের মোতালক আদালতে নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করে সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং অমুক এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি কজাই কিম্বা মুফ্তীগিরীর সকল কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সাবধানে আপন বুদ্ধিসাধ্যে পুকৃতপুস্তাবে করিব আর এ আদালতে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত রহে কিম্বা নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে অথবা উপস্থিত হইবার হয় তাহাতে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস নজর কিম্বা সওগাতে স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে বলে কিম্বা ছলে কাহারো স্থানে লইব না এবং শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমমতে আমার কার্য্যের দ্বারা যে বেতন ও লাভপুসক্তি আছে ও পশ্চাৎ হয় তদ্ভিন্নও লাভান্তর স্পষ্টক্রমে অথবা তঞ্চকে বলে কিম্বা ছলে গুহণ করিব না ইতি।

দায়ের

৩৮ ধারা।

দায়ের ও সায়েরের আদালতের সকল কাজী ও মুফ্তীরা ছয়ং মাসান্তর যে সকৃতি করিবেক তাহার কথা।

দায়ের ও সায়েরের আদালতসকলের সকল কাজী ও মুফ্তীদিগের কর্ত্তব্য যে ছয়ং মাসান্তর অর্থাৎ প্রতিবৎসর জানুআরী মাসের ১ প্রথম দিনে এবং জুলাই মাসের ১ প্রথম দিনে নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করে। সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং অমুক এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের কাজী অথবা মুফ্তী শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি কজাই কিম্বা মুফ্তীগিরী কার্য্যের মোতালক সকল কার্য্য ইস্তক ১ পহিলা জানুআরী লাগাইৎ ৩০ জুন গুজস্তা কিম্বা ইস্তক পহিলা জুলাই লাগাইৎ ৩১ দিসেম্বর গুজস্তা সর্ব্বতোভাবে সাবধানে ও আপন বুদ্ধিমধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিয়াছি আর এ আদালতে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত আছে কিম্বা নিষ্পত্তি পাইয়াছে অথবা উপস্থিত হইবার হইবেক তাহাতে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস নজর অথবা সওগাতে স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে বলে কিম্বা ছলে কাহার স্থানে লই নাই এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমমতে আমার কার্য্যের দ্বারা যে বেতন ও লাভপ্রসক্তি আছে তদ্ভিন্ন লাভান্তর স্পষ্টক্রমে অথবা তঞ্চকে বলে কিম্বা ছলে গ্রহণ করি নাই ইতি।

৩৯ ধারা।

মফঃসল আপীলআদালতের আমলা দায়ের ও সায়েরী আদালতের আমলা হইবার কথা।

একং এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সিরিস্তাদারওগয়রহ আমলা যাহারা এদেশী লোক আছে তাহারাই সেই একং এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের সিরিস্তাদারীওগয়রহ কার্য্যে নিযুক্ত রহিবেক ইতি।

৪০ ধারা।

একং জিলার কয়েদী দিগের সকল মোকদ্দমার বিচারার্থে প্রতিসন দুইবার দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের বৈঠক হইবার কথা।

জিলা চব্বিশপরগনা ও জিলা মুরশিদাবাদ ও জিলা ঢাকাজলালপুরছাড়া অন্য সকল জিলার কয়েদীদিগের সমস্ত মোকদ্দমার বিচারের বৈঠক কারণ প্রতিবৎসর দুই বার ভ্রমণ হইবেক সে নিমিত্তে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা এক বার আপ্রিল মাসের ১ প্রথম দিনে দ্বিতীয়বার নবেম্বর মাসের ১ প্রথম দিবসে আপনারদিগের অবস্থিতির স্থানহইতে সকল জিলায় ভ্রমণার্থে প্রস্থান করিবেন এবং প্রতি ভ্রমণে উপরের লিখিত তিন জিলাছাড়া আপনারদিগের এলাকার তাবের সকল জিলার ফৌজদারীর সাহেবেরদিগের রহিবার স্থানে উত্তরিয়া যে কোন মোকদ্দমা আবশ্যক সাক্ষী হাজির না হইবার কিম্বা কারণান্তরে যবস্থবে রাখণ আবশ্যক হয় তদ্ভিন্ন সকল জিলার ফৌজদারীর সাহেব যে অপরাধিদিগেরে কয়েদে অথবা জামিনীতে রাখিয়া থাকেন তাহারদিগের মোকদ্দমাসকলের বিচার যাবৎ নিষ্পত্তি না করেন এবং যে সকল মোকদ্দমায় যাহারদিগের প্রতি যে যে হুকুম দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা না দেন এবং যে সকল মোকদ্দমায় যাহারদিগের প্রতি যে যে হুকুম দেওয়া অকর্ত্তব্য তাহার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে না পাঠান তাবৎতথায় তিষ্ঠিবেন ইতি।

যাবৎ যথাকার সমস্ত মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ ঐ সাহেবেরা তথায় রহিবার কথা।

৪১ ধারা।

৪১ ধারা।

একং জিলার কয়েদীদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবার কারণ কর্ত্তব্য যে ভ্রমণকালে প্রতিএলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালত দুই আদালত ক্রমে ভাগ হইয়া তাহার এক আদালতের ভ্রমণ প্রধান জজসাহেবের এতমামে ও দ্বিতীয় আদালতের ভ্রমণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় জজসাহেবদিগের এতমামে হয়। আর ভ্রমণ কালে কর্ত্তব্য যে রেজিষ্টরসাহেব ও মুফ্তী প্রধান জজসাহেবের সমভিব্যাহারে এবং রেজিষ্টরের আসিষ্টান্সসাহেব ও কাজী দ্বিতীয় ও তৃতীয় জজসাহেবদিগের সঙ্গে যান্ তস্মাৎ এপ্রকার দুই আদালতের ভ্রমণার্থে একং এলাকার সকল জিলা নীচের লিখনানুসারে বিভাগ হইল ইতি।

একং এলাকার দায়ের সায়েরী আদালত দুই আদালত নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

ঐ একং আদালতে জজসাহেবের সঙ্গে যে যে আমলা যাইবেন তাহার কথা।

এলাকা আজীমাবাদ—

এক আদালতের নীচে—জিলা তীরহুত—জিলা শারন—জিলা সাহাবাদ।

দ্বিতীয় আদালতের নীচে—জিলা নিজবেহার—জিলা রামগড়।

এলাকা জাহাঁগীরনগর—

এক আদালতের নীচে—জিলা শিলহট্ট—জিলা ময়মনসিংহ।

দ্বিতীয় আদালতের নীচে—জিলা ত্রিপুরা—জিলা চট্টগ্রাম—জিলা বাকরগঞ্জ।—

এলাকা মুরশিদাবাদ—

এক আদালতের নীচে—জিলা দিনাজপুর—জিলা রঙ্গপুর—কোচবেহারের রাজার নিজাধিকারছাড়া ঐ কোচবেহারের কমিসনর সাহেবের এতমামের সকল মহাল সমেত।—

দ্বিতীয় আদালতের নীচে—জিলা পুরনিয়া—জিলা ভাগলপুর জিলা রাজশাহী।—

এলাকা কলিকাতা—

এক আদালতের নীচে—জিলা নদীয়া—জিলা যশোহর।—

দ্বিতীয় আদালতের নীচে—জিলা মেদনীপুর নিমকপোখ্তানীর সকল মহালসমেত—জিলা বর্দ্ধমান— জিলা বীরভূম।—

একং আদালতের ভ্রমণে যে সকল জিলা আসিবেক তাহার বেওরা কথা।

৪২ ধারা।

প্রতি এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালত ভ্রমণকালের নিমিত্তে উপরের লিখনানুসারে দুই আদালতক্রমে বিভাগ হইল অতএব কর্ত্তব্য যে সেই একং আদালতের ভ্রমণ তাহার তাবের সকল জিলায় এক সাহেবের পুনঃপুন না হইয়া এওজ ফেরের মতে হয় ইতি।

একং আদালতে পুনঃ পুনঃ একের ভ্রমণ না হইয়া ফেরফারক্রমে হইবার কথা।

৪৩ ধারা।

আদালত করিবার নিমিত্তে এক সাহেবেরি বৈঠক কাফী হইবার এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের একের অনুপস্থিতে কিম্বা পীড়িত কালে তাঁহার কার্য্য যে সাহেব করিবেন্ তাহার কথা।

দায়ের ও সায়েরের আদালত করিবার কারণ একং সাহেবেরি বৈঠক কাফী ও পরিপক্ব হইবেক অতএব যদি কখন দায়ের ও সায়েরের আদালতের প্রধান জজসাহেব আপনসম্পর্কীয় আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত না থাকেন্ কিম্বা পাড়াপ্রযুক্ত অথবা কারণান্তরে ভ্রমণ করিতে যাইতে না পারেন্ তবে তাঁহার এওজে দ্বিতীয় জজসাহেব এক আদালতে ভ্রমণ করিবেন ও তৃতীয় জজসাহেব দ্বিতীয় আদালতের ভ্রমণে যাইবেন আর যদি তৃতীয় জজসাহেব উপস্থিত না থাকেন্ কিম্বা ভ্রমণে যাইতে না পারেন্ তবে দ্বিতীয় জজসাহেব একাকী ভ্রমণ করিবেন আর ঐ আদালতের সকল সাহেবদিগের মধ্যের কেহ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিনাহুকুমে আপন অবস্থিতির স্থানে অনুপস্থিত হইতে পারিবেন না এবং উপস্থিত থাকিতেও যে পীড়াতে কিম্বা কারণান্তরেতে ভ্রমণের বাধা হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে তাঁহারদিগেরে হুকুম নাই যে নির্দ্ধারিত ভ্রমণে যাইবার নিমিত্তে শৈথিল্য ও গাফিলী করেন্ আর যে কালে এমত হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে নিজামৎ আদালতে সমাচার দেন্ ইতি।

৪৪ ধারা।

এলাকা আজীমাবাদ ও জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদের দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা সকল জিলার ভ্রমণহইতে অবসরের পর তিন শহর ও জিলা ঢাকাজলালপুর ও জিলা মুরশিদাবাদে ত্বরাতে উপস্থিত হইয়া বৈঠক করিবার কথা।

যে কালে এলাকা আজীমাবাদ ও এলাকা জাহাঁগীরনগর ও এলাকা মুরশিদাবাদের দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা যে সকল জিলায় প্রতিবৎসর দুইবার ভ্রমণের নির্দ্ধার্য্য আছে তথাকার একংবারের ভ্রমণের কার্য্যনিষ্পত্তি করেন্ সে কালে ত্বরাক্রমে শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদে উত্তরিয়া তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল স্থানে উপস্থিত হইয়াই এলাকা আজীমাবাদের দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা শহর আজীমাবাদে যে সকল লোক কয়েদে ও জামিনীতে রহে তাহারদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি এবং এলাকা জাহাঁগীরনগরের দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা শহর জাহাঁগীরনগর ও জিলা ঢাকাজলালপুরে যে সকল লোক কয়েদে ও জামিনীতে রহে তাহারদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আর এলাকা মুরশিদাবাদের দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা শহর মুরশিদাবাদ ও জিলা মুরশিদাবাদে যে সকল লোক কয়েদে ও জামিনীতে রহে তাহারদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি মনোযোগী হইয়া করেন্। আর পুনর্ব্বার ঐ সাহেবেরা আপনারদিগের উত্তরিবার মাসছাড়া এক মাসব্যাজে মাসের ১ প্রথম দিনে এবং তাহার পর যাবৎ পুনর্ব্বার ছয় মাস অন্তর ভ্রমণের কাল উপস্থিত না হয় তাবৎ প্রতিমাসের প্রথম দিনে ঐং শহরের কারাগার শূন্য করিবার কারণ বৈঠক করিবেন্ এবং এলাকা মুরশিদাবাদে ও ঢাকার জজসাহেবেরা যেপর্য্যন্ত প্রতিমাসের বৈঠকরে কার্য্য সারা না হয় তাবৎ জিলা মরশিদাবাদের ও ঢাকাজলালপুরের কয়েদীদিগের সকল মোকদ্দমার

দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের ভ্রমণ কালছাড়া ঐ আদালত সকলের সাহেবেরা শহর আজীমাবাদ ও জাহাঁগীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও জিলা ঢাকাজলালপুর ও জিলা মুরশি

মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে বৈঠক করিবেন্ এ বিষয়ের বেওরা এই যে যদি স্যাৎ ঐ সাহেবেরা জানুআরী মাসের ১৫ পনেরই তারিখে ঐ সকল শহরে উপস্থিত হন্ তবে আপনারা উপস্থিত হইয়াই ঐ সকল শহর ও জিলা ঢাকাজলালপূর ও জিলা মুরশিদাবাদে যে সকল লোক কয়েদে ও জামিনীতে রহে তাহারদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি মনোযোগী হইয়া তাহার অবসানের পর পুনরায় মার্চ্চমাসের ১ প্রথম দিনহইতে বৈঠক করেন্ এবং ঐ নিয়ম ও দস্তুরে আগামি পতিমাসের ১ প্রথম দিবসহইতে বৈঠক করিতে রহেন্ যাবৎ পুনর্ব্বার দূর গমনের কাল উপস্থিত না হয় কিন্তু যে কালে কোন মাসের প্রথম দিবস রবিবার হয় সে দিবসে বৈঠক না হইয়া তাহার পরদিবসে বৈঠক হয় বরং কোন কালে দায়ের ও সায়েরের আদালতের বৈঠক কদাচিৎ রবিবারে না হয় ইতি।

বাদে বৈঠক করিবার কথা।

৪৫ ধারা।

যে কালে এলাকা কলিকাতার দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা যে সকল জিলায় প্রতিবৎসর দুইবার ভ্রমণের নির্দ্ধার্য্য ৪১ ধারায় আছে তথাকার একং বারের ভ্রমণের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন্ সে কালে ত্বরাক্রমে কলিকাতার নিকটে ঐ আদালত রহিবার স্থানে উত্তরিয়া অন্য সকল এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের বৈঠকের নিমিত্তে ও শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের কয়েদীদিগের সকল মোকদ্দমার বিচারার্থে ৪৪ ধারায় যেরূপ লেখা আছে সেইরূপে জিলা চব্বিশপরগনার কয়েদীদিগেরমোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিতে মনোযোগী হইবেন ইতি।

অন্যসকল এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা অন্য তিন শহরে বৈঠকের কারণ যেরূপ নির্দ্ধার্য্য আছে সেইরূপে এলাকা কলিকাতার দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা বৈঠক করিবার কথা।

৪৬ ধারা।

শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদ ও জিলা চব্বিশ পরগনা ও জিলা ঢাকাজলালপূর ও জিলা মুরশিদাবাদের কয়েদীদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিতে বিলম্ব না হইবার কারণ একং এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের মধ্যের যে সাহেব সকল জিলাহইতে ভ্রমণের কার্য্য নির্ব্বাহের পর এই ধারার লিখিত যে কোন শহর কিম্বা জিলায় প্রথম উপস্থিত হন্ তথায় যাবৎ অন্য সাহেব উপস্থিত না হন্ তাবৎ রবিবার ব্যতিরেক নিরন্তর তথাকার কয়েদীদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি একাকী করণে মনোযোগী হন ও অন্য সাহেব উপস্থিত হইলে একত্রে বৈঠক করেন্ ইতি।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবাদিগের মধ্যের যে সাহেব সকল জিলার ভ্রমণের ব্যাপার সারিয়া এই ধারার লিখিত যে কোন শহর ও জিলায় প্রথম উপস্থিত হন্ সেই সাহেব একাকী তথাকার কয়েদীদিগের মোকদ্দমা সকলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৪৭ ধারা।

কর্ত্তব্য যে কয়েদীদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার নীচের লিখনানুসারে হয় ফরিয়াদীর এজহার শুনিলে পর যদি আসামী আপন অপরাধ মানিয়া থাকে তবে উচিত যে

কয়েদীদিগের সকল মোকদ্দমার বিচারের মতের কথা।

যে আসামীর একরার সর্ব্বতোভাবে ধৈর্য্যাবলম্বনে শুনা যায় আর যদি অমান্য করিয়া থাকে তবে কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদীর সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য কথা ও সেই আসামীর সকল এজহার এবং তাহার সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য উভয়ের সাক্ষাৎ শ্রবণ করেন্ পশ্চাৎ আদালতের যেং কাজী ও মুফ্তী মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তিপর্য্যন্ত হাজির রহিবেক তাহারদিগের উচিত যে মোকদ্দমার পৃথক রোয়দাদে সেই মোকদ্দমার মর্ম্মানুসারে ফতওয়া অর্থাৎ হুকুম লিখিয়া তাহাতে আপনারদিগের দস্তখৎ ও মোহর করে আর দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ফতওয়ার প্রতি সুন্দর রূপে মনোযোগ করিয়া সেই ফতওয়া বিচারসঙ্গত এবং মুসলমানদিগের শরার মতও নিশ্চয় জানিলে যাহারদিগের মোকদ্দমায় সেই ফতওয়া হয় তাহারদিগের প্রতি যদি সেই ফতওয়ার হুকুম হওন অসঙ্গত না হয় তবে সেই ফতওয়ার পাঠক্রমে হুকুম করিয়া সেই হুকুম জারীর নিমিত্তে অব্যাজে এক পরওয়ানা ফৌজদারীর সাহেবের নামে পাঠাইবেন কিন্তু যদি সেই ফতওয়া প্রাণবধ কিম্বা জীবনাবধি কয়েদের অর্থে হয় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে রোয়দাদসমেত সেই ফতওয়ার নকল এবং সে মোকদ্দমার অন্য যে সকল কাগজপত্র পাঠ হইয়া আদালতের মিসিলে দাখিল থাকে তাহার নকল সেই সমস্ত কাগজপত্রের ইঙ্গরেজী অক্ষর ও ভাষার তরজমাসুদ্ধা নিজামৎ আদালতে পাঠান্ এবং এমত হুকুম জারী না করিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হুকুমের অপেক্ষায় রহেন্ ইতি।

৪৮ ধারা।

ফরিয়াদী আপন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব উকীলের মারফতে করাণ শরার মতে সঙ্গত হইলে করাইতে পারিবার এবং আবশ্যকতা ক্রমে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা তাহাকে হাজির করাইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

মর্য্যাদাবতী স্ত্রীলোকের ন্যায় কোন স্ত্রী ফরিয়াদী কিম্বা সাক্ষী হইলে তাহার জোবানবন্দী যেমতে হইবেক তাহার কথা।

ফরিয়াদীকে হুকুম আছে যে যে সকল মোকদ্দমার বিচারকালে মুসলমানদিগের শরার মতে তাহার হাজির থাকন উচিত হয় তাহাছাড়া অন্যং মোকদ্দমায় উকীলের মারফতে সওয়াল ও জওয়াব করায় কিন্তু এরূপে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে কালে ফরিয়াদীর মুখের কথা শুনন উচিত জানেন্ সে কালে সে ফরিয়াদী যদি মুসলমান কিম্বা হিন্দু জাতির যেং স্ত্রীলোকর মর্য্যাদা ক্রমে এদেশের চলনদৃষ্টে হাজিরহওন অনুচিত হয় তাহার ন্যায় স্ত্রীলোক না হয় তবে সে ফরিয়াদীকে হাজির করান্। যদি কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা সাক্ষী উপরের লিখিত স্ত্রীলোকের নাম হয় ও সেই ফরিয়াদীর কথা কিম্বা সাক্ষির বাক্য শুনন আবশ্যক জানা যায় এবং সে মোকদ্দমার মর্ম্ম তেমত হয় যে আমীনের দ্বারা সেই স্ত্রীলোকের জোবানবন্দীকরণের বাধা না থাকে তবে সেই সাহেবেরা সে স্ত্রীলোককে হাজির করাইবেন না বরং মুসলমানদিগের শরায় যেমত নিরূপণ আছে সেই মতে তাহার জোবানবন্দীর কারণ লোকদিগেরে পাঠাইবেন ইতি।

৪৯ ধারা।

কোন সাক্ষির জোবানবন্দী না মিলিলে দা

যদি ফরিয়াদী কিম্বা আসামীর সাক্ষিদিগের কেহ তেমত হয় যে তাহার হাজির

হওয়া

হওয়া হয় না ও আমীনের দ্বারা তাহার জোবানবন্দীও লওন শরার মতে সঙ্গত হয় না এবং যদি কোন সাক্ষির সন্ধান পাওয়াও না যায় তবে এই দুইরূপে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি উচিত জানেন্ তবে সে মোকদ্দমার বিচার আগামি ভ্রমণের কালপর্য্যন্ত মুলতবী অর্থাৎ যবস্থবে রাখেন্ যদি সেই আগামি ভ্রমণেও উপরের লিখিত সাক্ষির হাজিরী ও সন্ধান না মিলে তবে ঐ সাহেবদিগের শক্তি আছে যে পুনর্ব্বার ভ্রমণ কালপর্য্যন্তও সে মোকদ্দমার বিচার যবস্থবে রাখেন্ কিন্তু যদি ঐ সাহেবেরা এবং কাজী ও মুফ্তী জানেন যে সেই গরহাজির সাক্ষির বাক্য শুনিবার আবশ্যক নাই তবে ঐ সাহেবদিগের সাধ্য আছে যে তাহার বিনাজোবানবন্দীতে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

য়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

৫০ ধারা।

দায়ের ও সায়েরের আদালতের সকল কাজী ও মুফ্তীদিগের কর্ত্তব্য যে খুনের সকল মোকদ্দমার ফতওয়ার বিবেচনা এমাম যুসফ্ ও এমাম মহাম্মদের কৌল্ অর্থাৎ টীকানুসারে করেন্ ইতি।

খুনের মোকদ্দমার ফতওয়া এমাম যুসফ্ ও এমাম মহাম্মদের কৌল মাফিক বিবেচনা হইবার কথা।

৫১ ধারা।

কোন অপরাধির সম্বন্ধে অঙ্গচ্ছেদনের শাস্তি হইবেক না যদি কোন অপরাধির প্রতি দুই অঙ্গচ্ছেদনের ফতওয়া বিবেচনা হয় তবে অপরাধিকে তাহার এওজে ১৪ চতুর্দ্দশ বৎসরপর্য্যন্ত কয়েদে এবং কঠিন শ্রম ও মিহনতে রাখা যাইবেক আর যদি একাঙ্গচ্ছেদনের ফতওয়া বিবেচনা হয় তবে অপরাধিকে ৭ সপ্ত বৎসরপর্য্যন্ত কয়েদে ও শক্ত মিহনতে রাখা যাইবেক অতএব দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যেকালে অঙ্গচ্ছেদনের ফতওয়া বিবেচনা হয় সেকালে তাহার এওজে কয়েদ ও শক্ত মিহনতের হুকুম করিয়া সেই হুকুমজারীর অর্থে ফৌজদারীর সাহেবের নামে পরওয়ানা দেন্ ইতি।

অপরাধিদিগের অঙ্গচ্ছেদনের নিষেধের ও তাহার এওজে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

৫২ ধারা।

যেকালে কাহারো নামে খুনের নালিশ প্রমাণ হয় সেকালে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মুসলমানদিগের শরার মতে খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারিকে জিজ্ঞাসা করেন্ তাহাতে যদি খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারী খুনের বদলে প্রাণবধের প্রার্থনা করে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আসামীর উপর প্রাণবধের হুকুম করিয়া কাজী ও মুফ্তীর ফতওয়াসমেত মোকদ্দমার রোয়দাদের সমস্ত কাগজপত্র নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া ৪৭ ধারার লিখনানুসারে সেই হুকুমের জারী যবস্থবে রাখিয়া নিজামৎ আদালতের হুকুমের অপেক্ষায় রহেন্। কিন্তু

খুনের মোকদ্দমায় খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারির মনস্থ জানিয়া যদি সেই উত্তরাধিকারী খুনের বদলে প্রাণবধ চাহে তবে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

যদি খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারী খুনের মূল্য চাহে কিম্বা ক্ষমা হয় তবে এ সাহেবদিগের যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি সেই উত্তরাধিকারী দীয়ত অর্থাৎ খুনের মূল্য চাহে কিম্বা খুনীকে ক্ষমা করে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ে কিছু হুকুম না করিয়া কাজী ও মুফ্তীর ফতওয়া সমেত মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজপত্র এবং সেই উত্তরাধিকারির দরখাস্ত নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া নিজামৎ আদালতের হুকুমের অপেক্ষায় থাকেন্ ইতি।

৫৩ ধারা।

যে কালে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার কিছু রোয়দাদ কিম্বা ফতওয়া না মঞ্জুর করেন্ সেকালে যে উদ্যোগ করিবেন্ তাহার কথা।

যদি কোন মোকদ্দমায় দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার রোয়দাদের কিছু বিষয় কিম্বা কাজী ও মুফ্তীর ফতওয়া নামঞ্জুর করেন্ তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে সে মোকদ্দমায় কিছু হুকুম দেন্ বরং কর্ত্তব্য যে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিয়া সেই ফতওয়া এবং আপনার নামঞ্জুরকরণের দেওয়া নিদর্শনী এক লিখনসুদ্ধা রোয়দাদের কাগজপত্রের নকল নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় রহিবেন ইতি।

৫৪ ধারা।

মোকদ্দমার বিচার কালে আইনের প্রস্তাবিতের অতিরিক্ত যে মত শরায় দেখা যায় তাহার সওয়াল কাজী ও মুফ্তীর স্থানে করিবার এবং তাহারা যে উত্তর দেয় দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা তাহা অগ্রাহ্য করিলেও তদনুসারে চলিয়া এই ধারার লিখিত উদ্যোগ করিবার কথা।

যে কোন মোকদ্দমার বিচারকালে শরার কোনমৎ এপ্রকার দর্শন হয় যে তদর্থে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে কোন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে তাহাতে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ আদালতের কাজী ও মুফ্তীর স্থানে তাহার সওয়াল করিয়া তাহারদিগের বিবেচনাক্রমে সেই সওয়ালের যে জওয়াব লিখিয়া দেয় তদনুসারে কার্য্য করেন্ যদি ঐ সাহেবেরা সেই জওয়াবকে বিচারের ব্যবস্থার কিম্বা মুসলমানদিগের শরার মতের ব্যতিক্রম জানেন্ তথাচ সেই জওয়াবের অনুসারে আচরণ করেন্ কিন্তু মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে এবং কাজী ও মুফ্তীর স্থানে ফতওয়া লইলে পর কর্ত্তব্য যে ঐ সাহেবেরা সে মোকদ্দমায় হুকুম না দিয়া সেই ফতওয়াসমেত তাহার রোয়দাদের কাগজপত্র এবং তদ্ভিন্ন আপনারদিগের এক লিখন সেই জওয়াব কিম্বা ফতওয়ার প্রতি যে আপত্তি রাখেন্ তদ্যুক্তে লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া তথাকার হুকুমের অপেক্ষায় থাকিবেন ইতি।

৫৫ ধারা।

খুনহওয়া ব্যক্তির ওয়ারিস আপন দাওয়া জারী না করণ এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতে তাহার হাজির না হওন এবং তাহার অল্প বয়েস হওন এই

যে মর্ম্ম নীচে লেখা গেল তাহা খুনের সকল মোকদ্দমার বিচারের এবং সে সকল মোকদ্দমার অপরাধিদিগের সম্পর্ক হুকুমহওনের প্রতিবন্ধক জানা যাইবেক না। এক এই যে খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারী খুনের দাওয়া জারী অর্থাৎ নালিশ না করিলে। দ্বিতীয় এই যে খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারী শরার অনুসারে খুনের বদলে প্রাণবধের মুদ্দই সিদ্ধ হইলে সে খুনের বদলে প্রাণবধের প্রার্থনাকারণ যত কালে

খন

খুন হইবার সমাচার পাইতে এবং দায়ের ও সায়েরের আদালতে হাজির হইতে পারে এবং যতকাল উকীলের মারফতে অথবা মতান্তরেই বা হউক সেই খুনহইতে আপনি জ্ঞাত হইবার সংবাদ দিতে পারিয়া না দেয় তত কালব্যাজে। তৃতীয় এই যে খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যত বৎসর বয়সের না হইলে শরার মতে খুনের বদলে প্রাণবধ করাইতে তাহার দাওয়া সিদ্ধ না হয় তত বৎসর বয়েসের না হইলে। অতএব এই তিনরূপে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে যে মতে করিতেন সেই মতে করেন্ এবং সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিয়া সেই আদালতের কাজী ও মুফ্তীকে হুকুম করেন্ যে তাহারা এমত সকল মোকদ্দমার ফতওয়া যে রূপে খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারী আদালতে হাজির থাকিলে এবং তাহার যত বৎসর বয়েস হইলে শরার মতে খুনের বদলে প্রাণবধ করাইতে তাহার দাওয়া সিদ্ধ হয় সে তত বৎসরের হইলে দিত সেইরূপে লিখিয়া দেয় কিন্তু ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে এরূপ সকল মোকদ্দমায় কিছু হুকুম জারী করান্ বরং সেই ফতওয়া সুদ্ধা মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে পাঠান্ নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সেই রোয়দাদ মঞ্জুর হইলে সে মোকদ্দমার হুকুম যে মত খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারী আদালতে হাজির থাকিলে ও সে যত বৎসর বয়সের হইলে শরার মতে খুনের বদলে প্রাণবধ করাণে তাহার দাওয়া সিদ্ধ হয় সে তত বৎসরের হইলে হইত সেই মত করিবেন ইতি।

তিন হেতু খুনের মোকদ্দমার বিচারের এবং খুনীর সম্বন্ধে হুকুম হইবার প্রতিবন্ধক না হইবার কথা।

৫৬ ধারা।

সাক্ষিদিগের জাতি ও শ্রেণী যে হউক তাহাতে কোন কালে ফরিয়াদীর দাওয়ার প্রমাণের এবং আসামীর সম্পর্কে হুকুম হইবার বাধা হইবেক না। বরং যে সকল মোকদ্দমার সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য বাক্য শরার মতে কেবল তাহারা মুসলমান না হইবার কারণে অগ্রাহ্য হইত তাহাতে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা সেই আদালতের কাজী ও মুফ্তীকে হুকুম করেন্ যে তাহারা সে মোকদ্দমার সাক্ষিরা মুসলমান হইলে যে মতে ফতওয়া দিত সেইমত ফতওয়া লিখিয়া দেয় আর ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে এমত সকল মোকদ্দমার কিছু হুকুম আপনাহইতে জারী করান্ বরং সেই ফতওয়াসুদ্ধা মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে পাঠান্ নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সেই রোয়দাদ মঞ্জুর হইলে সে মোকদ্দমার হুকুম যে মত সাক্ষিরা মুসলমান হইলে হইত সেই মতে দিবেন ইতি।

সাক্ষির জাতিতে ফরিয়াদীর দাওয়া প্রমাণের এবং আসামীর প্রতি হুকুম হইবার প্রতিবন্ধক না হইবার কথা।

কোন সাক্ষির বাক্য সে কেবল মুসলমান না হইবার কারণ শরার মতে অগ্রাহ্য হইবাতে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

৫৭ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমায় দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের হুকুম না হইতে পারে সে সকল মোকদ্দমায় ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল মোকদ্দমার

যে সকল মোকদ্দমায় দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের

হুকুম না হইতে পারে তাহাতে তাঁহারা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

মার যে রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে পাঠান্ তাহার সঙ্গে সে মোকদ্দমার প্রতি আপনারদিগের যে বিবেচনা হইয়া থাকে তাহার বেওরাযুক্তে এক লিখন লিখিয়া নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৫৮ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমার অপরাধিদিগের প্রাণ বধ সঙ্গত হয় তাহাতে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা রোয়দাদের নকল ১০ দশ দিনের মধ্যে নিজামৎ আদালতে পাঠাইবার কথা।

যে সকল মোকদ্দমায় দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা অপরাধির প্রতি প্রাণবধের হুকুম করেন্ কিম্বা যে সকল মোকদ্দমায় ঐ সাহেবেরা অপরাধিদিগেরে প্রাণবধের যোগ্য জানেন্ সে সকল মোকদ্দমায় ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে সকল মোকদ্দমার বিচারের রোয়দাদের নকল এবং তাহার ইঙ্গরেজী অক্ষর ও তাহার তরজমা দশ দিনের মধ্যে বরং কার্য্যের আবশ্যকতা বুঝিয়া যত ত্বরাতে হয় নিজামৎ আদালতে পাঠান্ ইতি।

৫৯ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতে কেহ অবিজ্ঞা করিলে তাহার যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি কেহ তাঁহারদিগের মোতালক আদালতকে অবজ্ঞা করে তবে তাহাকে ১৫ পঞ্চদশবার ঘাতের অধিক না হয় এমত বেত্রাঘাতের দ্বারা শাস্তি দিতে অথবা ১৫ পঞ্চদশ দিবসের অধিক না হয় এমত নিয়মে বন্দী করিতে ফৌজদারীর সাহেবকে হুকুম দেন্ ইতি।

৬০ ধারা।

কাজী কিম্বা মুফ্তীহইতে অযোগ্যতা কিম্বা কুক্রিয়া প্রকাশ পাইলে তাহার সংবাদ নিজামৎ আদালতে লিখিবার কথা।

যে বিষয়ে দায়ের ও সায়েরের আদলতের সাহেবদিগের অনুমান হয় যে সেই আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী আপনার অযোগ্যতা প্রকাশ কিম্বা আপন কার্য্য করিতে অন্যায় অথবা দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে তবে ঐ সাহেবেরা তাহার সমাচার নিজামৎ আদালতে লিখিবেন ইতি।

৬১ ধারা।

কাজী ও মুফ্তীদিগের একের অসাক্ষাৎকালে আরের দেওয়া ফতওয়া ও মাতবর হইবার কথা।

কাজী কিম্বা মুফ্তী অনুপস্থিত অথবা পীড়িত থাকনকালে কিম্বা তাহারা পৃথকং জিলাসকলের ভ্রমণে গেলে সেই পার্থক্যকালে তাহারদিগের জনেকে যে ফতওয়া দেয় তাহা তাহারা একত্র থাকিবার কালে দিবার ন্যায় মাতবর জানা যাইবেক ইতি।

৬২ ধারা।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা নিজে সকল জিলা ও

যে সকল জিলায় দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের ভ্রমণ ছয়ং মাস অন্তরে ধার্য্য আছে তাহাতে ঐ সাহেবেরা একং ভ্রমণের কালে একং স্থানের কারাগার

গার অর্থাৎ জেহলখানা দেখিতে আপনারা যাইবেন এবং শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদ ও জিলা চব্বিশপরগনা ও জিলা ঢাকা জলালপুর ও জিলা মুরশিদাবাদের জেহলখানা দেখিতে তিনং মাসব্যাজে একংবার বরং যদি উচিত জানেন্ তাহার অধিকবার যাইবেন এবং ঐ সাহেবেরা কয়েদীদিগের অতিশয় স্বচ্ছন্দতা ও আরামের কারণ যে উদ্যোগ উচিত বুঝেন্ তাহা করিতে একং স্থানের ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে অনুমতি করিবেন ইতি।

শহরসকলের বন্দিঘর দেখিবার কারণ যাইবার এবং বন্দিদিগের স্বচ্ছন্দতার বিষয়ে যে উদ্যোগ উচিত জানেন্ তাহা করিতে ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে অনুমতি করিবার কথা।

৬৩ ধারা।

যে কালে দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবেরা জানেন্ যে কোন ফৌজদারীর সাহেব আপনার প্রতি অর্পিত কার্য্য নির্ব্বাহকরণে শৈথিল্য ও গাফিলী কিম্বা অন্যায় করিয়াছেন সে কালে ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সমাচার নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরে লিখেন্ এবং দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে যে কালে তাঁহারদিগের অনুমতিক্রমে কোন ফৌজদারীর সাহেব কার্য্য করিতে না চাহেন্ অথবা শৈথিল্য করেন্ তাহাও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের স্থানে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

কোন ফৌজদারীর সাহেবহইতে শৈথিল্য কিম্বা অন্যায় হইলে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা তাহার সংবাদ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরে লিখিবার কথা।

৬৪ ধারা।

যদি দায়ের ও সায়েরের আদালতের তিন সাহেবের বৈঠকের কালে কোন বিষয়ে ঐ সাহেবদিগের মধ্যে বিবেচনার অনৈক্য হয় তবে তৎকালে যে পক্ষের বিবেচনায় ঐ সাহেবদিগের অনেকে থাকিবেন অর্থাৎ দুই সাহেবের একবাক্যতাক্রমে যে বিবেচনা হইবেক সেই পক্ষের বিবেচনাই স্থির রহিবেক আর যদি ঐ আদালতের দুই সাহেবের বৈঠকে তাঁহারদিগের বিবেচনার ঐক্য না হয় তবে তৎকালে সেই উভয়ের প্রধান সাহেবের যে বিবেচনা ঘটে তাহাই ধার্য্য হইবেক এবং এই দুই গতিকে ঐ সাহেবদিগের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য যে আপনং বিবেচিত কেওরা রোয়দাদের শামিলে লেখান্ ইতি।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের তিন সাহেবের বৈঠকের কালে কোন বিষয়ের পরামর্শের ঐক্য নাহইলে অনেকের পরামর্শ এবং দুই সাহেবের বৈঠকের কালে পরামর্শের অনৈক্য হইলে তৎপ্রধানের পরামর্শ স্থির রহিবার কথা।

৬৫ ধারা।

দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে অপরাধিদিগের সকল মোকদ্দমার বিচার অতিসুন্দররূপে হইবার এবং আদালত হইবার সিরিস্তার পরিপাটী ও দেশের বন্দোবস্তের অর্থে যে সকল সুদাঁড়া আপনারদিগের মনে চাহরেন্ তদর্থে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিহিত বিধান লন্ ইতি।

দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা আদালতহওনাদির সিরিস্তা পরিপাটীক্রমে হইবার কারণ যে সকল দাঁড়া চাহরেন্ তদর্থে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিহিত বিধান লইবার কথা।

৬৬ ধারা

নিজামৎ আদালতের কাছারী পূর্ব্বমতে কলিকাতা মোকামে রহিবেক ইতি।

কলিকাতায় নিজামৎ আদালতের স্থৈর্য্যের কথা।

৬৭ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরও অন্য কৌন্সলী সাহেবদিগের বৈঠক কাজীয়লকোজ্জাৎ ও দুই মুফ্তীর সহকারিতায় হইবার কথা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ও কৌন্সলী সাহেবদিগের হস্তে নিজামৎ আদালতের কর্ত্তৃত্ব সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার কাজীয়লকোজ্জাৎ ও দই জন মুফ্তীর সহায়তায় থাকিবেক ইতি।

৬৮ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বৈঠকের সংখ্যার কথা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিসপ্তাহে একবার কিম্বা উপস্থিত কার্য্যের অল্পতা ও বাহুল্য বুঝিয়া অল্প কিম্বা বিস্তর যতবার আবশ্যক হয় বৈঠক করেন্ এবং উচিত যে ঐ সাহেবদিগের কৃত কার্য্যের রোয়দাদ বহীতেও লেখা যায় ইতি।

৬৯ ধারা।

নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিযুক্তের কথা।

নিজামৎ আদালতে রেজিষ্টর এক সাহেব নিযুক্ত হইবেন ও তাঁহার খ্যাতি নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টর হইবেক ইতি।

৭০ ধারা।

নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের সুকৃতির কথা।

নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সকল দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের সুকৃতির নিমিত্তে যে পাঠ নির্দ্ধারিত আছে তদনুসারে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সমক্ষে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করেন্ ইতি।

৭১ ধারা।

কাজীয়লকোজ্জাৎ ও নিজামৎ আদালতের মুফ্তীদিগের সুকৃতির কথা।

কাজীয়লকোজ্জাৎও নিজামৎ আদালতের দুই মুফ্তীর কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এবং প্রতিবৎসরের ১ জানুআরী ও ১ জুলাইতেও সকল দায়ের ও সায়েরের আদালতের কাজী ও মুফ্তীদিগের সুকৃতির নিমিত্তে যে পাঠ নির্দ্ধারিত আছে তদনুসারে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্রে আপন২ স্বাক্ষর করেন্ ইতি।

৭২ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা ফৌজদারীর মোতালক ও দেশের রক্ষণাদি বন্দোবস্তের যাবদীয় বিষয়ে হুকুম করিতে থাকিবার কথা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ফৌজদারীর মোতালক সমস্ত মোকদ্দমার আদালত হইবার এবং দেশের রক্ষণাদি বন্দোবস্তের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ অর্থাৎ খবরগিরী ও হুকুম আপনারা করেন্ এবং তদর্থে যে সকল দাঁড়া উচিত জানেন্ তাহা চলন ও জারীর কারণ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিহিত বিধান লন্ ইতি।

৭৩ ধারা।

৭৩ ধারা।

মোকাম মুরশিদাবাদে নায়েব নাজেম অর্থাৎ ছোটি নওয়াব মীর মাহম্মদ রজা খাঁ বাহাদুর মোজফর্ জঙ্গের এতমামে নিজামৎ আদালত স্থির থাকিবার কালে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ঐ নায়েব নাজেমের হস্তে ছিল সেই কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।

পূর্ব্বকালে নায়েব নাজেমের যে কর্তৃত্ব ছিল সেই কর্তৃত্ব নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবার কথা।

৭৪ ধারা।

নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের কোন আইনের মতে প্রকারান্তর হুকুম নির্দ্দিষ্ট হওনব্যতিরেকে অপরাধের সকল মোকদ্দমায় আপনারদিগের হুকুম মুসলমানদিগের শরার অনুসারে জারী করান্ ইতি।

নির্দ্দিষ্ট কালছাড়া অন্য সময়ে অপরাধের সকল মোকদ্দমায় শরার হুকুম দৃষ্টি রাখিবার কথা।

৭৫ ধারা।

কাজীয়লকোজ্জাৎ ও নিজামৎ আদালতের মুফ্তীদিগের কর্ত্তব্য যে খুনের সকল মোকদ্দমার ফতওয়া সেই মোকদ্দমার মর্ম্মানুসারে এমাম যুসফ ও এমাম মাহম্মদের কৌলক্রমে বিবেচনা করেন্। কিন্তু ঐ দুই এমাম এবং এমাম আবুহনীফার কৃত যে কএক পরামর্শ খুনে প্রবৃত্ত হইবার মতের প্রতি ফেকা কেতাবে লেখা আছে তাহা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা বহাল রাখিবেন না বরং মোকদ্দমার গতিক দৃষ্টে খুনকারক ব্যক্তির মনের চেষ্টা যাহা জানা যায় কিম্বা তাহাকর্তৃক খুনহওন নিতান্ত মনে লয় কেবল তাহাই বুঝিয়া খুনকারক ব্যক্তির মনস্থ দুষ্টতাকরণে না থাকন বোধ হওনব্যতিরেকে যে কোনরূপে ও যে কোন অস্ত্রশস্ত্রে খুন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহার বিবেচনা না করিয়া সেই খুনকারকের সমুচিতের মত স্থির করিবেন ইতি।

এমাম যুসফ ও এমাম মাহম্মদের কৌল মাফিক খুনের মোকদ্দমার ফতওয়া দিবার কথা।
নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা এমাম যুসফ ও এমাম মাহম্মদ এবং এমাম আবুহনী ফার কৃত খুনের বিষয়ের ফেকা কেতাবে লিখিত পরামর্শ বিবেচনা না করিয়া খুনীর সমুচিত কেবল তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৭৬ ধারা।

যদি খুনের অপরাধ কাহারো উপর প্রমাণ হইয়া সে মোকদ্দমার ফতওয়া এই মতে বিবেচনা হয় যে খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারী খুনের বদলে অপরাধির প্রাণবধ করাইতে চাহিলে সেই অপরাধির প্রাণবধ সঙ্গত হয় ও সেই উত্তরাধিকারী যদি কালক্রমে সেই খুনের বদলে প্রাণবধ করাইতে না চাহিয়া অপরাধিকে ক্ষমা করে কিম্বা দীয়ত অর্থাৎ খুনের মূল্য চাহে তবে এমতে সেই উত্তরাধিকারির কামনা সিদ্ধি হইবেক না বরং নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার বিচারের রোয়দাদ মঞ্জুর হইলে সেই অপরাধির প্রতি প্রাণবধের হুকুম করিবেন্ ইতি।

খুন প্রমাণ হইলে যদি খুনহওয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারী খুনীকে ক্ষমা করে কিম্বা খুনের মূল্য চাহে তথাচ নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সেই খুনীর প্রাণবধের হুকুম দিবার কথা।

৭৭ ধারা।

কাজীয়লকোজ্জাৎ ও নিজামৎ আদালতের মুফ্তীরা প্রতিসপ্তাহে তিনবার ও আবশ্যকতা জন্য তাহার অধিকবারে রেজিষ্টরসাহেবের দফ্তরখানায় হাজির হইবার এবং রেজিষ্টরসাহেব দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের পাঠান পারসীর সকল রোয়দাদ কাজীয়লকোজ্জাৎ ও মুফ্তীদিগেরে দেখাইবার এবং তাঁহারা আপনারদিগের উঠিবার পূর্ব্বে তাহাতে ফতওয়া লিখিবার কথা।

কাজীয়লকোজ্জাৎ ও নিজামৎ আদালতের মুফ্তীদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিসপ্তাহে তিন বার কিম্বা আবশ্যকতাজন্য ততোধিকবার নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের দফ্তরখানায় বৈঠক করেন্ এবং ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে নিজামৎ আদালতের হুকুম হইবার কারণ যে সকল মোকদ্দমার তজবীজের রোয়দাদের কাগজপত্রের নকল পারসী অক্ষর ও ভাষায় হইয়া থাকে সে কাগজপত্র ঐ কাজীয়লকোজ্জাৎ ও মুফ্তীদিগেরে জ্ঞাত করান্ এবং তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই রোয়দাদের কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া পরে বৈঠক উঠাইবার পূর্ব্বে প্রতিমোকদ্দমার পৃথকং রোয়দাদে ইহার বেওরা যে তাহাতে যে ফতওয়া লেখা আছে তাহা সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য বাক্যক্রমে শরার অনুসারে বটে কি না লিখে যদি না হয় তবে তাহারদিগের বিবেচনায় যে ফতওয়া এ স্থানে উচিত হয় তাহা জনেং আপন বিবেচনাক্রমে লিখিয়া তাহাতে মোহর ও দস্তখৎ করে উপরের লিখনানুসারে সকল রোয়দাদে কাজীয়লকোজ্জাৎ ও মুফ্তীদিগের বিবেচনা ও দস্তখৎ হইলে পরে ঐ রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহা আইন্দা বৈঠকে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগেরে দৃষ্টি করান্ নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা দায়ের ও সায়েরের আদালতের রোয়দাদের কাগজপত্র এবং সেই আদালতের কাজী ও মুফ্তীর ফতওয়া এবং কাজীয়লকোজ্জাৎ ও নিজামৎ আদালতের মুফ্তীদিগের ফতওয়া বিবেচনা করিয়া সে মোকদ্দমার হুকুম করিবেন ইতি।

৭৮ ধারা।

হুকুম হইলে পর তিন দিনের মধ্যে তাহার নকল দায়ের ও সায়েরী আদালতে পাঠাইতে নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের প্রতি তাকীদের কথা।

ফৌজদারীর সাহেব দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের পরওয়ানা পাইয়া হুকুম জারী করিয়া সে পরওয়ানা ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ আদালতের হুকুম হইলে পর তিন দিনের মধ্যে বরং তাহার কমেও যদি হয় নিজামৎ আদালতের মোহর ও আপন দস্তখতে সেই হুকুমের নকল দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ তথাকার সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহা জারীর কারণ অব্যাজে ফৌজদারীর সাহেবকে পরওয়ানা পাঠাইয়া দেন্। ফৌজদারীর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই পরওয়ানা পঁহুছিলেই সেই হুকুম জারী করিয়া যেরূপে সেই হুকুম জারী হয় তাহার বেওরা সেই পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহার উপর আপন মোহর ও দস্তখৎ করিয়া সেই পরওয়ানা দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবদিগের নিকটে ফিরিয়া পাঠান্ এবং অপরাধিদিগের প্রাণবধের বিষয়ে যে সকল পরওয়ানা হইয়া থাকে তাহাছাড়া এপ্রকার সমস্ত পরওয়ানা ফিরিয়া দায়ের ও সায়েরের আদালতের সিরিস্তায় দাখিল হইবেক কিন্তু কর্ত্তব্য যে অপরাধিদিগের খুনের সকল মোকদ্দমার পরওয়ানাজাৎ নিজামৎ আদালতে পাঠান যায় ইতি।

৭৯ ধারা।

খুনের হুকুম হইলে পর তাহা ক্ষমা কিম্বা

যে কোন অপরাধির প্রতি প্রাণবধের হুকুম হইয়া থাকে সে যদি নিজামৎ আদালতের

লতের

লতের সাহেবদিগের স্থানে অনুগ্রহলাভের যোগ্য জানা যায় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই অপরাধির মোকদ্দমার বেওরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে জানাইয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা হয় কিম্বা তাহার প্রাণবধের বদলে অন্য যে শাস্তি বিবেচনায় আইসে ইহার যাহা ঐ সাহেবেরা উচিত জানেন্ তাহার বিহিত বিধান ঐ শ্রীযুতের হজুর হইতে লন্ ইতি।

শাস্ত্যান্তরের বিষয়ে যে অপরাধী অনুগ্রহ লাভের যোগ্য হয় নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা তাহাতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিহিত বিধান লইবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১০ দশম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাই ও তাহার পর যে যে তারিখে যে যে হুকুমসকল অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের আনুকূল্য ও তাহারদিগের ভূমির রক্ষণাদির বিষয়ে কোর্ট ওয়ার্ডেস অর্থাৎ ঐ সকলের বন্দোবস্তের অর্থে এক সিরিস্তা মোকরর করিবার নিমিত্তে জারী হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে পরিস্কার ও দুরস্ত করিবার আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৮ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার ভূমির ১০ দশসনী বন্দোবস্তের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের যে ৮ অষ্টম আইন নির্দ্ধারিত আছে তাহার লিখিত দাঁড়াসকলের অনুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যে প্রকারের স্ত্রীলোকেরা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের অনুমানে আপনারদিগের ভূমির সরবরাহকারীর যোগ্যতা রাখে তদ্ভিন্ন যে স্ত্রীলোকেরা এবং অপ্রাপ্তব্যবহারেরা এবং জড়েরা এবং বাতুলেরা এবং অনিবার্য্যেরা এবং অতিশয় দুরাচারেরা অন্যের সহিত অংশাংশিভাব না রাখিয়া অসাধারণে করসম্পর্কীয় কোন ভূমিসমুদয়ের অধিকারী হয় তাহারা আপনারদিগের ভূমির ব্যাপারের অযোগ্য বোধ হইবেক আর জানিবেক যে সদরের মালগুজার যে সকল ভূম্যধিকারী শরীরাদির কোন দোষপ্রযুক্ত আপনারদিগের ভূমির ব্যাপারকারিত্ব শক্তি না রাখে তাহারাও ঐ অযোগ্য অধিকারির মধ্যে গণ্য জানা যাইবেক অতএব যে সকল লোক এই আইনের লিখনানুসারে সরকারহইতে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের মারফতে এপ্রকার অযোগ্য অধিকারিদিগের পক্ষে তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকারী হইবেক আর অনেক স্থানেই এমত জানা গেল যে উপরের লিখিত প্রকারের ভূম্যধিকারিরা তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকারী যে সকল গোমাস্তার হস্তে ছিল তাহারদিগের অন্যায় ও বদমামলীর কারণ নষ্ট ও খারাবীর তলে পড়িয়াছে এবং যাহারা অল্পবয়স্ক ভূম্যধিকারিদিগের তত্ত্বাবধারণ ও খবরগিরী ও তরবীয়তের ভাবে নিযুক্ত ছিল তাহারা সেই সকল অধিকারী জ্ঞানবানের উপযুক্তবয়স্ক হইলে পরেও তাহারদিগের প্রতি সরবরাহকারী ভার স্থির থাকিবার নিমিত্তে সেই সকল অল্পবয়স্ক অধিকারির জ্ঞান শিক্ষা ও তরবীয়ৎকরণে

এমত

এমত মনোযোগী হইয়াছে যে তাহাতে তাহারদিগের চিত্তে দুর্বৃত্ততা ও বাল্যক্রীড়া ব্যতিরেকে অপর কিছুই লয় নাহি অতএব শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে এই সকল বিষয় বাহুল্য হওনদৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৭৯০ সালের ২০ আগস্তে এমত ধার্য্য করিয়াছিলেন যে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে কোর্ট ওয়ার্ডসের কার্য্যে নামলব্ধ করিয়া তাঁহারদিগেরে অযোগ্য অধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহ করাণের ধারা ও কার্য্যের খবরগিরী ও তাহারদিগের হিসাব দৃষ্টির বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব অর্পন হয় এবং ঐ সাহেবদিগের প্রতি এ হুকুম করা যায় যে অল্পবয়স্ক অধিকারিরা আপনারদিগের গতিক ও মর্য্যাদাক্রমে এমত তরবীয়ৎ হয় যে উত্তরকাল আপনারদিগের কার্য্য প্রয়োজন করিবার যোগ্য যত হইতে পারে তাহাতে মনোযোগী ও অনুকূল থাকেন্ এই হেতুক ইঙ্গরেজী ১৭৯১ সালের ১৫ জুলাইতে কোর্ট ওয়ার্ডসের এলাকায় ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের মতস্থৈর্য্য এবং তাঁহারদিগের তাবের কার্য্যকারকদিগের ব্যাপারকারিত্বের অর্থে যে আইন নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল এইক্ষণে সেই আইন তাহার যে সকল শোধন পশ্চাৎ হইয়াছিল তাহাসমেত তাহার মর্ম্মবিশেষের পরিবর্ত্তে পরিষ্কার ও দুরস্ত হইয়া আমূলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

যে যে লোকের প্রতি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এলাকা রাখে তাহার কথা।

কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এলাকা মোটে ইহাতেই রহিবেক যে যে সকল ভূম্যধিকারী ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের লিখনানুসারে আপনারদিগের ভূমির ব্যাপার করিবার যোগ্যতা না রাখে তাহারদিগের আত্মালের ও ভূমির তত্ত্বাবধারণ ও খবরগিরী করেন্। সেই সকল অধিকারির বেওরা তফসীল এই যে। একপ্রকার সদর মালগুজারীর ভূমিসমুদয়ের অধিকারিণী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যের যাহারা উপযুক্তা হইবার বিষয়ে শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের হুকুম না হইয়া থাকে। দ্বিতীয় যাহারা যাহারা অপ্রাপ্তব্যবহার। তৃতীয় জড়েরা। চতুর্থ বাতুলপ্রভৃতি যাহারা শরীরাদির কোনক্রমের দোষহেতুক আপনারদিগের ভূমির কার্য্যকরণের যোগ্যতা না রাখে। পঞ্চম যাহারা অনিবার্য্য ও দুরাচার খ্যাত হওনপ্রযুক্ত অযোগ্য জানা যায়। আর সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে সদর মালগুজারীর ভূমিসমুদয়ের অযোগ্য অধিকারী শব্দে কোন ভূমিসমুদয়ের স্বত্বাধিকার এক জনে থাকিয়া সে অযোগ্য হইলে সেই জন ও ততোধিক জনে থাকিয়া তাহারা সকলেই অযোগ্য হইলে তাহারা বোধ হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে যে লোকের প্রতি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এলাকা রাখে না তাহার কথা।

যে ভূম্যধিকারিরা সদরের মালগুজার না হয় এবং যে সকল ভূম্যধিকারী সদরের মালগুজারীর ভূমিসমুদয়ের অধিকারী সাধারণক্রমে থাকে কিন্তু তাহারা ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত অধিকারিরদের মধ্যের না হয় এই দুই প্রকার ভূম্যধিকারিদিগের

প্রতি

প্রতি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এলাকা থাকিবেক না এইহেতুক যে এই ধারার লিখিত প্রথম প্রকারের অধিকারিদিগের গতিক ১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের লিখিত অযোগ্য অধিকারিদিগের গতিকের বাহির আছে আর এই ধারার লিখিত ২ দ্বিতীয় প্রকারের অধিকারিদিগের হকে ঐ বন্দোবস্তের আইনের অনুসারে এমত লেখা আছে যে তাহারা ঐক্যক্রমে এক জনকে সরবরাহকার ঠাহর করে ও সেই সরবরাহকারের ঠাহর করিতে যে অধিকারিরা কথা কহিবার যোগ্যতা না রাখে তাহারদিগের পক্ষে তাহারদিগের সংসারের অধ্যক্ষেরা কথা কহিবেক অতএব এই আইনের লিখিত মর্ম্ম এই ধারার লিখিত দুই প্রকার অধিকারিদিগের প্রতি ও তাহারদিগের সরবরাহকারেরদের এবং সংসারের অধ্যক্ষদিগের সম্পর্কে কোনপ্রকারে এলাকা রাখে না ইতি।

৪ ধারা।

অযোগ্য অধিকারিদিগের আক্কালের কৈফিয়ৎ তহকীক করিবার ও সমাচার দিবার কারণ কালেকটর সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের মোতালক জিলায় যে২ ভূম্যধিকারী ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত অযোগ্য অধিকারিদিগের মধ্যে থাকে কিম্বা হয় তাহা কি এইক্ষণে কি উত্তরকালে বিবেচনা ও তহকীক করিয়া তাহারদিগের আক্কালের দেওয়া কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউতে লিখেন আর ভূম্যধিকারিদিগের অযোগ্যতা যাহা লেখা যায় তাহা প্রকৃত হয় কি না এবং কএকপ্রকার অধিকারির অযোগ্যতা গিয়া পশ্চাৎ তাহারা আপনারদিগের ভূমিতে দখল পাইতে পারে ইহা জানিবার কারণ নীচের কএক ধারার লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্ধারিত হইল ইতি।

৫ ধারা।

ভূম্যধিকারিণী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দাঁড়াসকলের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন ভূম্যধিকারিণী কেবল স্ত্রীলোকহওনপ্রযুক্ত অযোগ্য অধিকারিদিগের মধ্যে বোধ হয় তবে তাহার সংবাদ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে পঁহুছিলে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে কোর্ট ওয়ার্ডসের যে ভার অর্পণ আছে তাহার দ্বারা তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে অব্যাজে সেই ভূম্যধিকারিণীর ভূমির ব্যাপারের বন্দোবস্ত করিয়া তাহার আক্কালের দেওয়া সমাচার শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন আর ঐ শ্রীযুতের এমত কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক যে স্ত্রীলোক ভূম্যধিকারিণী সকলের মধ্যে যাহাকে তাহার ভূমির ব্যাপার করিবার যোগ্যা জানেন তাহাকে তাহার ভূমিতে দখল দেওয়ান।

অপ্রাপ্তব্যবহার অধিকারিদিগের প্রতি দাঁড়াসকলের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি এমত কোন কালেক্টরসাহেব কোন ভূম্যধিকারির আক্কাল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে লিখেন যে সে অপ্রাপ্তব্যবহারহওনহেতুক আপন ভূমির ব্যাপার করিবার যোগ্যতা রাখে না তবে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগেরে কোর্ট ওয়ার্ডসের যে ভার অর্পণ আছে তাহার দ্বারা তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে যদি সেই অধিকারির অপ্রাপ্তব্যবহার হওনের বিষয়ে তাঁহারদিগের চিত্তে সন্দেহ না

ক্রমে তবে তাহার ভূমি আপনারদিগের এতমামের তলে লইয়া তাহার আহ্বালের বেওরা সমাচার শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্। যদি কালেক্টরসাহেব কোন ভূম্যধিকারির এ আহ্বাল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে লিখেন্ যে সে অপ্রাপ্তব্যবহার ও সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার পক্ষের কেহ সেই অধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার নহে এমত কহে তবে সেই অধিকারী কিম্বা তাহার পক্ষের লোকের সাধ্য থাকিবেক যে সেই আহ্বালের কৈফিয়ৎ তাহার ভূমি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে জাহির করে সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই জাহিরকরা বিবরণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান আর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে এক হুকুমনামা সেই জিলার জজসাহেবকে কিম্বা সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে এই মজমুনে পাঠান যে সেই অধিকারিকে আদালতে হাজির করাইয়া আর তিন জনের কম না হয় এমত যে মাতবর সাক্ষিরা সেই অধিকারির অবস্থাতি জানে তাহারদিগের প্রামাণ্য কথা এবং সেই অধিকারির স্থানে বিশেষ যাহা জানিতে পারেন্ তাহা স্বকৃতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সেই অধিকারির বয়সের বৃত্তান্ত বোধের নিমিত্তে অন্য যে কিছু তদন্ত ও তহকীকাৎকরণ আবশ্যক জানেন তাহা করেন্ আর সেই অধিকারির কিম্বা তাহার পক্ষের লোকদিগের ও তাহার সাক্ষিদিগের সকল কথা ও এজহার শুনিয়া সেই অধিকারির বয়সের বিবরণ তহকীক্ করিয়া তাহা আপন বিবেচিত রোওদাসমেত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখেন্ পশ্চাৎ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই অধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার বটে কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহারা এ বিষয়ে যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার নিষ্পত্তিপত্রের নকল আসলের মোতাবেক শব্দসহিত দস্তখতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্ ঐ শ্রীযুত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পত্ত্যনুসারে সেই অধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামের তলে থাকিবার কিম্বা না থাকিবার অর্থে হুকুম করিবেন।

ভূম্যধিকারিরা বাতুল কিম্বা জড় হইবার অথবা শরীরাদির অন্য দোষ রাখিবার কথায় অযোগ্য বোধ হইলে তাহারদিগের দাঁড়ার কথা।

তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ভূম্যধিকারী বাতুল কিম্বা জড় হইবার অথবা শরীরাদির অন্য দোষ রাখিবার এজহারক্রমে অযোগ্য বোধ হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম করেন্ যে তিনি সেই আহ্বালের বেওরাকৈফিয়ৎ সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সরকারের উকীলের মারফতে জাহির করেন্ আর সেই আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কৈফিয়তের নকল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই আদালতের জজসাহেবের নামে কিম্বা যে এলাকার

কার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালকে সেই ভূম্যধিকারির বসত থাকে তথা কার সাহেবদিগের নামে এক পরওয়ানা এই মজমুনে পাঠান্ যে তাহাকে আদালতে হাজির করাইয়া দৃষ্টিক্রমে তাহার আহ্বাল সত্য জানিয়া ও তদ্ভিন্ন তিন জনের কম না হয় এমত যে মাতবর লোকেরা সেই অধিকারির বিস্তারিত জানে তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই অধিকারির বিবরণসুদ্ধা তাহারদিগের পুবোধিত কথা সুকৃত্যনুসারে শুনিয়া পশ্চাৎ সেই মোকদ্দমার রোয়দাদ আপন বিবেচিত কৈফিয়ৎসমেত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহা পাইলে পর কর্ত্তব্য যে সেই অধিকারির অযোগ্যতার বিষয় মাতবর হইবার ও না হইবার নিষ্পত্তি করিয়া নিষ্পত্তিপত্রের নকল আসলের মোতাবেক শব্দযুক্ত দস্তখতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্ ঐ শ্রীযুত সেই নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামের তলে থাকিবার কিম্বা না থাকিবার অর্থে হুকুম করিবেন্।

যে ভূম্যধিকারিরা অনিবার্য্যতা কি দুরাচারতাপ্রযুক্ত খ্যাত হইবার কথায় অযোগ্য বোধ হয় তাহারদিগের দাড়ার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন ভূম্যধিকারী অনিবার্য্যতা কিম্বা দুরাচারতাপ্রযুক্ত অযোগ্য বোধ হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম করেন্ যে সেই আহ্বালের বেওরাকৈফিয়ৎ সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে সরকারের উকীলের মারফতে পাঠান্ আর সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কৈফিয়তের নকল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে চালান করেন্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের নামে কিম্বা সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নামে এক হুকুমনামা এই মজমুনে পাঠান্ যে আপন সমক্ষে সেই অধিকারী অথবা তাহার উকীলের স্থানে সেই আহ্বালের কৈফিয়ৎ তহকীক করেন্ আর সেই অধিকারী কিম্বা তাহার উকীলের সাধ্য থাকিবেক যে প্রমাণের যে কিছু বিষয় রাখে তাহা দর্শায় পশ্চাৎ সেই আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমা তহকীকের সারার্থ অর্থাৎ খোলাসাসমেত আপন বিবেচিত মর্ম্ম লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহা পাইলে পর কর্ত্তব্য যে সেই অধিকারির অযোগ্যতার বিষয় মাতবর হইবার কিম্বা না হইবার নিষ্পত্তি করিয়া নিষ্পত্তিপত্রের নকল শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্ ঐ শ্রীযুত সেই নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামের তলে থাকিবার কিম্বা না থাকিবার অর্থে হুকুম করিবেন।

ভূম্যধিকারিদিগের অযোগ্যতার ভার দূর হইয়াছে কি না ইহা জা

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে ভূম্যধিকারিরা আজন্ম জড় না হয় কিন্তু পশ্চাৎ বাতুল হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনায় অযোগ্য বোধ হয় তা

হাতে

নিবার কারণ যে সকল উদ্যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

হাতে কর্ত্তব্য যে এপ্রকার অধিকারিরা প্রতিবৎসর একবার এবং যে জিলায় সেই অধিকারিরা বসত করে সেই জিলার আদালতের জজসাহেব উচিত বুঝিলে ততোধিক বার তাঁহার নিকটে হাজির হয় এইহেতুক যে সেই অধিকারিরা সুস্থ হইয়াছে কি না ইহা জানা যায় আর যে কালে সেই আদালতের জজসাহেব উপরের লিখিত প্রকারের কোন ভূম্যধিকারির আহ্বাল দৃষ্টে জানেন্ যে তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইয়াছে সে কালে সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে অব্যাজে তাহার সংবাদ তাহার আহ্বালের বিস্তারিত বিবরণসমেত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইবার কিম্বা না হইবার নিষ্পত্তি করিয়া আপনারদিগের নিষ্পত্তির বেওরা সংবাদ শ্রীযুত গবর্ন্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দিবেন্ ঐ শ্রীযুত সেই নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে তাহার ভূমির কার্য্যের ভার অর্পণ করিবার কিম্বা না করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগেরে হুকুম করিবেন।

এই ৫ পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় কিম্বা ৩ তৃতীয় অথবা ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখিত যে ভূম্যধিকারিরা অযোগ্য বোধ হয় তাহারা আপনারদিগের অযোগ্যতার ভার দূর হইয়াছে জানিলে আপনারদিগের ভূমিতে দখল পাইবার কারণ যে উদ্যোগ করিবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যে ভূম্যধিকারী এই ৫ পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় কিম্বা ৩ তৃতীয় অথবা ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত অযোগ্য বোধ হইয়া থাকে সে যদি আপনি জানে যে তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইয়াছে তবে তাহার সাধ্য থাকিবেক যে আপন আহ্বাল সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের নিকটে এজহার করে আর সেই জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার এজহার লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহা পাইলে পর কর্ত্তব্য যে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের নামে কিম্বা সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নামে এক হুকুমনামা এই মজমুনে পাঠান্ যে সেই বিষয়ের আহ্বাল তহকীক করিয়া এবং সেই অধিকারির সাক্ষিদিগের কথা যাহা আপন এজহারের প্রমাণার্থে রাখে তাহা শুনিয়া পরে তহকীকাতের কৈফিয়ৎসমেত আপন বিবেচিত মর্ম্ম লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে চালান করেন্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই অধিকারির অযোগ্যতা দূর হইবার কিম্বা না হইবার বিষয়ে নিষ্পত্তি করিয়া সেই নিষ্পত্তির বেওরা সংবাদ শ্রীযুত গবর্ন্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্ ঐ শ্রীযুত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে তাহার ভূমির কার্য্যের ভার অর্পণ করিবার কিম্বা না করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগেরে হুকুম করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

সরবরাহকারী ও অধ্যক্ষতার কার্য্য পৃথক২ আছে কোন২ সময়ে ঐ

অযোগ্য অধিকারিদিগের সরবরাহকারদিগের কার্য্য ও তাহারদিগের সংসারের অধ্যক্ষদিগের ব্যাপার পৃথক বোধ হইবেক কিন্তু ইহার পরে যাহা বিশেষ করিয়া লেখা

লেখা যাইতেছে তদনুসারে কখনং ঐ দুই কার্য্যকরণের ভার এক জনকেও অর্পণ হই তে পারে আর সরবরাহকারেরদের ও সংসারের অধ্যক্ষদিগের সম্পর্কে যে সকল দাঁড়া নীচের কএক ধারায় লেখা গেল তাহা ঐ উভয় ভার পৃথক হওনমূলক ইতি।

দুই কার্য্য এক জনকে অর্পণ হইতে পারিবার কথা।

৭ ধারা।

যে কালে সরবরাহকারী কার্য্য ও অধ্যক্ষতার ব্যাপার পৃথকং দুই জনকে অর্পণ হয় সে কালে ভূম্যধিকারির সমস্ত ভূম্যাদি সম্পত্তি ও অস্থাবর বস্তু সরবরাহকারের জিম্মা হইবেক আর সেই অধিকারির নিজের তত্ত্বাবধারণ ও তাহার প্রতিপালন এবং সে অপ্রাপ্তব্যবহার হইলে তাহার তরবীয়তের ভার সংসারের অধ্যক্ষের শিরে হইবেক ইতি।

যে কালে সরবরাহকারী ও অধ্যক্ষতার কার্য্য দুই জনকে অর্পণ হয় সে কালে যে যে বিষয় তাহারদিগের জিম্মা হইবেক তাহার কথা।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের বিবেচনায় ও কোর্ট ওয়ার্ড্সের মঞ্জুরিতে সরবরাহকারেরা নিযুক্ত হইবেক এবং তাহারদিগের সনন্দ কালেক্টরসাহেবের মোহর ও দস্তখতে মাতবর হইবেক আর সরবরাহকারদিগের বিবেচনা করণেও কর্ত্তব্য যে সকল বিষয়ের প্রতি কর্ম্মযোগ্যতা ও সুখ্যাতি ও বিশ্বাস্যতা এই সকলের বিবেচনা করাযায় আর যদি অধিকারির উত্তরাধিকারী কিম্বা তাহার নিকট কুটুম্বদিগের কেহ থাকে তবে তাহাকে এই কার্য্যে ঠাহর করা যাইবেক যদি সেই অধিকারির উত্তরাধিকারী কিম্বা নিকট কুটুম্বদিগের কেহ না থাকে তবে তাহার বিশ্বাস্য চাকর ঠাহর হইবেক যদি ঐ সকল লোকের মধ্যের কেহ ঐ সরবরাহকারী কার্য্যকরণের যোগ্য ও তাহা করিতে সম্মত না মিলে তবে কর্ত্তব্য যে সেই কার্য্য অন্য যে লোক সেই অধিকারির সহিত কুটুম্বতা কিম্বা আনুগত্য না রাখিয়া থাকে তাহাকে অর্পণ হয় আর জানিবেক যে যে স্ত্রীলোক নিজে যে ভূমির অধিকারিণী থাকে সেই ভূমির সরবরাহকারী তাহার স্বামিকে অর্পণ হইতে পারে যদি সেই স্ত্রীলোক তাহার দরখাস্ত করে।

সরবরাহকার ঠাহর নিতে যে সকল দাঁড়া দৃষ্টিকরণ উচিত তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ভূমির অধিকারিণী স্ত্রীলোক অপ্রাপ্তব্যবহার কিম্বা অন্য প্রকারে অযোগ্য না হইলে তাহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনারদিগের ভূমির সরবরাহকারীর জন্য যাহাকে হয় ঠাহর করে যদি তাহারদিগের ঠাহর উপরের ধারার লিখিত দাঁড়াসকলের অনুসারে হয় তবে মঞ্জুর হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

একং সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে সরবরাহকারী সনন্দ পাইবার পূর্ব্বে যাবৎ তাহার কার্য্য বহাল থাকে তাবৎ আপনি হাজির রহিবার অর্থে হাজিরজামিন দেয় এবং এক একরারনামাও লিখিয়া দেয় এই মজমুনে যে লিখিতং শ্রী অমুকস্য এক

সনন্দ দিবার পূর্ব্বে সরবরাহকারদিগের স্থানে হাজিরজামিন ও একরারনামা লইবার এবং সেই

একরারনামার পাঠের কথা।

রারপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যে অমুক পরগনা কিম্বা অমুক গ্রামআদি ভূমির অধিকারী অযোগ্য বোধ হইয়াছে সেই ভূমির সরবরাহকারী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন জিম্মা করিলাম অতএব একরার লিখিয়া দিতেছি যে ঐ অধিকারির তরফে ঐ ভূমির সরবরাহকারী সর্ব্বতোভাবে মনোযোগ ও বিশ্বস্তরূপে করিব আর ঐ অধিকারির লাভের কারণ উহার ভূম্যাদির স্থিত ও জায়দাদ অধিক হইবার অর্থে যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না এবং যেরূপে আমি আপনার নিমিত্ত করিতাম সেইরূপে আপন বুদ্ধি ও বিবেচনায় সর্ব্বপ্রকারে ঐ অধিকারির লাভদৃষ্টে কার্য্য চালাইব। আর ইহাও একরার করিতেছি যে ঐ অধিকারির জন্য ঐ ভূমির উৎপন্ন কিম্বা অপর বিষয় যাহা আমার হস্তগত হয় তাহার হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাবে দিব আর যদি কিছু ক্ষতি কিম্বা এই কার্য্য করিতে ঐ অধিকারির নোকসান হইবার মতে বদমামলী করিয়া থাকি এমত প্রমাণ হয় তবে ইহাতে আমি আপনাকে এবং আপন ওয়ারিসদিগকে বদ্ধ ও একরার করণওয়ালা করিতেছি যে যাহা ক্ষতি করি এবং ঐ অধিকারির যত নোকসান তহকীক ও সাবুদ হয় সেই নোকসানের তিনগুণ দিব ইহা সেওয়ায় একরার করিতেছি যে সরবরাহকারদিগের কার্য্যচালানের বিষয়ে যে আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে এবং যেসকল হুকুম কোর্ট ওয়াডেসের সাহেবদিগের স্থানহইতে হয় সে সকলকে সর্ব্বদা দৃষ্ট রাখিব এবং আমার অর্থে ঐ সাহেবদিগের স্থানহইতে যে মুশাহেরা ধার্য্য হয় তাহাছাড়া কিছু লাভ সরবরাহকারী কার্য্যের দ্বারা গুপ্তক্রমে কিম্বা চক্রান্তে গ্রহণ করিব না ইতি।

১০ ধারা।

সরবরাহকারদিগের মুশাহেরা ও তাহারদিগের কৃত ক্ষতিখতবার দণ্ডনিরূপণের কথা।

কর্ত্তব্য যে একং সরবরাহকারের মুশাহেরা তাহার কার্য্যের বাহুল্য এবং শ্রম ও মিহনতের অনুসারে ও চালাকীক্রমে যাহা উচিত জানা যায় তাহা কালেক্টর সাহেবদিগের দ্বারা বিবেচনা এবং কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের হুকুমে নির্দ্ধার্য্য হয় যদি ঐ সাহেবদিগের নিকটে এমত প্রমাণ হয় যে কোন সরবরাহকার আপনার মুশাহেরা সেওয়ায় কিছু নগদ কিম্বা জিনিস গুপ্তক্রমে কিম্বা চক্রান্তে লইয়াছে ও তসরুফ করিয়াছে তবে একরারনামার লিখনানুসারে তাহার প্রতি দণ্ডকরণ কর্ত্তব্য হইবেক এবং সে আপন কার্য্যহইতে অবসর হইবেক আর সেই দণ্ডের টাকা তাহার জিম্মাথাকা ভূমির হিতার্থে জমা করা যাইবেক ইতি।

১১ ধারা।

সরবরাহকারদিগের আমলা নিযুক্তের এবং যাহারং দ্বারা সেই আমলার নাম ঠাহর হইবেক ও যে যে লোকের দ্বারা

কর্ত্তব্য যে সরবরাহকারদিগের যেং আমলা আবশ্যক হয় তাহা কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা বিবেচনা এবং কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের হুকুমে নিযুক্ত হয় ও ঐ আমলা লোকের নাম সরবরাহকার কহিবেক কিন্তু তাহারদিগের সম্বন্ধে কালেক্টরসাহেবের

টরসাহেবের মঞ্জুরীহওন আবশ্যক অতএব সরবরাহকারের আমলা লোকদিগের মধ্যে যাহাকে কালেক্টরসাহেব তাহার বিরুদ্ধগতিকে কিম্বা কারণান্তরে অযোগ্য জানেন্ তাহাতে সেই কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহার বিষয়ে আপত্তি করিয়া সেই সরবরাহকারকে হুকুম করেন্ যে অন্যকে তাহার স্থানে নিযুক্ত করে আর বড় ও প্রশস্ত যে জমিদারীতে মফঃসল আমলার আবশ্যক থাকে সে স্থানে ভূমির সরবরাহকারদিগের মফঃসল আমলা ও সদর আমলার অর্থেও হুকুম কর্ত্তব্য হই বেক। তাহাতে সদর কিম্বা মফঃসলের আমলার যে কেহ আপন মাহিয়ানাছাড়া কিছু নগদ অথবা জিনিস স্পষ্টক্রমে কিম্বা তঞ্চকে লয় ও তসরুফ করে তাহা কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের নিকটে প্রমাণপূর্ব্বক এমত গতিকে সরবরাহকারদিগের যে দণ্ডের ধার্য্য আছে সেই অনুসারে সেই আমলার দণ্ডকরণ উচিত হইবেক এবং সে আপন কার্য্যহইতে তগীর হইবেক ইতি।

নিযুক্ত হইবেক তাহার কথা।

সরবরাহকারেরদের আমলাহইতে ক্ষতি হইলে দণ্ডের কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—১০ দশসনী বন্দোবস্তের আইনের অনুসারে এমত নির্দ্ধার্য্য হইল যে অযোগ্য অধিকারিদিগের ভূমির জমা অন্য ভূমির জমার ন্যায় ধার্য্য হইবেক এবং সেই জমা আদায়ের ও সরবরাহকারদিগকে গতান ভূমির উৎপন্নের খরচের আনওয়ান নির্দ্ধার্য্যের অর্থে নীচের কএক ধারার লিখিত দাঁড়াসকল তাহারদিগের ও কালেক্টরসাহেবদিগের কার্য্যোপদেশ নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

ভূমির জমা আদায়ের ও তাহার উৎপন্নের খরচের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—অযোগ্য অধিকারিদিগের ভূমির জমার উপর শিশতে ১০ দশ টাকা ও সে জমা সমস্ত উসুল না হইলে যত টাকা সরকারে পাওয়া যায় তাহার উপর শিশতে ১০ দশ টাকা মুশাহেরা সেই সকল অধিকারী এবং তাহারদিগের পরিজনেরদের যে কেহ তাহার স্বত্ববান ও হকদার হয় তাহার ভরণপোষণার্থে নির্দ্ধার্য্য হইবেক। আর একং সরবরাহকারকে এমত ক্ষমতা অর্পণ আছে যে সে মাসেং মালগুজারীর যত টাকা কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানায় দাখিল করে তত টাকার মুশাহেরা ঐ আনওয়ানে দেয় তাহাহইতে অধিক না দেয়। আর সরবরাহকারের কর্ত্তব্য নহে যে আপনার প্রতি গতান ভূমিহইতে যত টাকা জমা উসুল করে তাহা সমস্ত কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানায় দেয় বরং তাহার কর্ত্তব্য যে কেবল সরকারী মালগুজারীর মাসকাবারী সকল কিস্তি কিম্বা ওয়াসিলাতের সকল টাকার মধ্যে আমলাওগয়রহের আখরাজাৎ অর্থাৎ সকল খরচ ও অধিকারিদিগের মালিকানা দিয়া পরে যত আদায় হইতে পারে তাহা কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানায় দাখিল করে। কিন্তু সরবরাহকারের উচিত যে ওয়াসিলাৎ ও আখরাজাতের হিসাবের ফর্দ্দ প্রতিমাসে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয়। আর ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে আখরাজাতের ওয়াজিবীর বিবেচনা ও তনকী করিয়া আবশ্যক আখরাজাৎ ও ভূম্যধিকারির মালিকানা দিয়া পরে সেই ওয়াসিলাতের বাকী টাকা নিশ্চয় সরকারের মালগুজারী

সকল অযোগ্য অধিকারী ও তাহারদিগের পরিজনদিগের মালিকানা নির্দ্দিষ্টের কথা।

ঐ মালিকানার টাকা দিবার মতের কথা।

ওয়াসিলাতের সকল টাকার মধ্যে যাহা কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানায় দাখিল হইতে পারে তাহার কথা।

সরবরাহকারের আপনং মাসকাবারী হিসাব কালেক্টরসাহেবকে দৃষ্টি করাইবার কথা।

আখরাজাৎবাদে ওয়াসিলতের বাকী সর

কারের মালগুজারীর আদায়ের নিমিত্ত খাজানাখানায় দাখিল হইবার খবরগিরী করিতে কালেকটরসাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

সরকারের মালওয়াজিবীতে বাকী পড়িলে যেরূপে তাহার নিশা হইবেক এবং কোন সনের ওয়াসিলাতে ফাজিল হইলে তাহা যে মতে খরচ হইবেক তাহার কথা।

মালগুজারী আদায়ে আসিয়াছে কি না ইহার বার্ত্তা লইতে মনোযোগী হন্ আর সরকারের মালগুজারীর নিশার কারণ অযোগ্য অধিকারিদিগের কিছু ভূমি বিক্রয় হইতে পারে না ইহার কারণ এই যে যদি দৈবাৎ কোন বৎসরের ওয়াসিলাতের টাকা আবশ্যক আখরাজাৎ দিয়া পরে মালিকানাসমেত সরকারের মালগুজারী আদায়ে না কুলায় ও তাহার পর কোন বৎসরে কিছু টাকা ফাজিল পড়ে তবে কালেকটরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই ফাজিল টাকা সাবেক সালের বকেয়া মালগুজারীর ও তাহার অনুসারেও মালিকানার বাকী যাহা উপরের লিখিত দাঁড়াক্রমে নিতান্ত বাকী থাকিবেক তাহার আদায়েও খরচ হয় ইহার তত্ত্বাবধারণ ও খবরগিরী করেন্ যদি সরকারের মালওয়াজিবীর কিছু টাকা বাকী না থাকে তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ভূমির সরবরাহকার সেই ফাজিল টাকা ভূমির পত্তন আবাদ কিম্বা অপর হিতের অর্থে খরচ করে ইহার তত্ত্ববার্ত্তা লন্ ইতি।

১৩ ধারা।

নির্দ্দিষ্ট সময়বিশেষে অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের নির্দ্ধারিত মালিকানা কমী কিম্বা বেশী করিতে কালেকটরসাহেবদিগেরে শক্তি অর্পণের কথা।

উপরের লিখিত সকল দাঁড়াক্রমে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের ও তাহারদিগের যে পরিজনেরদের ভরণপোষণের টাকা ভূমির জমার উপর কিশতে কিম্বা সেই জমার মধ্যে যত উসুল হয় তাহার শতেব উপর ১০ দশটাকার হিসাবে নির্দ্ধার্য্য হইল কিন্তু কখনং এমত হইতে পারে যে অপ্রাপ্তব্যবহার অধিকারিদিগের ভরণপোষণ ও বিদ্যাভ্যাসের ও অন্য অযোগ্য অধিকারিদিগের ভরণপোষণের এবং তাহারদিগের পরিজনেরদের ভরণপোষণের নিমিত্ত যে আখরাজাৎ আবশ্যক তাহাঅপেক্ষা ঐ ভরণপোষণের টাকা অধিক জ্ঞান হয় এবং কখনং ইহাও হইতে পারে যে নির্দ্ধারিত ভরণ পোষণের টাকা ঐ অধিকারিদিগের আখরাজাতে অকুলান হয় তাহাতে সরকারের মালগুজারীর স্থিত জায়দাদ সেওয়ায়যে নিষ্কর ভূম্যাদি কেবল ঐ অধিকারিদিগের ভরণপোষণের কার্য্যে আসিতে পারে তাহার ন্যায়ে অন্য জায়দাদ স্থিত থাকিবার কারণ কালেকটরসাহেবদিগেরে শক্তি দেওয়া গেল যে সে বিষয়ে ভূম্যধিকারির গতিক ও মর্য্যাদাদৃষ্টে ও তাহার অপর আয় দেখিয়া যাহা উচিত জানেন্ তাহা করেন্ অর্থাৎ প্রথম গতিকের হইলে এতাবতা ব্যয়ের অল্পতা থাকিলে কমী করান্ ও যদি দ্বিতীয় গতিকের হয় অথাৎ ব্যয়ের বাহুল্য থাকে তবে বেশী করান্ কিন্তু ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কালে ঐ শক্তিক্রমে কার্য্য করেন্ সেকালে তাহার সংবাদ কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগেরে লিখেন্ আর কর্ত্তব্য যে ঐ নির্দ্ধারিত টাকা বেশী করিবার অগ্রে ইহাও তহকীক করেন্ যে সেই ভূমিতে সেই বেশীর জায়দাদ সরকারের মালগুজারীর জায়দাদ সেওয়ায় নিষ্কর ভূম্যাদির ন্যায় কিছু স্থিত আছে কি না এইহেতুক যে এপ্রকার জায়দাদ স্থিত না থাকিলে বিশেষ কোন অবস্থাপ্রযুক্ত আবশ্যক বোধ হইলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বহাদুর কৌন্সেল হইতে সাধারণ হুকুমের অন্যথা করিবার ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক বোধকরণব্যতি

রেকে

নকে অর্থাৎ বেশী করিতে হুকুম না দিলে ঐ বেশী হইবেক না আর যদি কোন অযোগ্য অধিকারির ভরণপোষণের নিরূপিত টাকা কম করা যায় তবে সেই অধিকারির ভূমির সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে অবশিষ্ট টাকা সেই অধিকারির লাভের নিমিত্তে ব্যয় করে এবং সরকারের মালগুজারীর ভূমি সেওয়ায় যে জায়দাদ থাকে তাহা যদি কালেক্টরসাহেব উপরের লিখিত শক্তিক্রমে সেই অধিকারির কিম্বা তাহার পরিজনরদের তরবীয়ৎ কিম্বা ভরণপোষণের আখরাজাতের জন্যে নির্দ্দিষ্টরাখণ আবশ্যক না জানেন তবে সেই সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে তাহাও সেই অধিকারির লাভের অর্থে খরচ করে ইতি।

অযোগ্য অধিকারিদিগের মালিকানা কমান গেলে তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকারেরা অবশিষ্ট টাকা ভূম্যধিকারির লাভার্থে ব্যয় করিবার এবং সরকারের মালগুজারীছাড়া অপর যে স্থিত তথায় থাকে তাহাও সেই ব্যয়ে রাখিবার কথা।

১৪ ধারা।

ভূমির সরবরাহকারছাড়া যেপ্রকার লোকের প্রস্তাব পশ্চাৎ হইতেছে সেপ্রকার কেহ যে স্থানে কোন অযোগ্য অধিকারির নিমিত্তে সংসারের অধ্যক্ষ পৃথক নির্দ্দিষ্ট হয় সে স্থানে সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে সেই অধিকারী এবং তাহার পরিজনেরদের তরবীয়ৎ ও ভরণপোষণের অর্থে নিরূপিত টাকা সরকারের মালগুজারীর জায়দাদ সেওয়ায় যে জায়দাদ কালেক্টরসাহেব উপরের ধারার লিখিত ক্ষমতাক্রমে সেই অধিকারির তরবীয়ৎ ও নির্ব্বাহের জন্যে নির্দ্ধার্য্য করেন তাহার উৎপন্নসমেত সেই সংসারের অধ্যক্ষের স্থানে দেন ইতি।

যে স্থানে সরবরাহকারছাড়া কেহ কোন অযোগ্য অধিকারির কারণ সংসারের অধ্যক্ষ পৃথক নির্দ্দিষ্ট হয় তথায় সেই সরবরাহকার সেই অধিকারির ভরণপোষণাদির টাকা সেই সংসারের অধ্যক্ষের হাওয়ালে করিবার কথা।

১৫ ধারা।

৭ সপ্তম ধারার অনুসারে অযোগ্য অধিকারির যাবদীয় ভূমি এবং স্থাবর ও অস্থাবর বস্তুর ব্যাপারকার্য্য সরবরাহকারের কর্ত্তব্য হইবেক অতএব কি সকর কি লস্কর ভূমিসমস্ত ও বাটী এবং নগদ ও জিনিসআদি সকল বস্তু এবং গৃহের সমস্ত সামগ্রী এবং যেপ্রকার ভূমি থাকে তাহা সরবরাহকারের হাওয়ালে হইবেক কিন্তু যদি সেই অধিকারির সংসারের পৃথক অধ্যক্ষ রহে তবে সেই সরবরাহকারের স্থান হইতে সেই অধিকারির ভদ্রাসন বাটী এবং অন্যং জিনিস ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী এবং তাহার ও তাহার পরিজনেরদের ভরণপোষণের টাকা সেই সংসারের অধ্যক্ষের হাওয়ালে থাকিবেক সরবরাহকারের সহিত তাহার কিছু দায় রহিবেক না। আর সরবরাহকার ও সংসারের অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য যে অযোগ্য অধিকারির যে যে বস্তু তাহারদিগের হাওয়ালে হয় তাহার তালিকার ফর্দ্দ আপনারদিগের দস্তখতে কালেক্টরসাহেবের খাজানাখানায় দাখিল করে ইতি।

অযোগ্য অধিকারির সেং বস্তু সরবরাহকার ও সংসারের অধ্যক্ষের হাওয়ালে হইবেক তাহার কথা।

অযোগ্য অধিকারির যে যে বস্তু সরবরাহকার ও অধ্যক্ষের হাওয়ালে থাকে তাহার তালিকার ফর্দ্দে তাহারা পৃথকং স্বাক্ষর করিবার কথা।

১৬ ধারা।

একং সরবরাহকারের উচিত যে আপন একরারনামার মতে আপন হাওয়ালে হওয়া ভূম্যাদি বস্তুর সরবরাহকারী তাহার অধিকারির লাভদৃষ্টে সর্ব্বতোভাবে মনোযোগপূর্ব্বক ও বিশ্বস্তরূপে করে আর সে যে প্রকারে আপনার লাভের জন্যে করিত

একং সরবরাহকারের আপন হাওয়ালে হওয়া ভূমির সরবরাহকারী সর্ব্বতোভাবে মনো

যোগপূর্ব্বক ও বিশ্বস্ত রূপেতে করণ উচিতের কথা।

তাহার জিম্মা থাকা মৌরুসী কোন বস্তুর পাট্টা দিতে ও হস্তান্তর করিতে নিষেধের কথা।

সেই প্রকারে সেই অধিকারির লাভ সর্ব্বতোভাবে হইবার দৃষ্টে আপন বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে কার্য্য করিতে থাকে কিন্তু জানিবেক যে যদি সেই অধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার হয় ও অপ্রাপ্তব্যবহারতাব্যতিরেকে তাহার অযোগ্যতাব অপর বিষয় না থাকে। তবে সরবরাহকারের কর্ত্তব্য নহে যে কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের বিনাহকুমে সেই অধিকারির প্রাপ্তব্যবহার হওনের বয়সের বাকীর অধিক মিয়াদের কারণ কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের লিখনের ব্যতিক্রমে কোন মতে সেই অধিকারির কিছু ভূমির পাট্টা কাহাকেও দেয় কিম্বা তাহার জিম্মা থাকা মৌরুসী কোন বস্তুর কোন অংশ হস্তান্তর করে ইতি।

১৭ ধারা।

সরবরাহকারেরা সাল তামামী হিসাব খরচ করিবার নিদর্শনলিপি সুদ্ধা সুকৃতিপূর্ব্বক কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিবার কথা।

সময়বিশেষে সুকৃতি ক্ষমার কথা।

সরবরাহকারদিগের হিসাব তহকীক করিয়া ফাজিল টাকা নির্দ্দিষ্ট মতে খরচ করাইতে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হকুমের কথা।

একং সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে ১২ দ্বাদশ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত মাসকাবারী হিসাবছাড়া একং বৎসরান্তর সালতামামী জমা ও খরচের হিসাব অর্থাৎ নিকাশ সুকৃতিপূর্ব্বক ঐ খরচের নিদর্শন লিখনসমেত কালেকটরসাহেবের নিকটে দেয়। কিন্তু যদি কোন সময়ে কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবেরা নিশ্চয় জানেন্ যে সেই হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাব হইবার বিষয়ে সেই সরবরাহকার কেবল একরার করিলে তাঁহারদিগের কার্য্য বিলক্ষণ নিষ্পত্তি হয় সে সময়ে সেই সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে সেই সরবরাহকারকে সুকৃতিকরাণ ক্ষমা দিয়া কেবল তাহার একরারক্রমে সেই হিসাব লন্। আর কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই হিসাব লইলে পর রকমং জমার বিবেচনা ও তহকীক করেন্ এবং ওয়াসিলাতের সকল টাকার অন্দরে যত ফাজিল হয় তাহার যাহা ১২ দ্বাদশ ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত হকুম মতে খরচ হয় তাহার তত্ত্ব লন্ ইতি।

১৮ ধারা।

সরবরাহকারের হাওয়ালে করা ভূমির ফাজিল টাকা যে কালে সে ভূমির পত্তনআবাদে খরচহওন আবশ্যক না হয় সে কালে তাহা যে রূপে খরচ হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন কালেকটরসাহেব আবশ্যক কিম্বা পরামর্শ না বুঝেন্ যে উপরের ধারার লিখিত সকল ফাজিল টাকা সরবরাহকারের হাওয়ালে করা ভূমির পত্তনআবাদে খরচ হয় তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই সকল ফাজিল টাকা অন্য ভূমি খরীদ করাতে কিম্বা ভূম্যাদি বন্ধক লওয়াতে অথবা শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সর্টিফিকট কাগজ কিনাতে সেই সরবরাহকারের মারফতে খরচ করান্ ও তাহা করিলে পর কালেক্টরসাহেবের উচিত যে ক্রীত ও বন্ধকী ভূমির ক্রয়পত্র ও বন্ধকপত্র সকল নিদর্শনলিপি সরকারের সদর খাজানাখানায় আমানৎ থাকিবার কারণ কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ কিন্তু শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের যে সর্টিফিকট কাগজ উপরের লিখিনানুসারে কিনা যায় তাহার সুদ সময়শিরেং দেওয়া উচিত হইবেক অতএব কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সে কাগজ আপন খাজানাখানায়

আমানৎ

আমানৎ রাখেন্। আর উচিত যে যে কালে সরবরাহকারের স্থানে বিক্রয়পত্র ও বন্ধকা দির নিদর্শনী লিখনপত্র ও শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সর্টিফিকট কাগজ লন্ সে কালে তাহার রসীদ সেই সরবরাহকারকে দেন্ আর কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ক্রীত ও বন্ধক ভূমির পত্রাদি সকল নিদর্শনলিপি সরকারের সদর খাজানা খানায় আমানৎ রাখিয়া তাহার রসীদ ত্রেজরর অর্থাৎ খাজাঞ্চী সাহেবের স্থানে লইয়া তাহার আসলের মোতাবেক নকল আপনারদিগের দস্তখতে কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠান্ যে তাহা সরবরাহকারের হাওয়ালে করেন্ আর সেই সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে সে সরবরাহকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কালে তাহার হাওয়ালে করা ভূম্যধিকারির ক্রীত ও বন্ধকী ভূমির ক্রয়পত্রাদি ও শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সর্টিফিকট যে কাগজ প্রস্তুত থাকে তাহা কালেক্টরসাহেবের স্থানে দেয় যে কালেক্টরসাহেব তাহার রসীদ দিয়া উপরের লিখিত হুকুমমতে ক্রীত ও বন্ধকী ভূমির ক্রয়পত্রাদি কোর্টওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সর্টিফিকট কাগজ আপন খাজানাখানায় আমানৎ রাখেন্। এবং সেই সর্টিফিকট কাগজের যে সুদ মিলে তাহা সরবরাহকারের স্থানে দেওয়ান যায় আর সেই সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে সেই সুদের টাকা সরকারের মালগুজারীর জায়দাদ সেওয়ায় যে জায়দাদের টাকা থাকে তাহার ন্যায় উপরের লিখনানুসারে খরচ করে ইতি।

সরবরাহকারের হাওয়ালে করা ভূম্যধিকারির খরিদগী ও বন্ধকী কোবালাওগয়রহ সকল লিখন ও কোম্পানী বাহাদুরের সর্টিফিকট যাহাবং স্থানে রাখা যাইবেক তাহার কথা।

সরবরাহকারের হাওয়ালে করা ভূম্যধিকারির কোম্পানী বাহাদুরের সর্টিফিকট কাগজের সুদ সরবরাহকারের হাওয়ালে হইবার ও তাহা যেরূপে খরচ হইবেক তাহার কথা।

১৯ ধারা।

অযোগ্য যে অধিকারিরা এইক্ষণে কর্জ্জদার আছে ও পশ্চাৎ হয় তাহারদিগের উপর যদি সেই কর্জ্জ আদালতক্রমে সঙ্গত হইয়া ডিক্রী হয় তবে তাহা শোধ দেওয়া নিতান্তই উচিত বটে কিন্তু যাবদীয় করসম্পর্কীয় ভূমির উৎপন্ন প্রথমতঃ সরকারের জমা আদায়ের অর্থ বদ্ধ থাকে একারণ ঐ জমা যাহাকে সরকারের হক বলা যায় তাহার আদায় অগ্রে অত্যাবশ্যক জানা যায় কিন্তু সরকারের মালগুজারীর ক্ষতি ও খলল না হইয়া সেই কর্জ্জ যত শোধ হইতে পারে তাহা মহাজনের তলবমতে সকল স্থিত ও সঙ্গতি হইতে করিতে হয় অতএব কর্ত্তব্য যে এমত কর্জ্জের বেওরাকৈফিয়ৎ স্বরাতে কালেক্টরসাহেবকে জানান যায় আর ভূমির সরবরাহকার সেই কর্জ্জ শোধ দিবার পূর্ব্বে সেই কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কৈফিয়ৎ সমেত আপন বিবেচনা যাহা তাহা শোধের বিশিষ্টমতের অর্থে হয় তাহা লিখিয়া কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের স্থানে পাঠান্ এইহেতুক যে কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবেরা এ বিষয়ে যাহা উচিত জানেন্ তাহা সেই কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দেন্ আর মাহাজনের স্বেচ্ছায় যদি সেই কর্জ্জের আসলহইতে কম টাকায় সেই কর্জ্জা টাকা শোধের ধার্য্য হয় তবে সরবরাহকারের কর্ত্তব্য যে যত টাকা তাহার শোধ দিতে খরচ করে কেবল তত টাকাই আপন হিসাবে খরচ লিখে ইতি।

অযোগ্য অধিকারিদিগের কর্জ্জ শোধের মতের কথা।

২০ ধারা।

২০ ধারা।

অযোগ্য অধিকারিদিগের সংসারের অধ্যক্ষের মতের কথা।

৭ সপ্তম ধারার অনুসারে অযোগ্য অধিকারিদিগের সংসারের অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য এই আছে যে তাহারা সেই অধিকারির শরীরের তত্ত্বাবধারণ ও খবরগিরী এবং তাহারদিগের প্রতিপালন আর অপ্রাপ্তব্যবহার হইলে তাহারদিগের খবরগিরী ও তরবীয়ৎ করে ইতি।

২১ ধারা।

অযোগ্য অধিকারিদিগের সংসারের অধ্যক্ষদিগেরে চাহরিতে যে সকল দাঁড়া দৃষ্ট হইবেক তাহার কথা।

সরবরাহকারদিগেরে চাহর করিবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ৮ অষ্টম ধারায় লেখা আছে সে সকল দাড়া অযোগ্য অধিকারিদিগের সংসারের অধ্যক্ষদিগেরে চাহরিতেও নীচের লিখিত মর্ম্মছাড়া বহাল থাকিবেক। সেই মর্ম্মের বেওরা এই যে ভূম্যধিকারির মরণপ্রযুক্ত তাহার অর্থলাভ সেই ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী কিম্বা অন্য যাহার হইতে পারে তাহার প্রতি কখন অধ্যক্ষতার কার্য্য অর্পণ হইবেক না আর যে স্ত্রীলোক অধিকারিণীরা অযোগ্যা হয় তাহারদিগের সংসারের অধ্যক্ষও স্ত্রীলোক থাকিবেক আর যে ভূমির অধিকারিদিগের উত্তরাধিকারিরা অযোগ্য নহে তাহারদিগের সাধ্য থাকিবেক যে ঐ মর্ম্ম দৃষ্টে যাহাকে চাহে তাহাকে সেই উত্তরাধিকারির নিমিত্তে ওসীয়ৎনামাক্রমে অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট করে আর এরূপে অধ্যক্ষতার কার্য্যে যাহার নাম লওয়া যায় সে যদি সেই কার্য্যের যোগ্য হয় ও সেই কার্য্য স্বীকার করিয়া এক একরারনামা ২৪ চতুর্বিংশতি ধারার লিখিত পাঠে লিখিয়া দেয় তবে অধ্যক্ষতার কার্য্য করিতে মঞ্জুর ও নিযুক্ত হইবেক কিন্তু যে কালে অধ্যক্ষতার কার্য্যে যাহার নাম এরূপে ওসীয়ৎনামার অনুসারে করা যায় সে কালে কর্ত্তব্য যে তাহার সমাচার কালেক্টরসাহেবকে দেওয়া যায় ও সেই সাহেবের উচিত যে তাহার সংবাদ আপন বিবেচিত বেওরাসমেত লিখিয়া কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের মঞ্জুরের জন্যে সেই সাহেবদিগেরে লিখেন ইহাতে যদি সেই সাহেবদিগের নিকটে অধ্যক্ষতার কার্য্যে সেই লোকের নিযুক্তহওন মঞ্জুর না হয় তবে মাতবর হইবেক না ইতি।

২২ ধারা।

যে যে ভূম্যধিকারির জন্যে অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্টকরণ আবশ্যক হইবেক তাহার কথা।

যে ভূম্যধিকারিরা অপ্রাপ্তব্যবহারতা কিম্বা জড়তা অথবা বাতুলতা কিম্বা শরীরাদির অন্য দোষপ্রযুক্ত আপনারদিগের নিজের ও ধনের ও প্রতিপালনের তত্ত্বাবধারণের যোগ্যতা না রাখে তাহারদিগের কারণ অধ্যক্ষ নিযুক্তকরণ আবশ্যক হইবেক অন্য অন্যের নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক না আর স্ত্রী ও পুরুষ যে ভূম্যধিকারিরা উপরের লিখনানুসারে অযোগ্য না থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারদিগের ভরণপোষণের জন্যে যে মালিকানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা আপনারা লয় ও খরচ করে ইতি।

২৩ ধারা।

২৩ ধারা।

আশা ও উম্মেদ এমত আছে যে ভূম্যধিকারিদিগের একং জনের যে অন্তরঙ্গদিগের পুস্তাব উপরের ধারায় আছে তাহারদিগের কেহ বিনাবেতনগ্রহণে সেই ভূম্যধিকারিদিগের মালিকানা তাহারদিগের প্রতিপালনে ও অপ্রাপ্তব্যবহার হইলে তাহারদিগের তরবীয়তে খরচ করে কিন্তু যে কালে কোন গতিকে যে কোন অধিকারির অধ্যক্ষকে বেতনক্রমে কিছু দেওয়া আবশ্যক হয় সে কালে কর্ত্তব্য যে সেই বেতনের সংখ্যা কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া সেই অধিকারির ভরণপোষণের টাকাহইতে দেওয়া যায় ইতি।

যে কালে কোন অযোগ্য অধিকারির অধ্যক্ষকে বেতনক্রমে কিছু দেওয়া আবশ্যক হয় সে কালে তাহা যে প্রকারে দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

২৪ ধারা।

একং অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য যে অধ্যক্ষতার কার্য্যের সনন্দ পাইবার পূর্ব্বে যাবৎ তাহার কার্য্য বহাল থাকে তাবৎ আপনি হাজির থাকিবার অর্থে হাজিরজামিন দেয় এবং এক একরারনামাও নীচের লিখিত পাঠক্রমে লিখিয়া দেয়। তাহার পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য একরারপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যে অমুক পরগণা কিম্বা অমুক গ্রামাদি ভূমির অধিকারী অযোগ্য বোধ হইয়াছে সেই অধিকারির সংসারের অধ্যক্ষতা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন জিম্মা করিলাম অতএব একরার লিখিয়া দিতেছি যে আমার প্রতি সমর্পিত কার্য্য সর্ব্বতোভাবে মনোযোগে ও বিশ্বস্তরূপে আপনার যথোচিত বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে অযোগ্য অধিকারিদিগের অধ্যক্ষদিগের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে যে সকল আইন এইক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে ও পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার অনুসারে করিব এবং এই অধিকারির ভরণপোষণের ও তরবীয়তের যে টাকা নিরূপিত আছে তাহা ধর্ম্মতঃ ও প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহার লাভার্থে খরচ করিব আর আমার বেতন অর্থাৎ মিহনতআনা যাহা নির্দ্ধারিত আছে তাহা সেওয়ায় ঐ ভরণপোষণের টাকার দ্বারা অপর লাভ স্পষ্টক্রমে কিম্বা তঞ্চকে গ্রহণ করিব না আর একরার করিতেছি যে এই অধিকারির পক্ষে যাহা পাইব তাহার হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাবে দিব আর যদি এমত প্রমাণ হয় যে কিছু নোক্সান করিয়া থাকি কিম্বা আপনার প্রতি সমর্পিত কার্য্য করিতে এমত বদমামলী করিয়া থাকি যে তাহাতে এই অধিকারির ক্ষতি থাকে তবে ইহাতে আমি আপনাকে ও আপন ওয়ারিসদিগকে বদ্ধ ও একরারকরণওয়ালা করিতেছি যে যত নোক্সান করিয়া থাকি কিম্বা এই অধিকারির যত নোক্সান তহকীক্ হয় তাহার তিনগুণ দিব কি দিবে ইতি।

অযোগ্য অধিকারিদিগের অধ্যক্ষদিগের স্থানে সনন্দ দিবার পূর্ব্বে হাজিরজামিন ও একরারনামা লইবার ও সেই একরারনামার পাঠের কথা।

২৫ ধারা।

কর্ত্তব্য যে অধ্যক্ষের কার্য্য চালানের কারণ যত চাকর আবশ্যক হয় তাহা অধ্যক্ষের দ্বারা কালেক্টরসাহেবের নিকটে ঠাহর এবং কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদি

অযোগ্য অধিকারিদিগের চাকরেরা নিযুক্ত হইবার মতের এবং ১১

ধারার লিখিত সকল হুকুম সেই চাকরদিগের প্রতি বহাল হইবার ও তাহারদিগের খরচ সেই অধিকারিদিগের ভরণ পোষণের টাকাহইতে দেওয়া যাইবার কথা।

গের দ্বারা নিযুক্ত হয় আর সরবরাহকারেরদের আমলার প্রতি যে সকল দাঁড়া ও হুকুম ১১ একাদশ ধারায় লেখা আছে তাহা সমস্তই অধ্যক্ষের চাকরদিগের প্রতি বহাল হইবেক এবং সেই চাকরদিগের খরচ ভূম্যধিকারিদিগের ভরণপোষণের টাকাহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

অধ্যক্ষেরা মাসকাবারী ও সালতামামী হিসাব কালেকটরসাহেবদিগের নিকটে দিবার এবং তাহারদিগের আখরাজাৎ ওয়াজিবী হইবার তহকীক করিবার কথা।

অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য যে ওয়াসিলাৎ ও আখরাজাতের ফর্দসকল মাসেং কালেকটরসাহেবের নিকটে দেয় আর ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই আখরাজাৎ ওয়াজিবী হইবার বিবেচনা ও তনকী করিয়া ওয়াসিলাতের টাকা ওয়াজিবী ও উচিত বিধানে খরচ হইয়াছে কি না ইহার তত্ত্ব লন্ আর অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য যে একং বৎসরান্তর সালতামামী জমাখরচের হিসাব স্বকৃতিপূর্ব্বক সেই খরচো নিদর্শন সকল লিখনসমেত কালেকটরসাহেবের স্থানে দেয় কিন্তু যদি কোন সময়ে কোর্ট ওয়াডেসের সাহেবেরা নিশ্চয় জানেন্ যে সেই হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাব হইবার বিষয়ে সেই অধ্যক্ষেরা কেবল একরার করিলে তাহাতে তাঁহারদিগের কার্য্য বিলক্ষণ নিষ্পত্তি হয় সে সময়ে সেই সাহেবদিগের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সেই অধ্যক্ষদিগেরে স্বকৃতিকরাণ ক্ষমা দিয়া কেবল তাহারদিগের একরারক্রমে সেই হিসাব লন্ আর কালেকটরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই হিসাব ও নিদর্শন সকল লিখন লইলে পর তাহার যাথার্থ্যের বিবেচনা ও তনকীকরণে মনোযোগী হন।

কোন অধ্যক্ষের হস্তে ফাজিল টাকা থাকিলে সে টাকা যেরূপে খরচ হইবেক তাহার কথা।

আর যদি কোন অধ্যক্ষের হস্তে কিছু টাকা ফাজিল আইসে তবে কালেকটরসাহেবের উচিত যে সেই ফাজিল টাকা সেই অধ্যক্ষের আগামি বৎসরে খরচহওয়া আবশ্যক না জানেন্ তবে সেই ভূমির সরবরাহকারের হাওয়ালে করান যে সেই সরবরাহকার সেই টাকা আপনার হাওয়ালে হওয়া ভূমির হিতের অর্থে খরচ করে ইতি।

২৭ ধারা।

যে অধিকারিরা অপ্রাপ্তব্যবহার হয় তাহারা পঞ্চম বর্ষ গতে স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গছাড়া হইবার আর জ্ঞানশিক্ষার বয়সী হইলে তাহারদিগেরে অধ্যক্ষেরা যোগ্য গুরুদিগের স্থানে দিবার কথা।

যে ভূমির অধিকারিরা অপ্রাপ্তব্যবহার হয় তাহারদিগের প্রতি এমত হুকুম আছে যে বয়সের ৫ পঞ্চম বর্ষ গতে আপনারদিগের অন্তঃপুরস্থা স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গছাড়া হইবেক আর যে কালে তরবীয়ৎ এতাবতা গুণশিক্ষার বয়স হয় সে কালে তাহারদিগের অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের বিষয় ও মর্য্যাদানুসারে তরবীয়তের কারণ যোগ্য গুরু ও ওস্তাদদিগেরে নিযুক্ত করে ইতি।

২৮ ধারা।

ভূম্যধিকারিদিগের অপ্রাপ্তব্যবহার কালের সীমার কথা।

মুসলমান এবং হিন্দুদিগের অপ্রাপ্তব্যবহারতার সীমা তাহারদিগের ১৫ পঞ্চদশ বৎসর বয়সপূর্ণপর্য্যন্ত আছে ইতি।

২৯ ধারা।

২৯ ধারা।

যে ভূমির স্ত্রী অধিকারিণীরা অপ্রাপ্তব্যবহারা হয় তাহারদিগের অধ্যক্ষ ২১ একবিংশতি ধারাক্রমে স্ত্রীলোক নির্দ্দিষ্টা হইবেক এবং তাহারদিগের এমত যত্ন কর্ত্তব্য হইবেক যে যে কালে সেই অধিকারিণীরা গুণ শিক্ষার বয়স্থা হয় সেকালে তাহারদিগের বিষয় ও মর্য্যাদানুসারে গুণশিক্ষা ও তরবীয়ৎ হয় ইতি।

যে স্ত্রী অধিকারিণীরা অপ্রাপ্তব্যবহারা হয় তাহারদিগের গুণশিক্ষা সুন্দররূপে করাইতে তাহারদিগের অধ্যক্ষাদিগেরে হুকুমের কথা।

৩০ ধারা।

যে কালে সরবরাহকারী ও অধ্যক্ষতার কার্য্য এক ব্যক্তিকে অর্পণকরণ উচিত জানা যায় সেকালে যে ব্যক্তি কোন প্রকারে সেই ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী না হইতে পারে তাহাকে অর্পণ হইতে পারিবেক কিন্তু এগতিকে ঐ দুই কার্য্য পৃথকং জ্ঞান হয় আর সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে সরবরাহকারীর একরারনামা ও অধ্যক্ষতার একরারনামাও ভিন্নং লিখিয়া দেয় এবং ঐ দুই কার্য্যের মোতালক হিসাব উপরের হুকুম মাফিক পৃথকং দাখিল করে ইতি।

সরবরাহকারী ও অধ্যক্ষতার কার্য্য এক জনকে অর্পণ হইতে পারিবার ও তাহা হইলে যে যে বিষয় তাহার প্রতি বহাল রাখন উচিত হইবেক তাহার কথা।

৩১ ধারা।

সরবরাহকারদিগের ও অধ্যক্ষেদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের কার্য্যের নামনিদর্শনে আপনারদিগের মোহর ও নাম কাগজপত্রে করে ও লিখে আর তাহারদিগের কর্ত্তব্য নহে যে কোন প্রকারে ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার মৃত পূর্ব্বপুরুষের নাম অথবা তাহারদিগের মোহর কোন কাগজপত্রে লিখে ও করে বরং সেই অধিকারির গোষ্ঠীর যে সকল মোহর তাহারদিগের নিকটে প্রস্তুত থাকে তাহা কালেক্টরসাহেবের স্থানে গতায় যে ঐ সাহেবের খাজানাখানায় রাখা যায় ইতি।

সরবরাহকারেরা ও অধ্যক্ষেরা আপনারদিগের নাম ও মোহর কাগজপত্রে লিখিবার ও করিবার এবং ভূম্যধিকারির গোষ্ঠীর সকল মোহর কালেকটরসাহেবকে গতাইবার কথা।

৩২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—২২ দ্বাবিংশতি ধারার লিখিত প্রকারের যে অপ্রাপ্তব্যবহার এবং অন্য অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের উপর যাহারা দাওয়া রাখে তাহারদিগের সে দাওয়া সেই সকল অধিকারী ও তাহারদিগের অধ্যক্ষদিগের নামে একত্র না হইলে শ্রাব্য হইবেক না।

যে অযোগ্য অধিকারির অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার প্রতি দাওয়া সেই অধিকারী ও তাহার অধ্যক্ষের নামে একত্র না হইলে অশ্রাব্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে অযোগ্য অধিকারিরদের প্রস্তাব উপরের প্রকরণে লিখা আছে তাহারদিগের অযোগ্যতার কালেও শক্তি থাকিবেক যে কালেক্টরসাহেব কিম্বা সরবরাহকার অথবা আপনারদিগের অধ্যক্ষের নামে গণতা কিম্বা ক্ষতি খতরার মোকদ্দমায় আপনারদিগের দাওয়া রাখিলে তাহারদিগের পক্ষে যে কেহ তাহা দরপেশ করিতে চাহে তাহার মারফতে কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের নিকটে দরপেশ

উপরের ধারার লিখিতপ্রকারের অযোগ্য অধিকারিরা কালেক্টর সাহেব কিম্বা সরবরাহকার অথবা আপনারদিগের অধ্যক্ষদিগের নামে নোকসানের দাওয়া রা

খিলে যে কেহ তাহা দরপেশ করিতে চাহে তাহার মারফতে এই ধারার লিখিত নিয়মদৃষ্টে কোর্টওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত করাইতে সাধ্য রাখিবার কথা।

দরপেশ করায় এই নিয়মে যে মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে যে খরচা ও খেসারৎ দিবার নির্দ্ধার্য্য হয় তাহার জামিন সে লোক দেয়। আর তদনুসারে সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে যে খরচা ও দণ্ড কালেক্টরসাহেব কিম্বা সরবরাহকার অথবা অধ্যক্ষের উপর সঙ্গত হয় তাহাও সেই পাইবেক আর কোর্টওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে কোন সরবরাহকার কিম্বা অধ্যক্ষের নামে এ প্রকার দাওয়া উপস্থিত হইলে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম করেন যে বিচার করিয়া সে মোকদ্দমার বেওরাকৈফিয়ৎ ঐ কোর্টের সাহেবদিগেরে লিখেন কিন্তু কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে আপনি সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র দেন এমতে তাহার নিষ্পত্তি কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যদি এপ্রকার মোকদ্দমার বিচারকালে কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবেরা কিম্বা কালেক্টরসাহেব কাহাকেও হাজির করাইতে চাহেন তবে ঐ সকল সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার হাজিরের কারণ সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করেন আর সে হাজির হইলে ঐ কোর্টের সাহেবেরদের ও কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে আবশ্যক হইলে যে সকল হুকুম ও দাঁড়া লোকদিগেরে সুকৃতি করাইবার অর্থে সকল জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের নিমিত্তে নির্দিষ্ট আছে তদৃষ্টে সেই লোককে সুকৃতি করান এবং কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবরা এই ধারানুসারে যে নিষ্পত্তিপত্র কোন কালেক্টরসাহেব কিম্বা সরবরাহকার অথবা অধ্যক্ষের নামে পাঠান তাহাতে ঐ কোর্টের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার নকল সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন ও এমত সকল নিষ্পত্তিপত্র সেই আদালতের ডিক্রীর ন্যায়ে জ্ঞান হইয়া তাহার জারী আদালতের অন্যং ডিক্রীর মতে হইবেক কিন্তু এপ্রকার মোকদ্দমাসকলের আপীল যদি তাহার দরখাস্ত সেই নিষ্পত্তিপত্রের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে সেই দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের অথবা কোর্টওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া যায় তবে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে পারে বরং যদি ঐ নিয়মিত কালগতেও আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া যায় তবে আপেলাণ্ট ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত না দিবার বিশিষ্ট হেতু কহিলে সদরদেওয়নী আদালতের সাহেবদিগর কর্তৃত্ব আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল লন ইতি।

৩৩ ধারা।

অযোগ্য অধিকারিরা কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের বিনাঅনুমতিতে দত্তকপুত্র করিতে না পারিবার কথা

যে অযোগ্য অধিকারী কাহাকেও দত্তকপুত্র করিবার বাসনা করে সে দত্তকপুত্র কালেক্টরসাহেবের দ্বারা কোর্টওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের মঞ্জুরীর হুকুম না পাইলে সিদ্ধ ও মাতবর হইবেক না ইতি।

৩৪ ধারা।

৩৪ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কালে কোন ভূম্যধিকারির অযোগ্যতার সমাচার বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগেরে লিখেন্ সে কালে সেই অধিকারির আহ্লেরও বেওরাকৈফিয়ৎ তাহার ভূম্যাদি স্থাবর ও অস্থাবর বস্তুর বিবরণ ও তফসীল যাহা নিশ্চয় জানিতে পারেন্ তাহাসমেত এবং সেই অধিকারির সরবরাহকারী ও অধ্যক্ষতার কারণ যাহাকে আপনারদিগের বিবেচনায় অতিয়োগ্য বুঝেন্ তাহার নাম সেই বিবেচনার হেতু সুদ্ধা লিখিয়া পাঠান্ আর কোন মৃত অধিকারির ওসীয়ৎনামার দ্বারা তাহার কোন উত্তরাধিকারির জন্যে অধ্যক্ষের নিরূপণ হইলে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহার সম্বাদ এবং তাহা মঞ্জুর হইতে কিছু আপত্তি থাকিলে তাহার বেওরাও ঐ বোর্ডে লিখেন্ ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা কোন ভূম্যধিকারির অযোগ্যতার সংবাদ বোর্ড রেবিনিউতে লিখিবার কালে সে সঙ্গে যে যে বেওরা লিখিবেন তাহার কথা।

৩৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের ধারার লিখিত সকল বেওরাকৈফিয়ৎছাড়া মাসিক কিম্বা বার্ষিক অর্থাৎ মাসমাসের কিম্বা সালিআনা যে যে সংবাদ কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবরা চাহেন্ তাহা ঐ কোর্টের সাহেবদিগের নিকটে লিখিতে থাকেন্। আর কালেক্টরসাহেবদিগের এবং সমস্ত সরবরাহকারেরদের ও অধ্যক্ষদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে অন্য যে আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার বিনাব্যতিক্রমে যে যে হুকুম কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের স্থানহইতে তাঁহারদিগেরে পাঠান যায় তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের তলবকরা কৈফিয়ৎসকলের সমাচার দিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা এবং সরবরাহকারেরা ও অধ্যক্ষেরা কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের সকল হুকুম মানিবার কথা।

৩৬ ধারা।

যদি কোন অযোগ্য অধিকারির অযোগ্যতা গেলে পর সে আপন ভূমিতে দখল পায় কিম্বা কোন অযোগ্য অধিকারির ভূমি উত্তরাধিকারিত্বরূপে অথবা মতান্তরে যে কেহ যোগ্য থাকে তাহার ভোগে আইসে তবে সেই দুই প্রকারের লোকের সাধ্য থাকিবেক যে তাহারদিগের ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের এতমামে থাকিবার কালে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনসকলের এবং ঐ কোর্টের সাহেবদিগের হুকুমসকলের ব্যতিক্রমে কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা সরবরাহকারেরাদের অথবা অধ্যক্ষদিগের দ্বারা যে ব্যাঘাত ও হরকৎ হইয়া থাকে কিম্বা তাঁহারদিগহইতে কার্য্যের দ্বারা যে অন্যায় ও বদমামলী প্রকাশ হইয়া থাকে তাহার নালিশ সে মোকদ্দমা যে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক হয় তথায় উপস্থিত করে ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ চতুর্দ্দশ আইনের ৩৩ ধারার লিখিত যে যে দাওয়ার মোকদ্দমাসকলের জওয়াব দেওয়া কালেক্

যে কালে কোন ভূম্যধিকারির ভূমি তাহার অযোগ্যতাপ্রযুক্ত কোর্ট ওয়ার্ডেসের সাহেবদিগের এতমামে থাকিয়া পুনরায় তাহার দখলে আইসে এবং যে কালে কোন অযোগ্য অধিকারির ভূমি উত্তরাধিকারিত্বে কিম্বা মতান্তরে কোন যোগ্যের ভোগে আইসে সেই দুই প্রকারের লোকেরা ঐ সাহেবদিগের এতমামে তাহারদিগের ভূমি রহিবার

কালে কালেক্টরসাহেবের কিম্বা সরবরাহকার অথবা অধ্যক্ষের দ্বারা যে অত্যাচার হইয়া থাকে তাহার নালিশ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে সাধ্য রাখিবার কথা।

টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য হয় তাহার অর্থে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্ধারিত আছে সেই সকল দাঁড়া ও হুকুম এই ধারাক্রমে যে সকল দাওয়ার মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবের নামে উপস্থিত হয় তাহার প্রতিও বহাল হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১১ একাদশ আইন।

করসম্পর্কীয় সমস্ত ভূমির উত্তরাধিকারিত্বের সমস্ত মোকদ্দমায় শরা ও শাস্ত্রের যাবদীয় বিধানচলনে যে বাধা হইয়াছে তাহা না থাকিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাহাদুরের অধিকার এ সকল দেশে নওয়াবী আমলে রাজকীয় ব্যাপারে বিশেষ লাভ সন্দর্শনে যে ব্যবহার চলন অর্থাৎ যে দস্তুর ছিল তদনুসারে বড় ভারী জমীদারী বিভাগযোগ্য হইত না তাহাতে এ প্রকার রাজ্যের কর্ত্তার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারী শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্র অথবা নিকটসম্পর্কীয় প্রধান এক জনকেই সে রাজ্য অর্পিত অন্য উত্তরাধিকারিরা নিরাশ হইত এ ব্যবহার শরা ও শাস্ত্রের বিপর্যয় এইহেতুক যে শরা ও শাস্ত্রের মতে উত্তরাধিকারিত্বের বস্তু কেবল প্রধান উত্তরাধিকারিদিগের নির্দ্দিষ্ট নহে এবং এ ব্যবস্থা স্থির রহিবাতে শরা ও শাস্ত্রের মতে সে রাজ্যে উত্তরাধিকারিদিগের যাহা নিশ্চয় প্রাপ্তব্য তাহা নষ্ট হয় এবং এ ব্যবহার দেশের মঙ্গলবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক এইহেতুক যে পতিত ভূমিপত্তনের নিমিত্তে যে চেষ্টা ও উদ্যোগকরণ উচিত ও আবশ্যক তাহার পর্য্যবসান এক জন কর্ত্তাহইতে তাহার রাজ্যের বিস্তীর্ণতাপ্রযুক্ত কিম্বা যথেষ্ট সম্পত্তি হস্তবশ না থাকনপ্রযুক্ত হওন ভার অতএব শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উপরের লিখিত সমস্ত মন্দগতিক দর্শনে এবং যাবদীয় বিস্তীর্ণ রাজ্যবিভাগ হইয়া তাহাতে রাজসংসারের নিশ্চিত রাজস্ব অর্থাৎ সরকারের মোকররী জমা ধার্য্য না হইয়া থাকিবার কালে যে সকল বিরুদ্ধ ও ক্ষতি হইয়াছে তদৃষ্টে এইক্ষণে মোকররী জমার ধার্য্য ও ঐ সকল রাজ্য অংশাংশ হইয়া ইহার ভাগ বিভাগক্রমে অর্থাৎ কিসমৎওয়ারী জমা নির্দ্দিষ্টের আইন পরিষ্কার হইবাতে সেই সকল মন্দগতিকাদি না থাকিবার কারণ পৃথক বিধানে কএক আইন নির্দ্ধার্য্য করিলেন ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০১ সালের ২০ আষাঢ মওয়াফেকে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পর ভূ

ম্যধিকারির মরণ হইলে তাহার ভূমি শরা ও শাস্ত্রের মতে তাহার উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে অংশ হইবার অথবা ওসীয়ৎনামানুসারে অথবা প্রকারান্তরে অন্যকে অর্পিবার কথা।

মওয়াফেকে ফসলী ১২০১ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২০১ সালের ২০ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫১ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২০৮ সালের ৫ জীহিজ্জার পর কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির মৃত্যু হইলে তাহার ভূমি যাহাকে অর্পণ হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের ও সে ভূমি অংশ হইবার বিষয়ে ওসীয়ৎনামা কিম্বা অন্য নিদর্শনলিপি প্রস্তুত অথবা বাচনিক ধার্য্য অর্থাৎ জোবানী একরার স্থির না করিয়া মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী দুই কিম্বা অধিক জন এমত যদি থাকে যে শরা ও শাস্ত্রের মতে সে ভূমির বিভাগ তাহারদিগেরে অর্শে তবে তাহারদিগের প্রত্যেকেই মুসলমান হইলে শরার মতে ও হিন্দু হইলে শাস্ত্রানুসারে আপনং অংশ পাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

ভূম্যধিকারির মরণ হইলে তাহার উত্তরাধিকারিরা সেই সমুদয় ভূমি আপনারদিগের সাধারণে রাখিতে পারিবার কথা।

ভূম্যধিকারির মরণ হইলে তাহার উত্তরাধিকারিদিগের জনেক কিম্বা অধিকজনে সে ভূমি অংশ করিয়া লইতে পারিবার কথা।

ভূম্যধিকারির মরণ হইলে তাহার উত্তরাকারিদিগের দুই কিম্বা অধিক জনে সে ভূমির মধ্যের আপনারদিগের অংশ সাধারণে রাখিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত তারিখসকলের পর কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির মৃত্যু হইলে তাহার ভূমি যাহাকে অর্পণ হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের ও সে ভূমি অংশ হইবার বিষয়ে ওসীয়ৎনামা কিম্বা অন্য নিদর্শন লিপি প্রস্তুত অথবা বাচনিক ধার্য্য না করিয়া মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী দুই কিম্বা অধিক জন এমত যদি থাকে যে শরা ও শাস্ত্রের মতে সে ভূমির বিভাগ তাহারদিগেরে অর্শে তবে তাহারা সেই ভূমিসমুদয় আপনারদিগের সাধারণে রাখিতে চাহিলে রাখিতে পারিবেক। আর তাহারদিগের জনেক কিম্বা অধিক জনে অথবা সকলে আপনারদিগের অংশ পৃথকং চিহ্নিত করিয়া লইতে চাহিলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের লিখানানুসারে অংশ হইবেক এবং জনাজাতে আপনং অংশ ভোগদখল করিবেক। আর সেই উত্তরাধিকারিরা তিন কিম্বা ততোধিক জন হইলে তাহারদিগের মধ্যে দুই অথবা অধিক জনে আপনারদিগের অংশ সাধারণে রাখিতে চাহিলে রাখিতে পারিবেক ইতি।

৪ ধারা।

যাহারা আপনারদিগের অংশ সাধারণে রাখে তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকার ধার্য্য হইবার কথা।

যাহারা আপনারদিগের অংশ পার্থক্যে ভোগকরে তাহারদিগের ভূমির মোকররী জমা ধার্য্য হইবার কথা।

ঐ সকল উত্তরাধিকারির মধ্যে দুই কিম্বা অধিক জনে ৩ ধারার লিখিত হুকুম মতে আপনারদিগের অংশ সাধারণে রাখিতে চাহিলে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩। ২৪। ২৫। ২৬ ধারার লিখনানুসারে তাহারদিগের ভূমির সরবরাহকার জনেক ধার্য্য হয়। আর সকল উত্তরাধিকারির মধ্যে জনেক কিম্বা অধিক জনে আপনারদিগের অংশ বিভিন্নতায় ভোগ করিতে চাহিলে কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে তাহারদিগের জনাজাতের অংশের মোকররী জমা ধার্য্য হয় অর্থাৎ কিসমৎওয়ারীতে জমা বিছানী করা যায়। ও সে ভূমি খাস তহসীল থাকিলে কিম্বা ইজারাবিলি রহিলে তাহার বিভাগের বিষয়ে ঐ ১ আইনের ১১ ধারায় যে প্রকার লেখা আছে তাহাই হয় ইতি।

৫ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১১ একাদশ আইন।

৫ ধারা।

উপরের লিখিত দাঁড়াক্রমে যে ব্যবস্থা মৌকুফের জন্যে এই যে আইন পরিষ্কার হইয়া ধার্য্য হইল ইহার মতে কোন ভূমির অনেক উত্তরাধিকারিসত্ত্বে সে ভূমি সমুদয় তাহারদিগের জনেকের ভোগদখলে এইক্ষণে থাকিলে এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পূর্ব্বে ঐ ব্যবহারানুসারেও সেই সমুদয় ভূমি সকল উত্তরাধিকারির মধ্যে এক জনের দখলে রহিলে সে ভূমিতে অন্য জনেরদিগের অংশের দাওয়া সাব্যস্থ হইবেক না ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পূর্ব্বে যে সকল ভূমি উত্তরাধিকারিদিগের জনেকের ভোগদখল হইয়া থাকে তাহাতে এই আইনের হুকুম চলন না হইবার কথা।

৬ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পূর্ব্বে কিম্বা পরে উদ্দেশ দানপত্র অথবা অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধার্য্যক্রমে কোন ভূম্যধিকারী আপন অধিকারভূমি অন্যের স্বত্বরহিত অর্থাৎ অসাধারণ করিয়া আপনার উত্তরাধিকারিদিগের কিম্বা উপরি লোকসকলের এক জনকে সমুদয় অথবা যে কএক জনকে দেওয়া উচিত জানে তাহাকে তাহা দিতে চাহিলে সেই দান ও উদ্দেশ দানপত্র অথবা অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধার্য্য শরা ও শাস্ত্রের মতের বহির্ভূতে এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনসকলের অন্যথায় না হইয়া ঐ সকল মতানুসারে হইলে তাহা দিতে এই আইনের মতে নিষেধ না জানে ইতি।

এই আইনের মতে ভূম্যধিকারী ভূমি যে রূপে যাহাকে দেয় তাহা শরা ও শাস্ত্র ও হজুরের আইনসকলের মতের অন্যথায় না হইলে দিতে নিষেধ না থাকিবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে মুসলমান কাজী ও মুফ্তী এবং হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

আদালত করিবার সিরিস্তা সুন্দররূপে চলন হইবার কারণ এই দুই সামগ্রী আবশ্যক চাহি এক এই যে সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের মোতালক কজায়ী ও মুফ্তীগিরী এবং পণ্ডিতের সকল কার্য্য সরল এবং ধার্ম্মিক ও শরার হুকুমের খবরদার এবং শাস্ত্রজ্ঞ লোকদিগেরে অর্পণ হয়। দ্বিতীয় এই যে ঐ সকল কার্য্য এমতে স্থির হয় যে অনুরাগার্থী লোকেরা অনুরাগলাভার্থে ঐ সকল কার্য্যকরণের অভিলাষী হন এবং ঐ সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পর সর্ব্বতোভাবে সাবধানে সরলতাতে ও ধর্ম্ম সংস্থানক্রমে ঐ সকল কার্য্যকরণের নিমিত্তে প্রয়াস রাখেন। এতদ্ভিন্ন ইহাও উচিত হয় যে যদি কখন ঐ সকল কার্য্যকরণে তাঁহারদিগ্‌হইতে ত্রুটি হয় তবে তদর্থে তাহারদিগেরে জওয়াব দিবার ও শাস্তি পাইবার স্থানে যাইতে হয় এইহেতুক যে তাঁহারা এ বিষয়ের অর্পিত কোন কার্য্যে আবত হইয়া অসদ্ব্যবস্থা না করিয়া ও কুকর্ম্মান্বিত না হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব রহিতে পারেন অতএব নীচের লিখিত কএক দাঁড়া নির্দ্ধারিত হইল ইতি।

২ ধারা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতেরা নিযুক্ত হইবার এবং তাঁহারদিগের অজ্ঞানতা ও অব্যবস্থাপকতা ও কুকর্ম্মতা প্রমাণ না হইলেও অবসর না হইবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালত ও সকল মফঃসল আপীল আদালত এবং সমস্ত দায়ের ও সায়েরী আদালত এবং সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতসকলের মোতালক সকল কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতেরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে নিযুক্ত হইবেন এবং ঐ শ্রীযুতের হজুরে তাঁহারদিগেরে অর্পণহওয়া কার্য্যকরণে তাঁহারদিগের অজ্ঞানতা ও অসদ্ব্যবস্থাপকতা ও কুকর্ম্মতা প্রমাণ না হইলে তাঁহারা কার্য্যহইতে অবসর ও তগীর হইবেন না ইতি।

৩ ধারা।

কাজীপ্রভৃতির উপযুক্ততার কথা।

কর্ত্তব্য যে যে সকল লোক কজায়ী ও মুফ্তীগিরী ও পণ্ডিতের কার্য্যকরণের যোগ্য

হন্

হন ও তাঁহারদিগের রীতি ও চরিত্র বিশিষ্ট হয় তাঁহারাই কজায়ী ও মুফ্তীগিরী ও পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন।

৪ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের কাজী ও মুফ্তী নিজামৎ আদালতের কজায়ী ও মুফ্তীগিরীকার্য্যে এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের কাজী ও মুফ্তীরা দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের কজায়ী ও মুফ্তীগিরী কার্য্যে পুবৃত্ত হইবার কথা।

সদর দেওয়নী আদালতের কাজী ও মুফ্তী নিজামৎ আদালতের কজায়ী ও মুফ্তীগিরী কার্য্যে এবং এক২ এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের কাজী ও মুফ্তী সেই এক২ এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতের কজায়ী ও মুফ্তীগিরী কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন ইতি।

৫ ধারা।

সকল দেওয়ানী আদালতের কাজী ও মুফ্তীরা আপন২ কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে যে পাঠে সুকৃতি করিবেন তাহার কথা।

১ পৃথম পুকরণ। — সকল দেওয়ানী আদালতের কাজী ও মুফ্তী মুসলমানদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যে যে আদালতে নিযুক্ত হন সেই২ আদালতে আপনারদিগের কার্য্য করিতে পুবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করিয়া সুকৃতি পত্রে স্বাক্ষর করেন। সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালত অথবা অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের কাজী অথবা মুফ্তী শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি এই আদালতের কজায়ী কিম্বা মুফ্তীগিরীর মোতালক সকল কার্য্য আপন বুদ্ধিসাধ্যে ও সাবধানে পুকৃতপুস্তাবে করিব এবং আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও উপস্থিত হয় ও নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে তাহার কোন মোকদ্দমায় কাহারও স্থানে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস নজর অথবা সওগাতে স্পষ্ট ক্রমে কিম্বা চক্রান্তে লইব না এবং আমার কার্য্যের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম মতে যে বেতন অর্থাৎ মেহনতআনা ও লাভের ধার্য্য আছে ও পশ্চাৎ যে ধার্য্য হয় তাহাছাড়া তঞ্চকক্রমে লাভান্তর করিব না ইতি।

সকল দেওয়ানী আদালতের কাজী ও মুফ্তীরা আপন২ কার্য্যে বসিয়া ছয়২ মাসব্যাজে যে পাঠে সুকৃতি করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতিয় পুকরণ। — ছয়২ মাসব্যাজে অর্থাৎ পৃতিবৎসরের ১ পহিলা জানুআরী ও ১ পহিলা জুলাই তারিখে সকল দেওয়ানী আদালতের কাজী ও মুফ্তীরা যে যে আদালতে নিযুক্ত থাকেন সেই২ আদালতে নীচের লিখিত পাঠে সুকৃতি করিয়া সুকৃতি পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালত অথবা অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের কাজী অথবা মুফ্তী শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি ইস্তক ১ পহিলা জানুআরী লাগাইৎ ৩০ ত্রিশা জুন গুজস্তা কিম্বা ইস্তক ১ পহিলা জুলাই লাগাইৎ ৩১ একত্রিশা দিসেম্বর গুজস্তা এই আদালতের কজায়ী কিম্বা মুফ্তীগিরীর মোতালক সকল কার্য্য আপন বুদ্ধিসাধ্যে ও সাবধানে পুকৃতপুস্তাবে করিয়াছি এবং এ আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও উপস্থিত

হয়

হয় ও নিষ্পত্তি পাইয়াছে তাহার কোন মোকদ্দমায় কাহারো স্থানে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস নজর অথবা সওগাতে স্পষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে লই নাই এবং আমার কার্য্যের বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজরের হুকুমমতে যে বেতন ও লাভের ধার্য্য আছে তাহাছাড়াও তঞ্চক্রমে লাভান্তর করি নাই ইতি।

৬ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতসকলের কাজী ও মুফ্তীরা নিজামৎ আদালতে এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতসকলের কার্য্যের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনের পাঠক্রমে সুকৃতি করিবার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালত ও সকল মফঃসল আপীল আদালতের কাজী ও মুফ্তীদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা নিজামৎ আদালত এবং সকল দায়ের ও সায়েরী আদালতের কজায়ী ও মুফ্তীগিরী কার্য্যের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ নবম আইনে সুকৃতিকরণের যে পাঠ লেখা আছে সেই পাঠে সুকৃতি করেন্ ইতি।

৭ ধারা।

সকল দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা আপনারদিগের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে এই ধারার পাঠক্রমে নিয়মপত্র লিখিয়া দিবার কথা।

সকল দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যে যে আদালতে নিযুক্ত হন্ সেইং আদালতে আপনারদিগের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নীচের লিখিত পাঠক্রমে একরার এতাবতা নিয়ম করিয়া নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করেন্। পাঠের বেওরা এই যে লিখিতং সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালত অথবা অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত শ্রীঅমুকস্য নিয়মপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি এই আদালতের পণ্ডিতের সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য আপন বুদ্ধিসাধ্যে ও সাবধানে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব এবং এ আদালতে আমার স্থানে যে প্রশ্ন অর্থাৎ সওয়াল লিখনের দ্বারা কিম্বা বাচনিকে হইবেক তাহার উত্তর যথাশাস্ত্র লিখিয়া দিব কিম্বা বাক্যের দ্বারা করিব শাস্ত্রানুসারে যাহা না হইবেক তাহা লিখিয়া দিব না কথাতেও কহিব না যদি শাস্ত্রবহির্ভূতে কিছু লিখিয়া দিই অথবা কথায় কহি তবে ৮ স্থানে অপরাধী এবং পতিত হইব আর এ আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও উপস্থিত হয় ও নিষ্পত্তি পাইয়াছে তাহার কোন মোকদ্দমায় কাহারো স্থানে কিছু নগদ কিম্বা সামগ্রীতে দর্শনী কিম্বা ভেটী স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে লইব না এবং আমার কার্য্যের বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমমতে যে বেতন ও লাভের স্থৈর্য্য আছে ও পশ্চাৎ যে ধার্য্য হয় তাহাছাড়া তঞ্চক্রমে লাভান্তর করিব না ইতি।

৮ ধারা।

কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতদিগের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা

১ প্রথম প্রকরণ।—সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এদেশি আমলাদিগের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার মোকদ্দমাসকলের নালিশের প্রতি

লইবার নালিশ হইলে আদালতসকলের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

যে সকল দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৯ নবম ধারায় লেখা আছে সমস্ত আদালতের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতদিগের নামে সেমত নালিশ হইলে তাহাতেও নীচের লিখিত বিশেষ মর্ম্মছাড়া সেই সকল দাঁড়া চলিবেক ইতি।

মফঃসল আপীল আদালতসকলে এই ধারার লিখিত সকল মোকদ্দমার যেমতই ডিক্রী হউক তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন মফঃসল আপীল আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার মোকদ্দমার নালিশ সেই আদালতে হইয়া নিষ্পত্তি পায় সে নালিশ প্রমাণ হয় কিম্বা না হয় তথাচ সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক বরং মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিক্রমে যে টাকার ডিক্রী হয় তাহার ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল লইবার অর্থে এই আইন নির্দ্ধার্য্যের তারিখের যে কোন আইনে হুকুম লেখা আছে সে হুকুমের অন্যথা হইলেও এমত মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে লইবার কারণ বিবেচনা হইবেক নাই ত।

কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতদিগের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশ প্রমাণ হইলে যে যে কালে জিলা ও শহরের আদালতসকলের জজসাহেবদিগকে ও সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাসাহেবদিগেরে তাঁহারদিগের আদালতের ডিক্রী যবেস্থবে রাখিতে হুকুম আছে তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সমস্ত জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতসকলের সকল জজসাহেব ও সমস্ত মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের দ্বাদশ ধারা ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারাক্রমে শক্তি দেওয়া গিয়াছে যে যদি তাঁহারদিগের নিষ্পত্তি করা অস্থাবর বস্তুর কোন মোকদ্দমার আপীল হয় ও ঐ সকল ধারার লিখনানুসারে মাতবর মালজামিনসুদ্ধা একরারনামা দাখিল করে তবে তাঁহারা আপনারদিগের আদালতের ডিক্রী জারী না করিয়া যবেস্থবে রাখেন্ এমতে যদি কখন কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের অথবা মফঃসল আপীল আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশ সেই আদালতে হইয়া তাহা প্রমাণপূর্ব্বক ডিক্রী হয় ও সে মোকদ্দমার আসামী আপীলের দরখাস্ত করিয়া ঐ সকল ধারার লিখনক্রমে মাতবর মালজামিনসুদ্ধা একরারনামা দাখিল করে তবে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সে মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করেন্ ইতি।

কোন আদালতের কাজীপ্রভৃতির নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশ প্রমাণ হইলে যদি সে মোকদ্দমার আপীল না হয় তবে তথাকার জজসাহেব ডিক্রী জারী করাইয়া তাহার নকল শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতসকলের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের মোতালক কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশী যে মোকদ্দমা তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রমাণপূর্ব্বক ডিক্রী হয় সে মোকদ্দমার আপীল না হইলে সে মোকদ্দমার ডিক্রী যেমতে জারী করাইতে হয় সেইমতে করাইয়া নিয়মিত কালের মধ্যে সে ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান্ ইতি।

সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহে

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে

তাঁহারদিগের

তাঁহারদিগের এলাকার আদালতের কিম্বা জিল্লা অথবা শহরের মোতালক আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশী যে মোকদ্দমা তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া পুমানপূর্ব্বক ডিক্রী হয় সে মোকদ্দমার আপীল না হইলে সে মোকদ্দমার ডিক্রী যেমতে জারী করাইতে হয় সেই মতে করাইয়া নিয়মিত কালের মধ্যে সে ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন ইতি।

বেরা যে যে কালে রেস্বৎআদির মোকদ্দমায় আপনারদিগের ডিক্রী জারী করাইয়া তাহার নকল শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ পুকরণ।— সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কোন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশী মোকদ্দমা তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া পুমানপূর্ব্বক ডিক্রী হয় সে ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্ ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা রেস্বৎ আদির নালিশ পুমাণ পূর্ব্বকে যে ডিক্রী করেন্ তাহার নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে দিবার কথা।

৭ সপ্তম পুকরণ।—যে কালে কোন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশী মোকদ্দমা পুমাণের ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে উপস্থিত হয় সে কালে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে চাহেন্ সেই ব্যক্তিকে কেবল তাহার কার্য্যহইতে অবসর করেন্ অথবা অবসর করিয়া তাহার ভাগ্যে অতিরিক্ত এমত হুকুম দেন্ যে পশ্চাৎ কখনো সে ব্যক্তি সরকারের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না হইতে পারে এবং ইহাছাড়াও ঐ শ্রীযুতের ক্ষমতা আছে যে কোন আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশ হইলে তাহা সেই আদালতের সাহেবের লিখনানুসারে অথবা অন্যের স্থানে ঐ শ্রীযুতের কর্ণগোচর হইলে তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া যাবৎ সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি শেষ না হয় তাবৎ সেই কাজীপুভৃতিকে তাহার কার্য্যহইতে স্থগিত রাখণ উচিত জানিলে রাখেন্ ইতি।

কোন আদালতের কাজীপুভৃতির নামে রেস্বৎ আদির নালিশ পুমাণ হইলে তাহাকে তগীর করিতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্বের কথা।

৮ অষ্টম পুকরণ।—যদি কোন মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা জিলা অথবা শহরের দেওয়ানী আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিতের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার নালিশী মোকদ্দমা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া অপুমাণ পূর্ব্বক ডিক্রী হয় অর্থাৎ নিষ্পত্তি পায় ও সে মোকদ্দমার ফরিয়াদী নিয়মিত কালের মধ্যে আপীল না করে তবে এমতে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান্ এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া কাজী ও মুফ্তীপুভৃতির নামে রেস্বৎআদির নালিশী মোকদ্দমার যে ডিক্রী অপুমাণ পূর্ব্বক করেন্ তাহার নকল সপ্তাহের মধ্যে ঐ শ্রীযুতের হজুরে দেন্ ইতি।

কাজীপুভৃতির নামে রেস্বৎআদির নালিশ অপুমাণপূর্ব্বক ডিক্রী করিলে নিষ্পত্তিশেষের পর তাহার নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইতে সকল দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

৯ ধারা।

যে কালে কোন আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিত কাহারো কর্ম্মস্থান শূন্য হয় সে কালে সে আদালতের সাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

যে কালে কোন আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী অথবা পণ্ডিত কেহ মরেন্ কিম্বা কার্য্য ত্যাগ করেন্ সে কালে সেই আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে সংবাদ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দেন্ এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্তের যোগ্য অন্য জনেক উপযুক্তকে ঠাহরিয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরে সমাচার করেন্ তদনুসারে ঐ শ্রীযুত অভীষ্ট হয় সেই ব্যক্তিকে নতুবা অন্য যাঁহাকে অতিউপযুক্ত জানেন্ তাঁহাকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন্।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর আমলাদিগেরে নিযুক্ত করিবার আর ঐ সকল আমলার যে যে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার আইন শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

হেতুবাদ।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর আমলাদিগেরে নিযুক্ত করিবাব আর ঐ সকল আমলার যে যে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার এবং ঐ সকল আমলা কিম্বা আদালতসকলের জজ অর্থাৎ বিচারকর্ত্তা সাহেবদিগের নিজের চাকর অথবা তাঁহারদিগের এলাকার লোক কেহ কাহারো স্থানে রেস্বৎ অর্থাৎ ঘুষ ও জবরদস্তীতে কিছু নগদ কিম্বা জিনিস লইলে যে মতে তাহার নালিশ শুনা যাইবেক ও তাহার বিচার হইবেক তাহার হুকুম পৃথক বিধানে লেখা গেল ইতি।

২ ধারা।

জজসাহেবেরা নাজিরের নায়েবওগয়রহ সেওয়ায় এদেশি লোকদিগেরে আদালতের আমলা নিযুক্ত ও পরিবর্ত্ত করিতে পারিবার কথা।

জজসাহেবেরা নাজিরের নায়েব ও মৃধা ও পেয়াদা লোকসেওয়ায় এদেশি লোকদিগেরে সকল দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর আমলা নিযুক্ত করিবেন এবং তাহারদিগেরে অনুপযুক্ত কিম্বা অপরাধী অথবা অন্য কুকর্ম্মান্বিত জানিলে ছাড়াইয়া অন্য উপযুক্ত লোকদিগেরে প্রবৃত্ত করিতে পারিবেন। নাজিরেরা আপনং নায়েব ও মৃধা ও পেয়াদাদিগেরে নিযুক্ত ও পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেক আর নাজিরদিগের সমভিব্যাহারী নায়েব ও মৃধা ও পেয়াদারা আপনং জিম্মার সমস্ত কার্য্য প্রকৃতপ্রস্তাবে করিবার কারণ জজসাহেবেরা যত টাকার নিদর্শনে মুচলকা লইবার ধার্য্য করেন্ নাজিরেরা তত টাকার নিদর্শনে মুচলকা লিখিয়া দিবেক। এবং জজসাহেবেরাও তদনুসারে আপনারদিগের মোতালক আদালতের অন্যং এদেশি আমলাদিগের স্থানে যত টাকার নিদর্শনে মুচলকা লেখাইয়া লওন উচিত জানেন্ তত টাকার নিদর্শনে মুচলকা তাহারদিগের স্থানে লেখাইয়া লইবেন ইতি।

নাজিরেরা আপনং নায়েবওগয়রহকে নিযুক্ত ও পরিবর্ত্ত করিতে পারিবার এবং মুচলকা লিখিয়া দিবার কথা।

জজসাহেবেরা আদালতের অন্যং এদেশি আমলাদিগের স্থানে মুচলকা লইতে পারিবার কথা।

৩ ধারা।

শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর যে ইঙ্গরেজ লোক আ

১ প্রথম প্রকরণ।—শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিবেচনাক্রমে শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর ইঙ্গরেজ লোক সকল দেওয়ানী আদালত

দালতসকলের রেজিষ্টর ওগয়রহ আমলা তাঁহার দিগের সুকৃতির কথা।

ও ফৌজদারীর রেজিষ্টর ও রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট অর্থাৎ ইঙ্গরেজী সিরিস্তাদার ও তাঁহার নায়েব নিযুক্ত হইবেন ও তাঁহারা কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে দরবারের সময় আপনারা যে যে আদালতে নিযুক্ত হন তথাকার জজসাহেবদিগের নিকটে নীচের লিখনানুসারে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

সুকৃতির বেওরা এই যে।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের অথবা অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট অথবা অন্য আমলার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুকৃতি করিতেছি যে আমার মোতালক এই আদালতের রেজিষ্টরী কিম্বা অমুক কার্য্য আপন বুদ্ধিসাধ্যে সাবধানে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব ও এ আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে কিম্বা উপস্থিত হয় অথবা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে আমি স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে কোনপ্রকারে কাহারো স্থানে চক্রান্তে অর্থাৎ গোপনে কি অগোপনে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস নজর অথবা সওগাতে লইব না এবং আমার জ্ঞাতসারে আমার চাকর ও আমার তাবে লোক কাহা কেও এ আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে কিম্বা উপস্থিত হয় অথবা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে তাহারদিগের নিজ হস্তে কিম্বা অন্যের দ্বারা কোনপ্রকারে কাহারো স্থানে চক্রান্তে কিছু নজর টাকা ও জিনিস ভেটী লইতে দিব না এবং ইঙ্গরেজের জন্মভূমি বিলায়তে টাকা পাঠাইবার কারণ আমি কিম্বা আমার প্রস্থে কেহ ইঙ্গরেজের এ অধিকারে ও কোন স্থানে কোন ব্যবসায় ও মহাজনী করিব না এবং করিবেক না এবং আমার এ কার্য্যের প্রতি যে প্রাপ্তি হইবার হুকুম হুজুরহইতে হইয়াছে ও পশ্চাৎ যাহা হয় তাহা দেওয়ায় কোন মতে চক্রান্তে কিছু লাভ করিব না এতদর্থে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি।

শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল সকলের রেজিষ্টরআদি সাহেব আমলারা নিজামৎ আদালত এবং দায়েরের ও সায়েরের রেজিষ্টরীওগয়রহ কার্য্যের ভার রাখেন অতএব ৯ আইনের ৩৫ ধারানুসারে তাঁহারদিগের দিব্য করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর ইঙ্গরেজ লোক যে কেহ সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতসকলের রেজিষ্টর ও রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট ও অন্যং আমলা আছেন তাঁহারাই নিজামৎ আদালত এবং দায়ের ও সায়েরের রেজিষ্টর ও রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্টওগয়রহ আমলা অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৩৫ ধারায় নিজামৎ আদালত এবং দায়ের ও সায়েরের ঐ সকল আমলার কর্ত্তব্য যেমত দিব্য লেখা গিয়াছে তাঁহারা নিজামৎ আদালত এবং দায়ের ও সায়েরের কার্য্যের এলাকায় সেমতেও সুকৃতি করিবেন ইতি।

৪ ধারা।

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর এদেশি

দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর এ দেশি সিরিস্তাদার ও অন্য প্রধান আমলা ও মুন্সী ও মুহরির ও নাজিরেরা আপনং কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে তাহারা যে যে আ

দালতের

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

দালতের আমলা হয় তথাকার জজসাহেবদিগের নিকটে আদালতের দিবসে নীচের লিখনানুসারে সুকৃতি করিবেক ইতি।

আমলাদিগের সুকৃতির কথা।

সুকৃতির দেওয়া এই যে।

লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা নিজামৎ আদালতের অথবা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের কিম্বা অমুক এলাকার দায়ের ও সায়েরের কিম্বা অমুক জিলা অথবা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের সিরিস্তাদারী কিম্বা অন্য প্রধান আমলার কিম্বা মুন্সীগিরী কিম্বা মুহুরিরগিরী কিম্বা নাজিরী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সুকৃতি করিতেছি যে আমি আপন মোতালকের সকল কার্য্য বুদ্ধিসাধ্যে সাবধানে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব এ আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও উপস্থিত হয় ও নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে আমি স্বহস্তে কিম্বা পরহস্তে কোনপ্রকারে কাহারো স্থানে চক্রান্তে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস নজর অথবা সওগাৎ লইব না এবং আমার জ্ঞাতসারে আমার চাকর ও আমার তাবে লোক কাহাকেও এ আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে ও উপস্থিত হয় ও নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে তাহারদিগের নিজহস্তে কিম্বা অন্যের দ্বারা কোনপ্রকারে কাহারো স্থানে গোপন কিম্বা অগোপনে কিছু নজর টাকা ও জিনিস ভেটী লইতে দিব না এবং আমার এ কার্য্যের প্রতি যে প্রাপ্তি হইবার হুকুম হজুরহইতে হইয়াছে ও পশ্চাৎ যাহা হয় তাহা সেওয়ায় কোনমতে চক্রান্তে কিছু লাভ করিব না এতদর্থে সুকৃতি করিয়া সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি।

৫ ধারা।

সকল দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর জজসাহেবেরা রেজিষ্টর ও রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট ও এদেশি আমলাসকলের যে যে কার্য্য কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন রেজিষ্টরওগয়রহ আমলারা সকলে জজসাহেবদিগের হুকুমমাফিক আপনারদিগের মোতালক সকল কার্য্য করিবেন ইতি।

জজসাহেবদিগের হুকুমমতে আমলারা কার্য্য করিবার কথা।

৬ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা নগদ ২০০ দুইশত টাকার মোকদ্দমার ও যে জিনিসের মূল্য দুইশত টাকা এবং সকর যে ভূমির উৎপন্ন সম্বৎসরে ২০০ দুইশত টাকা ও নিষ্কর যে ভূমির উৎপন্ন সম্বৎস্বরে ২০ কুড়ী টাকা সিক্কার অধিক না হয় এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির ভার আপনং রেজিষ্টরসাহেবদিগেরে দিতে পারিবেন জজসাহেবেরা যে যে সময়ে আদালতে না বসিবেন সেইং সময়ে রেজিষ্টরসাহেবেরা আদালতের কাছারীতে বসিয়া এই সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন রেজিষ্টরসাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমা বিচারক্রমে ডিক্রী করিবেন সে সকল ডিক্রীতে আপনং দস্তখৎ করিয়া জজসাহেবদিগের সহী মঞ্জুর করাইবেন

জজসাহেবেরা যে যে মোকদ্দমার তজবীজ ও নিষ্পত্তির ভার আপনং রেজিষ্টরসাহেবদিগেরে দিতে পারিবেন তাহার কথা।

ও জজ

মফঃসল আপীলের রেজিষ্টরসাহেবেরা আপীলের কোন মোকদ্দমার তজবীজ ও নিষ্পত্তি করিতে না পারিবার কথা।

ও জজসাহেবদিগের বিনাসহীতে সে ডিক্রী মাতবর হইবেক না। এই ধারার লিখনানুসারে যে হুকুম মফঃসল দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের প্রতি হইতে পারিবেক এমতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনারদিগের রেজিষ্টরসাহেবদিগেরে ভার না দেন্ যে তাঁহারা যে মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া পরে তথাহইতে আপীলে উপস্থিত হয় তাহার কোন মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

৭ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবেরা শ্রীযুতের বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য কোন কার্য্য করিতে না পারিবার কথা।

সকল দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর রেজিষ্টরসাহেবেরা আইনের হুকুমী সেওয়ায় কোন কার্য্য করিতে না পারিবার কথা।

কোন জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেব পীড়িত হইলে কিম্বা সাক্ষাৎ না থাকিলে অথবা তাঁহার কর্ম্মস্থান শূন্য হইলে রেজিষ্টরসাহেবকে অনুমতি নাই যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে সে জজসাহেবের কর্ত্তব্য কার্য্য করেন্। বরং সমস্ত দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর রেজিষ্টরসাহেবদিগেরে এই নিষেধ আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ মাই তারিখের নির্দ্ধারিত কোন আইনের মতে তাঁহারদিগের যে সাধ্য আছে কিম্বা পশ্চাৎ কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়া ঐ ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের হুকুমমাফিক ছাপা হইলে তদনুসারে যে শক্তি রেজিষ্টরসাহেবদিগের হয় তাহাছাড়া সে সকল আদালতের কোন মোকদ্দমা না করেন্ ইতি।

৮ ধারা।

রেজিষ্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট এবং অন্য২ এদেশি আমলার কর্ত্তব্যের কথা।

জজসাহেবেরা যে দিবসে যে যে হুকুম দেন্ তাহা সকল দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর রেজিষ্টরসাহেবেরা সে দিবসে আদালতের মিসিল উঠিলে পর জারী করাইবেন ও রেজিষ্টরসাহেবদিগের আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা ও অন্য এদেশি আমলারা সেই সকল কার্য্যের পর্য্যবসানের নিমিত্তে ও কাগজপত্র তরজমা ও নকল করিবার কারণ এবং আদালতের সকল রোয়দাদের কাগজপত্র বিলি করিয়া রাখিবার জন্যে রেজিষ্টরসাহেবদিগের পুষ্টিপূরকতা করিবেন আর রেজিষ্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা ও এদেশি আমলা লোক উপরের লিখনানুসারে সমস্ত কার্য্য জজসাহেবদিগের হুকুমমাফিক করিবেন আর সকল আদালতের এদেশি আমলাদিগেরে এই নিষেধ আছে যে যে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে কিম্বা উপস্থিত হয় অথবা উপস্থিত হইবার হেতু থাকে উপরের কথিত ছাড়া তাহার কোন বিষয়ে গোপন অথবা অগোপনে হস্তনিক্ষেপ না করে ইতি।

৯ ধারা।

যে আদালতে যে আমলা নিযুক্ত আছেন্ সে আমলা সেই আদালতে রেস্বৎ ও জবরদস্তীর বিষয়ে নালিশের

১ প্রথম প্রকরণ।— সকল দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর আমলা কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতছাড়া শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর রেজিষ্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদিগের আসিষ্টাণ্টপ্রভৃতিসাহেবলোক ও এদেশি আমলাদিগের মধ্যে কেহ যদি

যদি কাহারো স্থানে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লন্ তবে যে আদালতের আমলা হন্ সেই আদালতে তাহার জওয়াব দিবেন ইহাতে যে কেহ এ মত নালিশ করিবেক তাহার নালিশী আরিজী জজসাহেব লইবেন। ও সে নালিশ লইবার অগ্রে ফরিয়াদীর দাওয়া প্রমাণার্থে জজসাহেব ফরিয়াদীকে তাহার জাত্যনুসারে সুকৃতি করাইবেন তাহাতে যদি সে ফরিয়াদী বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত হয় ও তত্তুল্য লোককে সুকৃতিকরাণ আদালতে কর্ত্তব্য না হয় তবে এমত বিষয়ে নিয়মপত্র অর্থাৎ একরারনামা লেখাইয়া লইবার যে বিধান আছে তদনুসারে সে ফরিয়াদীর স্থানে নিয়মপত্র লেখাইয়া তাহাতে তাহার স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন তদ্ভিন্ন সেই ফরিয়াদী বিনাবাধায় অবিলম্বে আপন মোকদ্দমার উত্তরপ্রত্যুত্তর করিবার জন্যে তাহার স্থানে যত টাকার নিদর্শনি একরারক্রমে হাজিরজামিন লওয়া উচিত হয় তত টাকার নিদর্শনি একরারক্রমে হাজিরজামিন লইবেন। ইহাতে যদি সেই ফরিয়াদী দিব্য না করে কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিতে না চাহে অথবা হাজিরজামিন না দেয় তবে জজসাহেব তাহার নালিশী আরজী লইবেন না ইতি।

জওয়াব দিবার যোগ্য হইবার কথা।

জজসাহেব ঐ বিষয়ের নালিশী আরজী লইবার অগ্রে ফরিয়াদীকে দিব্য করাইবার অথবা তাহার স্থানে নিয়মপত্র লেখাইয়া এবং জামিন লইবার কথা।

ফরিয়াদীর ঐ বিষয়ের নালিশ দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে সাক্ষর না করিলে ও জামিন না দিলে অগ্রাহ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার যে মোকদ্দমার বীজ অর্থাৎ যে মোকদ্দমার কারণ সেই রেস্বৎখুরী জবরদস্তী হইয়া থাকে সেই আসল মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালত অথবা নিজামৎ আদালতে উপস্থিত না থাকে কিম্বা নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে ও সেই রেস্বৎ ও জবরদস্তীর মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা নিজামৎ আদালতে কেহ করে তবে সেই আসামী যে আদালতের আমলা তথায় ফরিয়াদীমজকুর সে নালিশ করিয়া এই ৯ ধারার ১ প্রথম প্রকণের লিখনানুসারে সুকৃতি কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও হাজিরজামিন দিতে উদ্যত থাকিলে তথাকার জজসাহেব তাহার নালিশ না লইয়া থাকেন্ এমত প্রমাণ দিয়া ঐ ১ প্রকরণের লিখনানুসারে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করে ও হাজিরজামিন দেয় তবে সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সে নালিশ শুনিয়া সেই প্রধান আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে হুকুমনামা লিখিয়া সে আসামী যে আদালতের আমলা সেই আদালতে সে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবেন। কিন্তু যদি কেহ মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালত অথবা নিজামৎ আদালতে নালিশ করে ও যে মোকদ্দমার নালিশ করে তাহার আসল মোকদ্দমা যদি ঐ দুই প্রধান আদালতে উপস্থিত রহে কিম্বা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে সেই ফরিয়াদী কেবল ঐ ১ প্রথম প্রকরণের লিখনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা নিজামৎ আদালতে দিব্য অথবা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিলে ও হাজিরজামিন দিলে তথায় তাহার নালিশী

সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতে মফঃসল আপীল কিম্বা দায়ের ও সায়েরের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু লইবার মোকদ্দমার নালিশ শুনিয়া তাহার আসল মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত কিম্বা নিষ্পত্তি না হইয়া থাকিলে তথাকার সাহেবেরা তাহাতে যেমত হুকুম করিবেন তাহার কথা।

সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতে মফঃসল আপীল কিম্বা দায়ের ও সায়েরের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু লইবার বিষয়ে যে নালিশ হয় তাহার আসল মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত কিম্বা নিষ্পত্তি হ

ইয়া থাকিলে তথায় তাহার যে বিধান হই বেক তাহার কথা।

নালিশী আরজী লইয়া সে আসামী যথাকার আমলা সেই মফঃসল আপীল কিম্বা দায়ের ও সায়েরের জজসাহেবের নিকট সে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু লইবার মোকদ্দমার নালিশ শুনিয়া তাহার আসল মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত কিম্বা নিষ্পত্তি না হইয়া থাকিলে তথাকার সাহেবরা তাহাতে যেমত হুকুম করিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার যে মোকদ্দমার আসল মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না থাকে কিম্বা নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে ও সেই রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে লইবার মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে কেহ করে তবে সে আসামী যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলা তথায় ফরিয়াদীমজকুর সে নালিশ করিয়া ঐ ১ প্রথম প্রকরণের লিখনানুসারে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও হাজিরজামিন দিতে উদ্যত থাকিলে তথাকার জজসাহেব সে নালিশ না লইয়া থাকেন পরে সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে সে নালিশ করিয়া ঐ ১ প্রকরণের লিখনানুসারে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও হাজিরজামিন দিতে উদ্যত থাকিলে তথাকার জজসাহেবেরাও সে নালিশ না শুনিয়া থাকেন এমত প্রমাণ দিয়া ঐ ১ প্রকরণের লিখনানুসারে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করে ও হাজিরজামিন দেয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে নালিশ শুনিয়া সেই প্রধান আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতে হুকুমনামা লিখিয়া সে আসামী যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলা সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবের স্থানে পাঠাইবেন যে তদনুসারে জজসাহেবমৌসুফ সে নালিশ লন্। আর জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে এপ্রকার নালিশের আসল মোকদ্দমা যদি সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত কিম্বা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে ও সে আসামী যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলা তথায় তাহার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে লইবার নালিশ না হইয়া একেবারেই সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে হইয়া সেই মফঃসল আপীল আদালতহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তবে এপ্রকার মোকদ্দমায় ফরিয়াদী সেই নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে করিয়া তথায় ঐ ১ প্রকরণের লিখনানুসারে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও হাজিরজামিন দিতে উদ্যত থাকিলেও তথাকার জজসাহেব সে নালিশ না লইয়া থাকেন্ এমত প্রমাণ ফরিয়াদী দিয়া ঐ ১ প্রকরণের লিখনানুসারে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করে ও হাজিরজামিন দেয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে নালিশ শুনিয়া সে মোকদ্দমা সেই মফঃসল আপীল আদালতে অথবা সে আসামী যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলা তথায় যে স্থানে বিহিত জানেন্ সেই স্থানেই সোপর্দ্দ করিবেন্। কিন্তু যদি কেহ জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ও যে মোকদ্দমার নালিশ করে

সদর দেওয়ানী আদালতে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু লইবার

তাহার

তাহার আসল মোকদ্দমা যদি ঐ প্রধান আদালতে উপস্থিত রহে কিম্বা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে সেই ফরিয়াদী কেবল ঐ ১ প্রকরণের লিখনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিলে ও হাজিরজামিন দিলে তথাহইতে সে মোকদ্দমা যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলা সে আসামী সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবকে সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

বিষয়ে যে নালিশ হয় তাহার আসল মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত কিম্বা নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে তথায় তাহার যে বিধান হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— কোন জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার যে মোকদ্দমার আসল মোকদ্দমা সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত না থাকে অথবা নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে ও সেই রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে লইবার মোকদ্দমার নালিশ সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে কেহ করে তবে এপ্রকার মোকদ্দমায় সে আসামী যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলা তথায় ফরিয়াদীমতকুর সে নালিশ করিয়া ঐ ১ প্রকরণের লিখনানুসারে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিতে ও হাজিরজামিন দিতে উদ্যত হইলেও যদি তথাকার জজসাহেব সে নালিশ না লইয়া থাকেন এমত প্রমাণ দিয়া ঐ ১ প্রকরণের লিখনানুসারে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করে ও হাজিরজামিন দেয় তবে সেই মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে নালিশ শুনিয়া সে আসামী যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলা তথায় সে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবেন। কিন্তু যদি কেহ কোন জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার মোকদ্দমায় সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করে ও যে মোকদ্দমার নালিশ করে তাহার আসল মোকদ্দমা যদি সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত রহে কিম্বা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে সেই ফরিয়াদী কেবল ঐ ১ প্রথম প্রকরণের লিখনানুসারে দিব্য কিম্বা নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করিলে ও হাজিরজামিন দিলে সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে নালিশ শুনিয়া সে আসামী যে আদালতের আমলা তথায় সে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

মফঃসল আপীলে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু লইবার মোকদ্দমার নালিশ শুনিয়া তাহার আসল মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত কিম্বা নিষ্পত্তি না হইয়া থাকিলে তথাকার সাহেবেরা তাহার যেমত হুকুম করিবেন তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যদি কোন দায়ের ও সায়েরের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার নালিশ নিজামৎ আদালতে লওয়া যায় কিম্বা কোন মফঃসল আপীল আদালত অথবা জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে এপ্রকার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে শুনা যায় তবে ঐ দুই প্রধান আদালতের সাহেবেরা সে নালিশের বেওরা অবগত হইয়া সে আসামী যে আদালতের আমলা তথায় সে মোকদ্দমা পাঠাইতে চিত্তে কিছু সন্দেহ হইলে মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরের আমলার নামে নালিশী মোকদ্দমার বিচার সদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন কিন্তু জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে নালিশী মোকদ্দমার বিচার অভীষ্ট হয় সদর দেওয়ানী আদালতে

নিজামৎ আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে দায়ের ও সায়েরের কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতের অথবা জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু লইবার মোকদ্দমার নালিশ হইলে সে আসামী যে আদালতের আমলা তথায় সে মোকদ্দমা পা

টাইতে চিত্ত পুকাশ না হইলে সে মোকদ্দমার যে উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

আদালতে করিবেন অথবা যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালত হয় সেই এলাকার মফঃসল আপীলে সোপর্দ্দ করিবেন ইতি।

মফঃসল আপীল আদালতে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু লইবার মোকদ্দমার নালিশ হইলে সে আসামী যে আদালতের আমলা তথায় সে মোকদ্দমা পাঠাইতে চিত্ত পুকাশ না হইলে সে মোকদ্দমায় যে উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ পুকরণ।— যদি কোন জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা লইবার নালিশ কোন মফঃসল আপীল আদালতে লওয়া যায় তবে সেই মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে নালিশের বেওরা জ্ঞাত হইয়া সে আসামী যে আদালতের আমলা তথায় সে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে চিত্তে কিছু সন্দেহ হইলে সে মোকদ্দমার বিস্তারিত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে সংবাদ করিবেন তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের অভীষ্ট হয় সেই মফঃসল আপীল আদালতে কিম্বা সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে যথায় উচিত জানেন্ তথায় সে মোকদ্দমা বিচারকারণ সমর্পণ করিবেন ইতি।

যে যে আদালতে আমলাদিগের নামে রেস্বৎ কিম্বা জবরদস্তীতে কিছু লইবার মোকদ্দমার বিচার হইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম পুকরণ।— কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা কোন ফৌজদারী আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ কিম্বা জবরদস্তীতে কিছু টাকা অথবা জিনিস লইবার যে নালিশ এই ৯ নবম ধারাক্রমে যে আদালতে উপস্থিত হয় সেপুকার নালিশ সংস্তই দেওয়ানী আদালতসকলে হইবেক ইহাতে এপুকার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতের আমলা কিম্বা নিজামৎ আদালতের আমলার নামে সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের নিকট উপস্থিত হইলে অথবা ঐ সাহেবদিগের যে শক্তি এই ৯ নবম ধারার ৫ পঞ্চম পুকরণক্রমে আছে তদনুসারে কার্য্য করিলে ফরিয়াদীকে হুকুম দিবেন যে তাহার সেই মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করে আর তদনুসারে যদি এপুকার নালিশ কোন মফঃসল আপীল আদালতের আমলা কিম্বা দায়ের ও সায়েরের আমলা অথবা জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে কোন মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরের সাহেবেরদের নিকটে উপস্থিত হয় কিম্বা এপুকার নালিশী কোন মোকদ্দমা তাঁহারদিগেরে সোপর্দ্দ হয় তাহাতেও তাঁহারা ফরিয়াদীকে হুকুম দিবেন যে আপনার সে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে দরপেশ করে এবং জিলা কিম্বা শহরের আদালতের কোন জজসাহেব আপন আদালতের মোতালক আমলার নামে এপুকার নালিশী মোকদ্দমা লন্ কিম্বা এপুকার নালিশী কোন মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালত অথবা মফঃসল আপীল আদালতহইতে তাঁহাকে সোপর্দ্দ হয় তাহাতেও ঐ জজসাহেব ফরিয়াদীকে হুকুম দিবেন যে তাহার সে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে দরপেশ করে ইতি।

এদেশি আমলার নামে রেস্বৎ কিম্বা জবরদস্তীতে কিছু লইবার মো

৮ অষ্টম পুকরণ।— কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর এদেশি আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা অথবা জিনিস লইবার নালিশ কোন

আদালতে

আদালতে উপস্থিত হইয়া ফরিয়াদীর দাওয়াসমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে কিছু প্রমাণ হইলে সে আমলা ফরিয়াদীর স্থানে যত টাকা কিম্বা জিনিস লইয়া থাকে তত টাকা কিম্বা জিনিসের মূল্য তাহাকে ফিরিয়া দিবেক এবং তাহার তিনগুণ দণ্ড শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারে দাখিল করিবেক তাহাতে যে মতে অন্য ডিক্রীর দেনার আঞ্জাম হয় সেই মতেই এ ডিক্রীর দেনার আঞ্জাম করিতে হইবেক ও যে আমলার ত্রুটিতে এমত ডিক্রী হয় সে আমলা যদি অবধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল না করে কিম্বা সে মোকদ্দমা আপীলের উপযুক্ত না হয় তবে জজসাহেব সে মোকদ্দমার ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর যদি সে মোকদ্দমা আপীলের উপযুক্ত হয় ও আপীল করে ও সেই ডিক্রী তথায় মঞ্জুর হয় তবে যে আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হয় সেই আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই শেষ নিষ্পত্তিপত্র অর্থাৎ ডিক্রীর নকল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন তাহাতে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে উচিত জানিলে এমত হকুম দিবেন যে সে আমলা কখন শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের কোন কার্য্য পাইবেক না ও যে আদালতের এদেশি আমলার নামে এমত নালিশ হয় সে আদালতের জজসাহেব আবশ্যক জানিয়া যাবৎ সে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ সে আমলাকে তাহার কার্য্য চালাইতে না দিয়া স্থগিত রাখিবেন ইতি।

কদ্দমার বিচারে ফরিয়াদীর দাওয়াসমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে কিছু প্রমাণ হইলে তাহার ডিক্রী যেমত হইবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—এই ৯ ধারার লিখনানুসারে শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর কোন ইঙ্গরেজ লোক দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর কোন আ.মলা হইলে তাঁহার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা অথবা জিনিস লইবার নালিশ কোন আদালতে উপস্থিত হইয়া ফরিয়াদীর দাওয়া সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে কিছু প্রমাণ হইলে সে আমলা ফরিয়াদীর স্থানে যত টাকা কিম্বা জিনিস লইয়া থাকেন্ তত টাকা কিম্বা জিনিসের মূল্য তাহাকে ফিরিয়া দিবেন এবং তাহার তিনগুণ দণ্ড শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারে দাখিল করিবেন তাহাতে যদি সে আমলা অবধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল না করেন্ তবে জজসাহেব সে ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন আর যদি সে মোকদ্দমা আপীলের উপযুক্ত হয় ও আপীল করেন্ ও আপীলেও সে ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে যে আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হয় সেই আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই শেষ নিষ্পত্তিপত্র অর্থাৎ ডিক্রীর নকল সপ্তাহের মধ্যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন তাহাতে গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে বিবেচনাপূর্ব্বক সেই ডিক্রীর টাকা উসুলকরাণ সে আমলা যে মশাহেরা শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারে পান্ তাহাহইতে কর্ত্তন করিতে কিম্বা প্রকারান্তরে সে টাকার সংস্থান করাইতে হকুম দিবেন এবং চাহেন্ সে আমলাকে তাঁহার

শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর কোন আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু লইবার মোকদ্দমায় বিচারে ফরিয়াদীর দাওয়াসমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে কিছু প্রমাণ হইলে তাহার ডিক্রী যেমত হইবেক তাহার কথা।

কার্য্যহইতে তগীর করিবেন অথবা কোম্পানীর সরকারের চাকরীহইতে স্থগিত রাখিবেন। আর কোন আদালতের আমলার নামে রেস্বৎওগয়রহের নালিশ যে আদালতে হইয়া তথায় সে আমলার অপরাধ না ঠাহরিয়া ডিসমিস হয় সে আদালতের জজসাহেব সে ডিসমিসের নকল সেই ডিসমিস হইবার তারিখহইতে সপ্তাহের মধ্যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সে ডিসমিস দৃষ্টি করিয়া ও সে মোকদ্দমার সবিশেষ অবগত হইয়া যাবৎ সে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ সে আমলাকে তাহার কার্য্য চালাইতে না দিয়া স্থগিত রাখন উচিত জানিলে তাহাই করিবেন ইতি

শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর কোন আদালতের আমলার নামে রেস্বৎ ওগয়রহের নালিশ হইলে তাঁহার নামে আদালতের হুকুম যেরূপে পাঠান যাইবেক তাহার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—এই ৯ ধারার লিখনানুসারে কোন মোকদ্দমায় শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর কোন আদালতের আমলার নামে আদালতের কিছু হুকুম লেখা গেলে সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেব আপন নাম ও যে কার্য্যের ভার তাঁহাকে থাকে তাহার ধ্বনি দিয়া দস্তখৎ করিয়া সেই হুকুমলিখন সেই আসামীর নামের পত্রের ন্যায় খাম ও মোহর করিয়া সেই আসামীর স্থানে পাঠাইবেন ইহাতে যদি রেজিষ্টরসাহেব আপনি সে মোকদ্দমার আসামী হন্ তবে রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট কিম্বা শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য আমলায় উপরের লিখনানুসারে সে কাগজে আপন নাম ও যে কার্য্যের ভার তাঁহাকে থাকে তাহার ধ্বনি দিয়া দস্তখৎ ও খাম ও মোহর করিবেন তাহাতে কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর কোন আমলা সে আদালতে না থাকিলে জিলা কিম্বা শহরের আদালত হইলে তথাকার জজসাহেব ও আপীল আদালত হইলে তথাকার তৃতীয় জজসাহেব দস্তখৎ ওগয়রহ করিবেন। যে সাহেব আসামীর নিকট এমত হুকুম যাইবেক সে সাহেব তাহা জ্ঞাত হইয়া পুনরায় খাম করিয়া খামের উপর সেই লিখনের দাখিল শব্দ লিখিয়া যে সাহেব সে হুকুমলিখনে দস্তখৎওগয়রহ করিয়া পাঠাইবেন তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

এই ধারানুসারে শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকরের নামে নালিশের যে সকল মোকদ্দমা কোন মফঃসল আপীলে ডিক্রী হয় সে সকল মোকদ্দমারি আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—এই ৯ ধারার লিখনানুসারে শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর দেওয়ানী আদালতের কি ফৌজদারীর কোন আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার মোকদ্দমায় কোন মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী কিম্বা ডিসমিসক্রমে নিষ্পত্তি হইলে এই আইনের লিখিত তারিখের কোন আইনের মতে সে মোকদ্দমা ক্ষুদ্র হওনপ্রযুক্ত সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল না হইবার নিদর্শন থাকিলেও সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।

আমলাদিগের নামে কেহ মিথ্যা নালিশ করিলে তাহার নামে আ

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।— এই ৯ ধারার লিখনানুসারে কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস

লইবার

লইবার মোকদ্দমা বিচারক্রমে ডিসমিস হইলে সেই ফরিয়াদী যে আদালতের মোতা লক হয় সেই আদালতে তাহার নামে সেই আমলা আপন মর্য্যাদা ও নোক্সানের দাওয়ায় নালিশ করিতে পারিবেন্ ইতি।

মলারা আপনাদিগের মর্য্যাদা ও নোকসানের দাওয়ায় নালিশ করিতে পারিবার কথা।

১০ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের এবং দায়ের ও সায়েরের ও জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের চিহ্নিত চাকর তাঁহারদিগের রেজিষ্টর কিম্বা রেজিষ্টরের আসিষ্টাণ্ট অথবা অন্য কোন আমলা রেস্বৎ কিম্বা জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার বিষয়ছাড়া শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের কোন কার্য্যে কিছু আলস্য কিম্বা অপর ত্রুটি করিলেও তাহার বিবরণ সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা নিজামৎ আদালতে সুগোচর করান্ ইতি।

মফঃসল আপীল এবং দায়ের ও সায়েরী আদালতের ও জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা আপনং রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টপ্রভৃতি আমলা সাহেব লোকের আলস্য ও ত্রুটির বৃত্তান্ত সদর দেওয়ানী আদালতে ও নিজামৎ আদালতে লিখিবার কথা।

১১ ধারা।

আদালতের আমলাছাড়া কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর জজসাহেবের সহবাসী কিম্বা নিজের চাকর কেহ সে আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে কিম্বা হয় অথবা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার এলাকার কাহারো স্থানে রেস্বৎ কিম্বা জবরদস্তীতে কিছু টাকা অথবা জিনিস কোনপ্রকারে চক্রান্তে কিম্বা অগোপনে লইলে তাহার এমত অপরাধ আদালতকে অবজ্ঞাকরণাপরাধের ন্যায় গণ্য হইবেক ও তাহাতে যে টাকা কিম্বা জিনিস লয় তাহার তিনগুণ তাহার স্থানে দণ্ড লওয়া যাইবেক কিম্বা সে কয়েদ হইবেক অথবা শারীরিক শাস্তি পাইবেক এই তিন বিধানের যাহা জজসাহেব উচিত জানেন্ তাহাই করিবেন এবং সেই আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহার সেই সহবাসী ও নিজের চাকরকে আপন নিকটহইতে দূর করেন্ এবং তাহাকে কখন শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের কিম্বা আপনার কোন কার্য্যে কোনপ্রকারে চক্রান্তে নিযুক্ত না করেন্ তাহাতে যদি সে আসামী নিয়মিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল না করে কিম্বা সে মোকদ্দমা আপীলের উপযুক্ত না হয় অথবা আপীল হইয়া সেই আদালতের ডিক্রী আপীল আদালতে সাব্যস্থ হয় তবে যে আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হয় তথাকার সাহেবেরা সেই শেষ নিষ্পত্তিপত্র অর্থাৎ ডিক্রীর নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে বিবেচনাপূর্ব্বক সে ডিক্রীর হুকুমের অতিরিক্ত আজ্ঞা করিবেন যে সে লোক পশ্চাৎ কখন শ্রীযুত কোম্পানীর সরকারের কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্য হইতে না পারে ইতি।

আদালতের আমলা ছাড়া অন্য লোকের উপর রেস্বৎখুরী ও জবরদস্তী করিয়া টাকা লইবার মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে তাহার যেরূপ শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

সদরের মালগুজার সকল জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের মতের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

সদরের মালগুজার সমস্ত ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের স্থানে সরকারের মালগুজারী অবিলম্বে ও বিনাবাধায় সরকারে ওয়াসিল হইবার কারণ কালেক্টরসাহেবদিগেরে এইমতে কর্ত্তৃত্ব অর্পণকরণ উচিত যে মালগুজারীর যে টাকা বাকী পড়ে তাহা আদালতের বিনাসহায়তায় আপনারা উসুল করিতে পারেন্ এইহেতুক যে আদালতে উপস্থিত করিয়া বাকী টাকা উসুল করিতে হইলে তথাকার বিবেচনার আবশ্যকতাজন্য যে বিলম্ব হয় তদ্দৃষ্টে অব্যবস্থিত লোকেরা মালগুজারী দিতে শৈথিল্য করিত ও তাহা উসুল হইতে আদালতে বিস্তর উত্তরপ্রত্যুত্তর ও বচসা অনবরত হইত কিন্তু ঐ কর্ত্তৃত্ব কালেক্টরসাহেবদিগেরে এমতে অর্পণকরণ উচিত হয় যে তাঁহারদিগহইতে আদালতের ব্যবস্থার ব্যতিক্রমে কোন ক্রিয়া হইলে তাঁহারদিগের সম্বন্ধে আদালতহইতে তাহার বিধান হইতে পারে ও ঐ কর্ত্তৃত্বকে দৌরাত্ম্যের মধ্যেও না আনেন্ অর্থাৎ তদনুসারে দৌরাত্ম্য না করেন্ ইহার হেতু এই যে এমত ক্রিয়া হইবাতে ভূমির পত্তনে বাধা জন্মিয়া তাহার উৎপন্ন কখন অল্প ও কখন বিস্তর হইয়া বস্তুত্বের হানি এতাবতা মূল্যের অল্পতা হয় অতএব সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের প্রত্যেকের শিরের মালগুজারীর মাসওয়ারী কিস্তির নিদর্শনে সমস্ত তাহুতের ফর্দ্দ ও বাকী টাকা উসুলের মতের যাবদীয় আইন যদি কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে থাকে তবে যে সময়ে কালেক্টরসাহেবদিগহইতে ঐ সকল তাহুত ও আইনের ব্যতিক্রমে কোন ক্রিয়া না হয় সে সময়ে তাঁহারদিগের নামে অযথার্থ নালিশ উপস্থিত হইলে কোনপ্রকারে তাঁহারদিগের ক্ষতি হইতে পারিবেক না ইহার কারণ এই যে কালেক্টরসাহেবেরা সরকারের মালগুজারীর প্রকৃত বাকী টাকা উসুলের কার্য্যে ঐ কর্ত্তৃত্ব চালাইতে আদালতের কাছারীহইতে তাঁহারদিগের সহায়তা এবং ঐ কর্ত্তৃত্বক্রমে দৌরাত্ম্য করিলে তাঁহারদিগের সম্বন্ধে তাহার বিধান হইতে পারিবেক আর তদনুসারে সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগহইতে যাবৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারদিগের হেতুবাদ।

য়েদ করিবেন তাহার কথা।

কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে বাকী টাকার কারণ কয়েদ করিবার মনস্থ করেন সে সময়ে কালেক্টরী মোহর ও আপন দস্তখৎ ও কালেক্টরীর দেওয়ানের সহীযুক্তে এক দস্তক বাকী টাকার সংখ্যা ও যে তারিখে সে টাকা দেওয়া ওয়াজিবী ছিল সেই তারিখ নিদর্শনে এইমতে যে সে বাকীদার দস্তক হাওয়ালে হওয়া পেয়াদাদিগের নিকটে রুজু হয় পেয়াদারা তাহাকে লইয়া জিলার আদালতের জিহলখানায় দাখিল করে লিখিয়া দুই পেয়াদার হাওয়ালে করিয়া সেই বাকীদারের উপর তৈনাৎ করিবেন ও দুই জন পেয়াদার অধিক তৈনাৎ না করিবেন।

পেয়াদারা জিলার আদালতের জিহলখানায় বাকীদারকে পঁহুছাইবার ও কালেক্টর সাহেব জজসাহেবের নিকটে বাকীদারের বিষয়ে দরখাস্ত দিবার ও সে দরখাস্তের পাঠের কথা।

আর পেয়াদারা সে বাকীদারকে ধরিয়া ত্বরাতে জিহলখানায় লয় ও সে বাকীদার জিহলখানায় পঁহুছিলে সেকালে দরবার থাকে কি না থাকে কালেক্টরসাহেব সেই বাকী টাকার সংখ্যা ও তাহা যে দিনে ওয়াজিবী দেনা সে দিন নিদর্শনে এক দরখাস্ত লিখিয়া সেই বাকীদারকে কয়েদ করিবার কারণ সরকারী উকীলের দ্বারা আদালতের জজসাহেবের নিকটে দাখিল করাইবেন।

জজসাহেব বাকীদারকে কয়েদ করিবার কথা।

সে দরখাস্ত পঁহুছিলে জজসাহেব সে বাকীদারকে দেওয়ানী আদালতের জিহলখানায় কয়েদ করিবেন এবং সে বাকীদার সেই বাকী টাকা ও যেপর্য্যন্ত সে কয়েদ থাকে সেপর্যন্তে যে টাকা তাহার স্থানে ওয়াজিবী তলব হয় তাহাসমেত যাবৎ বেবাক না দেয় কিম্বা কালেক্টরসাহেব উপরের লিখিত হুকুম মতে তাহাকে খালাসকরণের দরখাস্ত যাবৎ দাখিল না করেন তাবৎ সে বাকীদারকে কয়েদ রাখিবেন।

পেয়াদাদিগের তলবানার কথা।

আর ঐ পেয়াদারা সে বাকীদারকে জিহলখানায় পঁহুছাইবার বিষয়ে যে কএক দিন নিয়ম থাকে সেই কএক দিনের আপনারদিগের তলবানা দিনপ্রতি একেক জনে ✓. দুই আনার হিসাবে সেই বাকীদারের স্থানে পাইবেক কিন্তু যে সকল জিলায় পেয়াদার রোজ দুই আনার কম দস্তুর থাকে সে সকল জিলায় সেই দস্তুরমাফিক পাইবেক ইহাতে সেই পেয়াদাদিগের নাম ও তাহারদিগের তলবানার দস্তুর দিন নিরূপণে সেই দস্তকের পৃষ্ঠে লেখা থাকিবেক আর যে জিলার এলাকায় সেই বাকী টাকার সম্বর্ক্কীয় ভূমি থাকে সে জিলায় সে বাকীদারের বসত না থাকিলে কিম্বা তথায় সে হাজির না রহিলে কালেক্টরসাহেব দস্তক দুই পেয়াদার হাওয়ালে করিয়া হুকুম দিবেন যে অন্য যে জিলায় সেই বাকীদার বসত করে কিম্বা হাজির থাকে সেই অন্য জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে তাহারা যায় তাহাতে সেই অন্য জিলার কালেক্টরসাহেব সেই পেয়াদাদিগের সঙ্গে আপন পেয়াদা দিয়া সেই বাকীদারকে দেখাইয়া দিবেন পেয়াদারা সেই বাকীদারকে ধরিয়া যে জিলায় তাহাকে ধরে সেই জিলার আদালতের জিহলখানায় পঁহুছায় তাহাতে আদি জিলার অর্থাৎ সে আসামী যে জিলার বাকীদার সে জিলার কালেক্টরসাহেব যে জিলার জিহলখানায় সে বাকীদার পঁহুছে তথায় সে বাকীদারকে কয়েদ করাইবার জন্য এক দরখাস্ত সেই অন্য জিলার সরকারী উকীলের নিকটে পাঠাইবেন সে উকীল তথায় সে বাকীদার পঁহুছিলে সে দরখাস্ত সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের

লওয়া

নিকটে দাখিল করিবেক ও যে জিলার আদালতের জিহলখানায় সে বাকীদারকে লওয়া যায় সে জিলার নাম সেই দস্তুকের পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক ইহাতে উপরের লিখিত দুই হেতুছাড়া ফলতঃ যে জিলার বাকীদার তথায় তাহাকে না পাইলে অন্য জিলার কালেক্টরসাহেবের সহকারিতায় তাহাকে ধরিয়া সেই অন্য জিলার আদালতের জিহলখানায় তাহাকে কয়েদকরাণের হুকুম জারী দেওয়ায় আদি জিলার আদালতের জিহলখানায় সে বাকীদার কয়েদ হইলে যে রূপে এই ধারার লিখিত অন্য যাবদীয় বিষয়ে সাবধানহওন উচিত হইত এবিষয়েও সেইমত সাবধান হওন উচিত হইবেক তাহাতে কালেক্টরসাহেব কিম্বা তাঁহার আমলার স্থানে অথবা সে বাকীদারের ভূমির এতমামে এতাবতা বিষয় কার্য্যে যে আমীন নিযুক্ত হয় তাহার উপর সে বাকীদারের যে দাওয়া হয় তাহা সে বাকীদার আদি জিলার আদালতে উপস্থিত করে ও তথাকার জজসাহেব সে মোকদ্দমায় যে হুকুম ও ডিক্রী করেন তদনুসারে অন্য যে জিলায় সে বাকীদার কয়েদ হয় সে জিলার জজসাহেব কার্য্য করিবেন ইতি।

৬ ধারা।

যেকালে কালেক্টরসাহেব ৪ চতুর্থ ধারানুসারে কোন জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে কয়েদ করেন সেকালে সেই জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা অন্য ভূমি কিম্বা ইজারা মহালের মালগুজারী তহসীলের কারণ জনেক আমীনকে দরকারী আমলাসমেত নিযুক্ত করিবেন ও আমলাসমেত আমীনের বরাওর্দ্দের ফর্দ্দ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে ফর্দ্দ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে দাখিল করিবেন ঐ শ্রীযুতের হুজুরে সে ফর্দ্দ মঞ্জুর অথবা বরাওর্দ্দ অল্প কিম্বা অধিক করণ যাহা উচিত জানেন তাহাই করিবেন তাহাতে আমলার বরাওর্দ্দা ও আমীনের এলাকার অন্যং খরচের যে টাকা ঐ শ্রীযুতের হুজুরে মঞ্জুর হয় তাহা বাকীদারের শিরে পড়িয়া তাহার সম্পর্কীয় ভূমির উৎপন্নহইতে আদায় হইবেক। আর সেই বাকীদারের দেওয়ান কিম্বা সে বাকীদার যাহাকে নিযুক্ত করে সে সেই আমীনের ওয়াসিলাতের সকল জমা ও খরচের কাগজের রুজু লিখিবেক। আর সেই বাকীদারের সহিত তাহার তাবের সকল ইজারদার ও প্রজাদিগের যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহা কোনপ্রকারে অন্যথা না করিয়া তদনুসারে সেই আমীন তহসীল করিবেক ও সে করারদাদ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের সমস্ত হুকুমমতে হইয়া থাকে কি না থাকে তথাপি কোনরূপে সে করারদাদের অধিক কাহার স্থানে লইবেক না ইহাতে যদি সে আমীন এই ধারার হুকুমের অন্যথা কার্য্য করে তবে তাহার নালিশ সে আমীনের নামে জিলার আদালতে হইতে পারিবেক। যদি কোন বিষয়ে বাকীদারের সহিত তাহার তাবের সকল ইজারদার ও প্রজাদিগের করারদাদ

কোন ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কয়েদ হইলে তাহার মালগুজারীর টাকা তহসীলের কারণ এক জন আমীন নিযুক্ত হইবার কথা।

আমীনের নিকটে রুজু লিখিবার কারণ বাকীদার লোক নিযুক্ত করিবার কথা।

বাকীদারের সহিত তাহার তাবের মালগুজারদিগের যে করারদাদ হইয়া থাকে তদনুসারে মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে আমীনের প্রতি হুকুমের কথা।

কিছু করারদাদ না হইয়া থাকিলে মালগুজারী তহসীলের বিষয়ে আমীনের মতের কথা।

জমীদারীওগয়রহের নোক্‌সান ও টাকা তসরুফ হইলে আমীনের উপর তদারক হইবার কথা।

কোন তহসীলদার কিম্বা তহসীলের এলাকার লোককে ক্ষুদ্র অধিকারাদির তহসীলের ভারার্পণের কথা।

না হইয়া থাকে তবে সে আমীন পরগনার সরে ও দাঁড়ামতে তহসীল করিবেক। তাহাতে সে আমীন তহসীলের কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে কিছু টাকা অপব্যয় করিলে কিম্বা সেই জমীদারী অথবা তালুক কিম্বা অন্য ভূমি অথবা ইজারার কিছু ক্ষতি হইলে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে সে কারণে সেই আমীনের নামে নালিশ করে। ইহাতে যদি বাকীদারের সংক্রান্তীয় ভূমি এমত অল্প হয় যে তাহার উৎপন্নে আমীনের সকল খরচ না কুলায় তবে সে ভূমির তহসীলের কার্য্যের ভার কালেক্টরসাহেবের পুস্থে সে ভূমির নিকট স্থানে যে তহসীলদার থাকে অথবা তহসীলের সিরিস্তার এলাকা অন্য যে কেহ রাখে তাহার প্রতি হইবেক ও যে লোককে এ কার্য্যের ভার হইবেক সে লোক এই ধারানুসারের নিষেধ ও বিধিক্রমে যে যে বিষয় কার্য্য আমীনের কর্ত্তব্য হইত ও আমীনের প্রতি যে যে মর্ম্ম ও হুকুম চলিত সেই নিষেধ ও বিধিক্রমে সেই২ বিষয় কার্য্য করিবেক ও সেই সকল মর্ম্ম ও হুকুম তাহার প্রতিও চলিবেক ইতি।

৭ ধারা।

বাকীদারদিগের স্থানে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বাকী টাকার সুদ লইবার কথা।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা মালগুজারীর টাকা না দিয়া তাহা আপনারদিগের লাভ কিম্বা ব্যয়ব্যসন অর্থাৎ তসরুফ করিতে না পারিবার কারণ বোড রেবিনিউর সাহেবদিগের শক্তি আছে যে তাঁহারা যেকালে নিশ্চয় জানেন যে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার মালগুজারীর টাকা না দিয়া নিতান্ত অনুচিত হেতুতে ত্রুটি করিয়া থাকে সেকালে সেই বাকী টাকা যে তারিখে তাহার দেওয়া ওয়াজিবী হইত সেই তারিখহইতে ও যাবৎ সে বাকী টাকা না দেয় সেই তারিখ অবধি সেই বাকী টাকার উপর সালিয়ানা ফিশতক্কে ১২ বার টাকার হিসাবে ব্যাজ ধরিয়া সেই বাকীদারের স্থানে লন তাহাতে কালেক্টরসাহেব যে কালে সেই ব্যাজ লইবার বিষয়ে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম পান সে কালে সেই হুকুমকে আপন নিদর্শন লিপি জানিয়া যে রূপে মালগুজারীর টাকা উসুলের বিষয়ের কর্তৃত্ব রাখেন সেই রূপ কর্তৃত্ব সেই ব্যাজের টাকা তহসীলের বিষয়েও করিবেন কিন্তু ঐ বোর্ডের সাহেবেরা আদৌ সে মোকদ্দমার হেতু শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সম্বাদ করিয়া ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম পাইয়া পরে ব্যাজের টাকা উসুলের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুম দিবেন ইতি।

৮ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা ৪ ধারাক্রমে বাকীদারদিগেরে বন্ধিকরণের বিষয়ে যে কর্তৃত্ব রাখেন্ তাহা অপর নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে না করিবার কথা।

যে স্থানের অধিকারী কিম্বা ইজারদারের আলস্য ও ত্রুটি ছাড়া জলাভাবে কিম্বা জলবৃদ্ধিতে অথবা অপর সাময়িক উৎপাতে কিম্বা কারণান্তরে সে স্থানের ভূমির চাস কর্ম্মে ক্ষতি হয় কিম্বা সে ভূমি হাজে ও তাহাতে সেই অধিকারী কিম্বা ইজারদারের শিরে মালগুজারীর টাকা এমত বাকী পড়ে যে সে জন্য ৪ চতুর্থ ধারাক্রমে

সে

সে ব্যক্তি অবশ্য কয়েদ হয় ইহাতে কালেক্টরসাহেব তাহার আদ্যোপান্ত আলোচন করিয়া যদি নিশ্চয় জানেন্ যে সে বাকীদার আপন শিরের বাকী টাকা ৩ তৃতীয় ধারার প্রসঙ্গিত পরওয়ানার লিখিত মিয়াদতক আপন সম্পর্কীয় ভূমির উৎপন্নহইতে অথবা নিজহইতে কিম্বা কর্জ্জ করিয়া দিয়া পরিশোধ না করিতে পারে তবে কালেক্টরসাহেব সে বাকীদারকে ৪ চতুর্থ ধারাক্রমে কয়েদ না করিয়া সে বিষয়ের বেওরা ও সে বাকীদারকে কয়েদ না করিবার হেতু বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে লিখিবেন ইতি।

৯ ধারা।

ভূম্যধিকারী অন্যায় বাকা হইবার আপত্তি করিয়া তাহার নালিশ জিলার আদালতে করিবার কারণ জামিন ও একরারনামা লিখিয়া দিলে কালেক্টরসাহেব তাহাকে কয়েদ না করিবার কথা।

কোন কালেক্টরসাহেব ৩ তৃতীয় ধারার লিখনানুসারে কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির স্থানে বাকী টাকা তলব করিলে যদি সেই বাকীদার কালেক্টরসাহেবের স্থানে এমত লিখন লিখে যে সে বাকী টাকা সমুদয় কিম্বা তাহার মধ্যে কিছু গরওয়াজিবী আর কালেক্টরসাহেব সে টাকার তলবে যে পরওয়ানা পাঠান্ তাহার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সে বাকীদার মাতবর মালজামিন দিয়া এমত একরার লিখিয়া দেয় যে সে সময়ে জিলার আদালত খোলা থাকিলে সেই একরারনামা লিখনের তারিখহইতে দশ দিনের মধ্যে ও না খোলা থাকিলে যে দিন খোলা যায় সেই দিনহইতে তিন দিবসের মধ্যে সেই গরওয়াজিবী বাকী টাকার নালিশ জিলার আদালতে করে ও সে মোকদ্দমার বিচারের পর তাহার শিরে যে টাকা ঠাহরে তাহা যে তারিখে ওয়াজিবী দেনা ছিল ও যে তারিখে ডিক্রী হয় সেই মিয়াদ ভরিয়া সে টাকার সুদ সালিয়ানা ফিশততক্কে ১২ বার টাকার হিসাবে ধরিয়া সেই সুদ ও আদালতের খরচাসমেত দেয় তবে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম আছে যে সে বাকী টাকা তহসীলের বিষয়ে কিছু উদ্যোগ না করেন্। ইহাতে সেই অধিকারী ঐ মিয়াদের মধ্যে নালিশ না করিলে ও বাকী টাকাও না দিলে কালেক্টরসাহেব সেই বাকী টাকা যে তারিখে দেওয়া ওয়াজিবী হইত সেই তারিখহইতে ও যে তারিখে সে টাকা উসুল হয় সেই তারিখ অবধি সে টাকার সুদ সালিয়ানা ফিশততক্কে বার টাকার হিসাবে ধরিয়া তাহাসমেত সেই বাকী টাকার তলবে এক পরওয়ানা সেই বাকীদারের মালজামিনের নামে পাঠাইবেন তাহাতে যদি সেই মালজামিন কিম্বা বাকীদার সেই পরওয়ানাক্রমে সেই তলবের টাকা শীঘ্র না দেয় তবে কালেক্টরসাহেব বাকীদারদিগের সম্বন্ধে তাহারদিগের কোন মাসের কিস্তির টাকার তিন ভাগের এক ভাগ তাহার পর মাসের ১৫ পোনরই তারিখপর্য্যন্ত না পাইলে ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে তাহারদিগের শিরের বাকী টাকা উসুলের বিষয়ে যে সকল উদ্যোগ করিবেন সেই রূপ সকল উদ্যোগ এই মালজামিন ও বাকীদারের সম্বন্ধেও করিবেন ও সে বাকী টাকা উপরের লিখিত হিসাবে সুদসমেত যাবৎ মালজামিন কিম্বা বাকীদারের স্থানে অথবা

অধিকারী উপরের প্রস্তাবক্রমে নিয়মিত কালের মধ্যে নালিশ না করিলে কালেক্টরসাহেব তাহাকে বন্ধী করিবার কথা।

তাহারদিগের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ক্রমে আদায় না হয় তাবৎ সে মালজামিন কয়েদ থাকিবেক ইতি।

১০ ধারা।

ভূম্যধিকারী তলবের টাকার মধ্যে কিছু যথার্থ ও অযথার্থ জানিলে সে সকল বিষয়ে এই ধারার লিখিত আজ্ঞা চলিবার কথা।

কালেক্টরসাহেব কোন ভূম্যধিকারির স্থানে ৩ তৃতীয় ধারার লিখনানুসারে বাকী টাকা তলব করিলে যদি সেই অধিকারী সেই বাকী টাকার মধ্যে কিছু তাহার যথার্থ দেওয়া স্বীকার করিয়া অবশিষ্ট বাকী টাকার বিষয়ে এমত লিখন কালেক্টর সাহেবের স্থানে লিখে যে সেই অবশিষ্ট টাকা অযথাবাকী আর সে বাকীর তলবে কালেক্টরসাহেব যে পরওয়ানা পাঠান্ সে পরওয়ানার লিখিত মিয়াদের মধ্যে যে টাকা দেওয়া স্বীকার করিয়া থাকে তাহা দিয়া সেই অবশিষ্ট বাকীর বিষয়ে ৯ নবম ধারার লিখনানুসারে একরারনামাসমেত মাতবর মালজামিন দেয় তবে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম আছে যে সেই অবশিষ্ট বাকী টাকার উসুলের বিষয়ে কোন উদ্যোগ না করেন্ কিন্তু সে অধিকারী যে টাকা স্বীকার করিয়া থাকে তাহা সেই পরওয়ানার লিখিত মিয়াদের মধ্যে না দিলে কিম্বা তাহা দিয়া আপন একরারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে অবশিষ্ট বাকী টাকা অন্যায় তলব হইবার নালিশ আদালতে না করে ও তলবের সমস্ত টাকাও না দেয় তবে কালেক্টরসাহেব সেই বাকী টাকা যে তারিখে দেওয়া ওয়াজিবী হইত সেই তারিখহইতে ও যে তারিখে সে টাকা উসুল হয় সেই তারিখঅবধি সে টাকার সুদ সালিয়ানা ফিশতকে ১২ বার টাকার হিসাবে ধরিয়া তাহাসমেত সেই বাকী টাকার তলবে এক পরওয়ানা সেই বাকীদারের মালজামিনের নামে পাঠাইবেন তাহাতে যদি সেই মালজামিন কিম্বা বাকীদার সেই পরওয়ানাক্রমে সেই তলবের টাকা শীঘ্র না দেয় তবে কালেক্টরসাহেব বাকীদারদিগের সম্পর্কে তাহারদিগের কোন মাসের কিস্তির টাকার তিন ভাগের এক ভাগ তাহার পর মাসের পোনরই পর্য্যন্ত না পাইলে ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে তাহারদিগের শিরের বাকী টাকা উসুলের বিষয়ে যে সকল উদ্যোগ করেন্ সেই রূপে সকল উদ্যোগ এই মালজামিন ও বাকীদারের সম্বন্ধেও করিবেন ও সে বাকী টাকা উপরের লিখিত হিসাবে সুদসমেত যাবৎ মালজামিন কিম্বা বাকীদারের স্থানে অথবা তাহারদিগের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ক্রমে আদায় না হয় তাবৎ সে মালজামিন কয়েদ থাকিবেক ইতি।

১১ ধারা।

কালেক্টরসাহেব ৯।১০ ধারার লিখিত হুকুমের অন্যথায় কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে কয়েদ করিলে জিলার আদালতে উপ

কালেক্টরসাহেব কোন ভূম্যধিকারিকে ৪ চতুর্থ ধারাক্রমে কয়েদ করিলে যদি জিলার আদালতের জজসাহেবের নিকটে এমত প্রমাণ হয় যে সেই অধিকারী কিম্বা ইজারদার মালগুজারীর তলবের টাকা ওয়াজিবী দেনা থাকিতেও তাহা দিতে স্বীকার না করিয়া ৯ নবম ও ১০ দশম ধারাক্রমে মাতবর মালজামিন ও একরারনামা

দিতে

িতে প্রস্তুত ছিল তাহা কালেক্টরসাহেব লন্ নাই অথবা অধিকারী সমুদয় তলবের টাকার মধ্যে কিছু যথার্থ দেওয়া স্বীকার করিয়া তাহা দিতে প্রস্তুত ছিল কালেক্টরসাহেব তাহাও লন্ নাই কিম্বা তাহা লইয়া অবশিষ্ট বাকী টাকার একরারনামা লন্ নাই তবে এই সকল কারণে জজসাহেব সেই অধিকারির স্থানে একরারনামা এবং যে টাকা স্বীকার করিয়া থাকে তাহা লইয়া আপন নিকটে আমানৎ রাখিয়া তাহাকে খালাসী দিবেন পশ্চাৎ সেই অধিকারির সাধ্য আছে যে এ বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের নামে জিলার আদালতে নালিশ করে তাহাতে জজসাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে সেই ধারার লিখনক্রমে যে টাকা উসুল হইয়া তাঁহারদিগের স্থানে আমানৎ হয় তাহা যে জিলায় সেই বাকীদারের ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পঁহুছান্ ইতি।

হিত হইতে যোগ্য হইবার কথা।

আইনের মতান্তরে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা বদ্ধ হইলে তাহারদিগের স্থানে নিয়মপত্রাদি লইয়া জজসাহেব বন্ধন মোচন করিবার কথা।

১২ ধারা।

কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার মালগুজারীর বাকী টাকার কারণ কয়েদ হইলে যদি জিলার আদালতের ডিক্রীক্রমে সে বাকী তাহার দেওয়া যথার্থ না হয় তবে তাহার সাধ্য আছে যে যে কালেক্টরসাহেব তাহাকে কয়েদ করিয়া থাকেন তাঁহার নামে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সেই বাকী অন্যায় তলব হইবার বিষয়ে নালিশ করে ইহাতে বিচারান্তে কিছু টাকা তাহার শিরে যথার্থ তলব না হইলে জজসাহেব তাহাকে খালাস করিয়া সে মোকদ্দমার অনুসারে যে খরচা ও দণ্ড ফরিয়াদীকে দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহা কালেক্টরসাহেব দেন্ এমত ডিক্রী করিবেন আর সেই তলবের সমস্ত টাকার মধ্যে কিছু দেওয়া যথার্থ হইলে যদি সেই বাকীদার তাহা দেয় তবে জজসাহেব তাহাকে খালাস দিবেন কিন্তু উপরের লিখিত ঐ দুই বিষয়ে সেই বাকীদার খালাস হইবার পূর্ব্বে জজসাহেব তাহার স্থানে মাতবর জামিন ও একরারনামা এই মতে লইবেন যে কালেক্টরসাহেব যদি বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমে কিম্বা বিনাহুকুমে সে মোকদ্দমার আপীল করেন্ তবে আপীলের সাহেবদিগের বিচারে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা স্বীকার রাখে ইহাতে যদি কালেক্টরসাহেব জজসাহেবের স্থানে এমত জানান্ যে আমি এ মোকদ্দমার আপীল করিব না অথবা মফঃসল আপীল আদালতে আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সে মিয়াদের মধ্যে আপীল না করেন্ তবে জজসাহেব সে বাকীদারের স্থানে উপরের লিখনানুসারে একরারনামা না লইয়া তাহাকে খালাস করিবেন কিন্তু ভূম্যধিকারী অথবা তাহার মালজামিন ৯ নবম ও ১০ দশম ও ১১ একাদশ ধারার লিখিত একরারনামাক্রমে নালিশ না করিলে কিম্বা ঐ সকল ধারার লিখিত বিষয়ান্তরক্রমে কার্য্য না করিলে যদি তাহাকে কালেক্টরসাহেব কয়েদ করেন্ তবে সে কারণে বিচারক্রমে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার মালজামিনের শিরে কিছু টাকা যথার্থ বাকী না হইলেও কিছু তহখরচ ও দণ্ড কালেক্টরসাহেবের দেওয়া উচিত হইবেক না ইতি।

যাহারা বাকী টাকার কারণ কয়েদ হয় তাহারা অন্যায় বাকী হইবার বিষয়ে জিলার আদালতে নালিশ করিতে শক্তি রাখিবার কথা।

১৩ ধারা।

বৎসর গতে যে টাকা ভূম্যধিকারির শিরে বাকী পড়ে সে টাকার আন্দাজে তাহার ভূমি নীলামের কথা।

জিলার আদালতে গত সনের বাকীর যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহা তথায় নিষ্পত্তি না হওনতক সে বাকীর নিমিত্তে ভূম্যধিকারির ভূমি নীলাম না হইবার কথা।

শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে ভূম্যধিকারির ভূমি নীলাম না হইবার কথা

কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির শিরে সাবতামাম হইলে পর কিছু বাকী পড়িলে সে কারণ সেই বাকীদার কয়েদ না থাকে তবে কালেক্টরসাহেব সেই বাকীর সংখ্যা লিখিয়া বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে বাকী টাকা আদায়ের আন্দাজে সেই বাকীদারের ভূমি নীলামের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে সমাচার করিবেন। কিন্তু যে ভূম্যধিকারির স্থানে গত সালের বাকী যে টাকা তলব হয় সে কারণে ৯ নবম ও ১০ দশম ও ১১ একাদশ ধারাক্রমে মাতবর মালজামিন ও একরারনামা দিয়া সে বাকী অন্যায় তলব হইবার নালিশ যদি জিলার আদালতে করিয়া থাকে তবে যাবৎ সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ তাহার ভূমি বিক্রয়ের যোগ্য হইবেক না। এবং শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে ও বাকী টাকা উসুলের জন্যে কোনপ্রকারে ভূমি বিক্রয় হইতে পারিবেক না ইতি।

১৪ ধারা।

ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার তলবের টাকার কিছু কিম্বা তাহা সমস্ত দিতে আপত্তি করিয়া কালেকটরসাহেবের তলব মিটাইবার কারণ সে টাকা সমস্ত দিলে যে টাকা অন্যায় দেয় তাহার দাওয়ায় আদালতে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

কালেক্টরসাহেব কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের স্থানে মালগুজারীর বাকী টাকা তলব করিলে যদি সেই ব্যক্তি সেই তলবের টাকার মধ্যে কিছু টাকা অন্যায় বাকী এমত প্রস্তাবে কালেক্টরসাহেবের স্থানে লিখন লিখিয়া পরে কালেক্টরসাহেব সে টাকা উসুলের কারণ কিছু উদ্যোগ না করিতে সেই তলবের টাকা বেবাক দেয় তবে সে টাকা দিলে তাহার সাধ্য আছে যে সেই অন্যায় বাকী দিবার দাওয়ায় কালেক্টরসাহেবের নামে সেই জিলার আদালতে নালিশ করে তাহাতে মোকদ্দমার বিচার হইলে যদি জজসাহেব নিশ্চয় জানেন যে সে বাকী টাকার মধ্যে কিছু কিম্বা তাহা সমস্তই অন্যায় তবে যে টাকা অন্যায় সাব্যস্ত হয় তাহার বিষয়ে এই মতে ডিক্রী করিবেন যে তাহা সেই জিলার খাজানাখানাহইতে সেই ফরীয়াদী পায় ইতি।

১৫ ধার।

ভূম্যধিকারিরা পেয়াদাদিগেরে না মানিলে কিম্বা ধরা পড়িয়া পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলাইলে অথবা ধরা না পড়িতে অদৃষ্ট হইলে তাহারদিগের সম্পর্কে কালেক্টরসাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারিকে মালগুজারীর টাকা বাকীর কারণ কয়েদ করাইবার জন্যে পেয়াদাদিগের মারফতে দস্তক জারী করিতে পাঠাইলে যদি সে বাকীদার সেই দস্তক না মানে কিম্বা সেই পেয়াদাদিগেরে আপনি কিম্বা অন্য লোকের মারফতে বেদখল করে অথবা ধরা পড়িয়া সেই পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলায় কিম্বা ধরা না পড়িতে পূর্ব্বে অদৃষ্ট হয় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের বাটীতে লুকায় অথবা কোন স্থানে যায় যে তথায় সেই পেয়াদাদিগের দখল না হইতে পারে তবে এইসকল হেতুতে কালেক্টরসাহেব সেই বিষয়ের দাওয়ার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ

বেওরা

বেওরা লিখিয়া সেই বাকীর সম্পর্কীয় ভূমি যে জিলার এলাকায় থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের স্থানে সরকারের উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন তা হাতে কালেক্টরসাহেবের সেই দাওয়া যথার্থ জানাইবার নিমিত্তে জজসাহেবের নিকটে সেই পেয়াদারা কিম্বা অন্য মাতবর দুই জন অথবা অধিক জনে সুকৃতি করিয়া কহিলে তৎকালে তাহারদিগের কথায় ও তাহারা সুকৃতি করিয়া আদালতের সওয়ালের যে জওয়াব দেয় তাহাতে যদি জজসাহেবের হৃৎপ্রত্যয় হয় যে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া যথার্থ তবে জজসাহেব সেই বাকীদার হাজির হইবার কারণ এইমত ইশ্‌তিহারনামা যে সেই বাকীদার সেই ইশ্‌তিহারনামা লিখনের তারিখের পরদিনহইতে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে আপনি আদালতে হাজির হয় জারী করিবেন তাহাতে যদি সেই বাকীদারের সেই ভূমি সুবে বাঙ্গালা কিম্বা সুবে উড়িষ্যায় থাকে তবে সে ইশ্‌তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ভাষায় ও হিন্দী শব্দে ও নাগরী অক্ষরে লেখা যাইবেক ও সে ইশ্‌তিহারনামা লেখা হইলে পর যত ত্বরাতে হয় সেই বাকীদারের সদর কাছারী কিম্বা তাহার অবস্থিতির স্থানে ও কালেক্টরসাহেবের দপ্তরখানায় ও আদালতের কাছারীতেও লট্‌কান যাইবেক। আর পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলেও বাকীদার কয়েদ হইলে তাহার ভূমির এতমাম অর্থাৎ উসূল তহসীলের ব্যাপারার্থে ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখনক্রমে যেরূপে জনেক আমীনকে কালেক্টরসাহেব নিযুক্ত করিতেন এ বাকীদারের ভূমির এতমামের কারণেও সেই রূপে জনেক আমীনকে কালেক্টরসাহেব প্রবৃত্ত করিবেন ইতি।

জজসাহেব কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রকৃত জানিলে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে বাকীদার আদালতে হাজির হইবার কারণ ইশ্‌তিহারনামা জারী করিবার কথা।

ইশ্‌তিহারনামা যে ভাষা ও অক্ষরে লেখা যাইবেক ও যে যে স্থানে লট্‌কাইতে হইবেক তাহার কথা।

বাকীদারের ভূমির এতমামের কারণ জনেক আমীন নিযুক্ত হইবার কথা।

১৬ ধারা।

পঞ্চদশ ধারার লিখিত ইশ্‌তিহারনামায় লেখা মিয়াদের মধ্যে কোন বাকীদার আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে ও কালেক্টরসাহেবের দাওয়ার জওয়াব দিলে এবং কালেক্টরসাহেব ও সেই বাকীদারের পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিলে যদি কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে এই রূপে ডিক্রী হইবেক যে সে বাকীদারের ভূমি সরকারে জব্দ হয় ও সে বাকীদার কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিরা কখন তাহা ফিরিয়া না পায়। তাহাতে সে বাকীদার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার অবধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে না করে তবে জজসাহেব সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শীঘ্র শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর সেই বাকীদার সেই মিয়াদের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করিলে যদি তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালত অর্থাৎ সদর আপীলের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও যদি সে বাকীদার ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারার নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ

বাকীদার মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে পরে দাওয়া প্রমাণ হইলে ডিক্রী হইবার কথা।

বাকীদার নিয়মিত কালের মধ্যে মোকদ্দমার আপীল না করিলে জিলার জজসাহেব ডিক্রীদিগরের নকল শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুর পাঠাইবার কথা।

বাকীদার মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমার আপীল করিলে ও তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হই

নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে না করে তবে এই দুই মতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোযদাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে ত্বরাতেই পাঠাইবেন। আর মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে যদি সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে দাখিল করিবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হয় তবে তথাকার জজসাহেব পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও বাকীদার কয়েদ হইবার বিষয় হইলে তাহাকে যেমতে কয়েদ রাখিতেন এ মোকদ্দমাতেও তাহাকে সেই মতে কয়েদ রাখিবেন কালেক্টরসাহেব অব্যাজে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল লইয়া সেই ডিক্রীর প্রতি আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন সহিত বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন তাহাই করিতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দিবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হুকুম দেন ও তদনুসারে নিয়মিত কালের মধ্যে আপীল করা যায় ও তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী না মঞ্জুর হইয়া সে বাকীদারের ভূমি জব্দ করিবার বিষয়ে হুকুম হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত না হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা অবিলম্বে সে মোকদ্দমায় আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোযদাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে পাঠাইবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হয় তবে কালেক্টর সাহেব সত্বর হইয়া জিলার আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোযদাদের নকলসমেত মফঃসল আপীলের ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে তথায় সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন তাহাই করিতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দিবেন তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী না মঞ্জুর হইয়া বাকীদারের ভূমি জব্দ করিবার বিষয়ে হুকুম হয় তবে

লে পরে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হইলে কিম্বা তথাকার যোগ্য না হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ডিক্রীদিগরের নকল ঐ শ্রীযুতের হুজুরে পাঠাইবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী সদর দেওয়ানী আদালতে মঞ্জুর হইলে সে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হইলে যে সকল উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। আর এই ধারার সম্বর্দ্ধীয় মফঃসল আপীল আদাতে নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যে বৎসরের বাকী টাকার মোকদ্দমা হয় সে বৎসরে সেই বাকী টাকার সম্বর্দ্ধীয় ভূমির পেটার সকল তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাবর্গের শিরের মালগুজারীক্রমে যে টাকা তলব থাকে তাহা সিস্তা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না অতএব ১৫ পঞ্চদশ ধারার লিখনানুসারে কালেক্টরসাহেব যে দাওয়ার কৈফিয়ৎ জিলার আদালতের জজসাহেবের নিকটে সরকারী উকীলের দ্বারা দেন তাহাতে ইহাও লেখা থাকে যে সেই বাকী টাকার সম্বর্দ্ধীয় ভূমির সেই বৎসরের উৎপন্ন সিস্তা একহাজার টাকার অধিক হয় কি না ইহাতে যদি বাকীদার পঞ্চদশ ধারার প্রস্তাবিত ইশ্তিহারনামার লিখিত নিয়মিত কালের মধ্যে জিলার আদালতে হাজির না হয় কিম্বা সেই নিয়মিত কালের মধ্যে তথায় হাজির হয় ও কালেক্টরসাহেব সেই বাকী টাকার সম্বর্দ্ধীয় ভূমির সেই বৎসরের উৎপন্ন সিস্তা এক হাজার টাকার কম লিখিয়া থাকেন ও সে বাকীদার কালেক্টরসাহেবের দাওয়ার জওয়াব দিবার কালে সেই উৎপন্ন সিস্তা এক হাজার টাকার কম হইবার বিষয়ে আপত্তি না করে তবে এমত মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতহইতেই নিষ্পত্তি পাইবেক সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না আর যদি কালেক্টরসাহেব সে ভূমির উৎপন্ন সিস্তা এক হাজার টাকার কম কিম্বা অধিক লিখিয়া জিলার আদালতে দাখিল করিয়া থাকেন ও বাকীদার মিয়াদের মধ্যে তথায় হাজির হইয়া তাহাতে আপত্তি করে তবে জিলার আদালতের জজসাহেব তাহা বুঝিয়া যাহা উচিত জানেন তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন আর মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত হইলে তথায় কালেক্টরসাহেবের লিখিত ভূমির উৎপন্নের উপর বাকীদার যদি আপত্তি না করে তবে কালক্টরসাহেব ভূমির উৎপন্ন যাহা লিখিয়া থাকেন তাহাই সাব্যস্থ হইবেক তাহাতে যদি বাকীদার আপত্তি করে তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিয়া সেই সংখ্যা যে নিষ্পত্তি বিহিত জানেন তাহাই করিবেন আর মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমা শ্রাব্য কি অশ্রাব্য হওয়ার নির্ভর সেই ভূমির গত বৎসরের উৎপন্নের ন্যূনাধিক্যের প্রতি নিশ্চয়ের বুঝিয়া সেই উৎপন্নের সংখ্যা জিলার আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন তাহার হকুম দিবেন। আর এই ধারার লিখনানু

মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার বেওরা কথা।

এই ধারাক্রমে যে কোন আদালতে ডিক্রী

সারে যে কালে জিলার আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে বাকীদারের ভূমি জব্দের বিষয়ে ডিক্রী হয় সে কালে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে তাহার বিবরণ সুগোচর হইয়া তথাকার বিবেচনাক্রমে সে ডিক্রী মঞ্জুর ও সে ভূমির সম্বন্ধে যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহা করণের বিষয়ে যাবৎ ঐ শ্রীযুতের হুজুরের হুকুম না হয় তাবৎ সে ভূমি সরকারে জব্দ হইবেক না। তাহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে সে ডিক্রী অবগত হইয়া পরে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা তাহার এওজে বাকীদারের স্থানে তাহার অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে যে দণ্ডলওন উচিত জানেন্ তাহা লইতে হুকুম করেন্। ইহাতে ঐ শ্রীযুত দণ্ড লইবার বিষয়ে হুকুম দিলে যে আদালত হইতে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হুজুরে উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হুজুরের হুকুম পাইলে আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রী জারী করিবার বিষয়ে যেরূপ শক্তি রাখেন্ সেই রূপ শক্তি সেই দণ্ড লইবার বিষয়েও রাখিবেন ও সেই দণ্ড তথাকার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পহুছাইবেন। ইহাতে ঐ শ্রীযুতের হুজুরহইতে ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা দণ্ড লইতে হুকুম না হইলেও সে ডিক্রী বহাল থাকিবেক। আর এই ধারাক্রমে কালেক্টরসাহেব যে বাকীদারের নামে জিলার আদালতে নালিশ করেন্ তথাকার এবং মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতে কালেক্টরসাহেবকে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে কিম্বা আসামীর দাওয়ার জওয়াব দিতে হইলে তাহার খরচা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক আর সে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হয় তথাকার সরকারী উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব হইবেক কালেক্টরসাহেব সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকারণ সমস্ত বেওরা সরকারী উকীলকে জ্ঞাত করাইবেন ইতি।

হয় তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরের বিনাহুকুমে জারী না হইবার কথা।

ভূমি জব্দের এওজে দণ্ড নির্ণয় করিবার বিষয়ে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্বের কথা।

ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে দণ্ড লইবার আজ্ঞা হইলে তাহা যেরূপে যে আদালতের দ্বারা লওয়া যাইবে তাহার কথা।

ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে নিয়মিত কালের মধ্যে ডিক্রী জারী করিতে হুকুম কিম্বা দণ্ড নিরূপণ না হইলেও ডিক্রী সাব্যস্ত থাকিবার কথা।

এই ধারার লিখনানুসারে কালেক্টরসাহেবের যে দাওয়া হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের উকীলের মারফতে হইবার ও তাহার খরচা সরকারহইতে দিবার কথা।

১৭ ধারা।

১৬ ষোড়শ ধারার প্রস্তাবক্রমে কোন বাকীদারের ভূমি সরকারে জব্দ না হইলে আমীনের মারফতে সে ভূমির যে ওয়াসিলাৎ হইয়া থাকে সরকার ও বাকীদারেতে তাহার হিসাব নিষ্পত্তি হইবেক তদনুসারে আমীনে যে টাকা তহসীল করিয়া থাকে তাহাতে সরকারের মালগুজারী ও আমীনের খরচা ও দণ্ড পোষাইয়া অতিরিক্ত হইলে সরকারের মালগুজারী ও আমীনের খরচা ও দণ্ড লইয়া পরে যাহা ফাজিল থাকিবেক তাহা সেই বাকীদারকে দেওয়া যাইবেক। ইহাতে যদি আমীনের ওয়াসিলাতে সরকারের মালগুজারী ও আমীনের খরচা ও দণ্ড না পোষায় তবে যাহা অকুলান হয় তাহা সেই বাকীদার না দিলে সেই অকুলান টাকা আদায়ের কারণ সেই বাকীদারের কিছু ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।

ভূমিজব্দ ক্ষমা হইয়া দণ্ডানরূপণ হইলে সে ভূমির খাজানার টাকা সরকারের বাকী ও দণ্ড ও আমীনের খরচাবাদে বাকীদারকে দেওয়া যাইবার কথা।

আমীনের তহসীলকরা টাকায় বাকীওগয়রহ শোধ না পড়িলে বাকীদারের ভূমির কিস্মত নীলাম হইবার কথা।

১৮ ধারা।

১৮ ধারা।

বাকীদারের ভূমি জব্দ হইলে সে ভূমি তাহার ওয়ারিসদিগকে দেওয়াইতে অথবা নীলাম করাইতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরে কৌন্সেলের ক্ষমতার কথা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে ১৬ ষোড়শ ধারার লিখিত হেতুক্রমে বাকীদারের ভূমি জব্দের বিষয়ের ডিক্রী মঞ্জুর হইলে তাহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সেই বাকীদারের শিরে সরকারের যে টাকা পুকৃত পাওনা হয় তাহা দিতে ও তাহার ভূমির যে মালগুজারীর ধার্য্য আছে তাহার সরবরাহ করিতে তাহার উত্তরাধিকারিরা স্বীকার করিলে অভীষ্ট হয় তাহারদিগেরে সে ভূমিতে দখল দেওয়ান্ অথবা নীলামে বিক্রয় করান্ তাহাতে যদি সেই বাকীদারের উত্তরাধিকারিরা তাহার ভূমিতে দখল পায় তবে সে বাকীদার ত্বরাতেই বন্ধনদশাহইতে মুক্ত হইবেক আর যদি তাহার ভূমি নীলামে বিক্রয় হয় তবে কি মালগুজারী কি আমীনের খরচা কি সেই বাকীদারের দুষ্টতায় অপর যে যে খরচ হইয়া থাকে তাহাআদি যে যে বিষয়ে সরকারের পাওনা রহে তাহা সমস্ত সেই বাকীদারের ভূমির মূল্য হইতেই লওয়া যাইবেক আর যদি সে ভূমি নীলামের সময়ে বাকীদারের শিরে সরকারের কিছু টাকা পাওনা না থাকে তবে সে ভূমির মূল্যের টাকা সমস্তই সরকারে লওয়া যায় কিম্বা অপর খরচ করা যায় ঐ শ্রীযুতের যে অভীষ্ট হয় তাহা করিবেন আর যদি সে ভূমি নীলামের কালে সে বাকীদারের শিরে সরকারের কিছু টাকা পাওনা থাকে তবে তাহা সে ভূমির মূল্যহইতে কর্ত্তন করিয়া লইয়া যাহা ফাজিল রহে তাহা সরকারেই লওয়া যায় অথবা অন্য খরচ হয় ঐ শ্রীযুত যে উচিত জানেন্ করিবেন ইতি।

১৯ ধারা।

ইজারদার পেয়াদাদিগেরে না মানিলে কিম্বা ধরা পড়িয়া পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলাইলে অথবা ধরা না পড়িতে অদৃষ্ট হইলে তাহার সম্পর্কে কালেক্টরসাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

জজসাহেব কালেক্টরসাহেবের দাওয়া পুকৃত জানিলে ৪ হপ্তার মধ্যে ইজারদার আদালতে হাজির হইবার কারণ ইশ্‌তিহারনামা জারী করিবার কথা।

যে কালে কালেক্টরসাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে মালগুজারীর টাকা বাকীর কারণ কোন ইজারদারকে কয়েদ করাইতে পেয়াদাদিগের মারফতে দস্তক জারী করেন্ ও সে ইজারদার সে দস্তক না মানে কিম্বা সেই পেয়াদাদিগেরে আপনি অথবা অন্য লোকের মারফতে বেদখল করে অথবা ধরা পড়িয়া সেই পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলায় কিম্বা ধরা না পড়িতে পূর্ব্বে অদৃষ্ট হয় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের বাটীতে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে তথায় সে পেয়াদাদিগের দখল না হইতে পারে তবে সে কালে এই সকল হেতুতে কালেক্টরসাহেব সে বিষয়ের দাওয়ার কৈফিয়ৎ লিখিয়া সেই বাকীর সম্পর্কীয় ভূমি যে জিলার এলাকায় থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের স্থানে সরকারের উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন তাহাতে কালেক্টরসাহেবের সেই দাওয়া যথার্থ জানাইবার নিমিত্তে জজসাহেবের নিকটে সেই পেয়াদারা কিম্বা অন্য মাতবর দুই জন অথবা অধিক জনে সুকৃতি করিয়া কহিলে তৎকালে তাহারদিগের কথায় ও তাহারা সুকৃতি করিয়া আদালতের সওয়ালের যে জওয়াব দেয় তাহাতে যদি জজসাহেবের হৃৎপ্রত্যয় হয় যে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া যথার্থ তবে জজসাহেব সেই ইজারদার হাজির হইবার কারণ ইশ্‌তিহারনামা

তিহারনামা এইমতে যে সেই ইজারদারে সেই ইশ্তিহারনামা লিখনের পরদিন হইতে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে আপনি আদালতে হাজির হয় জারী করিবেন। তাহাতে যদি সেই ইজারদারের সেই ইজারার ভূমি সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় থাকে তবে সে ইশ্তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ভাষায় কি হিন্দী শব্দ ও নাগরী অক্ষরে লেখা যাইবেক ও ইশ্তিহারনামা লেখা হইলে পর যত ত্বরাতে হয় সেই ইজারদারের বসত সে জিলায় হইলে তথায় কিম্বা তাহার ইজারার সদর কাছারীতে ও কালেক্টরসাহেবের দপ্তরখানায় ও আদালতের কাছারীতেও লট্কান যাইবেক। আর পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও ইজারদার কয়েদ হইলে তাহার ইজারার ভূমির এতমামের নিমিত্তে ৬ ষষ্ঠ ধারার লিখনক্রমে যে রূপে জনেক আমীনকে কালেক্টরসাহেব নিযুক্ত করিতেন এই ইজারদারের ইজারার মহালের এতমামের কারণেও সেই রূপে জনেক আমীনকে পুবৃত্ত করিবেন। ইহাতে যদি সেই ইজারদার ইশ্তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইলে ও কালেক্টরসাহেবের দাওয়ার জওয়াব দিলে এবং কালেক্টরসাহেব ও সেই ইজারদারের পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিলে যদি সেই কালেক্টরসাহেবের দাওয়া পুমাণ হয় তবেঁ সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে এই রূপে ডিক্রী হইবেক যে সেই ইজারদারের ইজারা সুবে বাঙ্গালায় থাকিলে যে সন সে ডিক্রী হয় সেই সন বাঙ্গলা গত হইলে ও সুবে উড়িষ্যায় থাকিলে সেই সন বিলায়তী আখের হইলে ও সুবে বেহারে থাকিলে সেই সন ফসলী তামাম হইলে তাহার সেই ইজারা মৌকুফ হইবেক। ইহাতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারায় মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে করিবার কারণ যে মিয়াদ ধার্য্য আছে সে মিয়াদের মধ্যে যদি সেই ইজারদার সে মোকদ্দমার নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে না করে তবে জিলার আদালতের জজসাহেব শীঘ্র সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। যদি সেই ইজারদার সেই মিয়াদের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করে ও জিলার আদালতের ডিক্রী তথায় মঞ্জুর হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের আপীলের যোগ্য না হয় কিম্বা যোগ্য হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারায় মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিবার কারণ যে মিয়াদ ধার্য্য আছে সে মিয়াদের মধ্যে যদি সেই ইজারদার সে মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে না করে তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে চালান করিবেন। আর মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে যদি সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় মফঃসল আ

পীল

ইশ্তিহারনামা যে যে ভাষা ও অক্ষরে লেখা যাইবেক ও যে যে স্থানে লট্কাইতে হইবেক তাহার কথা।

ইজারদারের ইজারার মহালের এতমামের কার[illegible]নেক আমীন নিযুক্ত হইবার কথা।

ইজারদার ইশ্তিহারনামার মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে তাহার উপর দাওয়া পুমাণ হইলে তাহার ইজারা মৌকুফের বিষয়ে ডিক্রী হইবার কথা।

ইজারদার নিয়মিত কালের মধ্যে আপীল না করিলে জিলার জজসাহেব মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

ইজারদার মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমার আপীল করিলে তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হইলে পরে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হইলে কিম্বা তথাকার যোগ্য না হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ডিক্রীদিগরের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী সদর দে

পীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া পুমাণ না হয় তবে তথাকার জজসাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও ইজারদার কয়েদ হইলে তাহাকে যে মতে কয়েদ রাখিতেন এ মোকদ্দমাতেও তাহাকে সেই মতে কয়েদ রাখিবেন কালেক্টর সাহেব অব্যাজে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল লইয়া সেই ডিক্রীর পুতি আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন সহিত বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহাই করিতে কালেক্টরসাহেবকে হকুম দিবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হকুম দেন্ ও তদনুসারে অবধারিত কালের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে আপীল করা যায় ও তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হইয়া সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্তের বিষয়ে হকুম হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা অবিলম্বে সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া পুমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হয় তবে কালেক্টরসাহেব সত্বর হইয়া জিলার আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে তথায় সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহাই করিতে কালেক্টর সাহেবকে হকুম দিবেন তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হইয়া ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত করিবার বিষয়ে হকুম হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। আর এই ধারার মোতাবক মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের

ওয়ানী আদালতে মঞ্জুর হইলে সে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া পুমাণ না হইলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হইলে যে সকল উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া পুমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর

দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার বেওরা কথা।

যোগ্য তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যে বৎসরের বাকী টাকার মোকদ্দমা হয় সে বৎসরে সেই ইজারদারের ইজারার ভূমির উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না অতএব এই ধারার লিখনানুসারে কালেক্টরসাহেব যে দাওয়ার কৈফিয়ৎ জিলার আদালতের জজসাহেবের নিকটে সরকারী উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন তাহাতে ইহাও লেখা থাকে যে সেই ইজারার ভূমির সেই বৎসরের উৎপন্ন সিক্কা ১০০০ একহাজার টাকার ঊর্দ্ধ হয় কি না ইহাতে ১৬ ষোড়শ ধারার লিখনানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে বাকীদারের সম্পর্কীয় ভূমির উৎপন্নের সংখ্যা জিলার আদালতে লিখেন্ কিন্তু যদি সেই উৎপন্নের সংখ্যার বিষয়ে কিছু আপত্তি জন্মে তবে তাহার নিষ্পত্ত্যর্থে যে যে প্রকার ঐ ১৬ ষোড়শ ধারায় লেখা গিয়াছে কালেক্টরসাহেব যে কালে এই ধারাক্রমে ইজারদারের ইজারার ভূমির উৎপন্নের সংখ্যা জিলার আদালতে লিখিবেন তাহাতে কোন আপত্তি জন্মিলেও সে কালে সেই প্রকারানুসারে সেই ইজারদারের আপত্তি মিটান যাইবেক।

এই ধারাক্রমে যে কোন আদালতে ডিক্রী হয় তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বিনাহুকুম জারী না হইবার কথা।

ইজারা বরখাস্তের কারণ ডিক্রী হইলে ৪ হপ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করাইতে অথবা তাহার এওজে দণ্ড লইতে ঐ শ্রীযুত আজ্ঞা করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

এই ধারানুসারে যে সময়ে জিলার আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে ইজারদারের ইজারা বরখাস্তের বিষয়ে ডিক্রী হয় সে সময়ে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে তাহার বিবরণ সুগোচর হইয়া তথাকার বিবেচনাক্রমে যাবৎ সে ডিক্রী মঞ্জুরের বিষয়ে হুকুম ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে না হয় তাবৎ সেই ইজারা বরখাস্ত হইবেক না। আর ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সে ডিক্রী অবগত হইয়া ৪ চারি হপ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কি তাহার এওজে ইজারদারের স্থানে তাহার অপরাধ ও সম্ভাবনাক্রমে যে দণ্ডলওন উচিত জানেন্ তাহা লইতে হুকুম করেন্ যদি সেই ইজারদার দণ্ডের হুকুম হইলে পর তাহার ইজারা পূর্ব্বমত বহাল রাখিতে না চাহে তবে ঐ শ্রীযুতের ক্ষমতা আছে যে সেই দণ্ড সরকারে দাখিল করাইয়া যাবৎ সে ইজারার মুদ্দত আখের না হয় তাবৎ সেই ইজারদারের ইজারা বহাল রহিতে হুকুম দেন্ ও যাবৎ সেই ইজারার মুদ্দত গত না হয় তাবৎ সেই ইজারার মালগুজারীর জওয়াব সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিন দেয়।

ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে দণ্ড লইবার হুকুম হইলে তাহা যে রূপে যে আদালতের মারফতে লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

ঐ শ্রীযুত দণ্ড লইবার বিষয়ে হুকুম দিলে যে আদালত হইতে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবেরা ঐ শ্রীযুতের হুকুম পাইলে আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রী জারী করিবার বিষয়ে যে রূপ শক্তি রাখেন্ সেই রূপ শক্তি সেই দণ্ড লইবার বিষয়েও রাখিবেন ও সে দণ্ড তথাকার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পঁহুছাইবেন ইহাতে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা দণ্ড লইতে হুকুম না লইলেও সে ডিক্রী সাব্যস্থ থাকিবেক।

এই ধারানুসারে কালেক্টরসাহেবের যে দাওয়া হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের উকীলের মারফতে

আর এই ধারাক্রমে কালেক্টরসাহেব যে ইজারদারের নামে জিলার আদালতে নালিশ করেন্ তথাকার এবং মফঃসল আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে কালেক্টর সাহেবকে

সাহেবকে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে কিম্বা আসামীর দাওয়ার জওয়াব দিতে হইলে তাহার খরচা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক আর সে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হয় তথাকার সরকারী উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব হইবেক কালেক্টরসাহেব সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সমস্ত বেওরা সরকারী উকীলকে জ্ঞাত করাইবেন ইতি।

হইবার ও তাহার খরচা সরকারহইতে দিবার কথা।

২০ ধারা।

১৯ উনবিংশতি ধারাক্রমে কোন ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত হইলে তাহার মালগুজারীর যে টাকা আমীনের মারফতে তহসীল হয় তাহার মধ্যে আমীনের যে খরচা মঞ্জুর থাকে তাহা বাদে যে ফাজিল রহে তাহা সেই ইজারদারের হিসাবে মজুরা হইবেক। তাহাতে যে সন সেই ইজারা বরখাস্ত হয় সে সন সেই ইজারদারের শিরে সরকারের কিছু বাকী হইলে তাহা সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিন দিবেক ইহাতে ৩ তৃতীয় ধারার মতে বাকীদারের নামে বাকীর তলবে যে মতে পরওয়ানা জারী হয় সেই মতে কালেক্টরসাহেব এ বাকীর তলবে সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিনের নামে এক পরওয়ানা পাঠাইবেন তাহাতে যদি সেই পরওয়ানার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সে বাকী সরকারে দাখিল না হয় তবে কোন মাসের কিস্তির টাকার তেহাই আন্দাজে তাহার পর মাসের ১৫ পোনরই তারিখতক না দিলে কালেক্টরসাহেব সেই বাকীদারের প্রতি ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে যে মত উদ্যোগ করিতেন সেই মত উদ্যোগ এই মালজামিনের সম্বন্ধেও করিবেন বরং যদি সেই ইজারদার হাজির থাকে ও সে সময়ে কয়েদ না রহে তবে তাহার সম্বন্ধেও সেই মত উদ্যোগ করিবেন তাহাতে সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্তের সময়পর্য্যন্ত তাহার মোতালক কোন তালুকদার কিম্বা দরইজারদার অথবা প্রজার স্থানে কিছু মালগুজারীর টাকা পাওনা থাকিলে সেই ইজারদারের সাধ্য আছে যে তাহা উসুলের কারণ তাহার নামে জিলার আদালতে নালিশ করে ইতি।

ইজারা বরখাস্ত হইলে হিসাব নিষ্পত্তির মতের কথা।

হিসাব নিষ্পত্তির পর যে বাকী হয় তাহা ইজারদার ও তাহার মালজামিনের স্থানে তলব হইবার কথা।

২১ ধারা।

যে কালে কালেক্টরসাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে বাকীর কারণ কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের মালজামিনকে কয়েদ করাইবার নিমিত্তে পরওয়ানা জারী করেন ও সে মালজামিন সে পরওয়ানা না মানে কিম্বা সেই পেয়াদাদিগেরে আপনি কিম্বা অন্য লোকের মারফতে বেদখল করে অথবা ধরা পড়িয়া সেই পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলায় কিম্বা ধরা না পড়িতে পূর্ব্বে অদৃষ্ট হয় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের বাটীতে লুকায় অথবা কোন স্থানে যায় যে তথায় সে পেয়াদাদিগের দখল না হইতে পারে সে কালে এই সকল হেতুতে কালেক্টরসাহেব সে বিষয়ের দাওয়ার কৈফিয়ৎ লিখিয়া সেই বাকীর সম্পর্কীয় ভূমি যে জিলার এলাকায়

ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের মালজামিন পেয়াদাদিগেরে না মানিলে কিম্বা ধরা পড়িয়া পেয়াদাদিগের নিকটহইতে পলাইলে অথবা ধরা না পড়িতে অদৃষ্ট হইলে তাহার সম্পর্কে কালেক্টরসাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

কায় থাকে সেই জিলার আদালতের জজসাহেবের স্থানে সরকারের উকীলের মারফতে দাখিল করিবেন। তাহাতে কালেক্টরসাহেবের সেই দাওয়া যথার্থ জানাইবার জন্যে জজসাহেবের নিকটে সেই পেয়াদারা কিম্বা অন্য মাতবর দুই জন অথবা অধিক জনে দিব্য করিয়া কহিলে তৎকালে তাহারদিগের কথায় ও তাহারা দিব্য করিয়া আদালতের সওয়ালের যে জওয়াব দেয় তাহাতে যদি জজসাহেবের হৃদ্বোধ হয় যে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া যথার্থ তবে জজসাহেব সেই মালজামিন হাজির হইবার কারণ এই মত এক ইশ্‌তিহারনামা যে সেই মালজামিন সেই ইশ্‌তিহারনামা লিখনের পর দিনহইতে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে আপনি আদালতে হাজির হয় জারী করিবেন। ইহাতে যদি সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের ভূমি সুবে বাঙ্গালা কিম্বা সুবে উড়িষ্যায় থাকে তবে ইশ্‌তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গলা ভাষা ও অক্ষরে ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ভাষায় কি হিন্দী শব্দ ও নাগরী অক্ষরে লেখা যাইবেক ও সে ইশ্‌তিহারনামা লেখা হইলে পর যত ত্বরাতে হয় সে মালজামিনের ঠিকানা সে জিলার মধ্যে থাকিলে তথায় ও সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সদর কাছারীতে ও কালেক্টরসাহেবের দপ্তরখানায় ও জিলার দেওয়ানী আদালতের কাছারীতেও লট্‌কান যাইবেক। ইহাতে সেই মালজামিন ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইয়া কালেক্টরসাহেবের দাওয়ার জওয়াব দিলে এবং কালেক্টরসাহেব ও সেই জামিনের পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিলে যদি কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমা জিলার আদালতের জজসাহেব এই রূপে ডিক্রী করিবেন যে সেই মালজামিনের স্থানে তাহার অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে দণ্ড সরকারে লওয়া যায় ইহাতে যদি সেই মালজামিন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার অবধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে না করে তবে জিলার জজসাহেব সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শীঘ্র শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর সেই মালজামিন সে মিয়াদের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করিলে যদি তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও যদি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ১০ দশম ধারার নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে না করে তবে এই দুই মতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে ত্বরাতেই পাঠাইবেন। আর মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে যদি সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া তথায় মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার

জজসাহেব কালেক্টরসাহেবের দাওয়া পুক্ত জানিলে ৪ হপ্তার মধ্যে মালজামিন আদালতে হাজির হইবার কারণ ইশ্‌তিহারনামা জারী করিবার কথা।

ইশ্‌তিহারনামা যে যে ভাষা ও অক্ষরে লেখা যাইবেক ও যে যে স্থানে লট্‌কাইতে হইবেক তাহার কথা।

মালজামিন ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির না হইলে কিম্বা হাজির হইলে পর তাহার উপর দাওয়া প্রমাণ হইলে তাহার স্থানে দণ্ড লইতে ডিক্রী হইবার কথা।

মালজামিন মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমার নালিশ করিলে ও তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর হইলে পরে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হইলে কিম্বা তথাকার যোগ্য না হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ডিক্রীদিগরের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী সদরে দেওয়ানী আদালতে মঞ্জুর হইলে সে কালে তথা

মার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হয় তবে তথাকার জজসাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখনানুসারে পেয়াদারা দখল পাইলে ও মালজামিন কয়েদ হইবার বিষয়ে হইলে তাহাকে যে রূপে কয়েদ রাখিতেন এ মোকদ্দমাতেও তাহাকে সেই রূপে কয়েদ রাখিবেন কালেক্টরসাহেব অব্যাজে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল লইয়া সে ডিক্রীর প্রতি আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখনসহিত বোর্ড রেবিনিউতে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহাই কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হুকুম করেন্ ও তদনুসারে অবধারিত কালের মধ্যে আপীল করা যায় ও তথায় জিলার আদালতের ডিক্রী নামঞ্জুর হয় ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য না হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলেও নির্দ্ধারিত কালের মধ্যে সে মোকদ্দমা তথায় উপস্থিত না হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা অবিলম্বে সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জিলার আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন। আর যদি জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হয় তবে কালেক্টরসাহেব সত্বর হইয়া জিলার আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে তথায় সে মোকদ্দমার আপীল করিতে হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহাই করিতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দিবেন তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল হইয়া তথায় মফঃসল আপীলের ডিক্রী না মঞ্জুর হইয়া সেই জামিনদারের স্থানে দণ্ড লইবার হুকুম হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপনারদিগের কৃত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল মফঃসল আপীল আদালতের আগত ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন। এই ধারার মোতালক মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে সেই মালজামিনের উপর যে দণ্ডের ডিক্রী হয় তাহার সংখ্যা সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে সে মোকদ্দমা

কার সাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ না হইলে তাহার কর্ত্তব্যের কথা।

জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হইলে যে সকল উদ্যোগ হইবেক তাহার কথা।

জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া প্রমাণ হইয়া তথাকার ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হইলে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্যের কথা।

মফঃসল আপীলে নিষ্পত্তিহওয়া যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য তাহার বেওরা কথা।

এই ধারাক্রমে যে কোন আদালতে ডিক্রী হয় তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের বিনাহকুমে জারী না হইবার কথা।

দণ্ডের টাকা উসুলের মতের কথা।

ক্দ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইবেক না। এই ধারানুসারে যে কালে জিলার আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে মালজামিনের স্থানে দণ্ড লইবার বিষয়ে ডিক্রী হয় সে কালে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে তাহার বিবরণ সুগোচর হইয়া তথাকার বিবেচনাক্রমে সে ডিক্রী মঞ্জুরের বিষয়ে যাবৎ ঐ শ্রীযুতের হজুরের হকুম না হয় তাবৎ সে ডিক্রী জারী হইবেক না ইহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে সে ডিক্রী অবগত হইয়া পরে ৪ চারি হপ্তার মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা সেই দণ্ড অল্প করিতেই বা হউক যাহা উচিত জানেন্ তাহাই করিতে হকুম করিবেন। আর ঐ শ্রীযুতের হজুর হইতে দণ্ডের সংখ্যার বিষয়ে হকুম হইলে পর যে আদালতহইতে মোকদ্দমার ডিক্রী ও বোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতেব হজুরে যায় সেই আদালতের সাহেবেরা আপনারদিগের মোতালক আদালতের ডিক্রী জারী করিবার বিষয়ে যে শক্তি রাখেন্ সেইরূপ শক্তি সেই দণ্ড উসুলের বিষয়েও রাখিবেন ও সেই দণ্ড তথাকার কালেক্টরসাহেবের স্থানে পঁহুছাইবেন ইহাতে ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে সে ডিক্রী জারী করিতে কিম্বা অল্প দণ্ড লইতে হকুম না হইলেও সে ডিক্রী বহাল থাকিবেক ও যে আদালতহইতে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে যায় সেই আদালতের সাহেবেরা সেই দণ্ড উপরের লিখনানুসারে উসুল করিবেন। আর এই ধারাক্রমে কালেক্টরসাহেব যে মালজামিনের নামে জিলার আদালতে নালিশ করেন্ তথাকার এবং মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতে কালেক্টরসাহেবকে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে কিম্বা আসামীর দাওয়ার জওয়াব দিতে হইলে তাহার খরচা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক আর সে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হয় তথাকার সরকারী উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব হইবেক ইতি।

এই ধারানুসারে কালেক্টরসাহেবের যে দাওয়া হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের উকীলের মারফতে হইবার ও তাহার খরচা সরকারহইতে দিবার কথা।

২২ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা বৎসর গতে যে সকল ভূম্যধিকারির ভূমি বাকী মাঃগুজারীর কারণ নীলাম করিতে উদ্যত থাকেন্ তাহার হকুম শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে লইবার কথা।

বাকীদার কয়েদ থাকিলে কি না থাকিলে বৎসর গত না হইতে তাহার ভূমি নীলামের

যে কালে কালেক্টরসাহেব ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারানুসারে বাকীর কারণ কোন ভূম্যধিকারিকে কয়েদ করেন্ ও তাহার ভূমির মালগুজারী তহসীলের নিমিত্তে ৬ ষষ্ঠ ধারাক্রমে যে আমীন নিযুক্ত হয় সে আমীন সাল আখিরীতক যে টাকা উসুল করে তাহাতে সরকারের বাকী ও সেই আমীনের মোতালক সকল ওয়াজিবী খরচ আদায় না হয় তবে কালেক্টরসাহেব এ বিষয়ের বেওরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলা করিবেন এবং সেই বাকীদারের ভূমির যে কিঞ্চিৎ নীলামে বিক্রয় করিলে সেই বাকী শোধ হয় তাহাও লিখিবেন। কিন্তু জানিবেন যে এই ধারা ও ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখিত সমস্ত বিষয়ে ঐ শ্রীযুতের কর্ত্তৃত্ব আছে যে যদি কোন ভূম্যধিকারী বাকীদার হইয়া অন্যায় বাকী হইবার আপত্তিতে নালিশ না করিয়া থাকে তবে যে সন বাকী পড়ে সে সন গত হইবার পূর্ব্বে সে বাকীদার কয়েদ থাকে

থাকে

থাকে কি না থাকে তথাচ তাহার ভূমি সেই সন গত হইবাতক বিক্রয় করিবার বিলম্বকরণ উচিত না জানিলে সেই সনের মধ্যেই নীলামে বিক্রয় করাইবেন। আর যে ভূম্যধিকারী কয়েদ থাকে ও জিলার আদালতে তাহার শিরে বাকী টাকার ডিক্রী না হইয়া থাকে যেসময়ে তাহার সেই বাকী আদায়ের কারণ তাহার ভূমি নীলামের ধার্য্য হয় সে সময়ে সেই অধিকারী নীলাম হইবার নিশ্চিত দিনের পূর্ব্বে সেই বাকী টাকার কিছু কিম্বা সমস্তই অন্যায় হইবার আপত্তি উপস্থিত করিয়া ৯ নবম ও ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে যদি মালজামিন ও একরারনামা দিয়া মোকদ্দমার গতিকক্রমে ঐ দুই ধারার লিখিত অন্য ২ মর্ম্মানুসারে কার্য্য করে তবে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিপর্য্যন্ত তাহার ভূমি নীলাম মৌকুফ রহিয়া সে বাকীদার খালাস হইবেক ও ৩ তৃতীয় ধারার লিখনানুসারে কালেক্টরসাহেবের পরওয়ানা গেলে পর ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের শিরে অন্যায় বাকী টাকা হইবার আপত্তি করিলে তাহারদিগের যে গতি হয় তন্যায় তাহার গতি জানা যাইবেক। ইহাতে সেই অধিকারির ভূমি নীলাম মোকাম কলিকাতায় হওন নিস্কর্ষ হইলে নীলামের যে দিন নিস্কর্ষ হয় তাহার পূর্ব্বে উপরের লিখনানুসারে জামিন ও একরারনামা সেই অধিকারী বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের স্থানে দিবেক কিম্বা তাহার অষ্টাহ পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবের নিকটে এইহেতুক দিবেক যে তাহার মধ্যে কালেক্টরসাহেব সেই অধিকারির দেওয়া মালজামিন ও একরারনামা মঞ্জুর এমত সংবাদ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে দিতে পারেন ও যে সময়ে সেই অধিকারী কালেক্টরসাহেবের নিকটে মাল জামিন ও একরারনামা দেয় সে সময়ে কালেক্টরসাহেব যাবৎ সেই মালজামিনের মাতবরী নিশ্চয় না জানেন তাবৎ তাহার জামিনী মঞ্জুর না করেন ও যে কালে মঞ্জুর করেন সে কালে তাহার সংবাদ এক মত দুই লিখনের দ্বারা উপরাউপরি দুই দিন ডাকের মারফতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে পাঠাইবেন এইহেতুক যে প্রথম লিখন একান্ত না পহুছিতে পারিলে দ্বিতীয় লিখন অবশ্য পঁহুছিবেক ইহাতে সেই অধিকারির ভূমি নীলামের কারণ কালেক্টরসাহেবের প্রতি হুকুম হইলে কালেক্টরসাহেবের শক্তি আছে যে যদি সেই অধিকারী নীলামের নিশ্চিত দিনের পূর্ব্বে উপরের লিখনানুসারে মালজামিন ও একরারনামা সেই কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় তবে তাহার ভূমি নীলাম মৌকুফ রাখেন ও সে হকীকৎ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলা কারণ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের স্থানে শীঘ্র লিখেন ইতি।

বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্ত্তৃত্বের কথা।

যে বাকীদার কয়েদ থাকে তাহার শিরে বাকী টাকার ডিক্রী আদালতে না হইলে ও সে বাকীদার সে বাকীর আপত্তি করিয়া ৯।১০ধারার লিখনানুসারে জামিন ও একরারনামা দিতে উদ্যত হইলে ও ঐ দুই ধারার বিষয়ান্তর স্বীকার করিলে তাহার ভূমি নীলাম স্থগিত হইবার কথা।

কলিকাতা কিম্বা জিলায় নীলামহওন নির্দ্দিষ্ট হইলে জামিন ও একরারনামা দাখিল করিবার স্থাননিরূপণের কথা।

২৩ ধারা।

যদি কালেক্টরসাহেব ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারানুসারে কোন ইজারদারকে কয়েদ করেন ও যে আমীন তাহার ইজারার মহালের মালগুজারী তহসীলে নিযুক্ত হয় সে আমীন সাল আখিরীতক যে টাকা উসুল করে তাহাতে সরকারের বাকী ও সে

বৎসর গতে কোন ভূমির ইজারদারের স্থানে কিছু মালগুজারী বাকী হইলে সে কালে ইজার

দার কয়েদ থাকে কিম্বা না থাকে কালেক্টরসাহেব তাহা উসুলের কারণ যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

আমীনের মোতালক সকল ওয়াজিবী খরচ আদায় না হয় অথবা যে ইজারদার কয়েদ না থাকে কিম্বা কয়েদ থাকে ও সাল তামাম হইলে তাহার শিরে গতসনের কিছু বাকী ওয়াজিবী তলব রহে তবে এই দুই মতে কালেক্টরসাহেব সেই বাকী টাকা মালজামিনের স্থানে এবং ইজারদারের স্থানেও তলব করিবেন তাহাতে কালেক্টর সাহেব সেই মালজামিনের নামে সে বাকীর তলবে যে পরওয়ানা জারী করেন সে পরওয়ানার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সে বাকী না দিলে কোন বাকীদার কোন মাসের কিস্তির টাকার তেহাই হিস্যার আন্দাজে তাহার পর মাসের পোনরই তারিখতক না দিলে সে বাকীদারের পুতি কালেক্টরসাহেব ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ধারাক্রমে যে সকল উদ্যোগ করিবেন সেই সকল উদ্যোগ এই মালজামিনের সম্বন্ধে বরং সেই ইজারদার কয়েদ না থাকিলে তাহার সম্বন্ধেও করিবেন ও তাহাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের কর্তৃত্ব হইবেক যে যে সনের বাকীর কারণ ইজারদার ও তাহার মালজামিন কয়েদ রহে তাহার পর সনহইতে সেই ইজারদারের ইজারা বরখাস্ত করেন কিম্বা ইজারার মুদ্দত আখিরতক তাহার মালগুজারীর সরবরাহ সেই ইজারদার ও তাহার মালজামিনের স্থানহইতে তাহারদিগের করারদাদ মাফিক করাইবেন ইহাতে ঐ শ্রীযুত সেই ইজারা বরখাস্ত করিলে সেই ইজারদারের সাধ্য আছে যে তাহার ইজারা বহাল থাকিতে তাহার তাবে সকল পুজা ও তালুকদার ও ইজারদারের শিরে যে বাকী টাকা তলব থাকে তাহা উসুলের নিমিত্তে তাহারদিগের নামে জিলার আদালতে নালিশ করে ইতি।

২৪ ধারা।

যে সময়ে কালেক্টরসাহেব মালজামিনকে কয়েদ করেন সে সময়ে বাকী আদায়ের আনও আনে তাহার ভূমি ক্রোক করিবার কথা।

মালজামিনের কিছু ভূমি সে জিলায় না থাকিলে কালেক্টরসাহেব বাকী উসুলের জন্যে যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

যে সময়ে কালেক্টরসাহেব এই আইনের লিখিত হেতুক্রমে কোন ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের মালজামিনকে কয়েদ করিতে চাহেন সে সময়ে কালেক্টরসাহেব সত্বর হইয়া সেই মালজামিনের যে কিঞ্চিৎ ভূমি বিক্রয় করিলে সে বাকী আদায় হইতে পারিবার অনুমান করেন তাহা ৬ ষষ্ঠ ধারাক্রমে ক্রোক করিয়া তথাকার তহসীলে জনেক আমীন নিযুক্ত করিবেন। তাহাতে সেই মালজামিনের কিছু ভূমি সে জিলায় না থাকিলে কালেক্টরসাহেব সেই মালজামিনের যে ভূমি অন্য জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের স্থানে সেই তলবের টাকার ও যে ভূমি ক্রোক হইবেক তাহার তায়দাদ নিদর্শনী আপনার লিখনমুদ্রা জনেক আমীনকে ধার্য্য করিয়া পাঠাইবেন তথাকার কালেক্টরসাহেব আপনার জনেক পেয়াদাকে হুকুম করিবেন যে আমীনকে সে ভূমি দেখাইয়া দেয় ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যাবৎ সে ভূমি নীলামের হুকুম শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে না পান তাবৎ আমীন সে ভূমি ক্রোক রাখে ও সে আমীন সে ভূমির যাহা তহসীল করে তাহাতে আমলাসমেত আপন সমস্ত খরচ বাদ দিয়া বাকী সেই ভূমির মালগুজারীতে যে জিলায় সে ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেক

ইবেক ও সে মালগুজারী শোধ পড়িয়া কিছু ফাজিল হইলে তাহা যে বাকীর কারণ সে ভূমি ক্রোক হইয়া থাকে সেই বাকীর আদায়ে আনিবেক ইহাতে মালজামিনের যে ভূমি ক্রোক হয় সে ভূমি যদি এমত অল্প হয় যে তাহার উৎপন্নে আমীনের সকল খরচ পোষায় না তবে যে কালেক্টরসাহেব সেই মালজামিনের স্থানে বাকী টাকার তলব রাখেন্ সেই কালেক্টরসাহেব সেই ভূমি যে জিলায় থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবকে লিখিবেন যে সে ভূমির নিকটে তাঁহার তরফ যে তহসীলদার কিম্বা তহসীলের এলাকার অন্য যে কেহ থাকে তাহাকে সেই ভূমির এতমামের বিষয়ে হুকুম দেন্ ও অন্য জিলার কালেক্টরসাহেব প্রথম জিলার কালেক্টরসাহেবের লিখনানুসারে কার্য্য করেন্ আর যে কেহ উপরের লিখনক্রমে সেই ভূমির এতমামদারীতে প্রবৃত্ত হয় ৬ ষষ্ঠ ধারার মতে যে সকল বিষয় আমীনের কর্ত্তব্য হইত ও যে সকল নিষেধ ও বিধির হুকুম আমীনের সম্বন্ধে চলিত সেই সকল বিষয় সেই এতমামদারের কর্ত্তব্য হইবেক ও তাহার প্রতিও সেই সকল নিষেধ ও বিধির হুকুম চলিবেক ইহাতে যে জিলার কালেক্টরসাহেবের এলাকায় সে ভূমি থাকে সে জিলার কালেক্টরসাহেবের নামে সেই ক্রোকী মোকদ্দমার নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু যে কালেক্টরসাহেবের লিখনানুসারে সে ভূমি ক্রোক হয় সে কালেক্টরসাহেবের জিলায় সে ভূমি থাকিলে সে ভূমির ক্রোকের মোকদ্দমার জওয়াব যে রূপে তাঁহাকে দেওয়া উচিত হইত সেই রূপে এ বিষয়েও তাঁহার জওয়াব দেওয়া উচিত হইবেক। আর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সনে যে ভূমির বাকী পড়ে সেই সনের মধ্যে কিম্বা সেই সনগতে সে ভূমি নীলাম হইবার বিষয়ে যাহা উচিত জানেন্ তাহার হুকম শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে লন্ ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে ভূমি নীলামের আজ্ঞা লইবার কথা।

২৫ ধারা।

এই আইনের লিখিত মর্ম্মানুসারে যে সময়ে ভূমি নীলামের হুকুম হয় সে সময়ে কালেক্টরসাহেব সত্বর হইয়া সে ভূমি ক্রোকের নিমিত্তে জনেক আমীনকে পাঠাইবেন ও ক্রোকহওয়া ভূমির বিষয়ে যে সকল হুকুম ও মত ৬ ষষ্ঠ ধারায় লেখা আছে তদনুসারে সেই আমীন সেই ভূমির সরকারের মালগুজারী তহসীল করিতে থাকিবেক ও সে ভূমির অধিকারিকে সে ভূমি উজ্জট্ করিতে দিবেক না আর সে ভূমির জমা বন্দোবস্তের কারণ যে হকীকৎ তাহার স্থানে তলব করা যায় তাহার সংবাদ কালেক্টরসাহেবের স্থানে দেয় কিন্তু শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরহইতে নীলামের হুকম হইবার পূর্ব্বে সে ভূমি জনেক আমীন কিম্বা তহসীলদার অথবা অন্যের এতমামে রহিয়া থাকিলে তাহার কর্ত্তব্য যে সরকারের মালগুজারী তহসীলের ও সে ভূমির অধিকারিকে সে ভূমি উজ্জট্ করিতে না দিবার ও যে হকীকৎ তলব হয় তাহার সমাচার করিবার বিষয়ে উপরের লিখনা

ভূমি নীলামের হুকুম হইলে কালেক্টরসাহেব সে ভূমি ক্রোক্ করিতে আমীন নিযুক্ত করিবার ও সেই আমীনের মতের কথা।

নুসারে কার্য্য করে ইহাতে বাকীদারের যে ভূমি ক্রোক হয় সে ভূমি যদি এমত অল্প হয় যে তাহার উৎপন্নে আমীনের সকল খরচ না পোষায় তবে সে ভূমির নিকটে কালেক্টরসাহেবের তরফ যে তহসীলদার কিম্বা তহসীলের এলাকার অন্য যে কেহ থাকে তাহাকে সেই ভূমির তহসীলের কার্য্যের ভার হইবেক ও যাহাকে এ কার্য্যের ভার হয় এই ধারার মতে যে সকল কার্য্য আমীনের কর্ত্তব্য হইত ও যে নিষেধ ও বিধির হুকুম সেই আমীনের প্রতি চলিত সেই কার্য্যকারক ব্যক্তির সেই সকল বিষয়ে কর্ত্তব্য হইবেক এবং সেই নিষেধ ও বিধির হুকুম তাহার প্রতি চলিবেক ইতি।

২৬ ধারা।

এই আইনের মতে ভূমি নীলাম হইবার মোকামের কথা।

ভূমি নীলামের বিষয়ে ইশ্তিহারনামা হইবার ও তাহার মজমুনের কথা।

এই আইনের মতে যে সময়ে ভূমি নীলাম করিতে হয় সে সময়ে সে নীলাম জিলার সদর কাছারীতে কালেক্টরসাহেবের নিকটে হয় কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটরী সাহেবের এতমামেইবা হউক শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে যে মত হুকুম করেন তদনুসারেই হইবেক। আর ভূমি নীলামের পূর্ব্বে ইশ্তিহারনামা জারী হইবেক ও একজাইমতে ভূমি নীলাম নির্দ্দিষ্ট হইলে একজাই জমা এবং কিস্মৎওয়ারীমতে নীলাম নির্দ্দিষ্ট হইলে কিস্মৎওয়ারী জমা ইশ্তিহারনামায় লেখা যাইবেক এবং যে স্থানে নীলাম হইবেক সেই স্থানের নির্ণয় ও নীলাম হইবার তারিখ ও বার ও সময় তাহাতে লিখিতে হইবেক আর যে সন ভূমি নীলাম হয় সেই সনের মালগুজারী যাহা খরীদারের দেওয়া উচিত হইবেক তাহাও সেই ইশ্তিহারনামায় লেখা থাকিবেক কিন্তু সেই মালগুজারীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না হইতে পারিলে সেই সংখ্যার আনওয়ান যেমতে হইতে পারে তাহা সেই ইশ্তিহারনামায় লেখা যাইবেক ইহাতে সে ভূমি সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় থাকিলে ইশ্তিহারনামা পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে থাকিলে পারসী ভাষায় ও হিন্দি ভাষা ও নাগরী অক্ষরে ও লেখা হইয়া জিলার আদালতের কাছারীতে ও কালেক্টরসাহেবের দফ্তরখানায় ও সেই অধিকারভূমির ভারি গ্রামে ও বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটরীর দফ্তরখানায় সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্কান যাইবেক এবং নীলামের পূর্ব্বে এক মাসের কম না হয় এমত কাল থাকিতে ঐ সকল স্থানে সেই ইশ্তিহারনামা লট্কাইতে হইবেক। ইহাতে নীলামের খরচ ও ২৫ পঞ্চবিংশতি ধারাক্রমে যে আমীন ভূমির এতমামে নিযুক্ত হয় তাহার খরচ সেই ভূমির মূল্যের টাকা হইতে হইবেক। আর সপ্তবিংশতি ও অষ্টাবিংশতি ধারাক্রমে ও অপর যেমত ধার্য্য হয় তদনুসারে নীলামের কটের বেওরা ফর্দ্দ নীলামের দিবসে বরং তাহার তিন দিন পূর্ব্বে নীলামের মোকামে সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্কাইতে হইবেক ইতি।

নীলামের ও আমীনের খরচ যথাহইতে হইবেক তাহার কথা।

নীলামের কটের বেওরা ফর্দ্দ লট্কাইবার কথা।

২৭ ধারা।

এই আইনের মতে যে সময়ে ভূমি নীলাম হয় সেই নীলামের সময়ে সেই ভূমির খরীদার সেই ভূমির মূল্যের ফিশত ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে আমানতের ক্রমে অর্থাৎ বায়না সরকারে দাখিল করিবেক পরে যদি খরীদার সেই ভূমির মূল্যের টাকা নিয়মিত কালের মধ্যে না দেয় তবে সেই আমানত টাকা সরকারে জব্দ হইয়া সেই ভূমি পুনরায় গোড়াগোড়ীহইতে নীলাম হইবেক ও তাহার খরচা পহিলা খরীদার দিবেক এবং যদি সে ভূমির মূল্য প্রথম নীলামের সময়াপেক্ষা দ্বিতীয় নীলামে অল্প হয় তবে সে নোক্সানের নিশাও পহিলা খরীদার করিবেক আর যদি সে ভূমি দ্বিতীয় নীলামে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় তাহাতে ১৮ অষ্টাদশ ধারাক্রমে সে ভূমি সরকারের হইলে সেই অধিক টাকা সরকারে লওয়া যাইবেক নতুবা বাকীদারের হিসাবে মজুরা হইবেক। ইহাতে পহিলা খরীদার উপরের লিখনানুসারে আমানতের ক্রমে টাকা সরকারে দাখিল না করিলে অথবা দ্বিতীয়বার নীলাম করিতে হইলে তাহাতে যে ক্ষতি হয় তাহা দ্বিতীয় নীলামের খরচাসমেত না দিলে সেই খরীদার কালেক্টরসাহেবের জিলায় থাকিলে কালেকটরসাহেব ও কলিকাতায় থাকিলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ৩ তৃতীয় ধারার প্রস্তাবক্রমে মালগুজারীর টাকার তলবে পরওয়ানা জারী করিলে সেই পরওয়ানার লিখিত মিয়াদের মধ্যে যদি সরকারে দাখিল না করে তবে মালজামিন ও ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা আপনারদিগের শিরের তলবের টাকা দিতে ত্রুটি করিলে তাহারদিগের যে গতি হইয়া ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির শিরের টাকা উসুলের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবহইতে যে উদ্যোগ হয় তন্ন্যায় গতি সেই খরীদারের হইবেক ও কালেক্টরসাহেব নোক্সানের টাকাদিগর উসুলের বিষয়েও সেই উদ্যোগ সেই খরীদারের প্রতি করিবেন ইতি।

মোকররী মিয়াদের মধ্যে জমীনের খরীদার মূল্যের টাকা না দিলে তাহার উপর তদ্দারকের কথা।

খরীদার আমানতী টাকা দাখিল না করিলে ও দোসরা নীলামের নোক্সানের টাকা খরচাসমেত না দিলে তাহা উসুলের মতের কথা।

২৮ ধারা।

এই আইনের মতে যে সকল ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যায় সে সকল ভূমির মালগুজারীর বাকী টাকা ও রসদের টাকা যাহা নীলাম হইবার বৎসরের পূর্ব্বের দরুণ সরকারের পাওনা থাকে তাহা নীলামের খরীদার দিবার নির্ণয় নীলামের কটে না থাকিলে সে সকল টাকা সে খরীদারের দেওয়া উচিত হইবেক না। যদি তাহা দিবার নির্ণয় নীলামের কটে না থাকে তবে তাহা পূর্ব্বাধিকারির দেওয়া যথার্থ হইবেক ও তাহা উসুলের কারণ তাহার দ্রব্যসামগ্রী জব্দ করা যাইবেক কিম্বা সে কয়েদ হইবেক বরং সে টাকা উসুলের কারণ তাহার দ্রব্যসামগ্রী জব্দ করিতে ও তাহাকেও কয়েদ করিতে উচিত হয় ইহাতে সেই অধিকারির তাবে প্রজা ও তালুকদার ও ইজারদারদিগের স্থানে তাহার ভূমি নীলামের পূর্ব্বে যে মালগুজারী তাহার পাওনা থাকে তাহা তাহার স্বত্ব অর্থাৎ হক জানিয়া তাহা উসুলের কারণ তাহার

নীলামী জমীন নীলাম হইবার সনের পূর্ব্বে বাকী ও রসদের টাকা নীলামের কটে দাখিল না থাকিলে তাহা খরীদারের দেনা না হইবার কথা।

বাকী ও রসদের টাকা যাহা দেওয়া উচিত হইবেক তাহার কথা।

দিগের

দিগের নামে জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক অথবা সে সত্ত্বত্যাগ করিয়া তাহা লইতে ও খরচ করিতে খরীদারকে অনুমতি দিতে পারিবেক ইতি।

২৯ ধারা।

কয়েদীরা আপনারদিগেরে কয়েদ রাখাইবার হেতু কালেক্টরসাহেবের স্থানে জিজ্ঞাসা করিবার কারণ জজসাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবার সাধ্য রাখিবার ও তাহাতে জজসাহেবের মতের কথা।

আদালতের বিনা ডিক্রীতে কেহ কয়েদ হইলে তাহার প্রতি যে যে হুকুম ও তদবীর হইবেক তাহার কথা।

এই আইনের মতে মালগুজারী কিম্বা সরকারের অন্য পাওনা টাকার কারণ আদালতের ডিক্রীমতে অথবা বিনাডিক্রীতে যে কেহ কয়েদ হয় তাহার সাধ্য আছে যে জিলার আদালতে জজসাহেবের নিকটে সে বিষয়ের এমত দরখাস্ত করে যে তদনুসারে জজসাহেব কালেক্টরসাহেবের স্থানে জিজ্ঞাসা করেন্ যে সে লোককে কিহেতুক কয়েদ রাখেন্ তাহাতে যে লোক সেই দরখাস্ত করে সে যদি সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা মফঃসল আপীল আদালত অথবা জিলার দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীমতে কয়েদ রহে ও সে নিমিত্তে আপীল করিবার যে মিয়াদ ধার্য্য আছে সেই মিয়াদ গত হইয়া থাকে তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার মোকদ্দমা প্রকৃত কি অপ্রকৃত তাহার বেওরা বিবেচনা না করিয়া কেবল তাহাই তহকীক্ করেন্ যে যে লোক দরখাস্ত করে সে লোক ডিক্রীর টাকা ও কয়েদ হইলে তাহার শিরে যে টাকা তলব হইয়া থাকে তাহা দিয়াছে কি না। ইহাতে যদি সে লোক আদালতের ডিক্রীক্রমে কয়েদ না হইয়া থাকে বরং এই আইনের মতে বাকীদারদিগেরে কয়েদ করিবার বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের যে শক্তি আছে তদনুসারে কয়েদ হইয়া আপন শিরের তলবের টাকা অসঙ্গত দাওয়া কহিয়া দিতে আপত্তি করে তাহাতেও জজসাহেবের উচিত যে তাহার মোকদ্দমা প্রকৃত কিম্বা অপ্রকৃত তাহার বেওরা বিবেচনা না করিয়া এমত করেন্ যে সেই ব্যক্তি ১২ দ্বাদশ ধারার লিখনানুসারে কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশ করে আর জানিবেন যে ঐ ১২ দ্বাদশ ধারার লিখিত সমস্ত বিষয় কেবল ভূম্যাধিকারী ও ইজারদারদিগের অবস্থার প্রতি তৎপর না হইয়া মালজামিন ও নীলামী ভূমির খরীদারদিগের গতিতেও প্রকৃতর হইবেক কিন্তু যদি সেই কয়েদী লোক আপন শিরের তলবের টাকা ও সে কয়েদ হইলেপর যাহা তাহার শিরে তলব হয় তাহা যথার্থ মানিয়া কহে যে আমি তাহা বেবাক দিয়াছি তবে জজসাহেবের উপযুক্ত যে সেই কয়েদী আসামী সে টাকা দিয়াছে কি না তাহা তহকীক্ করেন্ ও সেই সকল তহকীক্ নয়া মোকদ্দমার সম্বন্ধীয় না বুঝিয়া পূর্ব্ব বিচারের অবশেষ জ্ঞান করেন্ ও জজসাহেব সেই কয়েদীর হিসাবদৃষ্টে যে সময়ে নিশ্চয় জানেন্ যে সেই ব্যক্তি যে টাকার কারণ কয়েদ হইয়াছে তাহা সমস্তই দিয়াছে তবে সে সময়ে যদি সেই কয়েদী জামিন ও একরারনামা এই মজমুনে দাখিল করে যে আমি যে টাকা দিয়াছি তাহাছাড়া কালেক্টরসাহেব যে টাকার দাওয়া আমার উপর রাখেন্ সে টাকা এ মোকদ্দমার আপীল হইলে যদি সরকারের ন্যায্য প্রাপ্তব্যের উপর ডিক্রী হয় দিব তবে তাকে খালাসী দিবেন আর যদি কালেক্টরসাহেব জজসাহেবের কৃত নিষ্পত্তিতে সম্মত হন্ তবে জজসাহেব সেই কয়েদীর স্থানে জামিন ও একরারনামা না লইয়া

তাহাকে

তাহাকে খালাসী দিতে পরিবেন ও যদি কালেক্টরসাহেব জজসাহেবের কৃত নিষ্পত্তি স্বীকার না করেন্ ও সেই কয়েদী জামিন ও একরারনামা দাখিল না করে ও কালেক্টরসাহেব নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল না করেন্ তাহাতেও জজসাহেবকে চাহি যে সেই কয়েদীর স্থানে জামিন ও একরারনামা না লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন্ ও যদি জজসাহেব বিচার করিলে পরে প্রকাশ পায় যে সেই কয়েদী তাহার শিরের তলবের যে টাকার কারণ কয়েদ হইয়াছে সে টাকার মধ্যে কিছু কিম্বা সে টাকা সমস্তই আদায় হয় নাই তবে তাহাতে সেই ব্যক্তি যদি সেই টাকার নিমিত্তে এক বৎসরের অধিক কয়েদ রহিয়া থাকে ও জজসাহেবের কৃত এমত নিষ্পত্তি স্বীকার করে যে আপনি খালাস হইলে পর সে টাকা মাফিক কিস্তিবন্দী এক বৎসরের মধ্যে দিবেক তবে সেই কয়েদী এমত মজমুনে একরারনামা লিখিয়া দিলে জজসাহেব তাহাকে কয়েদহইতে খালাসী দিবেন ইহাতে কালেক্টরসাহেব ও কয়েদী আসামীর ক্ষমতা আছে যে এই ধারার লিখিত নিষ্পত্তির উপর ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ আইনে সমস্ত মোকদ্দমার আপীলের বিষয়ের যে বিবরণ লেখা আছে তাহা জ্ঞাত হইয়া আপীল করেন্ আর কালেক্টরসাহেবদিগের জন্যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির প্রতি যে যে ত্বরা ৩০ ত্রিংশৎ ধারায় লেখা আছে সেই ২ ত্বরা এই ধারার লিখনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবেক তাহার প্রতি চলন হইবেক ইতি ।

৩০ ধারা ।

কালেক্টরসাহেব কাহারও স্থানে মালগুজারীর টাকা তলব করিলে কিম্বা লইলে তাহা আদালতে অযথার্থ ঠাহরিলে তাহাতে কালেক্টর সাহেবের যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা ।

যে সময় কোন জিলার দেওয়ানী আদালতে মালগুজারীর মোকদ্দমা এই মতে নিষ্পত্তি হয় যে কালেক্টরসাহেব যে মালগুজারীর বাকী টাকা এই আইনের মতানুসারে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের স্থানে তলব রাখেন্ অথবা উসুল করিয়া থাকেন্ তাহার মধ্যে কিছু কিম্বা তাহা সমস্তই প্রকৃত পাওনা নহে তবে সে সময়ে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সরকারের উকীলের মারফতে সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল জজসাহেবের স্থানে চাহেন্ ও জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে অব্যাজে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল কালেকটরসাহেবকে দেন্ ও কালেক্টরসাহেব সেই ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত সেই ডিক্রীর উপর আপনি যে আপত্তি রাখেন্ সেই আপত্তির নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা দেখিয়া যদি বুঝেন্ যে সে মোকদ্দমার ডিক্রী অন্যায় হইয়াছে তবে কালেক্টরসাহেবকে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল করিতে অনুমতি করিবেন তাহাতে যদি মফঃসল আপীল আদালতে সে ডিক্রী মঞ্জুর হয় তবে কালেক্টরসাহেব মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল তত্রাকার সাহেবদিগের স্থানে চাহিবেন ও সেই আপীলের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল কালেক্টরসাহেবকে দিবেন কালেক্টরসাহেব সেই ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত সেই মফঃসল আপীল আদালতের

ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে সেই আপত্তির নিদর্শনী লিখন ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে চালান করিবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা অবগত হইয়া যদি জানেন্ যে সেই মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী অন্যায় হইয়াছে তবে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের যোগ্য হইলে কালেক্টরসাহেবকে তথায় তাহার আপীল করিবার কারণ হুকুম করিবেন ও যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী যথার্থ জানেন্ তবে সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল করতে কালেক্টরসাহেবকে নিষেধ করিবেন। আর জানিবেন যে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে করণের বিষয়ে কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি করিলে তাহাতে কালেক্টরসাহেবের উপর যে খরচা কিম্বা দণ্ড দিতে জিলার আদালতে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক আর তদনুসারে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা জিলার আদালতের ডিক্রী যথার্থ জানিয়া আপীল করিতে অনুমতি না করেন্ তাহাতে কালেক্টরসাহেবের উপর যে খরচা ও দণ্ড দিতে জিলার আদালতের ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার নিশা কালেক্টরসাহেব নিজহইতে করিবেন কিন্তু ঐ বোর্ডের সাহেবেরা জিলার আদালতের ডিক্রী যথার্থ জানিলেও কালেক্টরসাহেবের সাধ্য আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল করেন্ তাহাতে যদি মফঃসল আপীল আদালতে কালেক্টরসাহেবের দাওয়া পুমাণ না হয় তবে সে কারণে কালেক্টরসাহেবের উপর যে খরচা ও দণ্ড দিতে মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হয় তাহা কালেকটরসাহেব নিজহইতে দিবেন ইহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমমাফিক কালেকটরসাহেবকে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে হয় সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কালেকটরসাহেবের তরফহইতে সরকারী উকীলে করিবেক ও তাহার খরচা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

যে কালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে করিতে কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি করেন্ সে সময়ে জিলার আদালতে যে খরচা ও দণ্ড দিতে কালেক্টরসাহেবের পুতি ডিক্রী হয় তাহা সরকারহইতে দেওয়া যাইবার কথা।

৩১ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের নামে যে সকল মোকদ্দমার নালিশ হয় তাহার মধ্যের যে যে মোকদ্দমার উত্তরপ্রত্যুত্তর সরকারের উকীলকে করিতে অনুমতি করিবেন তাহার কথা।

৯ নবম কিম্বা ১০ দশম অথবা ১২ দ্বাদশ কিম্বা ১৪ চতুর্দ্দশ অথবা ২২ দ্বাবিংশতি কিম্বা ঊনত্রিংশৎ ধারার লিখিত সকল বিষয়ানুসারে জিলার আদালতে কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশ হইয়া তথায় ফরিয়াদীর দাওয়া অপ্রমাণ হইয়া ডিক্রী হইলে ও ফরিয়াদী সে নিষ্পত্তিতে সম্মত না হইয়া মফঃসল আপীল আদালতে নালিশ করিলে কালেক্টরসাহেব মফঃসল আপীল আদালতে জনেক উকীলকে আপন তরফহইতে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ প্রবৃত্ত করিবেন তাহাতে যদি জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে মঞ্জুর হয় ও ফরিয়াদী তাহাতেও সম্মত না হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ও সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে শুনা যায় তবে কালেক্টরসাহেব আপন তরফহইতে সে মোকদ্দমার

মার সওয়াল ও জওয়াব কারণ সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন উকীলকে পুবৃত্ত করিবেন। আর যদি জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে নামঞ্জুর হয় তবে কালেক্টরসাহেব মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের স্থানে জিলার আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল চাহিবেন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা শীঘ্র সেই সকল নকল কালেক্টরসাহেবকে দিবেন কালেক্টরসাহেব তাহাসমেত মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর উপর যে আপত্তি রাখেন তাহার নিদর্শনী লিখন ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন। তাহাতে যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী অন্যায় বুঝেন তবে কালেক্টরসাহেবকে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে অনুমতি দিবেন। আর যদি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করণ অনুচিত জানেন তাহাতেও কালেক্টরসাহেবের সাধ্য আছে যে সে মোকদ্দমার নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতে করেন কিন্তু তাহাতে যদি কালেক্টরসাহেবের দাওয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পুমাণ না হয় তবে যে খরচা ও দণ্ড দিতে সদর দেওয়ানী আদালতে কালেক্টরসাহেবের উপর ডিক্রী হয় তাহা কালেক্টরসাহেব নিজহইতে দিবেন। আর যে কালে কালেক্টরসাহেব ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে এই ধারার লিখিত বিষয়ানুসারে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করেন অথবা রিস্পণ্ডেণ্ট অর্থাৎ আপীলের আসামী হন তবে তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের তরফ উকীলে করিবেক ও তাহার খরচা সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক ও সে মোকদ্দমার যে সওয়াল ও জওয়াবকরণ আবশ্যক হয় তাহা করিতে কালেক্টরসাহেব সরকারী উকীলকে সমাচার ও অনুমতি করিবেন ইতি।

জিলার আদালতের ডিক্রী মফঃসল আপীল আদালতে সাব্যস্থ না হইলে কালেক্টরসাহেবের যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী গ্রাহ্য না করিলে সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে কালেক্টরসাহেবকে অনুমতি করিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিনাঅনুমতিতেও সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে কালেক্টরসাহেবের শক্তি থাকিবার ও তাহার খরচা তাঁহার নিজহইতে দিতে হইবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিতে কালেক্টরসাহেব যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহার সওয়াল ও জওয়াব সরকারী উকীলে করিবার ও তাহার খরচা সরকারহইতে দিবার কথা।

৩২ ধারা।

এই আইনের লিখিত বিষয়ানুসারে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তাহার মালজামিন কিম্বা নীলামী ভূমির খরীদারের স্থানে কালেক্টরসাহেব সরকারের পুস্থে যে টাকা তলব করিয়া অথবা লইয়া থাকেন সে মোকদ্দমায় কিম্বা সরকারের পুকৃত পাওনাছাড়া আপন লাভের জন্যে যে টাকা ঐ সকল ভূম্যধিকারিপুভৃতির স্থানে তলব করিয়া অথবা লইয়া থাকেন সে মোকদ্দমায় কিম্বা এই আইনের হুকুমের অন্যথায় কোন কার্য্য করিলে সে মোকদ্দমায় কালেক্টরসাহেবের নামে জিলার আদালতে কোন নালিশ হইলে কিম্বা কালেক্টরসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিনাঅনুমতিতে আপীলে নালিশ করিয়া থাকিলে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় কালেক্টরসাহেব সেই আদালতের এক জন উকীলকে সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

জিলার আদালতসকলে কালেক্টরসাহেবদিগের নামে যে নালিশ হয় তাহার সওয়াল ও জওয়াব কারণ ঐ সাহেবেরা সেই সকল জিলার আদালতের উকীলদিগেরে নিযুক্ত করিবার ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিনাঅনুমতিতে আপীল করিলে আপীল আদালতের উকীলদিগেরে তাহার সওয়াল ও জওয়াব কারণ পুবৃত্ত করিবার কথা।

৩৩ ধারা।

৩৩ ধারা।

এই আইনের মতে কালেক্টরসাহেবের নামে যে সকল মোকদ্দমার নালিশ হয় তাহার মধ্যে যে যে মোকদ্দমা ঐ সাহেবের নিজের সম্পর্কীয় তাহারও ঐ সাহেব তাহার সওয়াল ও জওয়াব যেমতে করিবেন তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেব আপন লাভের জন্যে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মালজামিন কিম্বা নীলামী ভুমির খরীদারের স্থানে যে টাকা তলব করিয়া কিম্বা লইয়া থাকেন্‌ সে মোকদ্দমায় অথবা সরকারের যাবদীয় দাওয়াছাড়া যে সকল মোকদ্দমা এই ধারার লিখিত সমস্ত মোকদ্দমার বাহির জ্ঞান হইয়া এই আইনের লিখিত বিষয়ানুসারে নিতান্ত তাহার বিচার করিবার নির্ণয় আছে ও বিচার হইবেক তাহাতে এই আইনের অন্যথায় আবৃত্ত হন্‌ ও সে সকল মোকদ্দমায় কালেক্টরসাহেবের নামে যে কালে জিলার আদালতে নালিশ উপস্থিত হয় সে কালে কালেক্‌ সাহেব সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন না এমত সকল মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেব ও ফরিয়াদীর নিজের জ্ঞান করা যাইবেক ও সরকারের চাকরছাড়া অন্য ২ লোকের যে সকল মোকদ্দমার জওয়াব তাহারা আদালতে রুজু হইয়া দিবার বিষয়ে যেরূপে হুকুম আছে সেই রূপে কালেক্টরসাহেবেরা এ সকল মোকদ্দমার জওয়াব দিয়া যে খরচা ও দণ্ড দিতে তাঁহারদিগের শিরে ডিক্রী হয় তাহা নিজহইতে দিবেন ইতি।

৩৪ ধারা।

৩৩ ধারার লিখিত সকল মোকদ্দমাছাড়া এই আইনের মতের অন্য যে যে মোকদ্দমা আদালতসকলে উপস্থিত হয় তাহাতে কালেক্টরসাহেবদিগের লাভ না হইবার কথা।

কালেক্টরসাহেব এই আইনের অন্যথা না করিলে আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমায় নোক্‌সানের দায় না ঠেকিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবেরা আদালতের ডিক্রীক্রমে যে খরচা ও দণ্ড পান্‌ তাহা নির্দ্ধারিত বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরে সরকারের জমা খরচের সিরিস্তায় দাখিল করিবার কথা।

আদালতের ডিক্রীক্রমে যে খরচা ও দণ্ড সরকারহইতে দেন্‌ তা

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ধারার লিখনানুসারে যে সকল মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবদিগের নিজের সম্পর্ক রাখে আদালতের ডিক্রীমতে সে সকল মোকদ্দমায় যে লাভ হইবেক তাহাতে তাঁহারদিগের স্বত্ব তাহাছাড়া কালেক্টরসাহেবেরা আপনারদিগের এলাকার বিষয়ক্রমে যে যে নালিশ আদালতসকলে করেন্‌ কিম্বা তদনুসারে তাঁহারদিগের নামে যে যে নালিশ হয় সেই২ মোকদ্দমায় কোন প্রকারে তাঁহারদিগের লাভ দর্শিবেক না। আর সেইরূপে যদি আদালতে প্রমাণ হয় যে কালেক্টরসাহেবেরা সরকারের পাওনা টাকা উসুলের বিষয়ে এই আইনের অন্যথা করেন্‌ নাই তবে সে কারণে কালেক্টরসাহেবেরাও কিছু নোক্‌সানের দায় ঠেকিবেন না। কিন্তু উপরের লিখিত বিষয়দৃষ্টে কালেক্টরসাহেবেরা ৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ধারার লিখনানুসারছাড়া অপর সকল মোকদ্দমায় যে খরচা ও দণ্ড কোন আদালতের ডিক্রীক্রমে পান্‌ তাহা আপনারদিগের মাসকাবারী হিসাবে সরকারের জমা খরচের সিরিস্তায় লেখাইবেন। আর এই আইনের মতে সরকারের উকীলের মারফতে সওয়াল ও জওয়াব হইয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় ও তাহার খরচা এই আইনের হুকুমসকলের মতে সরকারহইতে দিতে হয় ও যে সকল মোকদ্দমার ও দণ্ডের নিশা প্রথম কালেক্টরসাহেবের করণ উচিত হইয়া পশ্চাৎ সরকারহইতে তাহা দেওয়া কর্ত্তব্য হয় কালেক্টরসাহেব সে সকল মোকদ্দমায় যে খরচ করেন্‌ সে সকল খরচ মাসকাবারী হিসাবে অন্যং খরচের নীচে কিম্বা অন্য ফর্দ্দে অথবা আলাহিদা সিরিস্তায় লেখাইতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যেমত হুকুম দেন্‌ তদনুসারে কার্য্য করিবেন

করিবেন কিন্তু ঐ সকল খরচ লিখিবার বিষয়ে যাবৎ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম না পান্ তাবৎ কোন প্রকারে সে সকল খরচ মাসকাবারী হিসাবে দাখিল করাইবেন না ও যাবৎ ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতি না হয় তাবৎ সে সকল খরচের জওয়াব দিবার ভার কালেক্টরসাহেবদিগের শিরে রহিবেক ইতি।

হা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুম হইলে পর সরকারের খরচের সিরিস্তায় দাখিল করিবার কথা।

৩৫ ধারা।

এই আইনের মোতালক যে যে মোকদ্দমায় কিছু খরচা কিম্বা দণ্ড আদালতের ডিক্রীক্রমে কোন কালেক্টরসাহেবের স্থানহইতে দেওয়ান যায় ও কালেক্টরসাহেব সে সংবাদ বোর্ড রেবিনিউতে দিলে পর যদি ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের নিশ্চয় বোধ হয় যে সেই খরচাদিগর কালেক্টরসাহেবের দেওয়া যথার্থ নহে তবে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে বিষয়ের সমাচার শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুরে করিবেন তদ্দৃষ্টে ঐ শ্রীযুত তাহা কালেক্টরসাহেবের দেওয়া যথার্থ হয় কি না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহাই হুকুম করিবেন ইতি।

যে কালে আদালতের ডিক্রীক্রমে খরচা কিম্বা দণ্ড কালেক্টরসাহেবের স্থানহইতে দেওয়ান যায় সে কালে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাহা কালেক্টরসাহেবের দিবার ভার উচিত না জানিলে সে সংবাদ শ্রীযুতের কৌন্সেলের হুজুরে এত্তেলা করিবার কথা।

৩৬ ধারা।

এই আইনের মোতালক যে যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণ কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য হয় তাহাতে কোন প্রকারে কালেক্টরসাহেবের স্থানে হাজিরজামিন লওয়া যাইবেক না আর এই আইনের যে যে হুকুমমতে যে যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব সরকারের উকীলের মারফতে হয় ও তাহার খরচাদেওয়া সরকারের সহিত এলাকা রাখে সে খরচা দিবার ও ডিক্রীর টাকার নিশার কারণ কোন কালেক্টরসাহেবের স্থানে মালজামিন তলব হইবেক না কিন্তু যে যে মোকদ্দমায় কালেক্টরসাহেব সরকারের পক্ষে যে টাকা তলব করিয়া অথবা লইয়া থাকেন্ তাহার খরচা ও দণ্ডের নিশা কদাচিৎ কালেক্টরসাহেবকে নিজে করণ উচিত হইলে তাহাতে অন্য ২ লোকের স্থানে তাহারদিগের যাবদীয় মোকদ্দমার খরচা ও দণ্ডের নিশার জন্যে যেরূপে মালজামিন লওয়া উচিত হয় সেই রূপে কালেক্টরসাহেবের স্থানেও মালজামিন লওয়া যাইবেক কিন্তু আদালতে উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার খরচা সরকারহইতে দিবার এলাকা রাখে সে মোকদ্দমার ডিক্রীর টাকা দিবার বিষয় হইলে তদর্থে কালেক্টরসাহেবের স্থানে মালজামিন লওয়া যাইবেক না যে সময়ে ৩৩ ধারার লিখিত যে যে মোকদ্দমায় কালেক্টরসাহেবের নামে নালিশ হয় সে সময়ে সেইরূপ সকল মোকদ্দমায় আদালতের ডিক্রীর টাকা দিবার ও সকল খরচার নিশা করিবার কারণ যেমতে অন্য ২ লোকের স্থানে মালজামিন লওয়া যায় কালেক্টরসাহেবের স্থানেও সেইমতে মালজামিন লওয়া যাইবেক তাহাতে কালেক্টরসাহেবের শিরে ৩৩ ধারার লিখনানুসারে যে যে মোকদ্দমার টাকা দিবার বিষয়ে ডিক্রী হয় কিম্বা এই আইনের যে যে হুকুমের মতে যে খরচা কিম্বা দণ্ডের নিশা কা

আদালতের ডিক্রীক্রমে খরচা ও দণ্ড কালেক্টরসাহেবদিগের দেনা হইলে তাহাতে যে যে বিষয়ে ঐ সাহেবদিগের স্থানে মালজামিন লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

লেক্টরসাহেবের করণ উচিত হয় ও সে সকল খরচা যদি সময়শিরে না দেন্ তবে জজসাহেব সে টাকা কালেক্টরসাহেবের মালজামিনের স্থানে দস্তুরমাফিক উসুল করিবেন তাহাতে যদি জজসাহেব সে টাকা সেই মালজামিনের স্থানে উসুল করিতে না পারেন্ তবে জজসাহেব সে বিষয়ের বেওরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলা করিবেন ঐ শ্রীযুত তাহা সরকারের খাজানাহইতে দেও য়াইয়া তাহার নিশা কালেক্টরসাহেবের মাহিয়ানাহইতে দেওয়াইবেন। আর যে সকল বিষয়ে কালেক্টরসাহেব কোন আদালতের ডিক্রী না মানেন্ সে আদাল তের জজসাহেব সেই মোকদ্দমার মাফিক কালেক্টরসাহেবের প্রতি তাহার দণ্ড দিতে হুকুম করিবেন তাহাতে যদি কালেক্টরসাহেব সেই দণ্ডের টাকা না দেন্ তবে জজসাহেব তাহার বেওরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এ ত্তেলা করিবেন ঐ শ্রীযুত সেই দণ্ড মঞ্জুর করিলে তাহার নিশা কালেক্টরসাহেবের মাহিয়ানাহইতে দেওয়াইবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব আদালতের ডিক্রী না মানিলে তাঁহার প্রতি যে উদ্যোগ করিতে হইবেক তাহার কথা।

৩৭ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা এই ধারার লিখিত যে যে মোকদ্দমায় আদালতের ডিক্রীমতে যে খরচা ও দণ্ড পান্ কিম্বা দেন্ তাহা যেরূপে আপনারদিগের মাসকাবারী হিসাবে লিখিবেন তাহা লিখিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম করিবার ও সে সকল টাকার ও অন্য ২ টাকার জমা খরচের নিদর্শনী কাগজপত্র যাহা আবশ্যক চাহি তাহাও কালেক্টর সাহেবদিগের স্থানে তলব করিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টরসাহেবেরা কোন আদালতের ডিক্রীমতে খরচা ও দণ্ডের যে টাকা পান্ তাহা তাহারদিগের মাসকাবারী হিসাবে যেমতে জমা করিতে হয় তাহার হুকুম করেন্ ও যে মোকদ্দমার খরচার নিশা সরকারহইতে করিতে হয় ও যে মোকদ্দমার খরচা প্রথম কালেক্টরসাহেবের শিরে দেনা হইয়া পশ্চাৎ সরকারহইতে দিতে হয় সেই সকল বিষয়ে যে টাকা খরচা ও দণ্ড কালেক্টরসাহেবেরা দেন্ সে সকল খরচ তাঁহারদিগের মাসকাবারী হিসাবে অন্য ২ খরচের নীচে কিম্বা মতান্তরে লিখিতে কালেক্টরসাহেবদিগেরে অনুমতি করিবেন ও উপরের লিখিত সকল টাকার জমা ও খরচ ও আদালতের ডিক্রী মতে যে সকল টাকা সরকারহইতে দিতে হয় এবং আদালতের ডিক্রীমতে যে সকল টাকায় সরকারের স্বত্ব না হয় তাহার নিদর্শন কাগজপত্র যাহা আবশ্যক চাহিতে হয় তাহা কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে তলব করিবেন ইতি।

৩৮ ধারা।

এই আইনের মতে কোন আদালতহইতে কালেক্টরসাহেবের নামে যে সকল হুকুম হয় তাহা সেই কালেক্টর সাহেবের স্থানে পঁহুছাইবার মতের কথা।

এই আইনের লিখনানুসারে কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে আদালতের যে হুকুম কালেক্টরসাহেবের নামে যে সময়ে হয় সে সময়ে সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেব সেই হুকুমলিখন পত্রের ন্যায় খাম করিয়া তাহার খামের উপর আপন পদের ধ্বনি দিয়া আপন নাম লিখিয়া সেই কালেক্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন কালেক্টরসাহেব সেই হুকুম পঁহুছিবার তারিখে সেই হুকুমের রসীদ মতে এক লিখন সেই রেজিষ্টরসাহেবকে লিখিবেন ইতি।

৩৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

৩৯ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা আপন ২ কার্য্যে বহাল থাকিতে কিম্বা কার্য্য ত্যাগ করিলে ৩৩ ধারার লিখিত সমস্ত মোকদ্দমাসুদ্ধা এই আইনের লিখনানুসারে যে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব যে কালে তাঁহারদিগেরে করিতে হয় সে কালে যাবৎ সে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাবৎ সেই কালেক্টরসাহেবদিগের পক্ষে সওয়াল ও জওয়াব করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের যে সকল উকীল পুবৃত্ত থাকে তাহারদিগের সহিত সেই কালেক্টরসাহেবদিগের উভয়তঃ পত্রাদি অনায়াসে চলিতে পারিবার কারণ কালেক্টরসাহেবদিগের শক্তি আছে যে সে সকল উকীলকে যে সময়ে যে হুকুম লিখিতে উচিত জানেন্ সে সময়ে তাহা লিখিয়া রসুম না দিয়া সে লিখন ডাকে পাঠান্। এবং সেই লিখনের খামের উপর উকীলের নাম লিখিয়া আপন মোহর করিয়া তাহার উপর অন্য কাগজ মড়িয়া তাহাতে যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নামে শিরনামা ও সেই খামের অন্য পৃষ্ঠে আপন পদের ধ্বনিতে নিজ নাম লিখিয়া ও আপন মোহর করিয়া সেই রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন রেজিষ্টরসাহেব সেই লিখন পাইয়া উকীলের নামের লিখন যেমত পাইবেন সেই মতেই শীঘ্র তাহাকে দেওয়াইবেন। আর কোন কালেক্টরসাহেব জিলার দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া কার্য্য ত্যাগ করিলে সে সময়েও তাঁহার শক্তি আছে যে আপন কার্য্যে বহাল থাকিবার মতানুসারে যে কালে যে হুকুম যে আদালতের উকীলের স্থানে পাঠান আবশ্যক হয় তাহা সেং কালে সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের মারফতে পাঠাইতে রহেন্। এবং এই আইনের লিখনানুসারে যে যে আদালতের উকীলেরা কালেক্টরসাহেবদিগের পক্ষে যে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে পুবৃত্ত থাকে তাহারদিগের সাধ্য আছে যে যাবৎ সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ তাহার যে যে কাগজ পত্র যে কালে কালেক্টরসাহেবের স্থানে পাঠাইতে চাহে সেই কালেই তাহা সেই সাহেব বহাল থাকিলে কিম্বা কার্য্য ত্যাগ করিলেই বা হউক তাঁহার নিকটে রসুম না দিয়া ডাকে পাঠাইতে থাকে ও এমতে উকীলের কর্ত্তব্য যে সেই সকল কাগজপত্র মড়িয়া তাহার উপর সেই সাহেবের নাম লিখিয়া আপন মোহর করিবেক রেজিষ্টরসাহেব উকীলের মোহরকরা সেই খামের উপর অন্য কাগজ মড়িয়া সেই কালেক্টরসাহেবের নামে শিরনামা দিয়া তাহার অন্য পৃষ্ঠে আপন ব্যাপারের ধ্বনিতে নিজ নাম লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।

আদালতের যে সকল উকীল কালেক্টরসাহেবদিগের তরফে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবে পুবৃত্ত থাকে তাহারদিগের কাগজপত্র এবং ঐ সাহেবদিগের হুকুমলিখন ডাকের রসুম না দিয়া চালানের কথা।

কালেক্টরসাহেব আদালতের উকীলের নামের লিখনের খামের উপর অন্য কাগজ মড়িয়া সেই আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নামে শিরনামা দিয়া ও আপন মোহর করিয়া পাঠাইবার কথা।

আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে কালেকটরসাহেব কার্য্য ত্যাগ করিলেও উকীলের নামের পত্রাদি বিনারসুমে সরকারী ডাকে পাঠাইতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের তরফ মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ আদালতের যে সকল উকীল পুবৃত্ত থাকে তাহারা আপনারদিগের মওক্কিল ঐ সাহেবদিগের স্থানে কাগজপত্র বিনারসুমে সরকারী ডাকে রেজিষ্টরসাহেবের মারফতে পাঠাইতে সাধ্য রাখিবার কথা।

৪০ ধারা।

সরকারহইতে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে যে টাকা তাগাবী দেওয়া যায় অথবা

এই আইনের মতে মালগুজারীর বাকী টা

ক্কা উসুলের কারণ যে রূপ ধার্য্য আছে সেই রূপে তাগাবী ও পুলবন্দী ওগয়রহের বাকী টাকা উসুল হইবার কথা।

থবা পুলবন্দী কিম্বা তাহার মরম্মতের জন্যে অথবা জল বান্ধিয়া রাখিবার কারণ কিম্বা জলের নালা কাটাইবার নিমিত্তে অথবা ভূমির অপত্তন ও পত্তনের অপর যে যে কার্য্যার্থে যে সকল টাকা পেশগী দাদন করা যায় তাহার বাকী টাকা যেমতে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের ধার্য্য আছে তদনুসারে উসুল হইবেক এবং মালগুজারীর বাকী উসুলের বিষয়ে যে সকল মতস্থৈর্য্য আছে তাহার মধ্যে যাহা এমত সকল মোকদ্দমায় চলিতে পারে তাহা চলিবেক ইতি।

৪১ ধারা।

পূর্ব্বের কালেক্টরসাহেবের কৃত কার্য্যের জওয়াব পরের কালেক্টরসাহেব না দিবার কথা।

কালেক্টরসাহেব আপন কার্য্য ত্যাগ করিলে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ ও তাহার জওয়াব দেওন তাঁহার উচিত হইবেক তাহার কথা।

পূর্ব্বের কালেক্টরসাহেবেরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন সে কারণে পরের কালেক্টরসাহেবেরা আদালতে আপত্তিগুস্ত হইবেন না। কিন্তু কোন কালেক্টরসাহেব আপন কার্য্য ছাড়িলে পর তাঁহার নামে ৩১ ধারাক্রমে যে নালিশ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং সরকারের তরফ যে টাকা তলবকরণ ও লওনের জন্যে যে মোকদ্দমার খরচা ও দণ্ড এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কালেক্টরসাহেবের নিজহইতে দিতে হয় সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে উপস্থিত থাকে ও যে মোকদ্দমার আপীল করিতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতি না হইয়া থাকে সে মোকদ্দমা আপীলে উপস্থিত রহে এমত সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব যেমতে সেই কালেক্টরসাহেবের আপন কার্য্যে বহাল থাকিতে করণ উচিত ছিল কার্য্যত্যাগ করিলেও সেইমতে কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।

৪২ ধারা।

পূর্ব্বের কালেক্টরসাহেবের আমলের যে সকল মোকদ্দমা সে সাহেবের মরণ কিম্বা কর্ম্মচ্যুতহওনের কালপর্য্যন্ত নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে তাহার উত্তরপ্রত্যুত্তর পরের কালেক্টরসাহেব করিবার কথা।

কোন কালেক্টরসাহেব দৈবাধীন মরিলে কিম্বা আপন কার্য্য ত্যাগ করিলে তাঁহার আমলে এই আইনের মতানুসারে সরকারী উকীলের মারফতে সওয়াল ও জওয়াব করিবার ও সরকারহইতে খরচা দিবার যোগ্য যে মোকদ্দমা জিলার আদালতে উপস্থিত থাকে ও সেই সাহেবের মরণ কিম্বা কার্য্যপরিত্যাগকরণের দিবসপর্য্যন্ত সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে তবে যে সাহেব তাঁহার পদাভিষিক্ত হইবেন সেই সাহেব সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবেন ও সে মোকদ্দমার আপীল হইলেও আপীল আদালতে তাহার উত্তরপ্রত্যুত্তর যোগাইবেন আর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের ভার পূর্ব্বের কালেক্টরসাহেবের শিরে থাকেও তাহার সওয়াল ও জওয়াব এই আইনের মতে সরকারী উকীলের মারফতে করিবার এলাকা রহে ও তাহার খরচা সরকারহইতে দিবার বিষয় হয় তবে সেই স্থানাভিষিক্ত সাহেব সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবেন ইতি।

৪৩ ধারা।

৪৩ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে কালেক্টরসাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে যে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কিম্বা আসামী হইয়া থাকেন্ তাহাতে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবের পক্ষে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব আপনারা করণ উচিত জানিলে সে কালে অথবা যে সময়ে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে হুকুম হয় সে সময়ে ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের ভার আপনারদিগের শিরে লইবেন ইতি।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যে যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের যে যে মোকদ্দমার উত্তরপ্রত্যুত্তর করণের ভার আপনারদিগের শিরে লইবেন তাহার কথা।

৪৪ ধারা।

এই আইনের মতে সরকারের বাকীদার কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তাহারদিগের মালজামিন কিম্বা নীলামী ভূমির খরীদারের সকর ভূমি নীলাম হইয়া তাহার মূল্যের টাকায় সে বাকী শোধ না হয় তবে শেষ বাকী টাকা আদায়ের কারণ সেই বাকীদারের অন্য বৃত্তি ও দ্রব্যসামগ্রী ক্রোক হইয়া নীলাম হইবেক ও বাকীদারের ভূমি নীলামের বিষয়ে এই আইনে যেমত২ হুকুম আছে তাহার মধ্যে যাহা সেই বৃত্তি ও দ্রব্যসামগ্রী নীলাম হইতে পারে তাহাই জারী হইবেক। এবং যে সময়ে কোন বাকীদারের ভূমি কিম্বা অপর বৃত্তি ক্রোক ও নীলামের বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরহইতে হুকুম হয় সে সময়ে সেই বাকী টাকা আদায় হইবাতে অথবা কারণান্তরে তাহার নীলাম মৌকুফ হইলে তাহাতে বাকীদারের কর্ত্তব্য যে আপন ভূমি ও বৃত্তি ক্রোকের খরচা যেমতে সেই ভূমি ও বৃত্তি নীলাম হইলে পর তাহার দেওয়া সঙ্গত হইত এমতেও তাহাই সঙ্গত জানিয়া দেয় ইহাতে যদি সে বাকীদার সেই খরচা না দেয় তবে তাহা সেই বাকীদারের স্থানে যে বাকী টাকা উসুলের কারণ তাহার ভূমি নীলামের যে মত হুকুম হইয়াছিল সেই মতে উসুল করা যাইবেক ইতি।

নীলামী ভূমির মূল্যের টাকায় বাকী শোধ না পড়িলে অবশিষ্ট বাকা আদায়ের কারণবাকীদারের অপর বস্তু নীলাম হইবার কথা।

ভূম্যাদি নীলামের হুকুম হইয়া পরে সে হুকুম রহিত হইলে তাহাতে ক্রোকের খরচা দেওয়া ভূম্যাদির কর্ত্তাদিগের যথার্থ হইবার কথা।

৪৫ ধারা।

৫ পঞ্চম ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে কালেক্টরসাহেব কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে কয়েদ করাইবার বিষয়ে পেয়াদাদিগের মারফতে দস্তক জারী করিতে হইলে যদি সেই ব্যক্তি শহর পাটনা কিম্বা শহর ঢাকা অথবা শহর মুরশিদাবাদে থাকে কিম্বা বসত করে তবে কালেক্টরসাহেব সেই দস্তকের পেয়াদাদিগেরে হুকুম করিবেন যে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার যে শহরে থাকে তাহারা সেই শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকটে যায় জজসাহেব সেই পেয়াদাদিগের সঙ্গে আপন পেয়াদা দিয়া সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের রহিবার স্থান দেখাইয়া দেন্ তাহাতে সেই পেয়াদারা সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে যে শহরে ধরে সেই শহরের আদালতের জিহলখানায় লইয়া যায় তাহার পর বাকীদার হাজির না হইবা

শহর পাটনা ও শহর ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদে যে বাকীদার থাকে কিম্বা বসত করে তাহারদিগের প্রতি কালেক্টরসাহেব ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত সকল উদ্যোগকরণের মতের কথা।

তে যে জিলায় সেই বাকীদারের সম্পর্কীয় ভূমি থাকে সেই জিলায় তাহার প্রতি যে দাঁড়া ও উদ্যোগ হইতে ৫ পঞ্চম ধারায় লেখা আছে ও ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার শহরছাড়া কোন জিলায় ধরা পড়িলে তাহার প্রতি যে সকল উদ্যোগ হয় সেই সকল উদ্যোগ উপরের লিখিত বিষয়েও হইবেক যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার শহর কলিকাতায় থাকে অথবা বসত করে তবে কালেক্টরসাহেব সেই দস্তক বোর্ডরেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে দাখিল করিবেন ঐ শ্রীযুত তাহা অবগত হইয়া সেই হস্তাগত অর্থাৎ ধরাপড়া ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারকে সেই কালেক্টরসাহেবের মোতালক জিলার আদালতের জিহলখানায় পাঠাইতে হুকুম দিবেন অথবা অপর যে উদ্যোগ উচিত জানেন্ তাহাই করিবেন ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার জিলার আদালতের জিহলখানায় পাঠান গিয়া তথায় কয়েদ হইলে ৫ পঞ্চম ধারার লিখিত মর্ম্মানুসারে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার জিলায় হাজির থাকিবাতে ধরা পড়িয়া তথাকার জিহলখানায় কয়েদ হইয়া যেমত অবস্থায় থাকে ইহার অবস্থাও সেই মত হইবেক ইতি।

৪৬ ধারা।

কালেক্টরসাহেব কোন ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির স্থানে মাফিক করারদাদ মালগুজারীর টাকা চাহিলে সেই ব্যক্তি সে করারদাদকে অসঙ্গত কহিলে আর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমে কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিক্রমে কালেক্টরসাহেব সেই ব্যক্তির প্রতি যে উদ্যোগ করেন্ তাহাতে সে আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত জানিলে এই দুই রূপে জিলার আদালতের জজসাহেবদিগের যে উদ্যোগ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতিতে কালেক্টরসাহেব কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা মাল জামিন কিম্বা নীলামী ভূমির খরীদারের প্রতি যে উদ্যোগ করেন্ তাহাতে তাহারদিগের কেহ আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত জানে কিম্বা যে কালে কালেক্টরসাহেব সরকারের তরফে কিছু তাহার স্থানে তলব করেন্ তাহাতে সেই ব্যক্তি এমত কহে যে কালেক্টরসাহেব যে করারদাদমাফিক্ আমার স্থানে টাকা তলব করেন্ তাহা সঙ্গত নহে কিম্বা সেই ব্যক্তি কোন আইনের লিখিত মর্ম্মানুসারে সেই করারদাদের উপর আপত্তি উপস্থিত করে তবে এ সকল বিষয়ে সেই কালেক্টরসাহেব সেই উদ্যোগ করিবার কারণে অথবা সেই করারদাদের মতে টাকা তলব করিবার জন্য জিলার আদালতে উপস্থিত হইবার যোগ্য হইবেন না বরং যাবৎ জিলার আদালতে সেই করারদাদ মৌকুফের কিম্বা ফিরিবার বিষয়ে ডিক্রী না হয় তাবৎ সে করারদাদ পূর্ব্বমত বহাল থাকিবেক এবং জিলার আদালতে যাবৎ এমত ডিক্রী না হয় তাবৎ সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারপ্রভৃতিকেও সেই করারদাদের মতে তলবের টাকা দেওয়া উচিত হইবেক কিন্তু এ সকল গতিকের মোকদ্দমা হইতে লাগিলে তাহা সরকারের কৃত উদ্যোগের প্রতি যে নালিশ ও সেই করারদাদের উপর যে আপত্তি রাখে তাহার নালিশী আরজী তাহার বেওরাযুক্তে এমত দরখাস্তে যে তাহার বিচার ও বিবেচনার্থে জিলার আদালতের জজসাহেবের প্রতি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুম হয় লিখিয়া জিলার আদালতের জজসাহেবের নিকটে দাখিল করে

জজসাহেব

জজসাহেব সেই আরজী শীঘ্র ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠান্ ঐ শ্রীযুত সেই আরজী অবগত হইয়া পরে যদি তাহার বিধান আপনি না করেন্ ও সে মোকদ্দমা জিলার আদালতে বিচারের উপযুক্ত হয় তবে তাহার বিচার করিতে জজসাহেবকে হুকুম দিবেন ও সেই মোকদ্দমার বিচারার্থে ঐ শ্রীযুতের হজুরের হুকুম জজসাহেবের প্রতি হইলে জজসাহেব সেই হুকুমের মজমুন লিখনের দ্বারা সেই ফরিয়াদীকে জানাইবেন ও সেই লিখনের তারিখহইতে সে মোকদ্দমা সেই আদালতে উপস্থিতহওয়া অন্য২ মোকদ্দমার ন্যায় জানা যাইবেক ও অপর উভয় বিবাদিদিগের সকল মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে যে সকল আইন ধার্য্য আছে জজসাহেব তদনুসারেই সে মোকদ্দমার বিচার করিবেন আর এই ধারাক্রমে সরকারের নামে যে নালিশ আদালতে উপস্থিত হয় তাহাতে কালেক্টরসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অনুমতি ও বিহিত বিধানক্রমে তাহার সওয়াল ও জওয়াব করিবেন এবং সরকারের নির্দ্দিষ্ট জিলার আদালতের উকীলকেও সে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে তথাকার নির্দ্ধারিত উকীলদিগেরেও সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কারণ যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিতে সমাচার ও অনুমতি করিবেন তাহাতে জিলার আদালতে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতে ফরিয়াদীর দাওয়া সাব্যস্ত হইবাতে সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে কালেক্টরসাহেব সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত সেই ডিক্রীর উপর আপনার যে আপত্তি থাকে তাহার নিদর্শনী লিখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠাইবেন ইহাতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে যত ত্বরাতে হয় কালেক্টরসাহেবের দরখাস্তমতে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল কালেক্টরসাহেবকে দেন্ ঐ বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবের পাঠান সেই লিখন ও ডিক্রী ও রোয়দাদের নকলসমেত সে মোকদ্দমার প্রতি আপনারদিগের যে মন্ত্রণা ঠাহরে তাহার নিদর্শনী লিপি শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে পাঠাইবেন্ তদ্দৃষ্টে ঐ শ্রীযুত সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হয় না হয় যাহা উচিত জানেন্ তাহার হুকুম দিবেন ও এই ধারার লিখিত যে সকল মোকদ্দমার খরচা ও দণ্ড যাহা সরকারহইতে দিবার বিষয়ে ডিক্রী হয় তাহা সরকারের খাজানাখানাহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪৭ ধারা

কালেক্টরসাহেবদিগের অসাক্ষাৎকালে তাঁহারদিগের স্থানে স্থিত সাহেবদিগের প্রতি এই আইনের সকল হুকুম বর্ত্তিবার কথা।

কালেক্টরসাহেবদিগের অসাক্ষাৎকালে অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্ম স্থানে না থাকিলে কিম্বা তাঁহারদিগের কালেক্টরী সিরিস্তা খালী রহিলে সিরিস্তার সকল কার্য্যের পর্য্যবসানার্থে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুকুমমতে কালেক্টরী সিরিস্তার আসিষ্টাণ্ট এতাবতা ছোট সাহেব অথবা অন্য সাহেবেরা যে কেহ যেকালে প্রবৃত্ত হন্ সেকালে এই আইনের অনুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি যে সকল

হুকুম

হুকুম ও মত স্থির আছে সেই সকল হুকুম ও মত সেই ছোট সাহেবপ্রভৃতি সাহেব দিগের সম্পর্কেও স্থির থাকিবেক ইতি।

৪৮ ধারা।

জমীদারীর অংশি ও অযোগ্য ভূম্যধিকারি দিগের ভূমি যাবৎ সর বরাহকারের এতমামে থাকে তাবৎ তাহারদি গেরে কয়েদ করিতে ও সেই অযোগ্য ভূম্য ধিকারির ভূমি বাকী মালগুজারীর কারণ নী লাম করিতেও নিষে ধের কথা।

স্ত্রীলোককে হাজির করাইতে ও কয়েদ করি তে নিষেধের কথা।

এই আইনের নির্দ্দি ষ্ট সময়ছাড়া ভূম্যধি কারিপ্রভৃতি কাহাকেও হাজিরকরাণ ও কয়েদ করণের বারণের কথা।

অসাধারণে জমীদা রীর কর্ত্রী হইলে ও ১০ আইনের মর্ম্মানুসার তাহার বিষয় হইলে ও যে সকল অধিকার বি ভাগ না হইয়া থাকে ও সরবরাহকারের এতমা মে রহে তাহারদিগের মালগুজারীর টাকা উসু লের মতের কথা।

যে সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ২৩।২৪।২৫।২৬ ধারাক্রমে কোন জমীদার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের মতে অযোগ্য ভূম্যধিকারি দিগের যে যে ভূমি সরবরাহকারের এতমামে সোপর্দ্দ হয় সে সময়ে এই আইনের মতানুসারে কাহারো সাধ্য হইবেক না যে ঐ দুই আইনের মতে যে সকল সরবরা হকার নিযুক্ত হয় তাহারদিগের এতমাম থাকিতে মালগুজারীর বাকীর যে টাকা স রকারে তলব হয় তাহা উসুলের কারণ সেই জমীদারীর অংশিদিগের ও অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের কাহাকেও কয়েদ করেন কিম্বা অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের ভূমি নীলাম করান। এবং এই আইনের মতে কোন প্রকারে কোন কালেক্টরসাহেবের শক্তিও নাই যে কোন জমীদারীর কর্ত্রী স্ত্রীলোক হইলে তাহাকে আপন নিকটে ত লব কিম্বা কয়েদ করেন। আর এতদনুসারে সরকারের সহিত যে সকল ভূম্যধি কারির ভূমির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে সে সকল লোককে কিম্বা ইজারদারদিগেরে অথবা মালজামিনদিগেরে যে কালে হাজিরকরাণ ও কয়েদকরণের নিয়ম এই আ ইনে লেখা আছে সে কালছাড়া অন্য সময়ে তাহারদিগেরে আপন নিকটে হাজির করাইতে ও কয়েদ করিতে পারিবেন না। কিন্তু যে জমীদারীর কর্ত্রী অসাধারণে এক জন স্ত্রীলোক থাকে ও সেই স্ত্রীলোকের বিষয় ঐ ১০ দশম আইনের লিখিত মর্ম্মা নুসার হয় এবং স্পষ্টতঃ সে জমীদারীর সরবরাহ আপনি করে ও যে জমীদারীর কর্ত্তা অনেকে হয় ও সে জমীদারী বিভাগ না হইয়া থাকে ও ঐ ৮ অষ্টম আইনের ২৩। ২৪।২৫।২৬ ধারাক্রমে তাহা কোন সরবরাহকারকে সোপর্দ্দ হইয়া থাকে তবে এই দুই প্রকার জমীদারীর বাকী টাকা কেবল সেই ভূমি কিম্বা অন্য বস্তু নীলামক্রমে উসুল হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন ।

পূর্ব্বের ও আগামি কর্জ্জের সুদের নিরিখ ধার্য্যের বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজিরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন ।

কর্জ্জের সুদের বিষয়ে পূর্ব্বের যে আইন আছে তাহাতে এমত বেওরা হুকুম নাই যে তদনুসারে পূর্ব্বের ও আগামি কি প্রকার কর্জ্জে কোন সময়ে নির্দ্ধারিত নিরিখ ছাড়া অধিক সুদলওনের হেতু বোধ হয় অতএব পূর্ব্বের আইন পরিষ্কার করিয়া ইহার হেতু বেওরা করিয়া নীচে লেখা যাইতেছে ইতি । হেতুবাদ ।

২ ধারা ।

১ প্রথম প্রকরণ ।—কোন আদালতের জজসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পূর্ব্বের কর্জ্জ হইলে তাহার সুদ নীচের লিখিত নিরিখহইতে অধিক কিম্বা অল্প ক্রমে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি । ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পূর্ব্বের কর্জ্জের সুদের নিরিখ ধার্য্যের কথা ।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ ।—সেই কর্জ্জ সিক্কা ১০০ একশত টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ৩৵ তিন টাকা দুই আনা বৎসরে ৩৭৷৷০ সাঁইত্রিশ টাকা আট আনা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি । সিক্কা ১০০ একশতের অনূর্দ্ধ টাকার সুদের নিরিখের কথা ।

৩ তৃতীয় প্রকরণ ।—সেই কর্জ্জ সিক্কা ১০০ একশত টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২ দুই টাকা বৎসরে ২৪ চব্বিশ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি । সিক্কা একশতের অধিক টাকার সুদের নিরিখের কথা ।

৩ ধারা ।

১ প্রথম প্রকরণ ।—কোন আদালতের জজসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চহইতে তাহার পরের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরীর পূর্ব্বের কর্জ্জ হইলে তাহার সুদ নীচের লিখিত নিরিখহইতে অধিক কিম্বা অল্পক্রমে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি । ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ ও ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরির মধ্যের কর্জ্জের সুদের নিরিখের কথা ।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। — সেই কর্জ্জ সিক্কা ১০০ একশত টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২ দুই টাকা বৎসরে ২৪ চব্বিশ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।

সিক্কা ১০০ টাকার অধিক কর্জ্জ না হইলে পরে সুদ দরমাহা ফিশতে ২ টাকা হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সেই কর্জ্জ সিক্কা ১০০ একশত টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ১ এক টাকা বৎসরে ১২ বার টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।

সিক্কা ১০০ টাকার অধিক কর্জ্জ হইলে তাহার সুদ দরমাহা ফিশতে ১ টাকা হইবার কথা।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরীহইতে পশ্চাতের কর্জ্জহইলে তাহার সুদ সালিয়ানা ফিশতে ১২ টাকা হইবার কথা।

কোন আদালতের জজসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা জানুআরী কিম্বা তাহার পরের কর্জ্জ হইলে সে কর্জ্জের সুদ শত তঙ্কায় মাসে ১ এক টাকা বৎসরে ১২ বার টাকার অধিক দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।

৫ ধারা।

২ ৩ ৪ ধারার লিখিত নিরিখহইতে সাধু ও খাতকের স্বেচ্ছায় অল্প সুদ ধার্য্য হইলে তাহার অধিক ডিক্রী না হইবার কথা।

কোন আদালতের জজসাহেব ২ দ্বিতীয় কিম্বা ৩ তৃতীয় অথবা ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত সুদের নির্দ্ধারিত নিরিখের বহির্ভূতে উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণ অর্থাৎ সাধু ও খাতক উভয়ের স্বেচ্ছায় অল্প নিরিখে কর্জ্জের সুদ ধার্য্য হইলে তাহার ব্যতিক্রমে সে কর্জ্জের সুদ অধিক নিরিখে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।

৬ ধারা।

এই আইনের ১২ ধারার লিখিত বিষয়ছাড়া অপর বিষয়ে আসল অপেক্ষা অধিক সুদ ডিক্রী না হইবার কথা।

কোন আদালতের জজসাহেব এই আইনের মতানুসারে যে কর্জ্জের সুদ আসল হইতে অধিক হয় সে সুদ এই আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার লিখিত বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।

৭ ধারা।

সুদের সুদ দিতে ডিক্রী করিবার নিষেধের কথা।

ঐ নিষেধ যে বিষয়ে না চলিবেক তাহার কথা।

কোন আদালতের জজসাহেব সাধু খাতকী হিসাব নিষ্পত্তিমুখে যে সুদ দেনা ও পাওনা হয় সে সুদের সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না। কিন্তু সাধু ও খাতক উভয়ের স্বেচ্ছায় যে হিসাব নিষ্পত্তিক্রমে সুদের বাকী আসলে চড়িয়া পূর্ব্বের খত ফিরিয়া নয়া খত হইয়া থাকে তাহার প্রতি এ হুকুম চলিবেক না সেই নয়া খতমাফিক সেই আসলে চড়ান সুদের সুদ দেওয়া ও লওয়ায় মঞ্জুর রাখিবেন ইতি।

৮ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চহইতে

কোন আদালতের জজসাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ্চ কিম্বা তাহার পর

যে

যে সাধু ও খাতকে যে বিষয়ে এই আইনের নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখছাড়া অধিক সুদের নিরিখে যে খত অথবা একরার দেওয়া ও লওয়া করিয়া থাকে তাহারদিগের প্রতি সে বিষয়ের সুদ কিছুই দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।

পশ্চাৎ এই আইনের নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখের অতিক্রমে যে খত ও একরার হইয়া থাকে তাহার সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী না হইবার কথা।

৯ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ কিম্বা তাহার পর যে তারিখহইতে যে নিরিখে সুদ দিবার ও লইবার হুকুম এই আইনে লেখা যায় ইহার ব্যতিক্রমে যদি কেহ অধিক সুদ লইয়া থাকে কিম্বা কোন খত অথবা একরার নিরিখছাড়া অধিক সুদে লেখা গিয়া থাকে তবে সেই পাওনার দাওয়ায় মহাজন ফরিয়াদীকে কিছুই সুদ অর্শিতে ডিক্রী করিবেন না আর যদি আসলের মধ্যহইতে ডিসকোঁট অর্থাৎ ধরাট অথবা অন্যোপলক্ষে কিছু কর্ত্তন করিয়া লইয়া থাকে তবে তাহার নালিশ ডিস্‌মিস্ করিয়া খাতক আসামীর খরচা সেই ফরিয়াদীর স্থানহইতে দেওয়াইবেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চহইতে ফিশত কেহ এই আইনের ব্যতিক্রমে কিছু অধিক সুদ লইয়া থাকিলে তাহার দাওয়ার নালিশ ডিসমিস হইবার খরচা তাহারও দিতে হইবার কথা।

১০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পূর্ব্বে যে মহাজন কোন খাতকের স্থাবর বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ দিয়া উভয়ের সম্মত নিয়মানুসারে সেই স্থাবর স্বহস্তবশ রাখিয়া কিম্বা না রাখিয়া এদেশের পূর্ব্ব দাঁড়ামতে সুদহইতে তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকে তাহা সাব্যস্থ থাকিবেক ঐ তারিখ ও ঐ তারিখের পরে স্থাবর বন্ধকী পূর্ব্বের সেই কর্জ্জের এবং তদ্ভিন্ন যে স্থাবর বন্ধকক্রমের কর্জ্জ হইয়া থাকে ও আগামী যাহা হইবেক সে সকল বন্ধকী কর্জ্জের সুদ তারিখওয়ারী নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখমতে পাইবেক তাহার অধিক পাইবেক না এবং জানিবেক যে ঐ ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ হইতে পশ্চাৎ স্থাবর বন্ধকী কর্জ্জ সুদসমেত যদি সেই স্থাবরের উপস্বত্বে কিম্বা প্রকারান্তরে খাতকের দ্বারা শোধ হইয়া থাকে তবে সেই বন্ধকী খত অকর্ম্মণ্য হইয়া সে কর্জ্জের দায়হইতে খাতক মুক্ত হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মাচের তারিখের পূর্ব্বের এবং পরের স্থাবর বন্ধকী কর্জ্জের সুদ যে যে নিরিখে পাইবেক তাহার কথা।

১১ ধারা।

১০ দশম ধারার লিখনানুসারে স্থাবর বন্ধকী কর্জ্জের হিসাব নিষ্পত্তিকারণ মহাজনে বন্ধকী স্থাবরের উপস্বত্ব যাহা পাইয়া থাকে তাহার আদ্যোপান্তের জমাখরচ মহাজনের স্থানে তলব করিতে হইবেক তদনুসারে মহাজন জমা ও খরচের কাগজ দিয়া তাহা প্রমাণার্থে স্বীকৃতি করিবেক অথবা সে মহাজনের বিশিষ্টতাজন্যে তাহাকে স্বীকৃতিকরাণ জজসাহেব উচিত না জানিলে তাহার স্থানে ধর্ম্মতো নিয়মপত্র এমত লেখাইয়া লইবেন যে তাহাতে সেই কাগজ যথার্থ বোধ হয় পরে খাতক সেই কাগজ দৃষ্টে বিবেচনা করিয়া তাহার উপর যে আপত্তি করে তাহা মিটাইবার নিমিত্তে উভয় পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিয়া জজসাহেব হিসাব নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

মহাজন প্রকৃত প্রস্তাব জমা ও খরচের হিসাব দিবার কথা।

১২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

১২ ধারা।

বিস্লওেন্সিয়া ইনসুরিন্স বীমার কর্জ্জের বিষয়ে উপরের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

উপরের লিখিত সকল ধারার মতের সহিত রিস্লওেন্সিয়া ও ইনসুরিন্স এতাতা বীমার কর্জ্জের কিছু এলাকা নাই তাহার ব্যাজ নিয়মক্রমে কিম্বা যে স্থানে যে দাঁড়া থাকে তদনুসারে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

সালিসদিগকে ও নাজিমদিগকে কোন ২ মোকদ্দমা সমর্পণ করিয়া নিষ্পত্তি করাইবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

ইঙ্গরেজী ১৭৮৭ সালের ২৭ জুনের নির্দ্ধারিত আদালত করিবার আইনের অনুসারে দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবদিগের কোন২ মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে বিনা উভয়সম্মতিতে কেবল এক জনকে সমর্পণ করিবার যে ক্ষমতা লাভ ছিল তাহা দুই বিরুদ্ধযুক্তে ছিল এক এই যে সে সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদী সরকারের আদালতে যথার্থ বিচার ও নিষ্পত্তির দ্বারা তাহারদিগের সকল দাওয়া পাইতে নিরাশ হইত। দ্বিতীয় এই যে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের এমত শক্তিলাভ ছিল যে সরকারের আইন জারীর হুকুম যাহার প্রতি সমর্পণ করিতে চাহিতেন তাহার প্রতিই করিতেন আর যদি কোন মোকদ্দমা উভয় সম্মতিতে মধ্যস্থ অর্থাৎ সালিসদিগেরে সমর্পণ হইত ও দৈবাৎ তাহার বিচারে সেই সালিসদিগের বিবেচনার অনৈক্য হইত তবে তাহার নিষ্পত্তি এবং তদনুসারে যদি সেই সালিসেরা সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র এতাবতা রফানামা নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করিত তবে তাহার শেষনিষ্পত্তির নিমিত্তে কিছু উদ্যোগ ও তদবীর সেই আইনে লেখা ও নির্দ্দিষ্ট ছিল না এ নিমিত্তে সালিসদিগেরে সমর্পণহওয়া অনেক মোকদ্দমারি নিষ্পত্তি কি তাহারদিগের বিবেচনার অনৈক্য কারণ কি অন্যং হেতুতে হইতে বিলম্ব দর্শিয়া সেই সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে পুনরায় আদালতে উপস্থিত হইত অতএব সেই আইনের এমত দোষ ঘটনে উভয় বিবাদির বিস্তর ক্ষতি ও খরচান্ত হইত আর বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে সালিসদিগেরে মোকদ্দমাসকল সমর্পণহওনে যে কিছু দাঁড়া দৃষ্ট ছিল তাহাতে নিয়তই ক্ষতি হইত। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের অভিপ্রায়ও মঞ্জুর আছে যে কোন২ মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে কেবল সালিসদিগেরে সমর্পণের হুকুম জারী এবং মাতবর ও সুখ্যাত লোকদিগেরেও সালিসী করিবার বিষয়ে স্পৃহা লাভ থাকে আর ঐ শ্রীযুত উচিত জানিতেছেন যে বিশেষং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির ভার কেবল — হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

শ্রীযুত নওয়াব নাজিমকে হয় এজন্যে তাহার সমস্ত দাঁড়া নীচের ধারাসকলের অনুসারে ধার্য্য করিলেন ইতি।

২ ধারা।

যে যে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে মধ্যস্থাদরন করিবার কারণ উভয় বিবাদিকে জজসাহেবেরা পরামর্শ দিবেন তাহার কথা।

হিসাবী ও শরাকতী ও কর্জ্জা ও খরীদ ও ফরোখ্তীর কৌল করারী এবং কন্ত্রাক্ট অর্থাৎ বেলমোক্তাচুক্তি করারদাদের না আদায়ের বিরোধের যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতসকলে উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার মধ্যে যে যে মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা সিক্কা ২০০ দুইশত টাকার অধিক না হয় তাহাতে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমার উভয় বিবাদিকে পরামর্শ দেন যে সেই২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে মধ্যস্থাদরণ এতাবতা সালিস কবুল করে ইতি।

৩ ধারা।

যে যে কালে উভয় বিবাদির সম্মতিতে তাহারদিগের মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে এক জন সালিসকে সমর্পণ করিতে জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

যে নগদ টাকা কি অস্থাবর বস্তুর সংখ্যা কিম্বা মূল্য সিক্কা ২০০ দুইশত টাকার অধিক না হয় তাহার সকল মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উভয় সম্মতিক্রমে সে সকল মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে এক জন সালিসকে সমর্পণ করেন আর সে সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে আগামী আদালতের দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে যে কেহ উভয়ের অন্তরঙ্গ থাকে কিম্বা অন্য যে কেহ সালিসী কার্য্য স্বীকার ও কবুল করে তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করে তাহাতে যদি উভয়ে সেই সালিসের নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে একপরামর্শ না হয় অথবা সেই সালিস সালিসী কবুল না করে কিম্বা অন্য যে কেহ সালিসী কবুল করে তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে উভয় বিবাদী অথবা উভয়ের উকীলেরা একবাক্য হয় তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে উভয় সম্মতিক্রমে চাহেন যে স্থানে সে মোকদ্দমার উত্থাপন হইয়া থাকে তথাকার ভূম্যধিকারী না হয় সে স্থানের সদরের মালগুজার যে ইজারদার অথবা সে পরগনার কাজী কিম্বা তথাকার তহসীলদার কিম্বা অন্য যে কেহ মাতবর থাকে এমত লোকের যে কেহ সে মোকদ্দমার এলাকা কোন প্রকারে না রাখে তাহাকে সালিস মোকরর করেন কিন্তু যদি উভয় বিবাদিতে সালিসের নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে একপরামর্শ না হয় কিম্বা সেই সালিস সালিসী কবুল না করে ও অন্য যে কেহ সালিসী কবুল করে তাহাকে মানিতে উভয় বিবাদিতে ঐক্য না হয় এবং জজসাহেবের বিবেচনাক্রমে কোন সালিস নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহাকে না মানে তবে সে মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে সালিসকে সমর্পণ হইবেক না বরং হয় জজসাহেবের সাক্ষাৎ বিচার হইবেক না হয় সে মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকিলে সেই আদালতের জজসাহেব যদি সে মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবকে সমর্পণকরণ উচিত বুঝেন তবে সেই রেজিষ্টরসাহেবের সমক্ষে বিচার হই

বেক

বেক ইহাতে যে কোন সালিস সালিসী কবুল করে তাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করিতে যদি উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলেরা একবাক্য হয় অথবা জজসাহেবের বিবেচনানুসারে কোন সালিস নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহাকে মানে তবে এরূপে যাহার নাম নির্দ্দিষ্ট করা যায় সেই ব্যক্তি সে মোকদ্দমার বিচারার্থে সালিস মোকরর হইবেক। কিন্তু জানিবেক যে এই ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলের উভয় বিবাদী এবং ২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলের উভয় বিবাদিদিগেরো সাধ্য আছে যে আপনারদিগের মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে দুই জন কিম্বা ততোধিক জনকে সালিস ঠাহর করে ইতি।

দুই কিম্বা ততোধিক জনকে সালিস মানিতে উভয় বিবাদির সাধ্যের কথা।

৪ ধারা।

আদালতের জজসাহেবদিগেরে হুকুম করা যাইতেছে যে যত পারেন্ মাতবর ও সুখ্যাত লোকদিগেরে সালিসী কার্য্য করিতে বাঞ্ছান্বিত করান্ কিন্তু ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে এ বিষয়ে কিছু অত্যাচার ও জবরদস্তী করেন্। এবং কদাচ ইহাও না হয় যে তাঁহারদিগের নিজের চাকর কিম্বা আমলা অথবা আদালতের উকীলদিগের কেহ সালিসী কার্য্যের ভার আপন শিরে লয়। আর ঐ সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে সমস্ত মোকদ্দমার উভয় বিবাদিতে স্বেচ্ছা ও সম্মতিক্রমে আপনারদিগের মোকদ্দমাসকল বিচার ও নিষ্পত্ত্যর্থে যে সালিসের নিকটে উপস্থিত করিতে চাহে তাহার নিকটে উপস্থিত করাইতে যথোচিত চেষ্টা করেন্ কিন্তু এ বিষয়েও কোন প্রকারে অত্যাচার ও জবরদস্তী না করেন্। আর ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত যে যে গতিকে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের শক্তিলাভ আপনারদিগের বিবেচনানুসারে উভয়ের সম্মতিক্রমে সালিস নির্দ্দিষ্ট করিতে আছে তদ্ভিন্ন যাবদীয় গতিকেই উভয় বিবাদির বিবেচনাক্রমে সালিসেরা নির্দ্দিষ্ট ও মোকরর হইবেক ও সেই সালিসেরা বেতন ও রসুমের আপত্তি না করিয়া সেই সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেক ইতি।

জজসাহেবেরা মাতবর লোকদিগেরে সালিসী করিতে বাঞ্ছিত করাইবার কথা।

যে সকল লোক সালিসী করিতে নিষিদ্ধ তাহার কথা।

উভয় বিবাদিতে আপনারদিগের মোকদ্দমা সালিসদিগেরে সমর্পণ করিতে বাঞ্ছিত হইবার কারণ জজসাহেবেরা যথোচিত চেষ্টা করিবার কথা।

এই ধারার লিখিত কএক গতিক ছাড়া অন্য সমস্ত গতিকেই উভয় বিবাদির বিবেচনায় সালিস নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

৫ ধারা।

যে কালে কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে সালিসকে সমর্পণ হয় সে কালে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে তাহার উভয় বিবাদির স্থানে এই নিদর্শনে একরারনামা যে আমরা ঐ সালিসের নিষ্পত্তি মানিব এবং সেই নিষ্পত্তি আদালতের ডিক্রীর ন্যায় হইবেক লেখাইয়া লন্ আর জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সালিসের রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ যত দিন উচিত জানেন্ তত দিন নিরূপণ করিয়া সালিসনামায় লেখান্। আর যদি কোন মোকদ্দমা দুই জন কিম্বা ততোধিক জন সালিসকে সমর্পণ হয় ও তাহারা অনৈক্যপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে আপনারদিগের রফানামা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করে

যে কালে উভয় বিবাদিতে মোকদ্দমা সালিসকে সমর্পণ করিতে চাহে সে কালে জজসাহেব যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

সালিসেরা নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে আপনারদিগের রফানামা দাখিল না করিলে যে স

কল উদ্যোগের ধার্য্য আছে তাহার কথা।

এমত হয় তবে তাহার সমাধার এক শেষের কারণ যে সকল উদ্যোগ নির্দ্ধার্য্য আছে তাহার বেওরা এই যে যদি সে মোকদ্দমা দুই জন কিম্বা ততোধিক জন সালিসকে তাহারা গণনায় সমান হয় কিম্বা অসমান বা হউক সমর্পণ হয় তবে সে মোকদ্দমার উভয় বিবাদির সাধ্য থাকিবেক যে সেই কালেই এক জন আমীনের নাম নির্দ্দিষ্ট করে অথবা যদি সেই সালিসেরা তিন জন কিম্বা ততোধিক জন থাকে ও গণনাক্রমে অসমান হয় তবে উভয় বিবাদির শক্তি থাকিবেক যে হয় সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সীমা অধিক জন সালিসের একবাক্যতাক্রমের বিবেচনানুসারের প্রতি রাখে না হয় সেই সালিসদিগের সকলকে ভার দেয় যে তাহারা জনেক আমীনের নাম নির্দ্দিষ্ট করে আর কর্ত্তব্য যে সেই আমীনেরো নাম তাহা রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ নিদর্শনে সালিসদিগের বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে যে সালিসনামা লেখা যায় সেই সালিসনামাতেই লিপি হয় আর জনেক আমীনের নাম নির্দ্দিষ্ট হইলে যদি সালিসেরা নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে আপনারদিগের রফানামা দাখিল না করে তবে সেই মিয়াদ গত হইবার সময়হইতে সেই সালিসদিগের নিকটহইতে সালিসী ভার উঠিয়া সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার সেই আমীনকেই হইবেক ইতি।

৬ ধারা।

যে কালে সালিসী এ করারনামা লেখাইয়া লওয়া যায় সে কালে জজসাহেবেরা যে উদ্যোগ করিবেন তাহার কথা।

যে কালে বিচারার্থে মোকদ্দমা সালিসকে সমর্পণ হইয়া উপরের ধারার লিখিত পাঠক্রমে একরারনামা লেখাইয়া লওয়া যায় সে কালে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমা তাহার বিচারার্থে সমর্পণ হইবার নিদর্শনে আদালতের মোহরে এক সালিসনামাসমেত নালিশী আরজীর নকল সালিসের নিকটে পাঠান তাহাতে সেই সালিসের কর্ত্তব্য যে উভয়ের উত্তরপ্রত্যুত্তর ও সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য কথা শুনিয়া এবং উভয়ের নিদর্শনী কাগজপত্র দেখিয়া সেই মোকদ্দমার বিচারে মোনোযোগী হয় আর উভয় বিবাদির হাজিরের বিষয়ে এবং যে সাক্ষিদিগের প্রামাণ্য কথা সালিস কিম্বা উভয় বিবাদিতে চাহে তাহারদিগের হাজিরের অর্থে জজসাহেবের উচিত যে তাঁহার আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমাসকলে হাজিরহওন ও সুকৃতিকরণের যে সকল উদ্যোগ কর্ত্তব্য আছে তাহা করেন ইহাতে যদি তাহারদিগের কেহ জজসাহেবের তলব মাফিক সালিসের নিকটে হাজির না হয় কিম্বা প্রামাণ্য কথা কহিতে অথবা অপর বিষয়ে ত্রুটি করে কিম্বা আপন জোবানবন্দীতে দস্তখৎ না করে অথবা মোকদ্দমার বিচারকালে সালিসকে অবজ্ঞা করে তবে আদালতসকলের উপস্থিত মোকদ্দমায় এমত ব্যাঘাতের অর্থে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডই সালিসের হুকুমনামাক্রমে সেই লোকের প্রতি জারী ও বহাল হইবেক যদি সালিস সেই হুকুমনামা তাহার সকল মর্ম্মযুক্ত পাঠাইবার দ্বারা জজসাহেবকে সংবাদ দিয়া সেই সাহেবের মঞ্জুরী হুকুম পায়। অতএব যে জজসাহেব এমত হুকুমনামায় দস্তখৎ করেন তাঁহার কর্ত্তব্য যে আপন

মঞ্জুরীতে

মুখ্তুরীতে সেই সালিসকে সমাচার দেন্ আর যদি আদালতের স্থানহইতে সালিসের বৈঠকের জায়গা দূরে থাকে তবে জজসাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে সালিসের নামে এক সনন্দ তাহাকে এই শক্তি অর্পণযুক্তে দেন্ যে যাহার জোবানবন্দী সুকৃত্যানুসারে লইতে চাহে তাহাকে সুকৃতি করায় ইতি।

৭ ধারা।

যে কালে সালিসদিগের রফানামা দাখিল হইবার কারণ দুসরা মিয়াদ ধার্য্য করিতে জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

যদি সালিস কিম্বা আমীন যে বেওরাকৈফিয়ৎ চাহে তাহা কিম্বা আবশ্যক প্রামাণ্য কথা না জানিতে পারিবার কারণে অথবা অপর হেতুতে আপনার রফানামা নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করিতে পারে তবে জজসাহেবের কর্তৃত্ব আছে যে রফানামা দাখিল হইবার নিমিত্তে আর এক মিয়াদ নির্দ্ধার্য্য করেন্ কিন্তু সেই সালিস দুসরা মিয়াদেও রফানামা দাখিল না করিলে যদি সে মোকদ্দমায় অনেক আমীন নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তদনুসারে তাহারও রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ নির্ণয় করেন্ ইতি।

৮ ধারা।

সালিস ও আমীনেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তান্তে তাহার কাগজপত্র আদালতে দাখিল করিবার কথা।

রফানামার অনুসারে ডিক্রী হইবার কথা।

যে কোন মোকদ্দমা সালিস কিম্বা আমীনকে সোপর্দ্দ হয় তাহা নিষ্পত্তি পাইলে পর কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই মোকদ্দমার মোতালক রোয়দাদ ও জোবানবন্দীর সমস্ত কাগজ ও নিদর্শনী কাগজপত্রসমেত রফানামা জজসাহেবের নিকটে দাখিল করে। আর ঐ সাহেবের উচিত যে সেই রফানামাক্রমে ডিক্রী করেন্ ইহাতে সেই ডিক্রী আদালতের অন্যং ডিক্রীর অনুসারে জারী হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

সালিসেরা ঘুষলওন কিম্বা পক্ষপাতকরণ প্রমাণ না হইলে তাহারদিগের কৃত নিষ্পত্তি রদ না হইবার কথা।

সালিসের কোন রফানামা রদ হইবেক না যদি দুই জন মাতবর সাক্ষির সুকৃতিক্রমে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমায় সেই সালিস রেস্বৎ লইয়াছে কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে এমত প্রমাণ না হয় ইতি।

১০ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমার বিচারের ভার শ্রীযুত নওয়াব নাজিমের প্রতি হইবেক তাহার কথা।

কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় যদি শ্রীযুত নওয়াব নাজিমের কথাক্রমে কিম্বা সে মোকদ্দমার আসামীর দরখাস্তমতে কি পূর্ব্বে কি সেই আসামীর তরফ দাওয়ার জওয়াব দাখিল হইবার সময়ে অথবা ফরিয়াদীর আরজীর অনুসারে জানা যায় যে সেই উভয় বিবাদী ঐ নওয়াব নাজিমের চাকর কিম্বা কুটুম্বস্বজনের মধ্যের হন্ অথবা সুবে বাঙ্গালার পূর্ব্বের নাজিমদিগের

বেগমদিগের মধ্যের কিম্বা সন্তান ও গোষ্ঠীর মধ্যের বটেন্ তবে এমতে সে মোক
দ্দমা তজবীজ কারণ ঐ নওয়াব নাজিমকে কিম্বা ঐ নওয়াব নাজিম আপন পক্ষে যা
হাকে নির্দ্দিষ্ট করেন্ তাহাকে সমর্পণ হইবেক যদি উপরের লিখিত ব্যক্তিদিগের
মধ্যের কেহ না হইয়া নওয়াব নাজিমের চাকরদিগের কাহারো নামে দেওয়ানী
আদালতে নালিশ করে তবে আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন বিহিত
বিধানক্রমে চাহেন্ সে মোকদ্দমা ঐ নওয়াব নাজিমকে সমর্পণ করেন্ অথবা অন্যং
মোকদ্দমার মত্তে আপন নিকটে বিচার করেন্ কিন্তু জজসাহেবদিগেরে হুকুম আছে
যে সকল সময়ে ও সমস্ত বিষয়ে যত পারেন্ ও বুঝেন্ ততই নওয়াব নাজিমের পূর্ব্ব
সম্মান রক্ষা করিতে ও হক্ বহাল রাখিতে থাকেন্ কিন্তু জানিবেন যে সকল মোকদ্দ
মাতেই যদি ফরিয়াদী কিম্বা আসামী নওয়াব নাজিমের বিচারাপেক্ষা আদালতের
বিচারকে উত্তম ও অত্যাবশ্যক জানে তবে জজসাহেবের উচিত যে তাঁহারা উপরের
লিখিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় না হইলে যেরূপ সে মোকদ্দমার বিচারে মনোযোগী হ
ইতেন সেই রূপে তাহার বিচার আপন সমক্ষে করেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. P. FORSTER

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ২০ জুলাই তারিখে সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে মালগুজারীর বাকীর জন্যে তাহারদিগের তাবে সমস্ত কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের সমস্ত ভূমির শস্য ও অস্থাবর ধন সম্পত্ত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী বরং নির্দ্ধারিত বিশেষ বিষয়ে এ সকলের মালজামিনদিগের ধনসম্পত্তিও ক্রোক ও বিক্রয় করণের যে শক্তি অর্পণ এবং সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে বাকী উসুলের কারণ তাহারদিগের তাবে সমস্ত কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গকে কিম্বা এ সকলের মালজামিনদিগেরে বদ্ধ ও নিগ্রহ করণের যে নিষেধের হুকুম হইয়াছে তাহা দুরস্ত করণের আইন শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে তাহারদিগের তাবে সমস্ত কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের স্থানহইতে মালগুজারীর যাবদীয় বাকী উসুলের নিমিত্তে যে যে শক্তি অর্পণকরণ উপযুক্ত হয় তাহার নিয়ম কিছুই কোন আইনে ছিল না এই হেতুক কোনং ভূম্যধিকারী ও ইজারদার পূর্ব্ব মতকে নিদর্শনলিপির ন্যায় করিয়া মালগুজারীর সকল বাকী উসুলের নিমিত্তে দৌরাত্ম্য করিত বরং এই উপলক্ষে অন্যায়ক্রমেও টাকা লইত এবং কোনং ভূম্যধিকারী ও ইজারদার তাহারদিগের বাকীদারদিগের স্থানহইতে বাকী উসুল করিতে কি উদ্যোগকরণ উচিত তাহার নৈত্য না পাইয়া সেই সন্দেহে এবং অত্যাচারের নালিশের ভয়ে আপনারদিগেরে উত্তেজনা করণহইতে নিবৃত্ত রাখিয়া সঙ্গত বাকী উসুলকরণেও নিরাশ হইত আর এই সকল মতের অপরিপক্কতা ও অসারতাজন্য দৌরাত্ম্য ও অন্যায়ের অতিশয়তা এবং ন্যায় বিধান ও সুপথের ক্ষীণতা হইয়াছিল এইক্ষণে দেশের কুশলের আধিক্য ও সময়শিরে মালগুজারীর তহসীলহওনের নিমিত্তে উপযুক্ত হয় যে বাকীদারদিগের স্থানহইতে বাকী উসুল করিতে আদালতে নালিশ করিতে না হয় এবং নালিশকরণে যে খরচান্ত ও বিলম্ব হয় তাহাও হইতে না পারে এমত ক্ষমতা সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে দেওয়া যায় এবং তাহারদিগের তাবে সমস্ত কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গে অন্যায় ও অসঙ্গত ত্বরা এতাবতা গরওয়াজিবী হেতুবাদ।

তাগাদাহইতে

তাগাদাহইতে রক্ষা পায় অতএব এই মহাগুণের উদয়ার্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯২ সালের ২০ জুলাইতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকে পূর্ব্বের অপরিপক্ব ও অসার সকল মতের উপর যে যে উত্তম ব্যবস্থা বলবতী থাকিবার বিষয়ে যে যে হুকুম হইয়াছিল সেইং হুকুম এইক্ষণে নীচের লিখনানুসারে জারী করিলেন ইতি।

২ ধারা।

যে যে লোকের যে যে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয়ের যোগ্য ও তাহা যে যে লোকে ক্রোক ও বিক্রয় করিবার সাধ্য রাখিবেক তাহার কথা।

সকল জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও সদর ইজারদারদিগেরে শক্তি দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা মালগুজারীর বাকীর কারণ আপনারদিগের তাবে সমস্ত কটকিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের সমস্ত ভূমির উৎপন্ন নানাবিধ শস্যাদি সামগ্রী এবং গরুপ্রভৃতি পশু ও গৃহস্থালী দ্রব্য সামগ্রীআদি অস্থাবর সম্পত্তি যাহা সেই বাকীদারদিগের নিজ বাটীতে কিম্বা তদ্ভিন্ন স্থানে অথবা অন্যের বাটীতে কিম্বা স্থানান্তরে তাহারদিগের অধিকারভূমি অথবা ইজারা মহালের মধ্যে কিম্বা বাহিরে থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব কিম্বা সরকারের অন্য আমলার বিনাএত্তেলায় ক্রোক করিয়া বিক্রয় করে কিন্তু যে সকল বাকীদার শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতের ও নিমকপোখ্তানীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের সরঞ্জাম ও গৃহস্থালী দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পর যেমতে এত্তেলা দিতে ৩১ একত্রিংশৎ ধারায় লেখা আছে সেই মতে এত্তেলা দেয় আর তাবে তালুকদারেরা ও তাহারদিগের পেটার সকল কটকিনাদার ও প্রজাবর্গের স্থানহইতে যথার্থ বাকী লইতে উপরের লিখনানুসারে ক্ষমতা রাখে এবং জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও সদর ইজারদারদিগের স্থানে যে সকল কটকিনাদার কটকিনা লইয়া থাকে তাহারাও আপনারদিগের পেটার সমস্ত দরকটকিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও প্রজাবর্গের স্থানহইতে বাকী লইবার জন্যে উপরের লিখনক্রমে সাধ্য রাখে অতএব উপরের লিখিত সকল প্রকার ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে এই ধারাক্রমে যে শক্তি অর্পণ হইল তাহারা এতদনুসারে নীচের লিখিত সমস্ত ধারার মর্ম্মদৃষ্টে সাবধানে কার্য্য করিবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে যে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয়ের অযোগ্য তাহার কথা।

যাহারদিগেরে ক্রোকের শক্তি অর্পণ হইল তাহারা আপনারদিগের তাবে সকল কটকিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের ভূমি ও বাটী ও অন্য স্থাবর বস্তু ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারিবেক না এবং শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতের কার্য্যে নিযোজিত তাঁতী কিম্বা কারীগর অথবা অপর যাহারদিগের স্থানে ঐ সরকারের বস্ত্রাদি সামগ্রী ও দাদনীর টাকা থাকে তাহা এবং তাঁতী কিম্বা

কারীগর

কারীগরপ্রভৃতি ব্যবসায়ী অথবা মজুরদিগের তাঁত ও সূতা ও কাঁচা রেশমআদি এবং ঐ ব্যাপারের অন্য ব্যাপারী ও মজুরলোকের যে যন্ত্র ও হাতিয়ারওগয়রহ সরঞ্জাম বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোক ও বিক্রয়ের অযোগ্য ও এ প্রকার ক্রোক ও বিক্রয় শরার মতের ব্যতিক্রম ও নামঞ্জুর তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের নিষেধ জানা গিয়া বাকীদারের শিরের যে বাকীর কারণ তাহা ক্রোক করা গিয়া থাকে সে বাকী মাফ হইবেক। এবং দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি তাহার কর্ত্তাকে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন কিম্বা সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি যদি অস্থাবরতা প্রযুক্ত নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকে তবে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্যে ক্রোক কারকদিগের স্থানহইতে নিশা দেওয়ান যাইবেক এবং যে দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের জন্য তাহার কর্ত্তার যে ক্ষতি প্রমাণ হয় তাহাও দণ্ডের মতে আদালতের খরচাসমেত সেই কর্ত্তাকে দেওয়ান যাইবেক ইতি।

যে দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয় হওন শরার মতের ব্যতিক্রম ও নামঞ্জুর তাহা ক্রোক ও বিক্রয়করণের নিষেধের কথা।

নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ে দণ্ডের কথা।

৪ ধারা।

বাকী আদায়ের কারণ তাবের সকল কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের লাঙ্গলওগয়রহ চাসের হাতিয়ার ও হালিয়া গরু ও বীজধান্যাদি ক্রোক হইবেক না যদি বাকী আদায়ের আনওয়ানে তাহারদিগের অন্য গরুআদি পশু কিম্বা ধান্যাদি শস্য অথবা দ্রব্যান্তর যাহা তাহারদিগের স্থানে থাকে তাহা ক্রোককারকদিগের হস্তাগত হয়। যদি কেহ এই ধারার হুকুমের ব্যতিক্রম করে তবে তাহাতে যাহার যে ক্ষতি হয় দণ্ডক্রমে তাহার তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত সেই ব্যতিক্রমকারির স্থানহইতে উৎপাতগ্রস্তকে দেওয়ান যাইবেক অতএব ক্রোককারকদিগের কর্ত্তব্য যে এই ধারার মর্ম্মদৃষ্টে অতিসাবধানে থাকে ইতি।

বাকী আদায়ের কারণ তদুপযুক্ত দ্রব্যাদি মিলিলে যে সকল দ্রব্য ক্রোককরণের নিষেধ আছে তাহার কথা।

এই লিখিত হুকুমের অন্যথা হইলে দণ্ডের কথা।

৫ ধারা।

তাবের কট্‌কিনাদারেরা ও তালুকদারেরা ও প্রজাবর্গ যাবৎ আপনং শিরের বাকী াকা তলব হইলে পর দিতে ত্রুটি না করে ও যদ্যপি মালজামিন দিয়া থাকে ও সই মালজামিনেও হাজির থাকিলে তলবমতে বাকী টাকা দিতে যাবৎ আপত্তি না রে তাবৎ কট্‌কিনাদারওগয়রহ বাকীদারদিগের মধ্যে গণ্য হইবেক না। আর না ারিতে বাকীদারের সম্পত্তি ক্রোক হইলেও কোনমতে তাহার মালজামিন জামিন ারীহইতে ছাড়ান পাইবেক না ইতি।

কট্‌কিনাদারপ্রভৃতিতে যে কালে বাকীদারদিগের সহিত গণনায় আসিবেক তাহার কথা।

বাকীদারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক হইলেও কোন প্রকারে জামিন দারীহইতে মালজামিন ছাড়ান না পাইবার কথা।

৬ ধারা।

ক্রোককারকদিগের কেহ আপন তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদি ার সরঞ্জাম ও গৃহস্থালী দ্রব্যাদি ক্রোক করিলে যদি দেওয়ানী আদালতের জজসা

বাকীর দাওয়া সবুত না হইলে দ্রব্যাদি ক্রোকের দণ্ডের কথা।

হেবের নিকটে বিচারে এমত প্রমাণ হয় যে তাহারদিগের শিরে কিছু বাকী নিতান্তই নাই তবে এমতে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি তাহার কর্ত্তাকে ক্রোককারক ব্যক্তির ফিরিয়া দেওয়া উচিত হইবেক কিম্বা সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অন্তরিত হইয়া থাকিলে সেই ক্রোককারক দণ্ডক্রমে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত দিবেক ইতি।

৭ ধারা।

বাকী আদায়ের মাফিক টাকা দিলে ক্রোক খালাসের কথা।

ক্রোককারকদিগের তরফহইতে যে লোক যে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে যায় তাহার নিকটে সেই বাকীদার ২ দুই জন সাক্ষির সমক্ষে সে বাকী টাকা দিতে চাহিলে সেই লোকের উচিত যে সেই বাকী টাকা তৎক্ষণাৎ লইয়া সেই দ্রব্যাদি ক্রোকহইতে হস্ত উঠায় ইতি।

৮ ধারা।

ক্রোককারকেরা যাহাকে ক্রোকের নিমিত্তে পাঠায় তাহাকে যে তারিখে সেই বাকী টাকা দেওয়া সঙ্গত ছিল সেই তারিখ নিদর্শনে বাকীর সংখ্যার এক লিখন দিবার কথা।

ক্রোককারকেরা যাহাকে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে পাঠায় কর্ত্তব্য যে তাহাকে আপনং মোহর ও দস্তখতে এক লিখন যে বাকীর নিমিত্তে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে হয় সেই বাকীর মোট ও যে তারিখে সে বাকী দেওয়া সঙ্গত ছিল সে তারিখযুক্তে দেয় ও সেই লোক সেই লিখনকে ক্রোকের কর্তৃত্বের নিদর্শন লিপির মতে জানায় আর যে দিনে দ্রব্যাদি ক্রোক করে সেই দিনে সেই লিখনের নকলের পৃষ্ঠে ক্রোকী দ্রব্যাদির কিফিয়ত যে স্থানে ক্রোকী দ্রব্যাদি রাখে সেই স্থান নির্দ্দিষ্টে লিখিয়া বাকীদারকে দেয় এবং জ্ঞাতকারণ সেই নকলের পৃষ্ঠে ইহাও লিখে যে সেই দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার পর দিনহইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের দিবসে বিক্রয় হইবেক কিন্তু ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় কোন দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া ক্রোক হইয়া থাকিলে তাহাতে সেই নকলের পৃষ্ঠে এমত লিখে যে সেই দ্রব্য কাটা গিয়া এই আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে যে দিনে সংগ্রহ অর্থাৎ জমা হয় সেই দিনহইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের দিবসে সেই দ্রব্য বিক্রয় হইবেক ইহার ছাড়ান কদাচ হইবেক না যদি বাকীদার ক্রোকী খরচাসমেত বাকী টাকা ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে না দেয় কিম্বা অসঙ্গত বাকী কহিয়া আপত্তি উপস্থিত করিয়া নীচের লিখনানুসারে ক্রোক খালাসের হুকুম না পায় আর যদি বাকীদার গরহাজির হয় তবে পৃষ্ঠে লিখিবার প্রস্তাবিত সকল বিষয় যুক্তে সেই লিখনের নকল ক্রোক হইবার দিনহইতে ৩ তিন দিনের মধ্যে তাহার বসতীর স্থানে লটকান যাইবেক যদি ক্রোককারকেরা কাহারো দ্রব্যাদি ক্রোকের নিমিত্তে কাহাকেও এমত লিখন না দিয়া নিযুক্ত করিয়া দ্রব্যাদি ক্রোক করায় কিম্বা সেই নিযুক্তহওয়া লোক সেই লিখন হস্তে রাখিয়া পৃষ্ঠে লিখিবার প্রস্তাবিত সকল

বিষয়

বিষয়যুক্তে তাহার নকল বাকীদারকে না দেয় অথবা বাকীদার হাজির না থাকিলে সে লিখনের নকল নিয়মিত কালের মধ্যে তাহার বসতীর স্থানে না লট্‌কায় তবে এই তিন গতিকের কোন গতিক প্রকাশ হইলে ক্রোককারকদিগের যে বাকীর দাওয়ায় সেই দ্রব্যাদি ক্রোক হয় সে বাকীর দাওয়া মিথ্যা হইবেক জজসাহেব বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন কিম্বা সে দ্রব্যাদি বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকিলে দণ্ডের মতে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত দেওয়াইয়া দিবেন ইতি।

৯ ধারা।

কট্‌কিনাদারওগয়রহ মালজামিন না দিয়া বাকীর আপত্তি উপস্থিত করিলেও তাহারদিগের দ্রব্যাদির ক্রোক খালাসের কথা।

বাকী আদায়ের কারণ তাবের কোন কট্‌কিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজার দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে যদি সে লোক ক্রোককারকের স্থানে মালজামিন না দিয়া থাকে ও বাকীর আপত্তি উপস্থিত করিয়া সেই সংগৃহীত অর্থাৎ মৌজুদ দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার দিনের পর দিনহইতে ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে এবং অসংগৃহীত ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় যে দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া থাকে তাহা কাটা গিয়া এই আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে যে দিনে সংগ্রহ হয় সেই দিন হইতে ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব কিম্বা পরগনার কাজী অথবা ক্রোককারকের স্থানে জামিন দিয়া এই মজমুনে একরারনামা যে সেই একরারনামার লিখিত তারিখহইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের মধ্যে সেই মোকদ্দমার বিচারের কারণ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক ও বিচারান্তে যে বাকী টাকা তাহার দেনা হয় সেই টাকা যে তারিখে তাহার দেওয়া সঙ্গত ছিল সেই তারিখহইতে ডিক্রীর তারিখ অবধি সেই টাকার সুদ বৎসরে ফিশত ১২ বার টাকার হিসাবে ধরিয়া সেই সুদ এবং আদালতের খরচাসমেত সেই টাকা দিবেক লিখিয়া দেয় তবে এমতে ক্রোককারক সে দ্রব্যাদি ক্রোকহইতে শীঘ্র হস্ত উঠাইয়া সেই বাকদারের দ্রব্যাদি ফিরিয়া দিবেক যদি বাকীদার নিয়মিত কালের মধ্যে এমত একরারনামা না লিখিয়া দেয় তবে ক্রোককারকের সাধ্য আছে যে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি ক্রোক রাখিয়া তাহা এই আইনের ২২ দ্বাবিংশতি ধারার লিখনানুসারে বিক্রয় করে ইহার নিবারণ কদাচ হইবেক না যদি সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবার দিনের পূর্ব্বে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী টাকা আদায় না হয়। যদি বাকীদার একরারনামা লিখিয়া দিয়া নিয়মিত কালের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোককারক বাকী টাকা সেই মালজামিনের স্থানে তলব করিবেক তাহাতে যদি সেই মালজামিন অব্যাজে সে টাকা না দেয় তবে ক্রোককারকের সাধ্য আছে যে সেই মালজামিন ও বাকীদারের কিম্বা তাহারদিগের একের অস্থাবর দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া বিক্রয় করে ইহার ছাড়ান কদাচ হইবেক না যদি সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবার দিনের পূর্ব্বে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী টাকা আদায় না হয় ইতি।

১৫ দিনের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে বাকীর আপত্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কারণে জামিনসুদ্ধা একরারনামা লিখিয়া দিবার কথা।

একরারনামা লিখিয়া দিলে ক্রোক খালাসের কথা।

নিয়মিত কালের মধ্যে বাকীর আপত্তির মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না করিলে বাকী টাকা উসুলের মতের কথা।

১০ ধারা।

১০ ধারা।

মালজামিন দিয়া বাকীর আপত্তি উপস্থিত করিলে কটকিনাদারপ্রভৃতির দ্রব্যাদি ক্রোক খালাসের কথা।

বাকীর কারণ তাবের কোন কট্‌কিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজার দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে যদি সে লোক ক্রোককারকের স্থানে মালজামিন দিয়া থাকে ও বাকীর আপত্তি উপস্থিত করে তবে সেই মালজামিন সেই সংগৃহীত দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার দিনের পর দিনহইতে ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে এবং অসংগৃহীত ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় যে দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া থাকে তাহা কাটা গিয়া এই আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে যে দিনে সংগ্রহ হয় সেই দিনহইতে ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব কিম্বা পরগনার কাজী অথবা ক্রোককারকের স্থানে জামিন দিয়া দুই জনকে সাক্ষী করাইয়া এই মজমুনে একরারনামা যে সে কিম্বা বাকীদার সেই একরারনামার লিখিত তারিখহইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের মধ্যে সেই মোকদ্দমার বিচারের কারণ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক ও বিচারান্তে যে বাকী টাকা তাহারদিগের শিরে দেনা পড়ে সে টাকা যে তারিখে বাকীদারের দেওয়া সঙ্গত ছিল সেই তারিখহইতে ডিক্রীর তারিখ অবধি সেই টাকার সুদ বৎসরে ফিশত ১২ বার টাকার হিসাবে ধরিয়া সেই সুদ এবং আদালতের খরচাসমেত সে টাকা দিবেক লিখিয়া দেয় তবে এমতে ক্রোককারক সেই দ্রব্যাদি ক্রোককরণে ক্ষান্ত হইবেক যদি সেই মালজামিন নিয়মিত কালের মধ্যে এমত একরারনামা না লিখিয়া দেয় তবে ক্রোককারক সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি ক্রোক রাখিয়া এই আইনের ২২ দ্বাবিংশতি ধারার লিখনানুসারে বিক্রয় করিবেক ইহার নিবারণ কদাচ হইবেক না যদি সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবার দিনের পূর্ব্বে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী টাকা আদায় না হয়। যদি মালজামিন একরারনামা লিখিয়া দিয়া আপনি কিম্বা বাকীদার নিয়মিত কালের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোককারক বাকী টাকা মালজামিনের স্থানে তলব করিবেক তাহাতে যদি সেই মালজামিন অব্যাজে সে টাকা না দেয় তবে ক্রোককারকের সাধ্য আছে যে সেই মালজামিন ও বাকীদারের কিম্বা তাহারদিগের একের দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া এই আইনের ২২ দ্বাবিংশতি ধারার লিখনানুসারে বিক্রয় করে ইহার ছাড়ান কদাচ হইবেক না যদি সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবার দিনের পূর্ব্বে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী টাকা আদায় না হয়। যদি সেই মালজামিন একরারনামা লিখিয়া দিতে না চাহে কিম্বা দিতে শৈথিল্য করে অথবা দৈবাৎ দুর্ঘটজন্যে গরহাজির রহিবাতে নিয়মিত কালের মধ্যে একরারনামা লিখিয়া দিতে না পারে ও সেই বাকীদার এই দুই গতিকের কোন এক গতিক প্রকাশ হইবাতে এই আইনের ৯ নবম ধারার লিখনানুসারে জামিন দেয় তবে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোককরণে ক্রোককারক ক্ষান্ত হইবেক ও এই ধারার লিখিত বাকী টাকা ও ক্রোককারক ও বাকীদার ও জামিনের গতি ৯ নবম ধারার লিখিত বাকী টাকা ও ক্রোককারক ও বাকীদার ও জামিনের

মালজামিন ১৫ দিনের মধ্যে বাকীর আপত্তির মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিবার কারণে একরারনামা লিখিয়া দিবার কথা।

একরারনামা লিখিয়া দিলে ক্রোক খালাসের কথা।

মালজামিন কিম্বা বাকীদার নিয়মিত কালের মধ্যে বাকীর আপত্তির মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না করিলে ক্রোককারক যাহার স্থানহইতে বাকী টাকা উসুল করিবেক তাহার কথা।

মালজামিন হাজির থাকিতে না পারিলে কিম্বা একরারনামা লিখিয়া দিতে না চাহিলেও ক্রোক খালাসের মতের কথা।

মিনের গতির ন্যায় অদরে জানা যাইবেক। অপর ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের নিষেধ আছে যে এই ধারা ও ৯ নবম ধারার গতিকছাড়া গতিকান্তরে আপনারদিগের তাবের মালজামিন ও কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও পুজাদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক না করে কিন্তু যদি বিনামে মালজামিন থাকে তবে এই আইনের ২৭ সপ্তবিংশতি ধারায় যেরূপ লেখা যায় সেই রূপে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইবেক। অপর সকল গতিকে ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগের কর্ত্তব্য যে তাবের সকল মালজামিন ও কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও পুজাদিগের উপর যে দাওয়া রাখে তাহা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করে। ইহাতে যদি কেহ উপরের লিখিত হেতুছাড়া হুকুমের অন্যথায় কোন মালজামিনের দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা বিক্রয় করে তবে সে কালে সেই মালজামিন জামিনদারীহইতে খালাস ও অবসর হইতে চাহিলে হইতে পারিবেক এবং জজসাহেব ক্রোকী দ্রব্যাদি ক্রোককারকের স্থানহইতে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন ও তাহা বিক্রয় কিম্বা নষ্ট অথবা অন্থিত হইয়া থাকিলে আদালতের খরচাসমেত তাহার মূল্যের তুল্য টাকার নিশা করাইবেন ইতি।

এই ধারার লিখিত বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরে মালজামিনের দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের নিষেধের কথা।

উপরের লিখিতছাড় অপর সকল বিষয়েই মালজামিনের স্থানে দাওয়া বুঝিয়া লইবার কথা।

হুকুমের অন্যথাক্রমে মালজামিনের দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয় হইলে দণ্ডের কথা।

১১ ধারা।

যদি বাকীদার তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে পর সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবার দিন নিষ্কর্ষের পূর্ব্বে তাহার স্থানের তলবের টাকা ক্রোকী আবশ্যক খরচাসমেত ২ দুই জন মাতবর সাক্ষির সমক্ষে দিতে চাহে তবে ক্রোককারকের কর্ত্তব্য যে সে বাকী টাকা খরচাসমেত তাহার স্থানে তৎক্ষণাৎ লইয়া ক্রোকী দ্রব্যাদি অবিলম্বে ছাড়িয়া দেয় ইহাতে ক্রোকী খরচার বিষয়ে কিছু বচসা ও আপত্তি হইলে তাহা পরগনার কাজীর নিকটে নিষ্পত্তি পাইবেক। যদি ক্রোককারকদিগের কেহ এই ধারার ব্যতিক্রমে কার্য্য করে তবে সে নালিশ দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের স্থানে হইলে সেই সাহেব মোকদ্দমার গতিকানুসারে তাহার দণ্ড আদালতের খরচাসমেত ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন ইতি।

দ্রব্যাদি বিক্রয়ের নির্ণীত দিনের পূর্ব্বে বাকীদার বাকী টাকা দিতে চাহিলে ক্রোক খালাসের কথা।

এই ধারার হুকুমের অন্যথা হইবাতে ক্রোককারকের দণ্ডের কথা।

১২ ধারা।

যে পরগনায় যে পশু ও দ্রব্যাদি ক্রোক হইয়া থাকে তাহা ক্রোককারকেরা সেই পরগনার সীমান্তরে না লয় বরং যে স্থানে ক্রোক হয় তথায় যাহার স্থানে তাহা গচ্ছিতকরণ উচিত জানে তাহার স্থানে গচ্ছায়। অথবা সেই স্থানের নিকট যে স্থান সেই পরগনার বাহির না হয় এমত স্থানান্তরে সর্ব্বতোভাবে সাবধানে রাখে ইতি।

পরগনার সীমান্তরে ক্রোকী বস্তু লইতে নিষেধের কথা।

ক্রোকী বস্তু স্থানবিশেষে রাখিবার কথা।

১৩ ধারা।

ক্রোককারকেরা যে কালে আপনারদিগের তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও পুজাদিগের ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় যে দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া

ভূমির উৎপন্ন যে শস্যাদি কাটা না গিয়া থাকে তাহা যে কালে

কাটা যাইবেক ও যে স্থানে জমা হইবেক তাহার কথা।

থাকে তাহা ক্রোক করে সে কালে তাহা সময়শিরে কাটাইয়া সেই ভূমির শিরে উপযুক্ত স্থানে কিম্বা খামারে অথবা গোলায় সংগ্রহ করাইবেক ও সেই ভূমির শিরে খামারআদি না থাকিলে কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির শিরে সেই পরগনার সীমার মধ্যে যত নিকটে খামার কিম্বা উপযুক্ত স্থান মিলে তথায় সংগ্রহ করায় ইহাতে সেই দ্রব্য কাটাইবার ও সংগ্রহ করিবার খরচ তাহা ছাড়িয়া দিবার কালে তাহার কর্ত্তার স্থানে কিম্বা তাহা বিক্রয় হইলে তাহার মূল্যহইতে আদায় হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

ক্রোকী পশু ও দ্রব্যাদি ক্রোককারকদিগের নিজ কার্য্যে আনিতে নিষেধের কথা।

ক্রোককারকেরা পশুর আবশ্যক খাদ্য সামগ্রী আয়োজনকরণের ও তাহার খরচ আদায় হওনের মতের কথা।

ক্রোককারকেরা ক্রোকী পশুকে আপন চাস কর্ম্মে ও অপর কার্য্যে না খাটায় এবং ক্রোকী অন্য দ্রব্যাদিও ব্যয় ও ব্যবহার না করে। এবং সেই পশুর আবশ্যক খোরাক দিতে থাকে তাহার খরচ তাহা ছাড়িয়া দিবার সময়ে তাহার কর্ত্তার স্থানে কিম্বা তাহা বিক্রয় হইলে তাহার মূল্যহইতে আদায় হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

ক্রোকী ধন রক্ষণের শৈথিল্যে ক্রোককারকদিগের দণ্ডের কথা।

ক্রোকী ধন যাবৎ ক্রোককারকের হস্তবশ থাকে তাবৎ আদ্যোপান্ত সর্ব্বপ্রকারে তাহার রক্ষণাদি না করিবাতে যদি সেই ধন চোরে যায় কিম্বা হারায় অথবা শীতলে কিম্বা উত্তাপে অর্থাৎ জলে কিম্বা রৌদ্রাদিতে অথবা অন্য হেতুতে নষ্ট ও ক্ষতি হয় তবে তাহার নিশা তাহার কর্ত্তার স্থানে ক্রোককারকেরা করিবেক ইতি।

১৬ ধারা।

বাকী টাকার সমানে দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার কথা।

বাকী টাকার আনওয়ানছাড়া দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে দণ্ডের কথা।

বাকীর নিমিত্তে যে দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে হয় তাহা বাকীর আনওয়ানে সম্ভবক্রমে ক্রোক হয় তাহার বহির্ভূত না হয়। তাহাতে ক্রোককারকদিগের কেহ বাকীর আনওয়ানছাড়া দ্রব্যাদি ক্রোক করিলে যদি বিচারক্রমে এমত প্রকাশ হয় যে ক্রোককারকেরা বাকী আদায়ের অনুমানে সেই ক্রোকী দ্রব্যাপেক্ষা অল্প মূল্যের দ্রব্যান্তর ক্রোক করিতে পারিত তবে এমতে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে সেই মোকদ্দমার গতিকের যোগ্য দণ্ড আদালতের খরচাসমেত সেই দ্রব্যাধিকারিকে দেওয়াইবেন ইতি।

১৭ ধারা।

দিবসের মধ্যে দ্রব্যাদি ক্রোকের হুকুমের কথা।

রাত্রে দ্রব্যাদি ক্রোক করিলে দণ্ডের কথা।

কর্ত্তব্য যে বাকী আদায়ের কারণ সূর্য্যোদয় হইলে পর ও অস্ত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ দিবাভাগে দ্রব্যাদি ক্রোক হয়। ইহাতে যদি ক্রোককারকদিগের কেহ সূর্য্যাস্তোদয়ের মধ্যে এভাবতা রাত্রে দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা ক্রোকের যত্ন করে তবে তাহার বাকীর

দাওয়া মিথ্যা হইবেক ও দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া থাকিলে তাহা তাহার কর্ত্তাকে ফিরিয়া দিবেক কিম্বা তাহা বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অসংস্থান হইয়া থাকিলে আদালতের খরচাসমেত তাহার নিশা করিতে হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

ক্রোক রক্ষার নিমিত্তে কোন দ্রব্যাদি দানের বিষয়ে নিষেধের কথা।

যাহার স্থানে উপবের লিখনক্রমে দান হইয়া থাকে তাহার দণ্ডের কথা।

তাবের কট্‌কিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজাদিগের কেহ যদি আপন দ্রব্যাদি ক্রোকহইতে রক্ষাকরণের নিমিত্তে তঞ্চকক্রমে কাহাকেও দান করে তবে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকট ইহা প্রমাণ হইলে সেই সাহেব সেই দ্রব্যাদি ক্রোককারককে সোপর্দ্দ করিবেন। এবং যাহাকে সেই দ্রব্যাদি তঞ্চকে দান হইয়া থাকে তাহার স্থানহইতে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের অর্দ্ধেক আনওয়ান দণ্ড আদালতের খরচাসমেত ক্রোককারকে দেওয়াইবেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

কটকিনাদারপ্রভৃতি যাহারা আপনারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোকে বাধক হয় কিম্বা ক্রোক হইলে পর তাহা বলে কিম্বা গোপনে উঠাইয়া লয় তাহারদিগের শাস্তির কথা।

তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের কেহ যদি আপন দ্রব্যাদি ক্রোকের প্রতিবাদী হয় কিম্বা ক্রোক হইলে তাহা বলক্রমে কিম্বা গোপনে উঠাইয়া লয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব প্রমাণপূর্ব্বকে তাহাকে তাহার এ বিষয়ের সহকার লোকদিগের সহিত বন্ধীশালে তাবৎ বদ্ধ রাখিবেন যাবৎ সেই দুষ্ট সেই দ্রব্যাদি পুনরায় ক্রোককারকদিগেরে অর্পণ না করে কিম্বা আপন শিরের বাকী আপন দ্রব্যান্তর ক্রোক ও বিক্রয়ে অথবা মতভেদে ক্রোক ও আদালতের খরচাসমেত না দেয় ইতি।

২০ ধারা।

ক্রোকী ধনাধিকারী ছাড়া অপরে সে দ্রব্য জোরে কিম্বা লুকাইয়া উঠাইয়া লইলে তাহার শাস্তির কথা।

ক্রোকী ধনাধিকারী ভিন্ন কেহ সেই ধন বলক্রমে কিম্বা গোপনে উঠাইয়া লইলে ইহা দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে প্রমাণপূর্ব্বকে সে সাহেব তাহাকে বন্ধীশালে তাবৎ বদ্ধ রাখিবেন যাবৎ সেই দ্রব্য ক্রোককারকদিগেরে পুনরর্পণ না করে কিম্বা তাহার মূল্যের তুল্য টাকা না দেয় ও অধিকন্তু সেই দ্রব্যের মূল্যের সমানে দণ্ড আদালতের খরচাসমেত দাখিল না করে ইতি।

২১ ধারা।

বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোকের নিমিত্তে যে যে স্থানের দ্বার ক্রোককারকেরা খুলিতে পারিবেক তাহার নির্ণয়ের কথা।

ক্রোককারকদিগের সাধ্য আছে যে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোকের কারণে ঘোড়াশাল কিম্বা গোহালী অথবা খামার কিম্বা গোলা অথবা গোলাবাটী কিম্বা অপর যে যে স্থানে বাকীদারের দ্রব্যাদি থাকে সেইং স্থান বলক্রমে খোলে এবং যে বসতবাটীর পুরদ্বার অর্থাৎ সদরদরওয়াজা খোলা থাকে তথায় গিয়া অন্তঃপুরের দ্বার ছাড়া

অন্তঃপুরের দ্বার খোলা থাকে কি না থাকে তথাচ তথায় গমনের বারণের কথা।

বসতবাটীর দ্বার ভগ্ন করিবার বিষয়ে নিষেধের কথা।

অন্তঃপুরে গমন করিলে কিম্বা বসতবাটীর কুলুপলাগান পুরদ্বার ভগ্ন করিলে শাস্তির কথা।

ছাড়া এই সকল স্থানের যে যে স্থানে দ্রব্যাদি রহে তাহা ক্রোককরণের নিমিত্তে সেইং স্থানের দ্বার ভাঙ্গে। কিন্তু এই ধারার লিখিত মর্ম্মহইতে কোন প্রকারে ক্রোককারকদিগের এমত শক্তি বোধ ও অনুভব না হয় যে তাহারা কিম্বা তাহারদিগের চাকর অথবা পেশকারেরা অন্তঃপুরের দ্বার ও খিড়কীর গমনাগমনের পথ খোলা থাকে কি না থাকে তথায় যায়। এবং যে বাটীর সদর দ্বার রোধ কিম্বা কুলুপদেওয়া থাকে তাহা ভাঙ্গিতে ও তাহার মধ্যে যাইতে চেষ্টা করে। যে কেহ ইহার অন্যথায় অন্তঃপুরে যায় কিম্বা কোন বাটীর কুলুপলাগান সদর দ্বার ভাঙ্গে সে লোক ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাগারে বদ্ধ রহিবেক এবং যে বাকী টাকার কারণ দ্রব্যাদি ক্রোক হয় সে টাকা ক্রোককারকেরা পাইবেক না এবং যে দ্রব্যাদি ক্রোক হইয়া থাকে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে বাকীদারকে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন কিম্বা তাহা বিক্রয় অথবা নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকিলে সেই দ্রব্যাদির অনুসারে ভারী দণ্ড আদালতের খরচাসমেত নিশা দেওয়াইবেন। যে কোন বাটী কিম্বা ঘোড়াশাল অথবা গোহালী কিম্বা খামার অথবা গোলা কিম্বা গোলাবাটী কিম্বা অপর যে স্থানে বাকীদারের দখলের বিষয় না থাকে সেই বাটীওগয়রহে যদি তাহার দ্রব্যাদি ক্রোকের নিমিত্তে কোন ক্রোককারক প্রবেশ করে ও যায় ও তথায় সে বাকীদারের কিছু দ্রব্যাদি না মিলে তবে এমতে সেই বাটীওগয়রহের কর্ত্তা তাহার ক্ষতির দাওয়ায় সেই ক্রোককারকের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে জজসাহেব সেই মোকদ্দমার গতিকক্রমে দণ্ড আদালতের খরচাসমেত সেই ক্রোককারকের স্থানহইতে সেই বাটীওগয়রহের কর্ত্তাকে দেওয়াইবেন ইতি।

যে কোন বাটীওগয়রহ স্থানে বাকীদারের দখলের বিষয় ও দ্রব্যাদি না থাকে তথায় দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে ক্রোককারক গেলে তাহার দণ্ডের কথা।

২২ ধারা।

ক্রোকী দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ ও বিক্রয়ের মতের কথা।

কর্ত্তব্য যে মালগুজারীর বাকীর কারণ বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে যে দিন সংগৃহীত দ্রব্যাদি ক্রোক হয় তাহার পর দিনহইতে ৫ পাঁচ দিন ব্যাজে ও অষ্টাহ গত হইবার পূর্ব্বে এবং অসংগৃহীত ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় কোন দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া ক্রোক হইলে তাহা কাটা গিয়া এই আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে যে দিন সংগ্রহ হয় তাহার পর দিনহইতে ৫ পাঁচ দিন গতে ও অষ্টাহের মধ্যে বাকীদার সেই দ্রব্যাদির মূল্যের নিরূপণ ও তাহা বিক্রয় করিবার জন্যে পরগনার কাজীর স্থানে দরখাস্ত করে সেই কাজী বাকীদার দরখাস্ত করিবামাত্র সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের দিন নির্ণয় করিয়া তাহার জায়দাদের ফর্দ্দ করিয়া সদর কাছারীতে লট্‌কায় তাহাতে বিক্রয়ের কালনিয়ম অর্থাৎ মিয়াদ দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার পর দিনহইতে ১৫ পনর দিনের দিবসে ধার্য্য আছে কিন্তু ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় যে দ্রব্য না কাটা গিয়া ক্রোক হইয়া থাকে তাহা বিক্রয়ের মিয়াদ এই আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে সেই দ্রব্য কাটা গিয়া যে দিন খামারে দাখিল হয় তাহার পর দিনহইতে ১৫ পনর দিনের দিবসে নির্দ্ধার্য্য আছে

আর

আর কাজী সেই দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণার্থে যে যে লোক ব্যবসায়দ্বারা তাহা নিরূপণের ক্ষমতাপন্ন হয় তাহার মধ্যে মাতবর দুই জনকে নিরূপক অর্থাৎ আমীনের মতে নিযুক্ত করিবেক ও আমীনেরা সাময়িক নিকিখ ও পরগনার শরে মাফিক সেই দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ করিয়া সেই দ্রব্যাদির ফিরিস্তি এতাবতা রকমের তফসীল ও মূল্যযুক্তে জায়দাদের ফর্দ্দ আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে পরিষ্কার করিয়া কাজীকে দিবেক ও কাজীর নিকটে এ বিষয়ের প্রতি স্বীকৃতি করিবেক যে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের নিরূপণ আপনারদিগের যথোচিত জ্ঞান ও ক্ষমতাপূর্ব্বক করিয়াছে তদনন্তর কাজী সেই জায়দাদের ফর্দ্দের উপর আপন মোহর করিয়া কাছারীতে লটকাইবেক ও যে সকল লোক সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি ক্রয়ের বাসনা রাখে তাহারদিগের দর্শনার্থে বিক্রয়ের নিষ্কর্ষ দিনের প্রাতঃকালে সেই দ্রব্যাদি কাছারীতে আনান যায় কিন্তু ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় যে সকল দ্রব্য হয় ও তাহা চালনে অধিক ব্যয় জানা যায় তাহাতে কর্ত্তব্য যে সে সকল দ্রব্য না বাছিয়া তাহার সাপ্টা নমুনা কাছারীতে আনা যায় এবং ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের কালে কাজী সেই সকল দ্রব্য একত্র কিম্বা দুই অথবা অধিক যত ভাগে বিক্রয়করণ উচিত জানে তদনুসারে বিক্রয় করে ও সেই দ্রব্যাদি দিবা দুই প্রহরের কালে বিক্রয় আরম্ভ ও যে লোক অধিক মূল্য দেয় সেই লোকেই সেই দ্রব্যাদি ক্রয় করে। ইহাতে যদি সেই সকল দ্রব্যাদি বিক্রয়ের টাকা বাকীর আনওয়ানহইতে অধিক হয় তবে সেই অধিক টাকা দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচাবাদে বাকীদারকে দেওয়া যাইবেক ও যদি সেই দ্রব্যাদি বিক্রয়ের টাকা বাকী এবং ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচা আদায়ে অকুলান হয় তবে ক্রোককারকদিগের সাধ্য আছে যে শেষ বাকী টাকা লইবার কারণ সেই বাকীদারের অন্য দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয় করে। আর কাজীর কর্ত্তব্য যে ক্রোককারকদিগের দেওয়া দ্রব্যাদি বিক্রয়ের খরচার ফর্দ্দ দৃষ্টে বিবেচনা করিয়া তাহার মধ্যে যাহা অসঙ্গত অনুমান করে তাহা বাদ দেয় আর যদি ক্রোককারকদিগের কেহ মালগুজারীর বাকীর কারণ কোন দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া তাহা এই ধারার লিখিত প্রকারছাড়া প্রকারান্তরে বিক্রয় করে তবে যে বাকীর নিমিত্তে তাহা ক্রোক করিয়া থাকে সে বাকী টাকা দণ্ডস্বরূপে নিজহইতে দিবেক ও সেই দ্রব্যাদির মূল্য আদালতের খরচাসমেত ফিরিয়া দিবেক ইতি।

ক্রোকী মাল বিক্রয়ের টাকাহইতে বাকী টাকা ও খরচা আদায় হইয়া যে টাকা ফাজিল হয় তাহা খরচের মতের কথা।

ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচা তহকীকের বিষয়ে কাজীর প্রতি হুকুমের এবং কেহ উপরের লিখিত হুকুমের আনওয়ানছাড়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিলে তাহার দণ্ডের কথা।

২৩ ধারা।

কাজীর কর্ত্তব্য যে দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ ও বিক্রয়করণে কিছু বিরুদ্ধাচরণ না করে যদি করে তবে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে সেই বিরুদ্ধাচরণে বাকীদারের যে ক্ষতি হয় তাহা আদালতের খরচাসমেত জজসাহেব দেওয়াইয়া তাহার বেওরা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের এত্তেলাকারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখিবেন তদৃষ্ট

দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ ও বিক্রয়ে কাজী বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার শাস্তির কথা।

গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সেই কাজীর ত্রুটি নিশ্চয় জানিলে তাহাকে ব জায়ী খেদমতহইতে তগীরকরণ উচিত হইলে করিতে হুকুম দিবেন ইতি।

২৪ ধারা।

ক্রোকী দ্রব্যাদি খরীদ করিতে ক্রোককারক ও কাজী ও মুকীমদিগেরে বারণের কথা।

ক্রোককারক ও কাজী ও মুকীমদিগেরে এই নিষেধ আছে যে ক্রোকী দ্রব্যাদির কোন দ্রব্য চক্রান্তে ও তঞ্চকে আপনারা ক্রয় না করে যদি কোন কাজী কিম্বা মুকীম এই হুকুমের অন্যথায় কার্য্য করে তবে সে দ্রব্য তাহার কর্ত্তাকে ফিরিয়া দেওয়া তাহারদিগের সঙ্গত হইবেক কিম্বা তাহা নষ্ট অথবা অস্থিত হইলে সেই দ্রব্যের আনওয়ানে নিশা দিবেক এবং সেই দ্রব্যের মূল্যের টাকা জব্দ হইয়া বাকীদারের বাকী আদায়ে আসিবেক এবং আদালতের খরচাও তাহারদিগের দেওয়া উচিত হইবেক দেওয়ানী আদালতের জজসাহেব তাহার বেওরা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে এত্তেলাকারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে লিখিবেন তদৃষ্টে গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সে কাজীকে কজায়ী খেদমৎ হইতে তগীরকরণ উচিত জানিলে তাহা করিতে হুকুম দিবেন আর যদি ক্রোকক্কারকদিগের কেহ এই ধারার নিষেধের অন্যথায় কার্য্য করে তবে যে দ্রব্য খরীদ করে তাহা সেই দ্রব্যাধিকারিকে ফিরিয়া দিবেক কিম্বা তাহা নষ্ট অথবা অস্থিত হইয়া থাকিলে তাহার মূল্যের তুল্যের নিশা করিবেক এবং যে বাকীর দাওয়ায় সে দ্রব্য ক্রোক করিয়া থাকে সে দাওয়াও মিথ্যা হইবেক এবং আদালতের খরচাও তাহার দেওয়া উচিত হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

ক্রোকী দ্রব্যাদি খরীদ করিতে বাকীদারদিগেরে নিষেধের কথা।

বাকীদার কিম্বা তাহার পক্ষের কাহাকেও ক্রোকী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আজ্ঞা নাই ইতি।

২৬ধারা।

দ্রব্যাদির মূল্যের টাকা আদায়ের কাল নিয়মের কথা।

দ্রব্যাদির মূল্যের টাকা দিতে ত্রুটি করিলে দণ্ডের কথা।

বিক্রয়ের দিনের পর পাঁচ দিনের মধ্যে দ্রব্যাদির মূল্যের টাকা আদায় হইবেক ও খরীদারকে হুকুম নাই যে তাহার খরীদা দ্রব্যাদির কোন দ্রব্য তাহার মূল্য আদায়ের পূর্ব্বে উঠাইয়া লয়। ইহাতে যদি খরীদার নিয়মিত কালের মধ্যে দ্রব্যাদির মূল্যের সকল কিম্বা কিছু টাকা দিতে ত্রুটি করে তবে পরগনার কাজী পুনরায় সেই দ্রব্যাদি সমুদয় কিম্বা যে দ্রব্যের মূল্য আদায় না হইয়া থাকে তাহা বিক্রয়ের এক দিন ধার্য্য করিয়া তাহা যে মূল্যে হয় বিক্রয় করিবেক ও সেই টাকা দিবার ত্রুটিকারক খরীদার তাহার খরীদা দ্রব্যাদির যে দ্রব্য পুনর্ব্বার বিক্রয় হয় তাহার মূল্যের উপর শত টাকায় ১৫ পনর টাকার নিয়মে দণ্ড এবং বারান্তর বিক্রয়ের যাহা পূর্ব্বের মূল্যাপেক্ষা ক্ষতি হয় তাহার নিশা ক্রোককারকের স্থানে করিবেক

আর

আর যদি দ্বিতীয়বার বিক্রয়ে লভ্য হয় তবে সে লভ্য বাকীদারের হিসাবে মজুরা হইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

যে যে লোক আপনং সন্তান কিম্বা অন্য সম্বন্ধীয়দিগের নামে অথবা বিনামে যে সকল ভূমি কট্‌কিনা লইয়া স্পষ্টতঃ আপনারদিগেরে তাহারদিগের মালজামিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই কট্‌কিনার বন্দোবস্ত ও সমস্ত কর্ম্মের ভার স্বহস্তে রাখিয়া বস্তুতঃ আপনারা কট্‌কিনাদার হয় তাহারা সেই সকল ভূমির স্বয়ং কট্‌কিনাদার গণ্য হইবেক ও তাহারদিগের অস্থাবর সমস্ত দ্রব্যাদি এই আইনের লিখনানুসারে যেমতে তাহারদিগের নিজনামে কট্‌কিনা থাকিলে বাকীর কারণ ক্রোকের যোগ্য হইত সেই মতে ক্রোক হইবেক ইতি।

যাহারা স্পষ্টতঃ আপনারদিগেরে মালজামিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া অন্যং লোকের নামে কট্‌কিনা লয় তাহারা স্বয়ং কট্‌কিনাদার বোধ হইবার কথা।

২৮ ধারা।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে তাহারদিগেরে তাবের কোন কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাকে কিম্বা তাহারদিগের মালজামিন কাহাকেও বাকী টাকা উসুলের কারণ কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ করিতে নিষেধ আছে ইহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার এই নিষেধের অন্যথায় কাহাকেও কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ করে তবে সেকারণে উৎপাতগ্রস্তের সাধ্য আছে যে তাহার নালিশ সেই অত্যাচারির নামে ফৌজদারী আদালত কিম্বা দেওয়ানী আদালতে করে তাহাতে জজসাহেব সে মোকদ্দমার গতিকানুসারে দণ্ডক্রমে টাকা আদালতের খরচাসমেত অত্যাচারির স্থানহইতে উৎপাতগ্রস্তকে দেওয়াইবেন ইতি।

ভূম্যধিকারী ও ইজারদারেরা বাকীদারদিগেরে কয়েদ কিম্বা নিগ্রহ করিলে তাহারদিগের দণ্ডের কথা।

২৯ ধারা।

পরগনার কাজী হাজির না থাকিলে কিম্বা মোকরর না রহিলে এই আইনের মতে যে হুকুম চালাইতে কাজীর প্রতি আজ্ঞা আছে তাহা চালাইবার ভার তথাকার তহসীলদারের প্রতি হইবেক ও তথায় তহসীলদার রুজু না থাকিলে কিম্বা তথাকার তহসীলদারীতে কেহ মোকরর না রহিলে যাহাকে জজসাহেব এ হুকুম অর্পণের বিবেচনা করেন্ তাহার প্রতি ভার হইবেক তাহাতে কাজীর প্রতি যে সকল নিষেধ আছে তাহা সমস্তই সেই তহসীলদারপ্রভৃতির প্রতি থাকিবেক ও তাহার অন্যথায় যাহার যে কার্য্য তদনুসারে দণ্ড করা যাইবেক ইতি।

পরগনার কাজী হাজির না থাকিলে কিম্বা মোকরর না রহিলে তাহার প্রতি হওয়া হুকুম জারী করিতে যে যে লোক ক্ষমতা রাখিবেক তাহার কথা।

৩০ ধারা।

যে কালে ক্রোককারকদিগের কোন ব্যক্তির মরণ হয় সে কালে তাহার যে যে উত্তরাধিকারী

ক্রোককারকদিগের কোন মৃতব্যক্তির প্রাপ্তব্য

বাকী টাকায় তাহার উত্তরাধিকারিদিগের স্বত্ব থাকিলে তাহারা সেই টাকার অধিকারী হইবার কথা।

অযোগ্য অধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহকারেরা ও সাধারণ ভূমির সরবরাহকারেরা দ্রব্যাদি ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখিবার কথা।

উত্তরাধিকারী সেই মৃত ব্যক্তির পাওনা যে সকল বাকী টাকার স্বত্ববান অর্থাৎ হক্দার থাকে তাহারা সেই স্বত্বের অধিকারী রহিবেক ও তাহারা সেই সকল বাকী টাকা উসূলের কারণ বাকীদারেরদের ও সে সকলের জামিনদারদিগের যে দ্রব্যাদি এই আইনের মতে ক্রোক হইতে পারে তাহা এই আইনের মতানুসারে ক্রোক করিতে পারিবেক। এবং জানিবেক যে অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারের সরবরাহকারেরা এবং সাধারন যে ভূমির অধিকারী অযোগ্য ও যোগ্য দুই কিম্বা অধিক জনে থাকিয়া তাহার মধ্যে যোগ্যতাক্রমে যে কেহ সেই অধিকার সমুদয়ের সরবরাহকার রহে সেই ব্যক্তিরা ও উপরের প্রস্তাবিত সরবরাহকারেরা সেই সকল অধিকারের স্বয়ং কর্ত্তা হইলে যেরূপে দ্রব্যাদি ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখিত ইহারা ঐ সকল অধিকারের সরবরাহকারিতেও সেইরূপে ক্ষমতা রাখিবেক এবং এমতে কর্ত্তাদিগের প্রতি যে নিষেধ ও দণ্ড বিধান আছে সেই নিষেধ ও দণ্ডেতেও তাহারা বদ্ধ থাকিবেক ইতি।

৩১ ধারা।

এই ধারার লিখনানুসারে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের মহাজনী সামগ্রী তৈয়ারীর ও নিমকপোখ্তানীর কার্য্যে নিযুক্ত বাকীদারদিগের বেওরা কথা।

এই আইনের দ্বিতীয় ধারার লিখিত নানা প্রকার ভূম্যধিকারী ও ইজারদারপ্রভৃতিরা এই আইনের লিখিত সমস্ত মর্ম্মদৃষ্টে শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতের কার্য্যে ও নিমকপোখ্তানীর ব্যাপারে যে সকল লোক নিযুক্ত আছে তাহারদিগের দ্রব্যাদি মালগুজারীর বাকী টাকা আদায়ের কারণ শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের তেজারতী কুঠীর সাহেবদিগকে ও নিমক মহালের সাহেবদিগকে ও অপর আমলাকে এত্তেলা না করিয়া প্রথমতঃ ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু ক্রোককারকেরা যে কোন তাঁতী কিম্বা মলঙ্গীর দ্রব্যাদি বাকীর দায়ে যে দিন ক্রোক করে তাহার পর দিনহইতে তিন দিনের মধ্যে সেই দ্রব্যাদি ক্রোককরণের বিষয় এক লিখনের দ্বারা তেজারতী কুঠীর সাহেব কিম্বা নিমক মহালের সাহেবের নিকটে অথবা যে স্থানে দ্রব্যাদি ক্রোক হয় তাহার সন্নিকটে তেজারতী কারখানার পেটার যে কুঠী কিম্বা নিমক মহালের মফঃসল যে কাছারী থাকে তথাকার আমলাদিগের স্থানে সংবাদ দিবেক এইহেতুক যে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের যে দিন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার পূর্ব্বে সেই সাহেবেরা এই আইনের ব্যতিক্রম না হয় এমতে সেই তাঁতী কিম্বা মলঙ্গীর দ্রব্যাদির ক্রোক খালাস অথবা অপর যে গতিক উচিত জানেন্ তাহা করেন্ ইতি।

৩২ ধারা।

ভূমিপ্রভৃতিতে আপনারদিগের গোমাস্তা আদির কৃত ব্যাপারের দায়ী হইবার কথা।

যে সকল লোক দ্রব্যাদি ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের কাহারো গোমাস্তা কিম্বা পেশকার অথবা চাকর কিম্বা কার্য্যকারক আমলায় যদি তাবের কটকিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজাবর্গের কিম্বা তাহারদিগের মালজামিন কাহারো

দ্রব্যাদি

দ্রব্যাদি ক্রোক কিম্বা বিক্রয় করে অথবা তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের বিষয়ে এমতে উদ্রেক হয় যে তাহাতে এই আইনের বিপরীত দর্শে তবে কর্ত্তব্য যে এমত ক্রোক কিম্বা বিক্রয় অথবা নিষিদ্ধ বিষয় সেই গোমাস্তাপ্রভৃতির মনিবদিগের অনুমতিতে কিম্বা জ্ঞাতসারে হইয়া থাকে কিম্বা না হইয়া থাকে তথাচ উৎপাতগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার নালিশ সেই গোমাস্তাপ্রভৃতির মনিবদিগের নামে করে কিন্তু জানিবেক যে সেই মনিব যাহাকে যে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে পাঠায় দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে যদি সেই মনিবের অনুমতি ও জ্ঞাতসারে ২১ একবিংশতি ধারার ব্যতিক্রমে সেই লোক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার ও সদর দ্বারাদি ভাঙ্গিবার বিষয়ে প্রমাণ না হয় তবে এই ধারার মতানুসারে সে মনিব কয়েদ হইবেক না ইতি।

৩৩ ধারা।

যাহারা বাকীর দায়ে আপনারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ে আপনারদিগেরে উৎপাতগ্রস্ত মানে তাহারা এই আইনের সকল হুকুমদৃষ্টে ক্রোককারকদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে কোন প্রকারে আপনারদিগেরে নিরাশ ও নিবারিত না জানে। এবং সকল ভূম্যধিকারী ও ইজারদারপ্রভৃতি যাহারদিগের ক্রোক করণের ক্ষমতা আছে তাহার কোন ব্যক্তিও এমত অনুমান না করে যে আপন তাবের কটকিনাদার কিম্বা তালুকদার অথবা প্রজাদিগের শিরের বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে তাহারদিগের মালজামিনদিগের যে সকল দ্রব্যাদি এই আইনের মতে ক্রোক ও বিক্রয় হইতে পারে তাহা আপনি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে না চাহিলে তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে নিবারিত হইয়াছে ইতি।

যে সকল লোক আপনারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের কারণে আপনারদিগেরে উৎপাতগ্রস্ত জানে তাহারা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে শক্ত হইবার কথা।

ভূমিকপ্রভৃতি বাকী টাকা উসুলের কারণ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে শক্ত হইবার কথা।

৩৪ ধারা

সকল দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের স্থানে এই আইনের মতে যে সকল মোকদ্দমার নালিশ উপস্থিত হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে সেই সাহেবেরা সেই সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আদালতে উপস্থিতহওয়া অন্যং মোকদ্দমার অগ্রে করেন ইতি।

এই আইনের মতের যে সকল মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি অন্যং মোকদ্দমার অগ্রে করিবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. P. FORSTER.

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সমস্ত দফ্তর এতদনুসারে যে সমস্ত জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা সকল মোকদ্দমার মাসকাবারী ফিরিস্তি মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের নিকটে এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা আপনারদিগের নিষ্পত্তির আপীলওগয়রহের সকল মোকদ্দমার মাসকাবারী ফিরিস্তি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেব দিগের নিকটে পাঠাইতে থাকেন দুরস্ত করিয়া রাখিবার বিষয়ের আইন শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের তারিখ ১ পহিলা মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২০৭ সালের ১৯ রমজানে জারী করিলেন।

আদালতসকলের রোয়দাদের কাগজপত্র হারাইবাতে কিম্বা নষ্ট অথবা চলবিচল হইবাতে সরকারের ও লোকদিগের যে ক্ষতি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিবার এবং ঐ রোয়দাদের কাগজপত্রের বিবেচনা ত্বরাতেও হইতে পারিবার নিমিত্তে আর সমস্ত জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিত ও নিষ্পত্তিহওয়া সকল মোকদ্দমার ফিরিস্তি সেই সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার তারিখ ও তাহার নিষ্পত্তির সারার্থ অর্থাৎ খোলাসাযুক্তে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের নিকটে এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের আর সমস্ত জিলা ও শহরের আদালতের উপস্থিত ও নিষ্পত্তিহওয়া সকল মোকদ্দমার ফিরিস্তি ও তাহার সারার্থ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে প্রস্তুত থাকিবার এবং সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া সকল মোকদ্দমার সংবাদ বিলায়তের কার্য্যকর্ত্তা সাহেবেরা পাইবার জন্যে নীচের লিখিত কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদ ডাকে পাটনা ও শহর জাহাঁগীরনগর ডাকে ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদের এবং সমস্ত মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরের আদালতের এবং সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারীর দফ্তরসকল রাখিবার কারণ একং আদালতে দুইং জন এদেশি লোক মুজমিলনবীস নিযুক্ত হইবেক ইতি।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের দফ্তর রাখিবার কারণ দুইং জন মুজমিলনবীস একং স্থানে নিযুক্ত রহিবার কথা।

পে ৩ ধারা।

৩ ধারা।

মুজমিলনবীসদিগের ত্রুটি যাবৎ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে প্রমাণ না হয় তাবৎ তাহারা তগীর না হইবার কথা।

এই আইন জারীর তারিখের নির্দ্দিষ্ট কোন আইনে ইহার ব্যতিক্রম কিছু নির্দ্ধার্য্য হইয়া থাকিলেও মুজমিলনবীস তাহারদিগের কোন ত্রুটি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরে প্রমাণ হওয়াব্যতিরেকে আপনারদিগের কার্য্যহইতে তগীর হইবেক না কিন্তু জানিবেক যে মজমিলনবীসী কার্য্য মৌরুসী বোধ হইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

* মুজমিলনবীসেরা রোয়দাদওগয়রহের বহী কেতাবের জিল্দের ন্যায়ে রাখিবার এবং তাহার প্রতিসফার উপর অঙ্ক লেখা যাইবার এবং এই ধারার লিখনানুসারে সাহেবদিগের দস্তখৎ হইবার কথা।

মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে দেওয়ানী ও ফৌদারীর সমস্ত মোকদ্দমার রোয়দাদ ও নিদর্শন লিখন এবং যে আদালতে তাহারা নিযুক্ত থাকে তথাকার অন্য সমস্ত কাগজপত্রের বহী সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী অক্ষর ও ভাষায় রাখে আর কর্ত্তব্য যে সেই বহী কেতাবের জিল্দের ন্যায়ে তৈয়ার হইয়া তাহার প্রতিপৃষ্ঠা অর্থাৎ সমস্ত সফার উপর পত্রাঙ্ক নম্বর লেখা যায় এবং সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারীর সাহেবদিগের রেজিষ্টরসাহেবেরদের ও আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের ও সকল মফঃসল আপীল আদালত এবং দায়ের ও সায়েরের আদালতসকলের এবং সদরদেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবদিগের দস্তখৎ হয় আর মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে সেই বহীর শেষ সফার উপর তাহার সমস্ত সফার সংখ্যা আপনারদিগের স্বাক্ষরে লিখে পূর্ব্বকার সমস্ত মোকদ্দমার রোয়দাদ প্রথমতঃ বহীতে লিখে এবং উচিত যে এই আইন পাইলেই সেই রোয়দাদের ফিরিস্তি অর্থাৎ তালিকা তৈয়ার করে ইতি।

৫ ধারা।

যে কাগজের নকল রোয়দাদের বহীতে লেখা যায় তাহার পৃষ্ঠে যে সফায় সেই নকল লেখা রহে সেই সফার নম্বর লেখা যাইবার কথা।

মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে যে কাগজের নকল বহীতে রাখে তাহার পৃষ্ঠে যে সফায় সেই নকল লেখা যায় সেই সফার নম্বর লিখে এবং উচিত যে সেই নম্বরের উপর মুজমিলনবীস এক কিম্বা দুই জনের স্বাক্ষর হয় ইতি।

৬ ধারা।

দফ্তরসকলের কাগজপত্র নষ্ট না হইবার অর্থে মুজমিলনবীসেরা সাবধান থাকিবার কথা।

মুজমিলনবীসদিগের এই বিষয়ে সাবধানহওয়া উচিত হইবেক যে আদালতের দফ্তরসকল পোকায় না কাটে কিম্বা সরদীতে অথবা অন্যরূপে নষ্ট না হয় এবং ঐ সকল কাগজপত্র আদালতের সাহেবের বিনাহুকুমে চলবিচল না হইতে পায় ইতি।

৭ ধারা।

মুজমিলনবীসদিগের শৈথিল্য কারণে কোন

যদি মুজমিলনবীসদিগের শৈথিল্য কিম্বা ত্রুটিতে দফ্তরসকলের কাগজপত্রের মধ্যের কোন

কোন কাগজ নষ্ট হয় কিম্বা পাওয়া না যায় তবে সেই মুজমিলনবীসেরা সেই কাগজের বেওরাগতিক সুন্দররূপে না কহিতে পারিলে তাহারা আপনারদিগের কার্য্য হইতে অবসর হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

কাগজ নষ্ট হইলে কিম্বা হারাইলে তাহারা তগীরের যোগ্য হইবার কথা।

৮ ধারা।

মুজমিলনবীসদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের লিখনানুসারে ছাপা ও জারীহওয়া কোন আইনের মতে মুজমিলনবীসী কার্য্যের সম্বন্ধে যে কালে যে যে দাঁড়া ও হুকুম নির্দ্ধারিত হয় এবং জজসাহেব কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা যে সময়ে যে যে হুকুম দফ্তরসকলের কাগজপত্র সুন্দররূপে রাখিবার কিম্বা তাহার খবরদারী করিবার অথবা লিখিবার বিষয়ে তাহারদিগের প্রতি হয় সে সমস্ত দাঁড়া ও হুকুমকে যথোচিত মান্য করে ইতি।

মুজমিলনবীসী কার্য্যের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারী হওয়া যে আইনে যে হুকুম থাকে তাহা মানিবার কথা।

৯ ধারা।

কর্ত্তব্য যে প্রতিজিলা ও শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঁগীরনগর ও শহর মুরশিদাবাদের আদালতে একং মোকদ্দমার দিন দিনের রোয়দাদ এবং জজসাহেবের একং কার্য্য ও হুকুমের বেওাকৈফিয়ৎ একং বহীতে সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা ভাষায় এবং সুবে বেহারে পারসী ভাষায় কি নাগরী অক্ষর ও হিন্দীভাষায় লেখা যায় এবং তাহার উপর জজসাহেবের দস্তখৎ হয় আর উচিত যে উভয় বিবাদির একং মোকদ্দমার মোতালক যে আরজী ও জওয়াব দরজওয়াব ও রদ্দজওয়াব ও যে কোন জোবানবন্দী ও নিদর্শনলিপি আদালতে পাঠ হয় এবং আদালতের মিসিলে দাখিল হয় তাহার নকল বহীতে লেখা যায় আর আদালতে পাঠ হইবার সময়ে যে কোন কাগজের পৃষ্ঠে যে নম্বর কিম্বা চিহ্ন করা যায় সেই নম্বর কিম্বা চিহ্ন সেই বহীতে যে স্থানে সেই একং কাগজ লেখা থাকে তাহার পার্শ্বে লেখা যায় ইতি।

প্রতিজিলা ও শহরের আদালতে রোজনামা বহী তাহাতে প্রতিদিনের কার্য্যের লিখিবার কথা।

১০ ধারা।

কর্ত্তব্য যে জিলা ও শহরের প্রতিআদালতের উপস্থিত মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ সকল নীচের লিখনানুসারে তৈয়ার হইয়া মোকদ্দমাসকলের বিচারের বিলি অর্থাৎ একাদিক্রমে সেই রোয়দাদসকলের উপর নম্বর লেখা গিয়া প্রতিআদালতে রাখা যায়। রোয়দাদ তৈয়ারের এই মত যে একং মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর কর্ত্তব্য যে নালিশের আরজী ও জওয়াব ও দরজওয়াব ও রদ্দজওয়াবের নকল আর সওয়াল ও জওয়াবের অন্য সমস্ত কাগজপত্রের নকল এবং সকল কথা ও সমস্ত কৃত কার্য্যের বেওরা আর উভয় বিবাদির জুটি এবং সাক্ষিদিগের সকল জোবানবন্দীর ও অন্য নিদর্শনী

মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদের সমস্ত বন্দ এই ধারার লিখনক্রমে লেখা গিয়া প্রতি আদালতে রাখা যাইবার কথা।

র্শনী লিখনসকলের নকল আর আদালতে হওয়া সমস্ত হুকুমের ও সেই সমস্ত হুকুমের জওয়াব সমুদয়ের নকল তাহা একাদিক্রমে পাইবার বিলিমতে আর ডিক্রীর ও ডিক্রী জারীর হুকুমের ও সেই হুকুমমতে ডিক্রী জারী হইবার কৈফিয়তের নকল ফলতঃ একং মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় শক্ত কাগজের বন্দসকলে নামতা ও মোলাতফার ন্যায়ে যে ভাষায় নালিশের আরজী ও জওয়াব ও দরজওয়াব ও রুদ্দজওয়াব ও জোবানবন্দী সকল এবং সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ লিখন পত্র প্রথমাবধি লেখা গিয়া থাকে সেই ভাষায় লেখা যায় কিন্তু জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সকল তদবীর ও হুকুম সর্ব্বদাই সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী ভাষায় কি নাগরী অক্ষর ও হিন্দী ভাষায় সেই সকল রোয়দাদের বন্দসকলে লেখা যায় আর যে কালে কোন জোবানবন্দী কিম্বা লিখন সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা ভাষাছাড়া এবং সুবে বেহারে পারসী ও হিন্দী ভাষাছাড়া ভাষান্তরে লেখা গিয়া থাকে সে কালে কর্ত্তব্য যে সে জোবানবন্দী কিম্বা লিখনের নকল সেই ভাষায় সেই রোয়দাদের বন্দে লেখা গিয়া সেই শামিলে শুদ্ধ করিয়া তাহার পারসী ও বাঙ্গলা তরজমা সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় এবং পারসী ও হিন্দী তরজমা সবে বেহারে লেখা যায় আর কর্ত্তব্য যে সেই সকল রোয়দাদের বন্দসকলে আদালতের মোহর ও জজসাহেবের দস্তখৎ এবং আদালতের সিরিস্তাদার কিম্বা এ দেশি অন্য প্রধান আমলার দস্তখৎ হয় আর রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই সকল রোয়দাদের বন্দসকল আদালতের দফ্তরসকলের শামিলে রাখেন্ ও আদালতের মোহর ও জজসাহেবের দস্তখৎ এবং আদালতের সিরিস্তাদার কিম্বা এ দেশি অন্য প্রধান আমলার দস্তখৎযুক্ত ঐ সকল রোয়দাদের নকল অন্য সকল আদালতে সাক্ষি স্বরূপ স্থানে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক ইতি।

১১ ধারা।

সকল জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা মাসকাবারী যে সকল ফিরিস্তি রাখিবেন তাহার কথা।

জিলা ও শহরের আদালতের একং জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাসকলের মাসকাবারী ফিরিস্তি ন্যায় ইঙ্গরেজী অক্ষর ও ভাষায় নীচের লিখিত নক্সাক্রমে যে দীর্ঘ ও প্রস্থের কাগজ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা নির্ণয় করেন্ সেই কাগজে রাখেন্ আর কর্ত্তব্য যে সেই ফিরিস্তির একং মাসের একং নকল তাহার পর মাসের ১৫ পনরহঁ তারিখপর্য্যন্ত সদর দেওয়ানীআদালতে পাঠান যায় এবং তদনুসারে আর এক নকল যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালত হয় সেই মফঃসল আপীল আদালতে চালান হয়।

অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতে অমুক সন ইঙ্গরেজীর অমুক মাসে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার ফিরিস্তি।

নম্বর	ফরিয়াদী ও আসামীর নাম	দাওয়ার খোলাসা মজমুন	ডিক্রীর মজমুন	দাওয়ার আরজী দাখিল হইবার তারিখ	ডিক্রীর তারিখ
১	ফরিয়াদী গৌরমোহন পোতদার আসামী রাধাকান্ত রায়	দাওয়া মাফিক খত কর্জ্জা ১০০ টাকা ও তাহার সুদ	ফরিয়াদীর হকে ডিক্রী হইল আসল ——— ১০০ সুদ ——— ২০ খরচা ——— ১০ ১৩০	১ মাই ১৭৯৩ সাল ইঙ্গরেজী	১০ জুলাই ১৭৯৩ সাল ইঙ্গরেজী
২	ফরিয়াদী রামনারায়ণ ঘোষ আসামী ভবানীচরণ মিত্র	দাওয়া ১ এক নৌকার মূল্য ৫০ টাকা	ফরিয়াদী রাজীনামা দাখিল করিলেক মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইল	১০ মাই ১৭৯৩ সাল	১৫ জুলাই ১৭৯৩ সাল
৩	ফরিয়াদী চোকারাম আসামী শ্যাম পোতদার	দাওয়া ১ এক তালুকের অর্দ্ধেকের যাহার সালিয়ানা উৎপন্ন ৫০০ টাকা	ঐ	১০ মাই ১৭৯৩ সাল	১৬ জুলাই ১৭৯৩ সাল
৪	ফরিয়াদী মহম্মদআলী আসামী সুখলাল	দাওয়া মালগুজারীর বাকী ৬০০ টাকা	মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইল ও আসামীর হকে খরচার ডিক্রী হইল ১০০ টাকা	২০ মাই ১৭৯৩ সাল	৩ জুলাই ১৭৯৩ সাল

১২ ধারা।

নীচের লিখিত নক্সা মত জিলা ও শহরসকলের আদালতের মুলতবী থাকা মোকদ্দমাসকলের ফিরিস্তি পৃথক২ মাসান্তর মফঃসল আপীল আদালতে ও সদরদেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার কথা।

জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের একং সাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রতিসনের জানুআরি ও ১ পহিলা জুলাই তারিখে আপনার নিকটে উপস্থিত মোকদ্দমাসকলের অনিষ্পত্তির মধ্যে মোলতবী মোকদ্দমাসকলের ফিরিস্তি যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালক সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালত হয় সেই এলাকায় এবং সদর দেওয়ানী আদালতেও পাঠাইতে রহেন আর কর্ত্তব্য যে সেই ফিরিস্তি নীচের লিখিত নক্সাক্রমে যে দীর্ঘ ও প্রস্থের কাগজে সদর দেওআনী আদালতের সাহেবরা নিণয় করেন সেই কাগজে তৈয়ার হয়।

অমুক জিলা কিম্বা অমুক শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতলবী মোকদ্দমাসকলের ফিরিস্তি সন অমুক ইঙ্গরেজীর তারিখ ১ পহিলা জানুআরি কিম্বা পহিলা জুলাই।

নম্বর	উভয় বিবাদির নাম	প্রথম উপস্থিত কি আপীলের মোকদ্দমার দাওয়ার সারোদ্ধার	মোকদ্দমা দাখিলের তারিখ	সম্বাদ
১০	বাদী রামনারায়ণ প্রতিবাদী ভবানীচরণ	১ এক নৌকার মূল্য ৫০ টাকা	ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সাল ১ মাই	আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ফিরিস্তিব লিখিত মোকদ্দমাসকল পূর্ব্বে কি পরেই বা ফিরিস্তিতে দাখিল হউক তাহা মলতবী থাকনের হেতু এই ঘরে লিখেন

১৩ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে জিলাসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মত রোজনামা বহী রাখিতে হুকুমের কথা।

সকল মফঃসল আপী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সমস্ত জিলা ও শহরের আদালতসকলের জজসাহেবদিগেরে যে বহী রাখিবার কারণ ৯ নবম ধারায় হুকুম আছে সেই বহীর অনুসারে আপনারদিগের দিনদিনের রোয়দাদের বহী কেতাবের জিল্দের ন্যায়ে রাখেন কিন্তু ইহাই ছাড়া হয় যে সে বহীর উপর জজসাহেবের দস্তখতের স্থানে রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ হয় ইতি।

১৪ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতে সাহেবদিগকে রোয়দাদের বহী সকল রাখিবার হুকুমের কথা।

সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত গবরনর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুর কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটহইতে

নিকটহইতে যে সকল মোকদ্দমা বিচারার্থে তাঁহারদিগেরে সোপর্দ্দ হয় এবং সকল জিলা ও শহরের আদালতসকলে নিষ্পত্তি হইয়া পরে যে সকল মোকদ্দমার আপীল তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় সে সমস্ত মোকদ্দমার নিদর্শনে রোয়দাদসকল মোলাতেফার ন্যায় যেরূপে রোয়দাদসকল রাখিবার অর্থে সকল জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের প্রতি ১০ দশম ধারায় হুকুম আছে সেই রূপে রাখেন্ ইতি।

১৫ ধারা।

সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের আদালতে প্রথম কি আপীলমতে উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি পাওয়া মোকদ্দমাসকলের খোলাসার মাসিক ফিরিস্তি ইঙ্গরেজী অক্ষর ও ভাষায় নীচের লিখিত নক্সাক্রমে যে দীর্ঘ ও প্রস্থের কাগজে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা নির্ণয় করেন্ সেই কাগজে রাখেন্ আর কর্ত্তব্য যে একং মাসের একং ফিরিস্তি তাহার পর মাসের ১৫ পনরুঞি তারিখপর্য্যন্ত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান যায়।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে মাস মাসের যে ফিরিস্তি রাখিতে হুকুম আছে তাহার কথা।

অমুক